গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর সমগ্র ২

সমরেশ বসু

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা ২৯ ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশঃ ১১ই জনু, ১৯৬৫

প্রকাশক : শ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ । কলিকাতা ২৯
১এ ও ৩৩, কলেজ রো । কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর : শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট । কলিকাতা ৪

সূচীপত্র

স্বর্ণচঞ্চু

সকাল থেকেই আজ থানায় ভিড়। একটা বিশেষ উত্তেজনাও আছে। দুটি পুরুষের মৃতদেহ থানার বারান্দায়, কাপড় ঢাকা দেওয়া রয়েছে। ঢাকা দেওয়া কাপড়গুলো রক্তাক্ত। বাসি শুকনো রক্ত। তাতেই বোঝা যায় মৃত্যুর ঘটনা গতকাল রাত্রে বা অন্য কোনও সময়ের, আজ সকালের নয়।

থানায় মেয়ে পুরুষের ভিড়। বাঙালি অবাঙালি, উভয় পক্ষই সেখানে রয়েছে। মেয়েদের কারুর কারুর কোলে বা সঙ্গে শিশুরাও রয়েছে। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ কান্নাকাটি করছে! তাদের প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছে সঙ্গী পুরুষেরা। সেপাইরাও কান্না থামাতে বলছে।

থানার হাজত ভরতি বন্দিদের ভিড়। একটু আগেই একদল বন্দিকে, মহকুমা হাজতে পাঠানো হয়েছে জাল ঘেরা গাড়িতে ভরে। সেই দলটা সবাই বাঙালি। এখন যারা হাজতে রয়েছে তারা সকলেই অবাঙালি। সম্ভবত তারা বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের মানুষ। কিন্তু বাঙালিদের ভাষায়, তারা সবাই বিহারি। মারামারি, নিহত, আহত, গ্রেপ্তার, উত্তেজনা, সবকিছুই ঘটেছে বিহারি বাঙালি দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে।

যে মৃতদেহ দুটি বারান্দায় গলা অবধি ঢাকা দেওয়া রয়েছে, তাদের একজনের মুণ্ডিত মস্তক, মোটা গোঁফ। বয়স চল্লিশ-পঞ্চাশের মধ্যে। আর একজনের বয়স তিরিশ-বত্রিশ হতে পারে। মাথায় বড় বড় চুল, গোঁফদাড়ি কামানো। দেখলেই মনে হয়, যেন, একজন অবাঙালি, আর একজন বাঙালি। দুজনেই দুটো আলাদা আলাদা এলাকায় খুন হয়েছে।

দুজনেরই আত্মীয় স্বজনেরা এসেছে। তারাই কান্নাকাটি করছে। মৃতদেহ আত্মীয় স্বজনকে ফিরিয়ে না দেবারই মনস্থ করেছে থানার কর্তৃপক্ষ। কারণ, তাতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে পারে। এ অঞ্চলের অবস্থার আরও অবনতি হতে পারে। অবিশ্যি এখনই ফিরিয়ে দেবার কোনও প্রশ্নই নেই। কারণ দুটি মৃতদেহই আগে পোস্টমর্টেমে পাঠাতে হবে—আইন মোতাবেক।

গত পরশু থেকে গোলমালের সূত্রপাত হয়েছে। পরশু রাত্রি থেকেই একটা

মুখোমুখি দাঙ্গা লেগে গিয়েছিল। কারণ, রাজনৈতিক। রাজনৈতিকই বলতে হবে। কারণ, একটা কারখানার ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে, দুই দলের সংঘর্ষ বেঁধেছিল। প্রথম সংঘর্ষটা ছিল, আরও কয়েকদিন আগের। কারখানা কর্তৃপক্ষের কিছু পোষা লোক, তারাও শ্রমিক বলেই পরিচিত। আর অধিকাংশ, যারা ধর্মঘট করেছে, তাদের মধ্যেই সংঘর্ষ লেগেছিল। পরিণতি, পোষা লোকগুলোর মার খেয়ে পলায়ন। ধর্মঘটিরা নিশ্চিন্ত হয়েছিল, দালালগুলো আপাতত আর মুখোমুখি হবে না, এই আশায়।

কিন্তু জলে বাস করে, কুমির সম্পর্কে যেমন নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, এও খানিকটা সেইরকম। সহসা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো, আবার ওরা দল বেঁধে এসেছিল। আবার সংঘর্ষ। তাতেই একজনের মৃত্যু হয়। আর সেই মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই, বিহারি বাঙালি দাঙ্গা লেগে যায়।

দাঙ্গার পরিণতি, প্রচুর গেপ্তার। অনেকের পলায়ন। এবং সর্বোপরি সমাধানহীন ধর্মঘট সম্পর্কে সংশয়, হতাশা। একদিক থেকে বলতে গেলে, ধর্মঘট বানচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ধর্মঘটিদের পরাজয় আসন্ন বলে মনে হয়। কারণ একবার যখন বাঙালি অবাঙালি দাঙ্গা বাঁধানো গিয়েছে, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস আর ঘৃণা অনেকখানি জাগানো গিয়েছে, যারা একসঙ্গে ধর্মঘট করেছিল, একই কারখানার লোক, তখন ধর্মঘট টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

কেমন করে সহসা এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটল, কোন জাদু বলে, তার হদিস দেওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলা যায়, শিল্পাঞ্চলে এরকম ঘটনা নতুন নয়। এবং এ সবই পূর্ব পরিকল্পিত। এই কুৎসিত দুষ্টক্ষত যে কখন কীভাবে, তার গলিত পুঁজ রক্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়বে, আগে থেকে যেন কিছুই জানা যায় না।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে, শাসনের স্বার্থে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ নতুন নয়। বর্তমানে, শিল্পাঞ্চলে প্রাদেশিক বিবাদ আর দাঙ্গা হল, একটা সাধারণ ঘটনা। সবথেকে সহজ কিস্তিমাতের কৌশল। কারখানার মানুষদের ঐক্য যাদের সমস্যা, যে কারখানা কর্তৃপক্ষ বা রাজনৈতিক দলের, তাদের সবথেকে সহজতর সমাধান হল, এই শ্রেণীর দাঙ্গা।

অতঃপর, যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে, এই দাঙ্গার সূত্রপাত, সেই ধর্মঘটের কথা আর কারুর বিবেচ্য নয়। একদিকে বিদ্বেষের বিষ ছড়াতে থাকে একদল, অন্যেরা শান্তির বাণী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। স্বাভাবিক ভাবেই তখন শান্তির প্রয়োজনটাই সকলের কাছে বেশি হয়ে ওঠে। অন্য বিষয় পরে।

এখানেও বর্তমানে সেই অবস্থা চলেছে। ধর্মঘটের নেতৃস্থানীয় লোকেরাই সব থেকে আগে গ্রেপ্তার হয়েছে। বাকি গুণ্ডা বদমায়েশ এবং সাধারণ যুবকেরাও বাদ যাচ্ছে না। আশেপাশের অন্যান্য কারখানাগুলোও যাতে সংক্রামিত হয়ে না পড়ে,

সেই চেষ্ট চলেছে। যদিও, সমস্ত কারখানাতেই হাজিরার সংখ্যা কম। যেখানে অবাঙালির সংখ্যা বেশি, সেখানে বাঙালিরা যেতে সাহস পাচ্ছে না; যেখানে বাঙালিদের ভিড় সেখানে অবাঙালিরা ঢুকছে না। এলাকাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পাড়া এবং মহল্লাগুলোরও সেই অবস্থা হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় বা রাত্রে, দুটি মৃতদেহই পাওয়া গিয়েছে দুটো ভিন্ন জায়গায়। একজনকে পাওয়া গিয়েছে গঙ্গার ধারের ময়লা ফেলা ডিপোর কাছে। আর একজনকে একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তার ধারে একটা পোড়ো জমির আঁসশ্যাওড়ার জঙ্গলে। এগুলোকে ঘুপচুক খুনই বলা যায়। সেই জন্যই, এখনও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না, আরও নিহত হওয়ার সংবাদ আসবে কি না।

এখন সকাল আটটা প্রায়। তার মধ্যে ছ'টি মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এখনও হয়তো কোথাও কেউ খুন হয়ে পড়ে আছে, লোকের চোখে পড়েনি। গতকাল রাত্রি থেকে যারা বাড়ি ফেরেনি, তাদের আত্মীয় স্বজনেরাও অনেকে থানায় এসেছে। যদি কোনও সংবাদ পাওয়া যায়। কারফ্যু-তে গ্রেপ্তার হয়ে, থানায় থাকলে, সেটাকে সুখবরই বলতে হবে। কিন্তু দেখতে না পাওয়া গেলে বা তার চেয়েও ভয়ংকর, যদি মৃতদেহ দেখতে হয়, সেই ভয়ও অনেকের চোখে মুখে রয়েছে।

নানান কারণেই, থানা সরগরম। স্থানীয়, বাঙালি অবাঙালি ব্যক্তিদের যাতায়াত চলেছে। তাঁদের মধ্যে, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারাও আছে। পুলিশকে, যাঁর যা বলবার বলে যাচ্ছেন। যাঁর যা পরামর্শ দেবার আছে, দিয়ে যাচ্ছেন। তবে, সকলেই যে পুলিশের কাছে আসছেন, তা নয়। তাঁদের কাছে পুলিশ মোটেই সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। দাঙ্গার পিছনে, তাদেরও হাত আছে কি না, এ বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ নন।

তবুও, থানায় অনেকেরই আনাগোনা চলছে। ঘন ঘন টেলিফোন বাজছে। এস.ডি.ও, এস.ডি.পি.ও, ডি. এম. ঊর্ধ্বতনেরা সকলেই গতকাল ঘুরে গিয়েছেন। আজও কেউ কেউ আসবেন, সন্দেহ নেই। থানার নিজস্ব পুলিশ বাহিনী ছাড়াও, রিজার্ভ পুলিশের সংখ্যাই এখন এ এলাকায় বেশি। তাদের গাড়িগুলো শহরে টহল দিচ্ছে। স্পেশাল অফিসার যারা এসেছে, তাদের নিয়ে জিপ ছুটোছুটি করছে।

প্রায় তিন মাইল এলাকা জুড়ে, ভীতির ভাব সর্বত্রই বর্তমান। দিনের বেলাও রাস্তাঘাটে লোক চলাচল বিশেষ নেই। একমাত্র নিজেদের এলাকাতেই যা একটু ভিড়। মিশ্রিত এলাকাগুলোর অবস্থা সবথেকে খারাপ। সেই সঙ্গেই, গুজবের ছড়াছড়ি চারদিকে। নিহতের সংখ্যা, গুজব রটনাকারীদের মুখে মুখে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডজনের ওপর দাঁড়িয়ে গিয়েছে। অগ্নি সংযোগ, লুটের খবরও কম নয়। সেই সঙ্গে নারীধর্ষণের সংবাদও আছে।

থানা ইনচার্জ-এর ঘরে কয়েকজন বসেছিল। ইনচার্জ নিজেও তার চেয়ারে বসে আছে। লোকটির বয়স বেশি নয়। বছর দুয়েক আছে এ অঞ্চলে। অবিবাহিত, যদিও বিয়ের বয়স হিসেবে, এখন বেশিই হয়েছে। চুলে কিছু কিছু পাক ধরেছে দুপাশের রগের কাছে। চোখ দুটো যত উজ্জ্বল, আর তীক্ষ্ণ, সেই তুলনায় মুখটা থলথলে। তার অভিব্যক্তি একটু বোকাটে। নাম শ্যামাপদ।

এ অঞ্চলের একটা, সুনাম দুর্নাম. যা-ই হোক, আছে। সেটা হল, বছর দুয়েক কোনও থানা ইনচার্জ এ থানায় টিকে থাকতে পারলে, লাখ দুই তিন টাকা সে পকেটে নিয়ে যেতে পারে। কী ভাবে, এবং কথাটা কতখানি সত্যি, এ বিষয়ে কিছু জানা যায় না। কথাটা এক কিংবদন্তির মতোই প্রচলিত। শ্যামাপদর কতখানি হয়েছে, কে জানে! বাইরে থেকে তাকে দেখলে কিছুই বোঝা যায় না। সে মদ খায় না, বিড়ি সিগারেটের নেশাও নেই। চালচলনও সে রকম ফিটফাট স্মার্ট নয়।

তার ঘরে যারা বসেছিল, ওরা সকলেই এ অঞ্চলের নাম করা গুণ্ডা আর ছিনতাই পার্টির লোক। তাদের মধ্যে বাঙালি অবাঙালি, দু পক্ষই আছে। তারা বসেছিল, দেয়াল ঘেঁষে একটা কাঠের বেঞ্চিতে।

আর একজন, শ্যামাপদর টেবিলের সামনে, প্রায় মুখোমুখি, চেয়ারেই গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে। সে বেঞ্চির দলের নয়, বোঝা যাচ্ছে। শ্যামাপদ তা হলে তাকে এখানে বসতেই দিত না। এমনকী, পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যেই বয়স, ছোকরা যে ভাবে সিগারেট খাচ্ছে চোখ আধ বোজা করে, তাতে মনে হয়, বড় দারোগাকে নিয়ে, ওর কোথাও কোনও সমস্যা নেই। টেরিকটের অলিভ-গ্রিন সরু ট্রাউজার ওর পরনে। গায়ে তন্তুজ কাপড়ের হাওয়াইয়ান শার্ট। তেমন পরিষ্কার নয়. পায়ের স্যান্ডেল জোড়া টেবিলের তলায় খোলাই রয়েছে। দুটো খালি পা মাটিতে ছড়ানো। রোগা রোগা এক-হারা গোছের মাঝারি লম্বা গড়ন। চুল ছোট করে ছাঁটা, প্রায় কপালের দিকেই সামনে টেনে দেওয়া। অথবা চিরুনি ছোঁয়ায়নি, হাত দিয়েই কোনোরকমে কাজ সেরেছে।

এমন একটা নির্বিকার ভাব ওর যে, বেঞ্চির লোকগুলোর সঙ্গে কোনও মিলই নেই। বেঞ্চির লোকগুলোর চেহারা, পোশাক, চাউনি, সবই ভিন্ন ধরনের। হয়তো তাদের শার্ট প্যান্ট সবই আছে, তথাপি রং চং, চোখ মুখের অভিব্যক্তি, সবই আলাদা। একটা ভয় বিব্রত সংশয়ের ভাব তাদের মুখে।

শ্যামাপদ সেইদিকেই একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী হল কালু, জিজ্ঞেস করলাম যে. কাল রাত্রে তুই কোথায় ছিলি?'

কালুর চোখ লাল, নিদ্রার অভাবেই একটু ঢুলু ঢুলু। চোখের কোল বসা। বলল, 'বাতালাম সাব, কাল রাত মে তো ঘরেই ছিলাম।'

শ্যামাপদ ধমক দিয়ে ওঠে, 'বাজে কথা ছাড়। কে জানে, তুই বাড়ি ছিলি?'

'বাড়িতে বহুকে পুছিয়ে দেখেন না।'

চেয়ারে বসা ছেলেটি ঘাড় ফিরিয়ে বলে উঠল, 'তোর কটা বহু আছে, তা-ই আগে বল কালু।'

কথা শেষ হবার আগেই, শ্যামাপদ ধমকে ওঠে, 'তুমি চুপ করো অশোক, তোমার কথা আমি শুনতে চাই না। তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করব, তখন জবাব দিয়ো।'

অশোক হাত উলটে বলল, 'যাঃ বাবা, ভাল কথা বলতে গেলুম আপনি চটে গেলেন। কালু বললে, ওর বউকে জিজ্ঞেস করতে, তা-ই আমি বলছি, কটা বউ আছে ওর, কোন বউকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন। ন নম্বর গলির বউ, না তেরো নম্বর গলির বউ।'

শ্যামাপদ তার থলথলে মুখের চামড়ায় ঢেউ তোলে। থমকে উঠে বলে, 'তার মানে?'

অশোক বলল, 'তার মানে ওকেই জিজ্ঞেস করুন।'

শ্যামপদ বাঘের মতো চোখ করে কালুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কটা বউ তোর?'

কালু বোধ হয় একটু লজ্জিত হল। মাথা নিচু করে বলল, 'তিন।'

'শাট আপ রাসকেল। কী করে তুই তিনটে বিয়ে করেছিস, বে-আইনি না? আমি এখনই তোর হাতে হাতকড়া লাগাব।'

কালু রীতিমতো চমকিত শঙ্কিত। শ্যামাপদ টেবিলে চাপড় মেরে আবার বলল, 'এটা মগের মুলুক পেয়েছিস তোরা, আইন বলে কিছুই নেই? তিনটে বিয়ে করেছিস, আবার সে কথা বলা হচ্ছে। চাবকে তোর পিঠের ছাল তুলে দেব।'

কালু গুণ্ডার শঙ্কিত মুখটা ক্রমে, অসহায় বোকাটে হয়ে ওঠে। বলে, 'সাব শাদি আবার হামকো কেয়সে হবে, কে দেবে?'

'তবে?'

'ওদের হামি খাওয়াই পিয়াই, কাপড়া চোপড়া দেতা, ঘর ভাড়া দেতা....।'

কথা শেষ হবার আগেই শ্যামাপদ বলে ওঠে, 'তার মানে রক্ষিতা।'

কালু চুপ করে থাকে। শ্যামাপদও বুঝতে পারে, এই পর্যন্তই তার সীমা। কিন্তু রাগ আর ঘৃণা সে সামলাতে পারে না বলেই, দাঁতে দাঁত পেষে, আর মুঠি পাকাতে থাকে। অশোক আস্তে আস্তে বলে, 'আব তিনটি স্ত্রীলোক পুষতে হলে, বুঝতেই পারছেন, কত টাকা দরকার। তাই একটু ছিনতাই গুণ্ডামি করতে হয়।'

শ্যামাপদ টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে, প্রায় দেওয়াল কাঁপিয়ে বলল, 'তুমি চুপ করবে কি না জানতে চাই।'

অশোক চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকে। শ্যামাপদ ওর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আবার বলল, 'কোনও রকবাজের কাছ থেকে আমি জ্ঞান নিতে চাই না।'

অশোক বললে, 'তা বাড়ির রক থাকলে তাতে বসতে পাব না?'

'না।'

'জানেন আমাদের ঠাকুরবাড়ির কী রকম বিখ্যাত রক। ওই রকে আমার বাবা ঠাকুরদা বসতেন, অনেক বড় বড় পণ্ডিত বসতেন এক সময়ে, কত শাস্ত্র আলোচনা হত।'

শ্যামাপদর রাগ এত তীব্র হয়ে ওঠে যে, সে চোয়াল শক্ত করে, প্রায় থিয়েটারের রাজার মতো, গলার স্বর হঠাৎ নিচু করে চিবিয়ে বলল, 'জানি। আর এখন যারা বসে, তারা কতগুলো বেকার বদমাইশ লোচ্চা ছোঁড়ার দল।'

অশোক বলল, 'এটা আপনার রাগের কথা হল বড়বাবু। চাকরি না করলেই বেকার হয় না. আর বাড়ির রকে বসে থাকলেই গুণ্ডা বদমাইশ হয় না। বাব ঠাকুরদারা রেখে গেছে. এরকম একটু একটু কলসি গড়িয়ে খেলে, আরও দু-এক পুরুষ চলে যাবে। আর জানেন তো, আমার দুই দাদা আর আমি কেউই বিয়ে করিনি, দরকার নেই।'

শ্যামপদ একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল টেবিলের ওপরে। বলল, 'বড় যে ফুটানি করছ, সেদিনও যে তোমার নামে ডায়েরি হয়ে গেছে। দশ দিনও হয়নি, বটা ঠাকুরের ছেলে নরেশকে মেরে আধমরা করেছ, জামিনে খালাস আছ। অ্যাটেম্পটেড টু মার্ডার কেস তো ঝুলছে। খুব যে বড় বড় কথা হচ্ছে? ভদ্রলোকের ছেলে বলে যা খাতির করে চেয়ারে বসতে দিয়েছি, এখনও গারদে পুরিনি, সেই যথেষ্ট। বেশি কথা না বলে চুপ করে বসে থাকো।'

অশোক সিগারেটে টান দিয়ে, নিরীহ ভঙ্গিতে বলল, 'তা চুপ করে থাকতে বলেন, থাকছি। তবে, আপনাকে তো আগেই বলেছি, নরেশের মতো ছেলেকে সরকার আর সমাজ যখন শাসন করতে পারছে না, তখন আমাদেরই টিট করতে হবে।'

'বটে?'

'তা আর কী করা যাবে। পাড়ার মেয়েকে একলা পেলেই যদি কেউ টানাটানি করে, খিস্তি করে, শিস দেয়, তাদের কী করা যাবে। তাও যদি, মেয়েটার সায় থাকে, তবু একরকম।'

'আদর্শবাদী, অ্যাঁ? নিজের হাতেই শাসন তুলে নিচ্ছ?'

বলতে বলতে শ্যামাপদর থলথলে মুখটা শক্ত আর চৌকো হয়ে ওঠে। অশোক এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'শাসন হাতে তুলে নেবার কথা হচ্ছে না। এ সব হলো পাড়ার ব্যাপার। ছেলে ছোকরারা অন্যায় করলে, পাড়ার লোকেরাই শাসন করে।'

ওর মুখে 'ছেলে ছোকরা' কথাটা প্রায় হাস্যকর শোনায়। একটু পাকা পাকাও লাগে। কিন্তু শ্যামাপদর চিত্ত একেবারে জ্বলে যায়। চোখও ধকধকিয়ে জ্বলে। তেমনি চিবিয়েই বলে, 'চালুনি বলে ছুঁচকে, তোর ইয়েতে কেন ছ্যাদা, তাই? নিজেরা দিন রাত্রি রকে বসে ইত্‌রামো করছে যারা, মেয়েদের পেছনে লাগছে, ইশারা করছে—।'

'একদম মিথ্যে কথা।'

অশোক বাধা দিয়ে বলে ওঠে।

'মিথ্যে কথা?'

শ্যামাপদ গর্জে ওঠে। অশোক বলে, 'নিশ্চয়ই। আমাদের গ্রুপের ছেলেদের ইতরামো যদি প্রমাণ করতে পারেন, তা হলে আমরা সবাই চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে, কান ধরে ওঠ বোস করব, মাইরি বলছি।'

ওর 'মাইরি' বলার ধরনটাও এমনই হাস্যকর শোনায় যেন, শ্যামাপদর কথার ওপরে কোনও গুরুত্বই দিতে চায় না। শ্যামাপদ অত্যাধিক রেগে ওঠে, আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তার মুখে কয়েক মুহূর্ত প্রায় কোনও কথা জোগায় না। তারপর হাত তুলে, যেন চাপা গর্জনে গরগর করে বলে, 'তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আমার সামনে ভাল ভাবে কথা বলবে, নইলে—।'

দাঁতে দাঁত পেষার চাপে, আর কথাই ফোটে না তার মুখে। আশোক ঘাড়ে একটা আলতো ঝাঁকানি দিয়ে বলে, 'আপনি খালি রেগেই যান। কী আর করব বলুন।'

শ্যামাপদ হঠাৎ অত্যন্ত চিৎকার করে দ্রুত বলতে আরম্ভ করে, 'তোমরা ইতরামি কর না? আমার কাছে কোনও খবর আসে না ভেবেছ? হরিহর চক্রবর্তীর পেছনে তোমরা লাগ না? তাকে দেখলেই টিটকারি দাও না? হরিহর চক্রবর্তী নিজে আমাকে বলেছে, তোমাদের বদমাইশগুলোর জ্বালায় সে রাস্তায় বেরুতে পারে না।'

আশোক প্রায় উৎকণ্ঠিত হতাশায় বলে ওঠে, 'ছি, ছি, সকালবেলায় লোকটার নাম করলেন? আজ ভাত জুটলে হয়। ওরকম একটা চশমখোর সুদখোর ফেরেব্বাজ কিপ্‌টে লোকের নাম করলে, হাঁড়ি ফেটে যায়। সেটা বলতে পারেন, ওকে আমরা টিটকারি দিই। তাও এমন কিছু না, ''পদ্মমধু পদ্মমধু'' বললেই লোকটা ক্ষেপে যায়।'

'কেন?'

'কেন আবার। সত্তর বছরের হরিহর চক্রবর্তী যদি এখন ঘোষালদের ষোলো বছরের মেয়ে পদ্মকে টাকা দিয়ে কিনতে চায়—মানে, ঘোষালদের তো কেউ নেই, এক বিধবা গিন্নি ছাড়া। অবস্থাও খুব খারাপ। বাড়িটা হরিহর চক্রবর্তীর কাছেই বাঁধা। মর্টগেজ লাইসেন্স তো নেই, তাই বাড়িটা বিক্রি কোবালা করেই বাঁধা দেওয়া আছে। ঘোষালদের বিধবা গিন্নি, মাসে মাসে তিরিশ টাকা করে যেন ভাড়া দেন, মানে সুদটা

এ ভাবেই দেওয়া হয়। আপনিই বলুন, তিন হাজার টাকা ঋণ দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি এখন সে বিক্রি করে দিতে চায়। তা যদি না হয় তা হলে ঘোষাল গিন্নিকে সে স্রেফ জানিয়ে দিয়েছে, পদ্মকে সে রাখতে চায়। ঘোষাল গিন্নি আমাদের সেটা বলে দিয়েছেন। এর পরেও যদি বুড়োর পেছনে একটু না লাগি, তা হলে চলে কেমন করে বলুন। এতে আপনারা কিছু করতে পারবেন না। শত হলেও শহরের একটা ধনী লোক, মান্যগণ্য—।'

শ্যামাপদ সমস্ত ঘটনাটা শুনতে শুনতে, একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। এতক্ষণ পরে বলে ওঠে, 'তাতে তোমাদের কী? হরিহর চক্রবর্তী যদি কোনও অন্যায় করে, সেটা আমরা দেখব। ঘোষাল গিন্নির কোনও অভিযোগ থাকলে, তিনি থানায় বলতে পারেন।'

অশোক বলে ওঠে, 'ওই আপনাদের পুলিশের মুশকিল। আপনারা সব ব্যাপারটা থানায় টেনে আনতে চান। আজ যদি ঘোষাল গিন্নি থানায় এসে অভিযোগ করেন, কালকেই তাঁর মেয়ের নামে শহরে ঢি ঢি পড়ে যাবে। তাই আবার কেউ চায় না কি? ও সব আমরা পাড়ার ছেলেরাই ঠিক করব। চক্রবর্তীর দৌড় আমরা দেখে নেব। সে রকম ঘটনা ঘটলে, আপনাদের ডাকা হবে।' শ্যমপদ যেন অশোককে খুবই বেকায়দায় ফেলবার জন্যে বলে ওঠে, 'তা হলে তোমরাই টাকাটা দিয়ে বাড়িটা খালাস করে দাও না কেন, সব মিটে যায়।'

অশোক পিছনে এলিয়ে পড়ে বলে, 'অত টাকা আমাদের নেই, সবাই জানে। ঘোষাল গিন্নি তো তা চাইছেন না। তিনি চান, বাড়িটা বিক্রি হোক, চক্রবর্তী তার ন্যায্য পাওনা নিয়ে বিদায় হোক, উনি যেন না ঠকেন। কিন্তু চক্রবর্তী হয় দাও মারবে, না হয় পদ্মমধু খাবে, দেখুন দিকি হরির কী রকম খচড়ামি। ও সব আমরা হতে দিচ্ছি না।'

ওর কথা এত স্পষ্ট যে, শ্যামাপদ কিছুতেই রাগ সামলাতে পারে না। বলে ওঠে, 'তবে মনে রেখো, কোন রেসপেকটেবল সিটিজেন যদি হিউমিলিয়েটেড বা ইনসালটেড হয়ে থানায় কোনওরকম অভিযোগ করেন, আমি ছেড়ে কথা কইব না। আর তোমার ওই সব মাইরি', 'খচরামি' বাজে বাজে ছোটলোকদের মতো কথাগুলো আমার সামনে কখনও বলবে না।'

অশোক একইভাবে বলে, 'তা বলতে বারণ করেন, বলব না। তবে এ সব তো আজকাল সবাই বলে। আপনিও আমাকে কয়েকবার খচ্চর টচ্চর বলেছেন।'

শহরের নাম করা পেশাদার গুণ্ডা কয়েজন যারা বসেছিল, তারা দুজনের কথাবার্তা শুনে অনেকক্ষণ থেকেই মুখ টিপে টিপে হাসছিল। এবার অশোকের কথা শুনে, কার গলায় শব্দ করে হাসি বেজে ওঠে। শ্যামাপদ বাঘের মতো চকিতে ফিরে তাকায় বেঞ্চির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। শ্যামাপদ জিজ্ঞেস করে,

'কোন হারামজাদা হাসল?'

কেউ কোনও কথা বলে না। শ্যামাপদ গর্জে ওঠে,'কে?'

কালু বলে ওঠে, 'বাতা না রে সন্তোষ, তুহি তো হাসলি?'

সন্তোষ রোগা, শক্ত হাড়ের চেহারা। গুণ্ডা ছিনতাই, দুয়েতেই তার নাম আছে। তাড়াতাড়ি দুহাতে দুকান মলে বলে ওঠে, 'অন্যায় হয়ে গেছে বড়বাবু। মাপ করে দেবেন। আপনারা আপসে এমন লড়ছেন, তাই আর কী।'

'তাই বড্ড হাসি পাচ্ছে, না? যখন পাতলুন খুলে ছ্যাঁকা দিয়ে দেব, তখন বোঝা যাবে।'

সন্তোষ চুপ করে মাথা নামিয়ে নেয়। চেনাশোনা জাত অপরাধীরা যেরকম ভাব করে, সেই রকম তার ভাব।

অশোক আবার বলে ওঠে, 'আসলে আপনাদের কী হয়েছে, পুলিশের অক্ষমতা ঢাকবার জন্যে,যতরকমের—।'

'হোয়াট?'

শ্যামাপদর গর্জন। অশোক বলে, 'আসল কালপ্রিটদের ধরতে—।'

'গেট আউট,গেট আউট, আই স্যে।'

অশোক সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। পায়ে স্যান্ডেল গলিয়ে, সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই পকেটে নিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'সেই ভাল। আমিও তো তাই চাইছিলুম। মিছিমিছি গুণ্ডা ছিনতাইয়ের সঙ্গে ভদ্রলোকের ছেলেকে বসিয়ে রাখার কোনও মানে হয়?'

বলতে বলতে ও দরজার দিকে যায়। শ্যামাপদ আবার খেঁকিয়ে ওঠে, 'কিন্তু বাড়ি যাবে না এখন। বাইরের বারান্দায় অপেক্ষা করো, এদের ছেড়ে দিয়ে, তার পরে আমি তোমাকে দেখছি।' অশোক ফিরে না তাকিয়ে শরীরের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'আবার! বেশ তাই হবে। শহরে একটা হাঙ্গামা চলছে, একটা ছুতো করে অ্যারেস্ট করলেই হল। থেকেই যাব।'

ও বাইরে গিয়ে, চারিদিকের লোকজন দেখতে থাকে। আবার একটা সিগারেট ধরায়। লোকজনের যাতায়াত, মেয়ে পুরুষের কান্নাকাটি, উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত মুখের ভিড, সেপাইদের ব্যস্ত আনাগোনা, কোনও কিছুতেই যেন ওর তেমন বিকার নেই। নির্বিকার ভাবে দেখে আর সিগারেট ফোঁকে। কেবল এক বারই ওর ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফোটে, যখন দেখতে পায়, পুরুষোত্তম সিং আর বিজয় লাহিড়ী, দুই শান্তি কমিটির নেতা, একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে, হাত নেড়ে কথা বলছে। হয়তো, এ লোক দুটোই দাঙ্গার আসল কলকাটি নাড়ছে, বাঙালি অবাঙালিদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে। এদের কে না চেনে যে, এরা কোম্পানির দালাল ছাড়া আর কিছু নয়।

আর শ্যামাপদ দারোগা ঘরের মধ্যে চেঁচাচ্ছে।

চেঁচালেই যেন সব হয়ে যাবে। শ্যামাপদ নিজেও কি কিছু জানে না? এ অঞ্চলে সে দুবছর প্রায় দারোগাগিরি করছে। হয় তো, জেনে শুনে আসল জায়গায় হাত দেবাব কোনোও উপায় নেই তার। কথাটা বললে হয় তো শাসনের অমর্যাদা হয়। পুলিশের দুর্নাম হয়। কিন্তু পুলিশের দুর্নাম হওয়ার অপেক্ষা আছে নাকি? পুলিশকে কি লোকে সৎ ভাবে? আসলে তাদেরও অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ধরতে চাইলেই তারা সবাইকে ধরতে পারে না। তারপরে দেখা যাবে, কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। আসলে এটা সরষের মধ্যে ভূতের মতো, শাসনতন্ত্রের মধ্যেই শঠতা আর অসততা রয়েছে।

কিন্তু শ্যামাপদ তাকে ডেকে পাঠাল কেন। এখন যে সব কথাবার্তা হচ্ছে, এ সব তো প্রস্তাবনা। আসল কথা নিশ্চয় এখনও আসেনি। অশোককে সে খুব ভালই জানে। ওদের পাঁচ-সাতজন বন্ধুদের যে গ্রুপ আছে, তাদেরও ভাল জানে যে, এ সব দাঙ্গার মধ্যে অশোক অংশ গ্রহণ করবে না। অন্য কোনও কথা নিশ্চয়ই আছে।

শ্যামাপদর কী রকম একটা অবিশ্বাস আর সংশয় আছে অশোক সম্পর্কে। সেটাও অশোক ভালই বোঝে। অশোককে যেন সে কোনও রকমেই বিশ্বাস করতে পারে না। এর প্রথম কারণটা এখনও মনে আছে ওর। ওদের এই শহরেরই শ্রীনিবাস চক্রবর্তী, হঠাৎ খুন হয়। খুনই যে হয়, সেটা প্রথম জানা যায়নি। শ্রীনিবাস চক্রবর্তীকে একদিন সকালবেলা থেকে আর পাওয়া গেল না।

লোকটার বয়স হয়েছিল প্রায় ষাট। মোটামুটি শক্ত সমর্থ চেহারাই ছিল। তা হলেও, ডাক্তার তাকে উপদেশ দিয়েছিল, রোজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে, যতটা সম্ভব পায়ে হেঁটে বেড়াতে। তাই বেড়াতেন শ্রীনিবাস। তবে একলা নয়। সমবয়সি আরও কয়েকজন জুটেছিল, যারা তার প্রতিবেশী। সকলের প্রতিই ডাক্তারের প্রায় এক রকমই নির্দেশ ছিল। নিতান্ত একলা একলা মুখ বুজে বেড়ানোর থেকে, সে তবু একরকম মন্দ ছিল না। ষাট বাষট্টি বছর বয়সের কয়েকজন বৃদ্ধ একসঙ্গে, হাতে ছড়ি নিয়ে, পুরনো দিনের প্রশংসা, সম্প্রতিকালের সবকিছুই নিন্দা কবতে করতে হেঁটে বেড়াতেন।

তবে, শহরের বড় রাস্তাটা বেড়াবার মতো তেমন সুবিধের নয়। ভোর হতে না হতেই, সে রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া চলা শুরু হয়ে যায়। মিল কলের শ্রমিকদের ভিড় করে যাতায়াত। এ সবও বৃদ্ধদের একটা নিন্দার বিষয়। আগের কালে এ রাস্তা কত নিরুপদ্রব ছিল। ছেলেরা খেলা করলেও ক্ষতি ছিল না। আর গঙ্গার ধারটা মফস্বল অঞ্চলে বরাবরই অত্যন্ত অনাদৃত। ধারে ধারে রাস্তা বলে কিছু নেই। আছে গুচ্ছের ঘাট। সেখানে একমাত্র স্নান করতেই যাওয়া যায়। সে জন্য রেল লাইন পেরিয়ে,

গাড়ি ঘোড়া নেই, এমন রাস্তাতেই তারা বেড়াতে যেতেন।

যাই হোক, প্রথম যখন শ্রীনিবাসের খোঁজ পড়ল, তখন তার বেড়িয়ে ফেরবার সময় চলে গিয়েছে। বাড়ির লোকেরা বলাবলি করছিল, এত দেরি তো কোনওদিন করেন না। তবে হয়তো আজ আরও বেশি দূরে চলে গেছেন, তাই ফিরতে দেরি হচ্ছে।

কিন্তু যত দেরি হোক, তারও একটা সীমা আছে। তখন বাড়ির বড় ছেলে, শ্রীনিবাসের ভ্রমণসঙ্গীদের কাছে খোঁজ করতে গেল। সেখানে গিয়ে শুনল, শ্রীনিবাস সেদিন তাদের সঙ্গে বেড়াতেই যাননি, যে কারণে ধরেই নিয়েছেন তারা, শ্রীনিবাস বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন হঠাৎ, তাই আজ আর বেরোননি।

রাস্তার একটা কালভার্টের কাছে, একটা আলের নীচে, সবাই তারা মিলিত হতেন। সেখান থেকে হাঁটতে আরম্ভ করতেন।

শ্রীনিবাস মোটে বেড়াতেই যাননি, এ কথা শুনে বাড়ির লোকেরা সকলেই অবাক হয়ে গেল। তা কী করে হয়। শ্রীনিবাসের স্ত্রী নিজে দরজা খুলে দিয়েছেন এবং দরজা বন্ধ করেছেন। উনি যখন বেরুতেন, তারপরেও গিন্নি খানিকক্ষণ ঘুমোতেন বা শুয়ে থাকতেন। বাড়িতে ছেলে বা ছেলের বউয়েরা, ঝি চাকরেরা তখন কেউই ওঠে না। একমাত্র, পুরনো দিনের বুড়ো চাকর, সে গেটের সামনেই একটা বেড়ার ঘরে শোয়। সে উঠে শ্রীনিবাসকে গেট খুলে দেয়, আবার বন্ধ করে।

সেই বুড়ো চাকর বলেছিল, 'দরজা আমি খুলে দিয়েছিলাম বাবুকে। আবার বন্ধও করেছিলাম। বাবু নিশ্চয়ই বেরিয়েছিলেন।'

গিন্নি এবং বুড়ো চাকর, দুজনেই নিশ্চয় ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেনি। অথচ ভ্রমণ-সঙ্গীরা সবাই বলেছিলেন, শ্রীনিবাস সে দিন কালভার্টের কাছে আসেননি। শ্রীনিবাসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে, মিনিট তিনেকের রাস্তা সেই কালভার্ট। তার বাড়িও অবিশ্যি বড় রাস্তায় নয়, বড় রাস্তা থেকে, একটা ভিতরের রাস্তায় খানিকটা গেলে, চক্রবর্তীদের মস্ত বড় বাড়ি।

শ্রীনিবাসের অবস্থা খারাপ ছিল না। নানা ধরনের ব্যবসা ছিল। তার মধ্যে রঙের ব্যবসাটাই প্রধান। এমনিতে কোনও দুর্নামও ছিল না। কোনও নেশা ছিল না। তবে স্ত্রীলোক ঘটিত একটা কথা কখনও কখনও শোনা গিয়েছে, তাও সেটা বাইরে কোথাও নয়, পাড়ার মধ্যেই, বিশেষ ঘনিষ্ঠ এ বাড়ি ও বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বেলা দশটার পর পলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল। ছোটখাটো শহর, বাড়িতে বাড়িতে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। পুলিশ নানাভাবে খোঁজ করছিল। ভদ্রলোক এভাবে হাওয়া হয়ে গেলেন কোথায়। পুলিশ তো হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল। এ সব অঞ্চলে, ছেলে বুড়ো, কেউ নিখোঁজ হলেই, আগে গঙ্গায় খুঁজে দেখা হয়। পোর্ট-

কমিশনারের কাছে খবর চলে যায়। জাল ফেলে দেখা হয় চারদিকে। আর তা নইলে, রেল লাইনে খোঁজ পড়ে, যদি আত্মহত্যা বা অন্য কিছু ঘটে থাকে। শ্রীনিবাসের বেলায় যা যা করা উচিত, সবই করা হয়েছিল। কিন্তু তিনদিনের মধ্যেও তার কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

অশোক শুধু বেকার নয়। তার জীবনটা বাইরের থেকে এমনিতেও খুব মন্থর বলেই মনে হয়। ওদের তিন ভাইয়ের খাওয়া পরার ভাবনা ছিল না। অথচ, ঠাকুরবাড়ির যা চালচলন, সাদা সিধে জীবনযাত্রা, তা-ই ছিল। একটা সময় পর্যন্ত সকলেই পড়াশুনো করেছে। তারপরে যে যার নিজের নেশা নিয়ে আছে।

বড় ভাইয়ের নেশা হল, গান বাজনা। ধ্রুপদ-ধামারেই তার চেষ্টা। মেজ ভাইয়ের নেশা হল জ্যোতিষী। যত রাজ্যের জ্যোতিষী শাস্ত্র নিয়ে তার কারবার। কিন্তু কোনওটাই তাদের পেশা নয়। নিতান্ত নেশা।

একমাত্র অশোকের নেশা, বন্ধুদের নিয়ে রকে বসে আড্ডা দেওয়া। তবে তার মধ্যে কথা আছে। যে কোন অপরাধ সম্পর্কেই, ওর একটা বিশেষ কৌতূহল আছে। এ সব নিয়ে ওর গবেষণার অন্ত নেই, থিসিসও প্রচুর। কিন্তু শোনবার লোক বিশেষ নেই। ওর বন্ধুরা ছাড়া। খবরের কাগজের সংবাদে, বা এই শহরে, কোথাও কোনও অপরাধ ঘটলে, বন্ধুদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করে। দেখা যায়, প্রায় সময়েই, ও যা বলে, সেই সিদ্ধান্তই খাটে।

বিশেষত অপরাধ কী ভাবে ঘটেছে, অপরাধী তার জন্য কী কী পন্থা অবলম্বন করতে পারে, এ সব প্রায় নিখুঁত বলে দিতে পারে। সব ক্ষেত্রে নয়, তবে প্রায় ক্ষেত্রেই। যে কারণে ওর বন্ধুরা বলে, 'তুই নিজেই দেখছি একটা ক্রিমিনাল। নইলে, এ সব চিন্তা তোর মাথায় আসে কী করে।'

অশোকের জবাবও সেইরকম। পরিষ্কার বলে, 'আমি নিজেই অপরাধী হয়ে চিন্তা করি। দুটো জিনিস তো চাই। ঠিক মতো কাজ হাসিল করা। কোনও কারণেই ধরা না পড়া।'

'কিন্তু কোনও অপরাধী একেবারে নিরঙ্কুশ ভাবে কোনও ছাপ না রেখে, অপরাধ করতে পারে না। ধরা সে পড়বেই।'

অশোকের জবাব, 'এ সব থিয়োরি বাজে। সেকেলে গোয়েন্দা গল্পেই ও সব থিয়োরির কথা শোনা যায়। আজ পর্যন্ত যত খুন হয়েছে, তার অধিকাংশই ধরা পড়েনি। নেহাত ফালতু চোর ডাকাত না হলে, মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে পারলে, কোনও সাধ্য নেই অপরাধীকে খুঁজে বের করে। আসলে, এর জন্য দরকার কল্পনা করার শক্তি আর আইনের পরিবর্তন।'

'সেটা আবার কী?'

'সেটা হল, কে অপরাধ করেছে, সবই জানা গেল, অথচ যেহেতু কোর্টে প্রমাণ করা গেল না, অপরাধী আগের মতোই সকলের সামনে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে লাগল। আইনের এ সব নিয়ম চলবে না। জুরি মানেই থিয়েটারের দর্শক। আর উকিল, যত বলে কয়ে বোঝাতে পারবে, দরকার হলে রাগাতে পারবে, কাঁদতে পারবে, সেই পক্ষের হয়েই জুরিরা রায় দেবে। তার মানে, দুজন অভিনেতার অভিনয়েই সব কুপোকাত। জুরি যাদের করা হয়, তাদের চরিত্রও জানা আছে। অনেক সময়ই ভুসিমাল। একমাত্র জজের ওপর খানিকটা নির্ভর। ওই একজন লোককেই একলা ভেবে অনেকসময় রায় দিতে হয়। সেজন্য তাঁর দায়িত্ব অনেক বেশি। তাও ব্যক্তিগত ভাবনা চিন্তার ঊর্ধ্বে আর ক'জন জজ উঠতে পারে।'

তবে, অশোক যে এ সব চিন্তা করে, তা ওর বন্ধুরা ছাড়া বিশেষ কেউ জানত না। আর এ বিষয়টাই ওদের, ঠাকুরবাড়ির রকে একমাত্র আলোচনার জন্য ছিল না। নেহাত কোনও ঘটনা ঘটলেই এ সব কথাবার্তা উঠত। তাতেই জানা যেত, অশোকের এ সব ভাবনা চিন্তা একটা নেশার মতো। যে কোনও অপরাধের ঘটনা ঘটলেই, সেটা নিয়ে ভাবা, তার একটা সমাধানের চিন্তা ওর মাথায় ঘুরে বেড়াত।

অশোকের এই সব গবেষণার কথা প্রথম বাইরের লোকেরা জেনেছিল, শ্রীনিবাসের ব্যাপারে। শ্যামাপদর সঙ্গে, অশোকের এ সব নিয়ে যোগাযোগও সেই প্রথম। আর এই যোগাযোগ থেকেই, অশোক শ্যামাপদর কাছে কিছুটা রহস্যজনক, সন্দেহজনক হয়ে আছে। প্রাণ ভরে কিছুতেই সে অশোককে বিশ্বাস করতে পারে না। কারণ, শ্রীনিবাসের নিখোঁজ হবার ঠিক চারদিনের দিন অশোক ওদের বাড়ি থেকে টেলিফোন করে, থানায় শ্যামাপদকে জানিয়েছিল, 'যে কালভার্টের কাছে শ্রীনিবাসবাবু বন্ধুদের সঙ্গে একত্র হতেন, সেদিক থেকে উত্তরে, রাস্তার ওপরে গোটা তিন-চারেক ম্যানহোল খুলে দেখুন, বোধ হয় ডেডবডি পাবেন!'

শ্যামাপদ তো থ। সে জিপ নিয়ে সোজা অশোকের কাছে এসেছিল। তাকে নিয়ে, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ধাঙড় ডেকে, নির্দিষ্ট জায়গায় পর পর দুটো ম্যানহোল খুলতেই একটার মধ্যে শ্রীনিবাসের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। মৃতদেহ ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ঘাড়ে মাথায় ও বুকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল।

একদিক থেকে এ ব্যাপারে অশোকের বিপদই বেড়েছিল। শ্যামাপদ আর তাকে ছাড়তে পারেনি। এতটা অব্যর্থ ভাবে, অশোক জানল কেমন করে যে, ম্যানহোলের মধ্যেই শ্রীনিবাসের ডেডবডি আছে এবং ঠিক নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যেই।

অশোক ভেবেছিল, তাই তো, ভাল করতে গিয়ে সে নতুন বিপদ ডেকে নিয়ে এল। শ্যামাপদর প্রশ্নের জবাবে সে জানিয়েছিল, সে তিনরকম সন্দেহ করেছিল। হয়

শ্রীনিবাস বাড়িতেই খুন হয়েছেন এবং সেখানেই তাঁকে কোথাও পুঁতে রাখা হয়েছে। অথবা, বাইরের কোনও খুনি, কোথাও ডেকে নিয়ে গিয়ে, তার নিজের ঘরে বাড়ির সীমানায় লাশ গুম করে রেখেছে। অন্যথায় এই শহরের মধ্যে, খুন করে, একমাত্র ম্যানহোলের মধ্যে ফেলে রাখতে পারে। আর সেটাই সবথেকে বেশি সম্ভব ছিল। কারণ, শ্রীনিবাস বাড়ি থেকে নিশ্চয় বেরিয়েছিলেন। কিন্তু কালভার্টের দিকে যাবার আগেই, আততায়ী তাঁকে ধরেছিল। কালভার্ট রয়েছে রাস্তার দক্ষিণে। সেদিকে গেলে তাঁকে দেখতে পাওয়া যেত। আর, আততায়ীও ওদিকে যাবে না, তা হলে শ্রীনিবাসের বন্ধুদের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যেত। কিন্তু কেউ যায়নি, কাউকে দেখাও যায়নি।

শহরে ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল। কিন্তু শ্যামাপদ কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি, এই সামান্য কল্পনা থেকেই অশোক এরকম একটা সঠিক সংবাদ দিতে পারে। অতএব তার যত সন্দেহ আর অবিশ্বাস এসে পড়েছিল অশোকের ওপরে। নিশ্চয়ই সে কিছু জানে, অথবা তার বিশেষ যোগাযোগ আছে এ ব্যাপারে। শ্যামাপদ অশোককে অ্যারেস্ট করেনি, তবে শহর ছেড়ে যেতে বারণ করেছিল এবং রীতিমতো চোখে চোখে রেখেছিল।

নিজের জালে, নিজেই জড়িয়ে পড়ায়, অশোককে অতএব, জাল ছাড়াবার চেষ্টা করতে হয়েছিল। আর সেই জাল ছাড়াতে গিয়েই, প্রায় একুশদিন পরে সে আবার শ্যামাপদকে টেলিফোন করে বলেছিল, 'শ্রীনিবাসবাবুর ভোরবেলা বেড়াবার সঙ্গী, নরেশ হালদারকে অ্যারেস্ট করুন, বাড়িতে সার্চ করুন, তা হলেই সব জানতে পারবেন।'

শ্যামাপদর মনে হয়েছিল, সমস্ত ব্যাপারটা প্রায় ভোজবাজি। সে বিশ্বাস তো করেইনি, উপরন্তু শহরের একজন প্রাচীন পরিবারের ভদ্রলোক সম্পর্কে এ কথা বলাতে অশোককেই সে হুমকে উঠে যা তা বলেছিল। অশোক নিজের অপরাধ ঢাকবার জন্যই এ সব করেছিল, এই ছিল তার বিশ্বাস। এবং এর প্রমাণ ও কার্যকারণ জানতে চাওয়ায়, অশোক খালি বলেছিল, 'আপনাকে যা বলেছি, আগে তা করুন, তা নইলে কিছুই বলব না। তবে মনে রাখবেন, নরেশ হালদারের বাড়ি যাবার আগে, বাইরে যেন কোনও খবরই জানাজানি না হয়। হালদার এখনও আত্মবিশ্বাসে নিশ্চিন্ত আছে, জানলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।'

শ্যামাপদ ধমকে বলেছিল, 'ইয়ারকি কোরো না। এনকোয়ারির রিপোর্ট বলছে, খুনের সময়, চার-পাঁচদিন ধরে হালদার মশাই অসুস্থ হয়ে বাড়িতে পড়েছিলেন। বেড়াতেই বেরোননি।'

অশোক বলেছিল, 'সেই খববটাই তো আমাকে সাহায্য করেছিল। অসুস্থ তিনি ছিলেন না। খুনের দিন বেড়াতে তিনি বেরোননি ঠিকই, তবে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। বাড়ির পুরনো বুড়ো চাকরের একটা কথা বোধ হয় মনে রাখেননি,

তার মনে হয়েছিল, বাইরে বেরিয়ে শ্রীনিবাস যেন কার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। চাকর ভেবেছিল, বেড়াবার বাবুরাই কেউ হবে। দরজা বন্ধ করার সময় সে কাউকে দেখতে পায়নি। তখনও বেশ অন্ধকার, তা ছাড়া শীত, মনে হচ্ছিল যেন অনেক রাত। শীতের রাত তো। আপনি আর দেরি করবেন না, তাড়াতাড়ি পুলিশ নিয়ে যান। হয়তো রক্তমাখা জামাকাপড়সহ, অস্ত্রটাও পেয়ে যেতে পারেন। অপেশাদার খুনি তো, ভুলচুক অনেক থাকবে।'

শেষ পর্যন্ত অশোকের কথাই সত্য হয়েছিল। রক্তমাখা জামাকাপড় পাওয়া গিয়েছিল, হালদারদের ঠাকুরঘরে। অস্ত্রটা পাওয়া যায়নি। জামাকাপড়গুলো নরেশ হালদারেরই। রক্ত পরীক্ষা করেও, শ্রীনিবাসের গ্রুপ মিলেছিল।

পরে, শ্যামাপদর অবাক প্রশ্নের জবাবে অশোক জানিয়েছিল, তার প্রথম খটকা লাগে, হালদারকে ভোরে অনুপস্থিত থাকতে দেখে, এবং পরে জানতে পারে, সে শয্যাশায়ী নয়, একটু নাকি প্রেসার বেড়েছে, তাই বেড়াতে আসছিল না কয়েকদিন। তারপরে খবর নিয়ে জেনেছিল, হাজার চল্লিশ টাকা গোপন ঋণ ছিল হালদারের, শ্রীনিবাসের কাছে। অনেকদিনের ঋণ, শোধ হবার আশা ছিল না। তার সুযোগ নিয়ে, শ্রীনিবাস হালদারের বাড়িতে রোজ যেত না শুধু, তার বিবাহযোগ্যা মেয়েকে নিয়ে, আজ এখানে কাল সেখানে বেড়াতে যাবার বায়না করত। শ্রীনিবাসের ব্যবহারটা ঠিক, শ্রীনবীন খুড়োর মতো ছিল না। শেষপর্যন্ত একটা খারাপ প্রস্তাব দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

গোপন ঋণের জ্বালা, পারিবারিক সম্মানই ছিল, শ্রীনিবাসকে সুপরিকল্পিত খুন করার কারণ। হালদার অন্য রাস্তা দিয়ে, প্রায় মাঝরাত্রেই শ্রীনিবাসের বাড়ির সামনে অন্ধকারে লুকিয়েছিল। বুড়ো চাকর যে কথা শুনতে পেয়েছিল, সেটা নরেশ হালদারের সঙ্গেই। শীতের ভোররাত্রে চাকরটা যদি ঘরের মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়ে না শুত, তবে প্রথম আঘাতের আর্তনাদটা হয়তো শুনতে পেত।

শ্রীনিবাসের খুন রহস্যের ব্যাপারে অশোকের বিষয়, শ্যামাপদ কাউকেই বলেনি। অশোকও তা চায়নি। শ্যামাপদর খুবই সুনাম হয়েছিল এই মামলায়। এবং আরও, দু তিনটি ক্ষেত্রে শ্যামাপদ অশোকের দারস্থ হয়েছে। অশোক যতটুকু পেরেছে, বলেছে। কিন্তু শ্যামাপদর অবিশ্বাসটা ঠিকই আছে। অশোক যেন তার দু চক্ষের বিষ। তার কারণ, অশোককে সে ঈর্ষা না করে পারে না। সে অশোককে অনেকটা প্রতিদ্বন্দ্বী বলে চিন্তা করে। অথচ তার বুদ্ধি ধার করতে চায়।

তা ছাড়া, অশোক যেহেতু বেকার, সারাদিন রকে আড্ডা মারে, বয়স অল্প, সেই হেতু ও ছেলেটাকে সে কিছুতেই, চিন্তাশীল বুদ্ধিমান বলে মূল্য দিতে পারে না। বরং হেয় করবারই চেষ্টা করে। কখনওই তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না, এবং

শ্যামাপদর ধারণা, কোনও না কোনও একদিন অশোক ধরা পড়বেই। কারণ ওর *ভিতরে নিশ্চয়ই অপরাধবোধের প্রবণতা আছে।*

শহরের ছিনতাই আর গুণ্ডাদের বিদায় দিয়ে, শ্যামাপদ অশোককে ঘরে ডাকল আবার। অশোক এসে বসতেই, গম্ভীর হয়ে বলল, 'যার তার সামনে বাজে কথাটা একটু কমাও। এর মধ্যেই কোনওদিন একটা কাণ্ড হয়ে যাবে।'

অশোক সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে, চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল তারপর বলল, 'কী বলবার আছে বলুন, আমাকে বাড়ি যেতে হবে।'

'বলছি বলছি, চা খাবে নাকি?'

শ্যামাপদর গলা একটু নরম। অশোক বলল, 'না।'

শ্যামাপদ একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করল: 'তুমি তো মোটামুটি চেন সবাইকেই এই এলাকায়। একটা হদিশ আমাকে দিতে পার?'

'কী।'

'এই দাঙ্গায় যতগুলো স্টাবিং-এর কেস দেখলাম, প্রত্যেকটাই খুব নিপুণ হাতের ছুরি দিয়ে মারা। এটা নেহাত লাঠিসোটা নিয়ে দাঙ্গা করা নয়। বাঙালি অবাঙালি. উভয় ক্ষেত্রেই দেখছি ছুরি দিয়ে মারার ধরনটা প্রায় এক। জানি না, ছুরিটা এক হাতেই চলেছে কি না। দু হাতেও হতে পারে। তবে যারা ছুরি চালাচ্ছে, তারা একেবারে মাস্টার লোক এ ব্যাপারে।'

অশোক বলল, 'ভাড়াটে লোক হলে, সে দু দলকেই মারতে পারে, দুজন লোকও থাকতে পারে। তবে আমার মনে হয়, তারা ভাড়াটে।'

'তা ভাড়াটে হোক, এরা কারা, বুঝতে পার?'

'না।'

শ্যামাপদ সন্দিগ্ধ চোখে অশোককে দেখল। বলল, কিন্তু কাদের ভাড়াটেই বা হতে পারে?'

'যারা স্ট্রাইক ভাঙবার জন্যে, দাঙ্গাটা লাগিয়েছে।'

'শ্যামাপদ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমার মুখ থেকে আমি রাজনীতির কথা শুনতে চাই না।'

'এতে রাজনীতির কী আছে, যা সত্যি তাই বলছি। এদের বাদ দিয়ে, গুণ্ডাদের ধরলে কী হবে। সরষের মধ্যেই তো ভূত, আগে পালের গোদাগুলোকে ধরুন, যাদের হুকুমে এ সব হচ্ছে।'

শ্যামাপদ ভুরু কোঁচকাল, 'তারা কারা?'

অশোক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, 'দেখুন হয়তো. এখন থানাতে বসেই

কোনও ঘরে বড় বড় বুলি ঝাড়ছে। শহরের গণ্যমান্যরাই কেউ কেউ থাকতে পারে।'

'কিন্তু প্রমাণ?'

'অনেক আছে, ইচ্ছে করলেই পাওয়া যাবে। কিন্তু আপনি তাদের ধরতে পারবেন কি?'

'প্রমাণ থাকলে নিশ্চয়ই পারব।'

অশোক হেসে উঠল। বলল, 'পারবেন না। এমন সব লোক আছে, যাদের একটা কথায় আপনার চাকরি নট হয়ে যাবে।'

শ্যামাপদর থলথলে মুখ কঠিন আর ভয়ংকর হয়ে উঠল, 'তার মানে?'

অশোক নির্বিকার ভাবে বলল, 'তার মানে, আপনিও যে তাদের চেনেন না, তা নয়। জানেনও সবই, কিন্তু করতে পারেন না কিছুই।'

শ্যামাপদ চিৎকার করে উঠল, 'থাক তোমাকে আর কমিউনিস্টগিরি করতে হবে না।'

'বাঃ, এতে আবার কমিউনিস্টের কী আছে।'

'আছে, তোমার কথাবার্তা সেইরকম। তুমি সেই ছুরিচালানো গুণ্ডার কথা বলতে পার কি না জানিয়ে দাও, তা হলেই হবে।'

'তাদের কথা বলতে পারি না, তবে তারা কাদের লোক তা বলতে পারি।'

'বেরোও, বেরিয়ে যাও তুমি আমার ঘর থেকে।'

ক্রুদ্ধ চিৎকারে ফেটে পড়ল শ্যামাপদ। তারপরে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তারপরে তোমাকে আমি দেখে নেব একবার। চান্স আমি পাবই, জেনে রেখো।'

অশোক নির্বিকার মুখে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় ডাক্তার প্রদ্যোৎ রায় ঢুকল, 'আসতে পারি?'

শ্যামাপদ চোখ তুলে, তাড়াতাড়ি মুখের ভাব বদলে বলল, 'আরে আসুন আসুন ডাক্তারবাবু, নতুন কোনও খবর আছে নাকি?'

ডাঃ প্রদ্যোৎ নিঃশব্দে মাথা নাড়তে নাড়তে এসে ঘরে ঢুকল। অশোকই একটা চেয়ার ঠেলে দিয়ে বলল, 'বসুন প্রদ্যোৎদা। অমিতাদি বাড়ি ফিরেছেন তো কাল রাত্রে?'

প্রদ্যোৎ মাথা নেড়ে বলল, 'না, সেইজন্যই তো থানায় এলাম, এঁরা যদি কিছু বলতে পারেন।'

অশোক মনে মনে উৎকণ্ঠা আর বিস্ময় বোধ করল। গতকাল রাত্রি নটা নাগাদ শুনেছিল, প্রদ্যোতের স্ত্রী অমিতা, বিকালবেলা বেরিয়ে, আর বাড়ি ফেরেনি। এইরকম দাঙ্গার পরিস্থিতিতে, কোথায় আর যেতে পারে? কাছে পিঠে কারুর বাড়িতে, অথবা বাঙালি অধ্যুষিত এলাকার মধ্যেই, যে সিনেমা হল আছে, বড়জোর তা-ই দেখতে

যেতে পারে। তাও অমিতাদি যেরকম ধরনের মহিলা, এরকম পরিস্থিতিতে না বলে কয়ে সিনেমায় যাবার পাত্রী নয়।

প্রদ্যোৎ অমিতা, দুজনেই শহরের ছেলেমেয়ে। সেই সুবাদেই, অশোকের কাছে দুজনেই প্রদ্যোৎদা এবং অমিতাদি। দুজনেই অশোকের থেকে বড়। অমিতাদির সঙ্গে প্রদ্যোৎদার প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল। তাও যেমন তেমন না, লুকিয়ে বিয়ে করতে হয়েছিল। অমিতাদির বাড়ি থেকেই বিশেষভাবে আপত্তি ছিল।

কিন্তু সে সব পুরনো কথা ভেবে লাভ নেই। প্রদ্যোৎ এই ছত্রিশ-সাইত্রিশ বছর বয়সেই, রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, শহরে যথেষ্ট নাম ডাক। বাড়ি গাড়ি, দুই-ই করেছে। জনপ্রিয়ও বটে। ডাক্তারদের ক্ষেত্রে যেটা দুর্লভ। ডাক্তারদের পক্ষে জনপ্রিয় হওয়া বড় কঠিন। কারণ, পসার বাড়বার এবং জনপ্রিয় হবার আগে, ডাক্তাররা যতখানি উদার আর অমায়িক থাকে, আস্তে আস্তে তা স্বাভাবিক ভাবেই কেটে যায়। একলা মানুষ এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে, অথচ অর্থের পিপাসা ক্রমে বলবৎ হয়ে উঠতে থাকে, দুয়ের চাপে আপনা থেকেই ডাক্তাররা অপ্রিয় হয়ে ওঠে। ডঃ প্রদ্যোৎ রায়ের বেলায় সেটা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। কারণ, ওর ব্যবহারটা এখনও যথেষ্ট অমায়িক। সামাজিক সব রকম কাজেই উনি থাকবার চেষ্টা করেন। বারোয়ারি পূজার প্রেসিডেন্টের পদ থেকে শহরের খেলাধূলা, পৌরসভার নির্বাচনে প্রগতিশীল প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ, সবকিছুতেই আছেন। তথাপি, চিকিৎসার ক্ষেত্রে, দাতব্য বা বদান্যতা, আগের মতো আর নেই। দুর্নাম যারা করার, তারা করে। কিন্তু তাতে প্রদ্যোৎ রায়ের ক্ষতি কিছু হয়নি। জনপ্রিয়তা কিছু ম্লান হয়নি।

শ্যামাপদর থলথলে মুখে দুশ্চিন্তা আর বিস্ময়ের ছায়া পড়ল। বলল, 'থানায় তো কোনও খবরই আসেনি। আজ সকালে কি আপনি কোনও টেলিফোন করেছিলেন?'

প্রদ্যোৎ একটা চেয়ারে বসে, খানিকটা অন্যমনস্কের মতো মাথা নাড়ল। বলল, 'কাল সারা রাত অপেক্ষা করার পর নিজেই আসব ভাবলাম। আমি তো মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। কোথায় যেতে পারে অমিতা। ও তো এ ভাবে কোথাও যাবার মেয়ে নয়।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'অমিতাদি বাপের বাড়ি যাননি তো?'

প্রদ্যোৎ মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমার শাশুড়ি শালি সকলেই তো ভোরবেলা থেকে আমার বাড়িতে রয়েছে। কাল সারারাত্রি ওর বাপের বাড়িতেও সকলের উদ্বেগে কেটেছে! ভোরবেলাই আমার কাছে চলে এসেছে। আমি তো কাল রাত্রি আটটায় চেম্বার থেকে বেরিয়ে, বাড়িতে খোঁজ করেছি। লোকালিটির যত বাড়ির সঙ্গে অমিতার আলাপ পরিচয়, সব বাড়িতে গিয়েছি। সে সব কোনও বাড়িতেই যায় নি।

শ্যামাপদ জিজ্ঞেস করল, 'সিনেমা হলের লোকদের জিজ্ঞেস করলে হতো, ওরা দেখেছে কি না।'

'তাও জিজ্ঞেস করেছি। অমিতাকে ওরা সবাই চেনে। বুকিং অফিস থেকে শুরু করে, গেটম্যান দারোয়ান, সবাই বললে, মিসেস রায়কে ওরা কেউ সিনেমা হলে দেখতে পায়নি।'

শ্যামাপদর থলথলে মুখটা যেন ক্রমে ফানুসের মতো ফুলে উঠতে লাগল। বলল, 'তার মানে সিনেমায় যাননি, বাপের বাড়ি যাননি, চেনাশোনা কোনও বাড়িতে যাননি। শহরের যা পরিস্থিতি তাতে নিশ্চয়, অবাঙালি এলাকার ভিতর দিয়ে দূরে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।'

অশোক বলল, 'দূরে কোথাও গেলে, বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়েই বেরোবেন নিশ্চয়।'

শ্যামাপদ ঈষৎ বিরক্ত চোখে অশোকের দিকে তাকাল। এ বিষয়ে অশোকের কথা বলা তার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু প্রদ্যোৎ বলে উঠল, 'তা তো নিশ্চয়ই। দূরের মধ্যে, শ্যামপুরের কালীবাড়ি। ইদানীং মাঝে মাঝে ও কালীবাড়ি যেত। অবাঙালি এলাকার মধ্য দিয়ে যাওয়ার একমাত্র জায়গা ওর শ্যামপুরেই। কিন্তু সেটাও আমাকে না বলে যাবার কোনও প্রশ্নই নেই। তা ছাড়া, এরকম সিচুয়েশনে ও কোথাও বেরুবে, এটা ভাবাই যায় না।'

অশোক আবার জিজ্ঞেস করল, 'রেল স্টেশনে খোঁজ করেছিলেন নাকি?'

প্রদ্যোৎ যেন একটু চকিত আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'না তো!'

অশোক বলল, 'যদি ট্রেনে কোথাও গিয়ে থাকেন।'

শ্যামাপদ প্রায় ধমক দিয়েই উঠল, 'কী যা তা বাজে বাজে বকছ। শুনছ শহরের এ পরিস্থিতিতে উনি বাড়ি থেকে বেরুবারই লোক নন। কাউকে না বলে ট্রেনের টিকিট কেটে কোথাও যেতে পারেন?'

প্রদ্যোৎ বলল, 'সেটাও ঠিক। আর কোথায়ই বা যেতে পারে? যাবেই বা কেন? ট্রেনে করে একমাত্র কলকাতাতেই যেতে পারে, কিন্তু তাই বা যাবে কেন। না না, এ সব অর্থহীন চিন্তা। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

প্রদ্যোৎ অসহায় ভাবে কয়েকবার মাথা নেড়ে, চেয়ারটার মধ্যে যেন, অসহায় দুশ্চিন্তায় একেবারে কুঁকড়ে গেল। মাটির দিকে চেয়ে, পাথরের মতো বসে রইল। চোখ তার ঈষৎ আরক্ত, কোল বসা। চুল অবিন্যস্ত। জামার বোতামগুলো ভাল করে লাগানো নেই। পায়ে জুতো নেই, বাড়িতে ঘোরাফেরা করবার শ্লিপার জোড়াই রয়েছে। বোঝা যায়, গতকাল সারারাত ঘুমোয়নি।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্যামাপদর সঙ্গে অশোকের এক বার চোখাচোখি হল। শ্যামাপদ তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নিল। মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল তার। অশোক জানে, তার

ওপর শ্যামাপদর রাগ হচ্ছে এখন। তা হোক, কিন্তু মনটা উদ্বেগে ভরে উঠতে লাগল। কোথায় যেতে পারে অমিতাদি। গতকাল বিকেল থেকে, আজ সকাল, নটা বাজতে চলেছে, কোনও পাত্তা নেই, এ তো অসম্ভব। প্রদ্যোৎদাকে দেখে এবং কথা শুনে, আরও বেশি করে কথাটা মনে হচ্ছে। প্রদ্যোৎদা নিজের মনের ভিতরটা হাতড়ে হাতড়ে খামচে অমিতাদিকে খুঁজছে, কোথায় যেতে পারে, কোথায়, কোথায়।

শ্যামাপদ খানিকটা সান্ত্বনার সুরে বলল, 'শুনুন ডাঃ রায়, অতটা একেবারে ইয়ে হয়ে পড়বেন না, একটা খোঁজ পাওয়া যাবেই। শহরের গোলমালে, এখনও পর্যন্ত কোনও মেয়ের দুর্ঘটনার সংবাদ থানায় আসেনি। আমি আমার সাধ্যমতো, সবরকম খোঁজ খবরের চেষ্টা করছি। আপনি একটু দেখুন সবাইকে বলে, কেউ কিছু জানে কি না।'

অশোক বলল, 'খবর হয় তো একটা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেটা কী রকম খবর, সেটাই হচ্ছে ভাবনার।'

শ্যামাপদ জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'সেটাতো আর হাত গুনে এখনই বলা যাচ্ছে না। আর এ সব তোমাদের রোমান্টিক কল্পনার ব্যাপারও নয়।'

প্রদ্যোৎ বলল, 'দেখুন ইনস্পেক্টর, আমার যা খোঁজ করার করেছি, যাকে যা জিজ্ঞেস করবার করেছি, আর আমার কিছু করবার নেই। আমি কিছুতেই কিছু ভেবে উঠতে পারছি না। আমি একটা অ্যাবসার্ড ভাবনার মধ্যে রয়েছি।'

শ্যামাপদ বলল, 'সেটা বুঝতে পারছি ডাক্তারবাবু।'

তার বলার মাঝখানেই, অশোক বলে ওঠে, 'আচ্ছা প্রদ্যোৎদা, অমিতাদি যখন বেরিয়েছিলেন, তখন তো আপনি চেম্বারে চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ, আমি তো সাড়ে চারটেয় যেমন বেরিয়ে যাই, সেই রকমই গিয়েছি।'

'তা হলে অমিতাদি বাড়ি থেকে বেরোবার সময়, ঝি আর ঠাকুর নিশ্চয়ই ছিল। ওরা কী বলে?'

প্রদ্যোৎ বলল, 'ঠাকুর কিছুই জানে না, বৃন্দা, আমাদের যে ঝি আছে, তার মুখে শুনলাম, অমিতা পাঁচটার একটু পরে, জামাকাপড় বদলে, বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। যাবার সময়, তাকেই বলে গেছে, "আমি একটু বেরুচ্ছি, সাতটার মধ্যেই ফিরব।"।'

'কোথায় যাচ্ছেন,তা কিছু বলেছিলেন?'

'না। যেরকম মাঝে মাঝে বেরোয়, সেরকমই বেরিয়েছে, বৃন্দা তাই ভেবেছে। অমিতা কিছু বলেনি। বৃন্দাও কিছু জিজ্ঞাসা করেনি।'

শ্যামাপদর চোখ মুখ ভীষণ হয়ে উঠেছিল ইতিমধ্যে। তার সামনে বসে, অশোকের এরকম জিজ্ঞাসাবাদ, সে সহ্য করতে পারছিল না। তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, অশোকের গালে সে এখুনি বিরাশি সিক্কা ওজনের একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেবে। কিন্তু

সে ভাব দমন করে, গম্ভীর গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তুমি এবার যেতে পার অশোক।'

অশোকও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ আমি চলি। তবে রেললাইন বা গঙ্গায় একবার দেখলে হত। বলা তো যায় না।'

'সে সব তোমাকে বলতে হবে না। নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও। তবে তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, শহরের হাঙ্গামায়, তোমাদের বন্ধুবান্ধব কাউকে আমি বিশ্বাস করি না। কোনওরকম ডাউটফুল কিছু যদি আমি পাই, তোমাদের সব কটাকে আমি চালান করে দেব।'

অশোক ততক্ষণে দরজার কাছে, সেখান থেকে ফিরে একবার বলল, 'সে তো আপনি এখনই পারেন। গুণ্ডা আইনে, পি. ডি. অ্যাক্ট-এ, যা খুশিতেই তুলে নিয়ে গেলেই হল।'

শ্যামাপদর মুখে হঠাৎ কোনও কথা জোগাল না। সে চোয়াল শক্ত করে, জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল। অশোক মুখ ঘুরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওর মুখে তখন হাসি ফুটে উঠেছে। শ্যামাপদর ক্রুদ্ধ মুখটা দেখেই ওর হাসি পেয়ে গিয়েছে। এবং এ কথাও জানে, এখনি শ্যামাপদ রেললাইন এবং গঙ্গায়, স্ত্রীলোকের মৃতদেহের সন্ধানে লোক পাঠাবে।

অশোক একটু লজ্জিত আর বিষণ্ণ হয়ে উঠল মনে মনে। প্রদ্যোৎদার সামনে কথাটা এভাবে না বললেই বোধ হয় ভাল হত। এতক্ষণ পর্যন্ত, অমিতাদির অন্তর্ধান বিষয়ে, কোনও কথাতেই, মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা কেউ বলেনি। অশোকের মুখ দিয়েই কথাটা বেরিয়ে এল প্রথম।

কথাটা নিতান্ত ওর মুখ দিয়েই বেরিয়ে এসেছে বলেই বলেছে। কিন্তু, অমিতাদির বেলায়, এরকম অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণই বা কী থাকতে পারে। এরকম মৃত্যু মানেই হয় অমিতাদিকে কেউ খুন করেছে, অথবা আত্মহত্যা করেছে। সেটা রেললাইনে গলা দেওয়া বা গঙ্গায় ডুবে মরাও হতে পারে। তথাপি এ চিন্তার কোনও কারণই নেই। অমিতাদিব সম্পর্কে আজে বাজে কথা এ শহরের কারুর জানা নেই।

অমিতাদি-প্রদ্যোৎদা, মোটামুটি সুখী দম্পতিই বলা যায়। ভিতরের খবর কে আর কতটা জানে। তবু পাড়া ঘরে, মোটামুটি, এ বাড়ির ও বাড়ির খবর কিছু না কিছু জানা যায়ই। যদি, সেরকম গোলমাল কিছু থাকে। অমিতা প্রদ্যোতের সেরকম কথা কেউ কিছু শোনেনি। দুজনের মাঝখানে, একটা ট্র্যাজেডি আছে, সেটা সবাই জানে। এত দিন বিয়ে হয়েছে, প্রায় সাত বছর, কিন্তু অমিতাদির কোনও ছেলেমেয়ে হয়নি। সকলেরই এখন ধারণা, অমিতাদির আর ছেলেমেয়ে হবে না বোধ হয়। এ বিষয়ে, প্রদ্যোৎদাকে কেউ কখনও দুঃখ প্রকাশ করতে শোনেনি। সন্তানের আকাঙ্খায়, অমিতার

প্রতি প্রদ্যোতের কোন বিরূপতার কথা কেউ জানে না। হয়তো একটা খেদ, একটা দুঃখ, মনে মনেই দুজনে অনুভব করে। প্রদ্যোৎ ডাক্তার মানুষ, সন্তান না হওয়ার বৈজ্ঞানিক কার্যকারণও নিশ্চয় জানে, পরীক্ষা করেছে। আর হয় তো, এই কারণেই, ইদানীং শ্যামপুরের কালী-বাড়িতে যাবার ঝোঁকটা অমিতাদির বেড়েছিল। অসহায় মানুষ মাত্রেরই মনের একটা এ ধরনের অবলম্বন দরকার হয়ে পড়ে। স্বামী থাকলেও, আর অন্য কিছুর প্রতি বিশ্বাস আসে, যা বস্তুজগতের বাইরে, অলৌকিক কোনও কিছুরই একটা আশ্রয় মন আপনা থেকেই চায়। কারণ, বস্তুবিজ্ঞান জগৎ যা দিতে পারে না, সেই পাওয়ার আশাটা তখন অন্যত্র কেন্দ্রিত হয়। অমিতার কালীবাড়ি যাতায়াত হয় তো সেই কারণেই।

পারিবারিক অন্য কোনও জটিলতাও না থাকবারই কথা। প্রদ্যোৎ তার বাপ মা ভাইয়ের সঙ্গে থাকে না। সবাই জানে, সেটা অমিতাদির জন্য নয়, পৈতৃক বাড়ি ও পরিবারের পরিবেশ, প্রদ্যোতের নিজেরই ভাল লাগে না। তাই নিজে বাড়ি করে, প্রদ্যোৎ চলে এসেছে। সেদিক দিয়ে, নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার।

তারপরে আসে, দুজনের চরিত্রের কথা। দুজনেই খুব মিশুকে, সকলের সঙ্গেই ব্যবহার খুব ভাল। অমিতা সুন্দরী, ছেলেপিলে না হওয়াতে, শহরের যুবকদের চোখে ও মনে, অমিতা সেই অমিতাই রয়ে গিয়েছে। সকলেই মেলামেশা করে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। অমিতা সেদিক থেকে নেহাত অনুদারও নয়। প্রদ্যোৎও এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদার। কেউ কোনওদিন শোনেনি বা জানেনি, অমিতার মেলামেশায়, সে কখনও আপত্তি করেছে। কিন্তু এ কথাও আজ পর্যন্ত কেউ কখনও শোনেনি, অমিতার সঙ্গে কারুর, প্রেম বা প্রেমের খেলাও চলছে। তার কোনও দুর্নাম নেই। অথচ হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর ছিল। শহরের যুবকেরা হয় তো অমিতাকে নিয়ে অনেক কথা বলে, বলতে ভালবাসে। কখনও কখনও বা সীমাও ছাড়ায় হয় তো। তথাপি আজ পর্যন্ত কেউ মন্দ বা সন্দেহজনক কিছু দেখেনি, শোনেনি। তারপরেও যদি কোনও লুকানো গোপন প্রেম থেকে থাকে, সে কথা আলাদা।

সংসারে কিছুই অসম্ভব নয়। প্রদ্যোৎকে ভালবেসে বিয়ে করেও, মনোজগতে আর কাউকে নিয়ে একটা বিপর্যয় ঘটে যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্যের নয়। এ ক্ষেত্রে, স্বামী ও প্রেমিকদের ঈর্ষা, একটা সর্বনাশ ঘটাতে পারে। অথবা প্রেমিক নিজেই আত্মবিসর্জন দিতে পারে। কিন্তু অমিতাদির ক্ষেত্রে, এ সব বিশ্বাস করতে মন চায় না।

অন্যদিকে, প্রদ্যোৎ নিজেও সুপুরুষ, অমায়িক, মেয়েদের কাছে প্রিয় ডাক্তার। প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার তো বটেই। তার বিষয়ে, শহরের মেয়েদের ঔৎসুক্য কম নয়। কিন্তু প্রদ্যোৎ মেয়েদের সম্পর্কে খুব দুর্বল, এরকম কেউ কিছু শোনেনি। মেয়েদের উৎসাহ, ঔৎসুক্যের জন্য প্রদ্যোৎ শহরের যুবকদের কিছুটা ঈর্ষারই পাত্র। যে কারণে, তার

নামে, ছেলেরা অনেক সময়েই অনেক ইতর কথাবার্তা বলে থাকে। কোনও মেয়ের সঙ্গে নাম জড়িয়ে, বাজারে একটু গল্প ছেড়ে দিতে পারলে, কেউ কেউ বেশ খুশি। কিন্তু সে সবই, ভেজাল গল্প এবং প্রমাণহীন।

প্রদ্যোতের বিষয়ে, অমিতার কাছ থেকেও কেউ কখনও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ শোনেনি। এমন কোনও মেয়েঘটিত ব্যাপার ঘটেনি বা জানাজানি হয়নি, যে কারণে, অমিতা আত্মহত্যা করে, মনের এবং জীবনের জ্বালা জুড়োতে পারে। এ ক্ষেত্রে, হারাবার থেকে মেয়েদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আর কমপ্লেকস অনেক সময় বেশি মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। ঈর্ষা তো থাকেই। তার যন্ত্রণাও কম নয়। অথবা, স্বামীও, পথের কাঁটা সরাবার জন্যে, স্ত্রীকে খুন করতে পারে। প্রদ্যোতের দিক থেকে, সেরকম প্রেমের ঘটনা থাকলে, কিছুটা কানাঘুষা নিশ্চয়ই হত। কিছু না কিছু আগেই জানাজানি হত। বিশেষত যার নামে, ছেলেরা কিছু বলতে পারলেই খুশি।

অনেক মেয়ের সম্পর্কেই, অনেক কিছু শোনা যায় প্রদ্যোতের নামে। স্কুল মিস্ট্রেস থেকে, অনেক পরিবারের মেয়ে বউদের সম্পর্কেও। যে সব মেয়েরা, কোনও না কোনও ভাবে, প্রদ্যোতের চিকিসাধীনে এসেছে, তাদের অনেককে নিয়েই কিছু কিছু রটনা শহরে আছে। সে সব রটনার কোনও মূল্য দিতে গেলে চলে না।

প্রথমত, অমিতার কাছ থেকে কেউ কখনও অভিযোগ শোনেনি। দ্বিতীয়ত, অভিযোগ কিছু থাকলে, অমিতার পিত্রালয়ে, সে সংবাদ গোপন থাকত না, এবং তারাই ব্যাপারটা প্রকাশ করে ফেলত। তৃতীয়ত, প্রদ্যোতের জীবনযাপনের মধ্যে, বিশেষ কোনও অস্বাভাবিকতা বা অসংলগ্নতা লক্ষিত হয়নি। তা হলে কী ঘটতে পারে?

অশোক থানা থেকে বেরিয়ে পথ চলতে চলতে, এ সবই ভাবছিল। ওর মনের মধ্যে, ইতিমধ্যে একটা দৃঢ় সন্দেহ দানা বেঁধে উঠছে, এটা আত্মহত্যার ঘটনা নয়। বিকেল পাঁচটায় অমিতাদির মতো মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে, রেলে মাথা দিতে যাবে বা গঙ্গায় ডুবতে যাবে, ভাবতে অসুবিধা লাগে। এত বেশি পরিচিত লোকের এবং প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে যে, চুপি চুপি নিঃসাড়ে কাজ সারা সম্ভবই নয়। ইতিমধ্যেই অনেকেই তা হলে বলত, তারা অমিতাকে দেখেছে কি না। কিন্তু এখন পর্যন্ত, এই ষোলো ঘণ্টার মধ্যে এমন একজনকে পাওয়া যায়নি, যে তাকে দেখেছে। ডাক্তারের স্ত্রী অমিতাদি। আত্মহত্যা করার ইচ্ছা থাকলে, বাড়িতেই বিষ সংগ্রহ করা কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না। বোকা সোকা অশিক্ষিত মেয়েও না। কোনটা প্রাণঘাতী বিষ, তা বেছে নেওয়া কষ্টকর নয়।

আত্মহত্যা করলে, হয় নিজের বাড়িতে, না হয় বাপের বাড়িতে গিয়ে করত। বিষ না খেয়ে, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যাও, বাইরে গিয়ে হয় না। কিন্তু অমিতা বাইরে

গিয়েছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ঝি তাই বলেছে। ঝিয়ের কথা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য, সেটা বিবেচ্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু কোথাও কিছু নেই, সে হঠাৎ মিথ্যে কথাই বা বলতে যাবে কেন।

তবে এটাও ঠিক, যোলো ঘণ্টা নিখোঁজ থাকা, কোনও কাজের কথাই নয়। বিশেষ, সারারাত্রি বাড়িতে অনুপস্থিত থাকা, একটা সংকেতকেই স্পষ্ট করে তোলে, অমিতা বেঁচে নেই। থাকলেও, বিস্ময়করভাবে কোথাও আত্মগোপন করে আছে।

প্রেমিকের সঙ্গে, গোপনে গৃহত্যাগের কথা ভাবা যায় কি? অশোকের হাসি পেয়ে গেল। অসম্ভব। অমিতাদিকে দিয়ে এটা যেন ঠিক ভাবা যায় না। তা হলে, শহরের কোনও যুবকেরও নিখোঁজ হবার সংবাদ পাওয়া যেত। তাও এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যে দু চারজনের নিখোঁজ হবার সংবাদ রয়েছে, তারা সবাই কলকারখানার শ্রমিক। ধরে নেওয়া যেতে পারে, শহরের দাঙ্গায় তারা হয় তো নিহত হয়েছে। তাদের লাশ হয়তো, কোথাও এদিক ওদিকে জলা জংলা, গভীর নর্দমা বা গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো খুঁজে বের করা যাবে। গঙ্গায় মৃতদেহ ভেসে উঠবেই। অন্যত্র, দুর্গন্ধেই খোঁজ পাওয়া যাবে। কিন্তু, তাঁরা কেউ অমিতার প্রেমের পাত্র হবার মতো মানুষ নয়। অমিতাও তাদের প্রেমিকা হবার কথা চিন্তা করতে পারে না।

মনের এমন ভারসাম্য হারানোর অবস্থা হয়েছিল কি, যাতে একটা প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে, বিমূঢ় বিভ্রান্ত হয়ে, কোথাও বেরিয়ে গিয়েছে? সেরকম ঘটনাও বিরল নয়। কিন্তু তা হলেও লোকের চোখে পড়ত। মফস্বলের এই ঘিঞ্জি শহরে, রাস্তায় বা পাড়ায়, কারুর না কারুর চোখে পড়তেই হবে। রাত্রির অন্ধকার হলেও একটা কথা ছিল। বেলা পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটায় সবখানে লোকের ভিড়। বিশেষ, শহরের দাঙ্গার পরিস্থিতি নিয়ে এখন তো মোড়ে মোড়ে জটলা। অতএব—।

'অশোক।'

অশোক দাঁড়াল। ফিরে দেখল, ওদেরই পাড়ার একটি ছেলে, চায়ের দোকান থেকে ডাকছে। কিন্তু চা খাবার মতো মনের অবস্থা এখন ওর নয়। চায়ের দোকানে বসে, আড্ডা দিতেও ভাল লাগছে না। বন্ধু জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'এমনি একটু ঘুরছি।'

বন্ধু বেরিয়ে এল, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ঘুরছিস, তা তো বুঝতে পারছি, এদিকে কোথায় যাচ্ছিস? এদিকে গোলমাল জানিস না?'

অশোক যেন এতক্ষণে চোখ তুলে দেখল, ও কোথায় এসে পড়েছে। ওদের বাড়ির ঠিক উলটো দিকে এসে পড়েছে। সামনে একটা রেলওয়ে সাইডিং। সেটা পেরিয়ে গেলেই, সম্পূর্ণ অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকা। অশোক দেখল, সাইডিং-এর সামনেই, একটা পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক হাত দূরে দূরেই, সশস্ত্র পুলিশ

টহল দিচ্ছে। এই দিনের বেলায় আর কোনও ভয়ই প্রায়ই নেই।

তথাপি, কী আশ্চর্য, কারখানার রেলওয়ে সাইডিং লাইন যেন, দুটো শত্রু রাজ্যের সীমানা হয়ে উঠেছে। এদিকের লোক ওদিকে যাচ্ছে না। ওদিকের লোক এদিকে আসছে না। অথচ দুদিন আগেও এটা কোনও সীমারেখাই ছিল না। দুদিন বাদে, আর থাকবেও না। কিন্তু মাঝখান থেকে, কিছু নিরীহ মানুষের প্রাণ গেল। আর তার জন্য, কাউকেই কোনও জবাবদিহি করতে হবে না। আবার সবই ঠিক হয়ে যাবে। যাতায়াত শুরু হবে। কলকারখানা পূর্ণোদ্যমে চলবে। কতদিন আর মানুষ রুজিরোজগার ছেড়ে থাকবে।

অশোকের মনে হল, সাইডিং পেরিয়ে গিয়েই দেখা যাক না, কী হয়। বড় রাস্তা, ভিতরের অলিগলিতে লোক চলাচল আছে, যদিও সীমারেখা একটা আছে। তথাপি, ভিতর দিকে, এমন জায়গাও আছে, যেখানে গরিব বাঙালি অবাঙালি পাশাপাশি বস্তিতে রয়েছে। কিছু কিছু গোলমাল সে সব জায়গায় যে ঘটেনি,তা নয়। তবু তারা বাস করছে। আর এখন দিনের বেলা, কয়েক হাত অন্তর অন্তর সশস্ত্র পুলিশ, এর মধ্যে আর কী ঘটতে পারে। নিশ্চয়ই তাকে এসে কেউ, পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেবে না। দেবেই বা কে, সবই তো প্রায় চেনা মুখ। একমাত্র বাইরের ভাড়াটে লোক যারা এসেছে, তারাই চোরাগোপ্তা ছুরি চালাবার ফিকিরে আছে। তবে সেটা দিনের বেলা সম্ভব নয়।

অশোক একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'যাই, ওদিকটা দেখে আসি একটু।'

বন্ধু অবাক আর উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'একটা বিপদ আপদ ঘটাবি দেখছি।'

অশোক হাত তুলে, বন্ধুকে নিরস্ত করে আর সান্ত্বনা দিয়ে, সাইডিং পেরিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই, দুপাশের দোকানদার, রকে বসে থাকা লোকেরা ওর দিকে তাকিয়ে দেখল। সকলের চোখেই একটা সন্দেহ আর অবিশ্বাস। কিন্তু অশোক পরিচিত অবাঙালি দু-একজনকে ডেকে কথাও বলল। তারাও জবাব দিল। মিশির পানওয়ালা বলল, 'গোলমালের ভিতরে কেনো বাবা আবার ইধার এসেছ। শালা খুনি বদমাইশরা কী একটা গোলমাল করিয়ে দেবে, ঘর লৌট যাঁও।'

অশোক বলল, 'তোমরা আছ কী করতে? বাঁচাতে পারবে না?'

মিশির বলল, 'আরে শালা ডাকুলোগ, হামলোগকো জানে খতম করনে সাক্‌তা হ্যায়। উ বদমাশ লোগকো উপর কুছ ভরসা হ্যায়?'

একজন টহলদার সশস্ত্র সেপাই, ওদের দুজনের দিকেই তাকিয়ে দেখল। তারপর রাইফেলটা দেখিয়ে বলল, 'কুছ গোলমাল হোগা তো, গোলি চালায়েগা। এয়সা অর্ডার হ্যায় হাম পর।'

অশোক একটু হেসে এগিয়ে গেল। কেন এল ও এদিকে? একেবারেই উদ্দেশ্যহীন

ভাবে কি? তা নয়। যদি এ তল্লাটে, অমিতাদির সম্পর্কে কোনও কথাবার্তা শোনা যায়। হয়তো, এই সীমানার কেউ অমিতাদিকে দেখে থাকতে পারে। যদিও, একেবারেই অসম্ভব। এ পরিস্থিতিতে, অমিতাকে এ তল্লাটে ভাবাই যায় না। স্বাভাবিক অবস্থাতেই যাকে, এ অঞ্চলে কেউ প্রায় দেখতে পায় না, সে যে হেঁটে বা সাইকেল রিকশায় এদিকে আসবে সেটাও সম্ভব নয়। আসার কোনও কারণ নেই।

কিন্তু কিছুই বলা যায় না। সন্ধ্যা সাতটার পরে, প্রদ্যোৎ রোজ এ তল্লাটে আসে। সাড়ে আটটা অবধি, বিরিজের ওষুধের দোকানে রুগি দেখে। কোনও কারণে, অমিতাদি কি, বিরিজের দোকানে প্রদ্যোৎদার সঙ্গে দেখা করতে আসতে চেয়েছিল? সম্ভব বলে মনে হয় না। এ পরিস্থিতিতে, নিশ্চয়ই আসত না।

আচ্ছা, এমনও হতে পারে, অমিতা গঙ্গার ধারে গিয়েছিল। নির্জন গঙ্গার ধার। সেখান থেকে অপহৃত হয়েছে হয়তো। গঙ্গার ধারে, একটা অংশে, অবাঙালিদের আস্তানা। মুণ্ডেশ্বরের নিরালা ঘাট থেকে, সন্ধ্যার ঝোঁকে একটি সুন্দরী যুবতীকে যদি কেউ বা কেউ কেউ মুখে চাপা দিয়ে তুলে নিয়ে যায়, টের নাও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু, সেই তো ঘুরে ফিরে এক কথা। গঙ্গার ধারে অমিতাদি গিয়েছিল কি? গেলে, কেউ কি দেখতে পেত না? এই ছোট মফস্বল শহর, প্রায় সবাই সবাইকে চেনে। মুখটাও অন্তত চেনে।

বিরিজের ওষুধের দোকানের কাছে আসতেই, বিরিজ একেবারে ধমক দিয়ে ওঠেন অশোককে, 'কেয়া বাত অশোক, তুম ইধার কাঁহা যা রহে?'

বিরিজমোহন গুপ্ত, পুরনোদিনের লোক। অশোকদের ছেলেবেলা থেকেই দেখেছেন। নিজেদেরও দু তিন পুরুষের বাস এখানে। অশোকরা বিরিজ চাচা বলে। বিরিজমোহনও চাচার মতোই সব ছেলেদের দেখেন।

অশোক বলল, 'এই একটু ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম।'

বিরিজ পরিষ্কার বাংলায় বলেন, 'ইয়ার্কি! জান না, কী হচ্ছে? যাও, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও।'

'রাস্তায় এত পুলিশ রয়েছে তো।'

'থাক, পুলিশ সব করবে। তুমি বাড়ি যাও তো।'

অশোক বলল, 'জানেন তো, প্রদ্যোৎদার স্ত্রী অমিতাদিকে কাল বিকেল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

বিরিজ চমকে উঠে, নিজের ভাষায় বলে উঠলেন, 'কেয়া বাত কাল রাত মে সাড়ে আট বাজে তো প্রদ্যোৎ হিয়াঁসে ঘর গয়া। কুছ তো নহি বাতায়া?'

'প্রদ্যোৎদা তখনও জানতেন না। অমিতাদি পাঁচটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। এখান থেকে ফিরে গিয়ে, বাড়ি থেকে পুলিশকে টেলিফোন করে জানিয়েছেন।'

বিরিজের মুখ উদ্বেগে অন্ধকার হয়ে উঠল। বললেন, 'এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার। এখন পর্যন্ত কোনও খবর পাওয়া যায়নি? দেখি তো।'

বলেই তিনি প্রদ্যোতের বাড়ি টেলিফোন করলেন। টেলিফোনের কথা শুনে বোঝা গেল, অমিতাদির মায়ের সঙ্গে, বিরিজের কথা হল। প্রদ্যোৎদা থানা থেকে বাড়ি ফেরেননি। অমিতার কোনও সংবাদই নেই। রিসিভার রেখে দিয়ে. বিরিজ বলে ওঠেন, 'রাম রাম, এ কেয়া মুসিবৎ! লেড়কি কাঁহা যা সাক্‌তি? সায়েদ্ ডাক্তার তো পাগল হো গয়া ইস টাইম মে।'

অশোক বিরিজের দোকানের সামনে থেকে পা বাড়াবার আগেই, বিরিজ আবার ধমকে ওঠেন, 'এই অশোক, ফির কোথায় যাচ্ছ? ঘরে যাও জলদি।'

অশোক বলল, 'এবার চলে যাব চাচা।'

'তোমার কী কাজ এখন এখানে? তুমি ফিরে না গেলে, তোমার ঘাড় ধরে দিয়ে আসব।'

অশোক দেখল, আর উপায় নেই। ও হেসে আবার ফিরে চলল। যদিও; এত সশস্ত্র পুলিশ রয়েছে, দুর্ঘটনার কোনও সম্ভাবনাই নেই। তথাপি, সকলের উদ্বেগের একটা মূল্য আছে। অবাধ্য না হওয়াই উচিত।

খানিকটা যেতেই, চায়ের দোকান থেকে কাল্লু বেরিয়ে এল। কাল্লু গুণ্ডা, যে কিছুক্ষণ আগেই থানায় ছিল, সে এগিয়ে এল অশোকের দিকে, বলল, 'কাঁহা আয়া অশোকবাবু?'

'এদিকেই এসেছিলাম। কেন বাবা, মারবে টারবে নাকি?'

কাল্লু কপালে হাত ঠেকিয়ে হেসে বলল, 'হায় রাম, ক্যা বাতাতে অশোকবাবু। আপ লোগকো সাথ উসব কুছ নহি। হামলোগ ইসমে নেই। ইয়ে দাঙ্গা বড়া বড়া রহিস্ আদমিলোগোকা কাম হ্যায়, আপ তো জানতহৈ হ্যায়। পয়সা মিলনে সে কাম করেগা মগর আপলোগকো বদন পর হাত নহি উঠায়েগা।'

অশোক বলল, 'জান তো, ডাক্তার প্রদ্যোৎ রায়ের বউকে কাল বিকেল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

কাল্লুর মুখের পরিবর্তন হল। ধূর্ত শিয়ালের মতো সে একবার এদিক ওদিক তাকাল। অশোক যেন মাংসের গন্ধ পাওয়া বাঘের মতো, চকিতে উৎকর্ণ আর সচেতন হয়ে উঠল। ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাল্লুর দিকে তাকাল। কাল্লু চুপিচুপি বলল, 'উসি বাত তো আপকো বাতানে মাঙতা। মগর, খবরদার, হাম সে কুছ শুনা মত কহিয়ে, নাহি তো হামকো পুলিশ পাকাড় লেগা।'

অশোকের দৃষ্টি আর তীক্ষ্ণ হল। রক্তে উত্তেজনা। জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

কাল্লু বলল, 'আপ তো জানতে হ্যায়। হাম কুছ খবর বাতায়েঙ্গে, পুলিশ সমঝেগা, উ মেরা কাম।'

অশোক অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বলো না, কী বলতে যাচ্ছিলে?'

'মগর মেরা নাম কভি নহি বাতাইয়েগা?'

'না। তুমি বলো কী বলতে যাচ্ছিলে?'

কাল্লু একবার পিছন ফিরে চায়ের দোকানের দিকে দেখে নিল। তারপরে বলল, 'সামনে যো চটকল হ্যায়, যিস্‌কে বগল সে গঙ্গা কিনারমে রাস্তা চলা গয়া, উসি রাস্তাকে গহেরা মুহরি মে, এক অওরত কো হম দেখা।'

অশোক চমকে উঠল। চটকলের ধার দিয়ে গঙ্গার ধারে যাবার রাস্তায়, গভীর নর্দমায় মেয়েমানুষ? তার বুকের মধ্যে কী রকম ধক ধক করতে লাগল। জিজ্ঞেস করল, 'মরে গেছে?'

কাল্লু অবাক হয়ে বলল, 'কেয়া তাজ্জব বাত করতে আপ অশোকবাবু। উতনা গহেরা মুহরি মে অওরত কভি জিন্দা রহনে সঁকতি? উ এক অওরত কি ডেড বডি। কৌন জানে, কেয়া বাত হ্যায়, কৌন উসকো মারা। মুঝে মালুম হোতা, অওরত বাঙালি হ্যায়। দেখনে সে ওইসাই মালুম হোতা।'

অশোক আর এক মুহূর্ত দাঁড়াতে পারল না। কিন্তু এটা কী রকম আশ্চর্য ব্যাপার, তার কানেই কথাটা এল? সে নিজের কাছেই যেন ব্যাখ্যা করতে পারে না, কেন সে এই তল্লাটে এসেছিল। কী ভেবে, একটা দৈব বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, এরকম উত্তেজিত থমথমে দাঙ্গার পরিবেশে এসে পড়েছিল। এখনও পর্যন্ত যেন সে নিজের কাছে, নিজেই কোনও যুক্তি দাঁড় করাতে পারে না। ওর ভিতরে একটা অবুঝ অব্যক্ত মন ওকে টেনে নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু কাল্লু কার মৃতদেহ দেখেছে মিলের রাস্তায়? বলছে, মৃতদেহ দেখে তার বাঙালি মেয়ে বলে সন্দেহ হয়েছে। অমিতাদির মৃতদেহ কি? অশোকের দৃঢ় বিশ্বাস, বাঙালি মেয়ের মৃতদেহ হলে, অমিতাদির নিশ্চয়। তার মনটা বারে বারেই বলছিল, অমিতাদির অন্তর্ধান এমন অস্বাভাবিক আর আশ্চর্যজনক, গতকাল বিকেল পাঁচটা থেকে এ পর্যন্ত কোনও সংবাদ না দিয়ে, একেবারে চুপ করে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। হয় জীবিত না হয় মৃত, যে কোনও অবস্থাতেই, অমিতাদিকে গুম করা হয়েছে। কে করেছে, কীভাবে করা হয়েছে, সেটা পরে বিচার্য। শহরের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে, কিছুই অসম্ভব নয়।

তথাপি, মনের মধ্যে একটা, বাঁকা ধরনের কাঁটা যেন অশোকের মনের মধ্যে বিঁধে রইল। খচখচ করতে লাগল। কারণ যেখানে কাল্লু বাঙালি মেয়ের মৃতদেহ দেখেছে, সেই রাস্তা বেশ খানিকটা নির্জন। দু পাশেই জেলখানার মতো কারখানার পাঁচিল একেবারে গঙ্গার ধার অবধি চলে গিয়েছে। রাস্তাটায় কোনও দোকান বা গৃহস্থের বাড়ি ঘর নেই। একমাত্র গঙ্গার ধারে কারখানার কুঠিতে যাবার জন্য রাস্তাটা

সাহেব অফিসারদেরই বলা চলে। তাও পায়ে হেঁটে নয়। মোটরের যাতায়াতই বেশি।

কিন্তু রাস্তাটা অবাঙালি এলাকার মধ্যেই পড়ে। রাস্তাটার পরে, একটা গোটা চটকল ডিঙিয়ে, রেলওয়ে সাইডিং-এর ওপারে বাঙালি এলাকা। এমন রাস্তায় অমিতা কি শহরের এই পরিস্থিতিতে আসতে পারে! মৃতদেহ যদি অমিতাদির নাও হয়, অন্য বাঙালি মেয়েরও হয়, তার পক্ষেই বা এ এলাকায় হঠাৎ আসা সম্ভব কী করে। বাঙালি পুরুষরাই যে তল্লাটে আসছে না, সেখানে কোনও মেয়ের পক্ষে আসা একেবারেই অসম্ভব।

তা হলে কি এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল?

কিছুই বলা যায় না। আগে দেখা যাক মৃতদেহ সত্যি আছে কি না, এবং এমনি চোখে দেখে চেনা যায় কি না, কার মৃতদেহ। অবিশ্যি কাল্লুর মতো গুণ্ডাদের বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। এরকম একটা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে, কাছাকাছি কোথাও থেকে, সুযোগ বুঝে, একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে এসেছে, রাত্রের অন্ধকারে এই নির্জন রাস্তায়। যা ইচ্ছে তা-ই করে, নর্দমায় ফেলে দেওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। তার ওপরে, সেই মেয়েটির গায়ে যদি থাকে কিছু সোনার অলংকার, তা হলে তো কথাই নেই।

কাল্লুর বলে দেবার পিছনে, ওদের দলগত প্রতিশোধের ব্যাপার থাকতে পারে। পাওয়ানা গণ্ডার ব্যাপারে বিবাদ থাকতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে, যেচে এসে একটা মৃতদেহের সংবাদ দেবার মতো সততা কি ওদের আছে। কে জানে, বিশ্বাস হয় না।

রাস্তায় দিনের বেলা কারফিউ নেই। সন্ধে ছটা থেকে আছে। তবু জনসন রোডের নিরালায় ঢুকতে অশোকের একটু দ্বিধা হল। মিলেরই কোনও সাহেবের নামে রাস্তাটার নামকরণ করা হয়েছে। হয়তো জনসন সাহেব, এখানকার পৌরসভার কোনও একসময় চেয়ারম্যান হয়েছিল। আগের যুগে, এইসব চটকল শহরে, পৌরপ্রধান, সাহেবরাই হত। এবং এইসব চটকল কারখানা না থাকলে, এত আগে এরকম জায়গায় পৌরসভা স্থাপিত হত না।

রাস্তাটাকে দেখলেই মনে হয় হঠাৎ কোনও বিদেশের নিরালা রাস্তায় এসে পড়েছি। দু পাশের উঁচু পাঁচিলের জন্য একটা বদ্ধভাবও আছে। তবু নির্জন। ধারে ধারে গোটা কয়েক গাছ, একপাশে গভীর নর্দমা। নর্দমাটা বাঁধানো, এবং লোকজন না থাকায়, কোনওরকমে নোংরা করতে পারে না।

গভীর নর্দমার ধার ঘেঁষে ঘেঁষেই অশোক এগিয়ে চলল। কোনও গাছের আড়ালে, কেউ যদি লুকিয়ে থাকে, তা হলে, কোথাও ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়বার কোনও জায়গা নেই। নর্দমার গায়ে এবং অন্যদিকে, উঁচু পাঁচিলে মাথা কুটতে হবে। চিৎকার করলেও

কেউ শুনতে পাবে না। পাঁচিলের ভিতরে কারখানা। সেখানে আজ সবই নীরব। কেউ কাজে আসেনি। কাজে এলেও, যন্ত্র চললে, কিছুই শোনা যায় না।

রাস্তাটা গঙ্গার ধারে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে রাস্তার দু দিকেই দুটো বড় বড় গেট। গঙ্গার ধার জুড়ে সুন্দর বাগান, বড় চাকুরেদের কুঠি. মনোরম পরিবেশ। সেখানে গেটে দারোয়ান আছে। কিন্তু বড় রাস্তা থেকে গঙ্গার ধারের দূরত্ব প্রায় আধ মাইল। অর্থাৎ জনসন রোড দৈর্ঘ্যে প্রায় আধ মাইল।

তথাপি, কানে যখন একবার শুনেছে, অশোক একবার শেষ পর্যন্ত যাবে নর্দমা দেখতে দেখতে। তার মন বলছে, কাল্লু মিথ্যে কথা বলেনি। তার মন, এমনি ভাবেই বলেছিল, এ তল্লাটে একবার আসা উচিত। হয়তো অমিতাদির কোনও খবর পাওয়া যেতে পারে। কারণ দুটো সীমানা এতই আলাদা হয়ে গিয়েছে এখন, এপার ওপারের কোনও সংবাদই পাওয়া যাচ্ছে না।

জনসন রোডের প্রায় মাঝামাঝি গিয়ে, অশোকের নাকে একটা দুর্গন্ধ ঢুকল। কোনও কিছু মরা পচারই গন্ধ। আরও কয়েক পা গিয়েই, থমকে দাঁড়াল সে। কাল্লু মিথ্যে বলেনি, নর্দমায় মৃতদেহ। জল খুব বেশি নেই। ধুলো পড়ে পড়ে, কাদাও কিছুটা জমেছে। হয়তো, মৃতদেহ বড় রাস্তার আরও কাছের থেকেই ফেলা হয়েছিল। ময়লা জলের চাপে, আরও এদিকে এগিয়ে এসেছে। বর্ষকাল হলে, এ মৃতদেহ এতক্ষণে হয় তো গঙ্গায় গিয়ে পড়ত। কারণ নর্দমাটা গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে।

প্রায় মানুষ ডোবা নর্দমা। অশোক উঁকি দিল। কোনও মেয়েরই মৃতদেহ, সন্দেহ নেই। ফুলে ওঠা লাল মুখে ময়লা লাগলেও, রংটা যে ফরসা ছিল বোঝা যায়। এবং এ আর কেউ নয়, অমিতাদি। দেখা মাত্রই চিনতে পারল অশোক, অমিতাদি। যতই ফুলে উঠুক, এ মুখ ভোলবার নয়। ছেলেবেলা থেকে দেখা। মাথার চুল এলোমেলো জলে কাদায় ভেজা হলেও, সিঁথির সামনের দিকে সিঁদুরের দাগ রয়েছে। হঠাৎ মনে হয়, দাঁত দিয়ে যেন নীচের ঠোঁট চেপে রয়েছে। আসলে তা নয়। ঠোঁট দুটো খোলা, মুখও খোলা। হাঁ করা নেই, সামনের দাঁতগুলোই কেবল দেখা যাচ্ছে। সামনের পাটির দাঁতের গঠন দেখলেই চেনা যায়, এ অমিতা রায়, ডক্টর প্রদ্যোৎ রায়ের স্ত্রী।

কাল বিকেল পাঁচটা থেকে, অমিতার মতো মেয়ের বাড়ি থেকে অন্তর্ধান মানেই, এ পরিণতি ছাড়া আর কিছু ঘটা সম্ভব ছিল না। এবং এটা একটা খুন। এ খুন ছাড়া আর কিছু না। যে ভাবেই হোক, যে-ই করুক।

অমিতাদির গায়ে রয়েছে, আকাশি রঙের টেরিকটের কাঁধের কাছে লুজ হাতা জামা। ঢাকাই শাড়িটা অনেকখানিই খোলা। লেস লাগানো সায়া, অনেকখানিই তোলা, প্রায় জঙঘার কাছাকাছি। জামাটা বুকের কাছে, দু-এক জায়গায় ছেঁড়া, বিশেষ করে বোতামের কাছে। বোতামও একটার বেশি লাগানো নেই। ব্রেসিয়ারটা জামার তলা

দিয়ে, নাভিস্থলের কাছে পড়েছে। মনে হয়, একদিকের কাঁধে এখনও ব্রেসিয়ারের একটা দিক আটকানো, আর একটা দিক একদম টেনে খুলে ফেলা হয়েছে। দু পাশের বুক সবটাই খোলা। দুটো হাত, দুদিকে এলিয়ে পড়ে আছে, একটা পা একটু বাঁকানো। শরীরে কোনও অলংকার নেই। এমনকী, সধবার লোহাও নেই।

মেয়েদের কেন সন্তান হয় না, এ সব অশোকের কিছু জানা নেই। কিন্তু অমিতাদি বরাবরই স্বাস্থ্যবতী এবং সুন্দর। ফুলে ওঠা শরীরটা দেখলে, এখনও তা বোঝা যায়। একেবারে বিকৃত হয়ে যায়নি। এখন, খোলা চোখের চাহনি দেখলে, গায়ে কাঁটা লাগে। স্থির, অপলক, একটা যেন বিস্ময়ের ভাব। কিন্তু চোখ দুটি আয়ত, চাউনি সুন্দর ছিল। নাক চোখ মুখ বেশ ভালই ছিল।

অশোক যা দেখবার, দেখে ফিরে চলল। কী করে অমিতাদি এখানে এল? শহরের এ পরিস্থিতিতে কি তার পক্ষে এ তল্লাটে আসা সম্ভব ছিল? ছিল না। একেবারেই ছিল না। জীবিত বা মৃত, তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। কে বা কারা নিয়ে এল? কেমন করে? উদ্দেশ্য?

একটা সহজ উদ্দেশ্য, একজন সুন্দরী যুবতীকে জোর করে ভোগ করা। তারপরে, ধরা পড়ার ভয়ে, খুন করা। করে, এমন কোনও জায়গায় ফেলে দেওয়া, যাতে হঠাৎ লোকের চোখে না পড়ে। এবং এই দাঙ্গার পরিস্থিতিতে, কোনও এক জায়গা থেকে হয়তো, অমিতাদিকে কেউ বা কেউ কেউ জোর করে কোথাও ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

যেখানে মুখোমুখি দাঙ্গা হচ্ছে না, চোরাগোপ্তা খুন চলছে, সেখানে খুনি দাঙ্গাবাজদের পক্ষে, এরকম করা খুব আশ্চর্যের নয়। কিন্তু কোথা থেকে ধরে নিয়ে আসতে পারে অমিতাদিকে? কিংবা, অমিতাদির প্রেমিক প্রতিদ্বন্দ্বীরাই, কেউ সুযোগ গ্রহণ করেছে? অনেকেই তো, অমিতার জন্য পাগল ছিল। শহরের অনেক যুবকের কাছেই, অমিতাদি ছিল, প্রার্থিতা। তাদের মধ্যে কোনওরকম গোপন রেষারেষির ফল কি এই বিনাশ?

কে জানে! বড় রাস্তায় এসে, প্রথমেই অশোকের মনে হল, থানায় শ্যামাপদকে একটা খবর এখনই দেওয়া দরকার। কিন্তু লোকটা একে গোঁয়ার, তায় বোকা। ঘটনা শুনে এমন সব আজেবাজে কথা বলতে আরম্ভ করে দেবে, অশোকের মেজাজটাই যাবে খারাপ হয়ে।

তা হোক, তবু খবর একটা এখুনি দেওয়া দরকার। সামনেই রয়েছে আগরওয়ালার কাপড়ের দোকান। সেখানে টেলিফোন আছে। কিন্তু সেখান থেকে টেলিফোন করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। ওরা ভুল বুঝতে পারে অশোককে। ভাবতে পারে, অবাঙালিদের বিরুদ্ধে সে একটা গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছে। কুণ্ডুদের রঙের দোকানের আধখানা খোলা আছে, পুরোটা নয়। ওদেরও টেলিফোন আছে, ওখানেই বরং যাওয়া যাক।

ওরাও অবিশ্যি খানিকটা ভয় পাবে, একটু টেনশনও হতে পারে। তা হোক, অশোককে ভুল বোঝবার কোনও কারণ থাকবে না।

অশোক কুণ্ডুদের দোকানেই গেল। বুড়ো কর্তা একলা বসে। দুজন কুলি চুপচাপ শুয়ে আছে। এক পাশের মেঝেয়। তাদের কিছুই করবার নেই। দোকানদারি ব্যবসা সবই বন্ধ। অশোক বলল, 'থানায় একটা টেলিফোন করব?'

কুণ্ডু কর্তা ভয় পেয়ে বললেন, 'কেন, কী হয়েছে?'

অশোক বলল, 'অমিতাদি, ডাক্তার প্রদ্যোৎ রায়—প্রদ্যোৎদার বউয়ের ডেডবডি জনসন রোডের নর্দমায় দেখে এলাম, তাই একটা খবর দিয়ে দিই।'

'সর্বনাশ! তাই নাকি? কবে হল, কারা করল?'

'তা জানি না। গতকাল বিকেল পাঁচটায় অমিতাদি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। তারপরে আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

ফোনের রিসিভারটা তুলে, ম্যানুয়েল লাইনে, অশোক থানার নম্বর বলল। রিং হল। কথা শোনা গেল, 'থানা।'

'ও. সি. আছেন?'

'বলছি। কে আপনি?'

'আমি স্মার্তপাড়ার ঠাকুরবাড়ির—।'

'যথেষ্ট হয়েছে।' হুমকানি ভেসে এল, 'কী বলছ বলো।'

'অমিতাদির ডেডবডিটা দেখলাম।'

'হোয়াট?'

এটাই আশা করেছিল অশোক। একটা প্রচণ্ড সন্দিগ্ধ গলায় চিৎকার। কিন্তু ও শান্ত ভাবেই বলল, 'অমিতাদি, মানে প্রদ্যোৎদার—।'

'কোথায় দেখলে?'

'জনসন রোডের নর্দমায়।'

'কে কে দেখেছে?'

'আমি– মানে, আমি একলাই।'

'তুমি একলা?'

সন্দেহের কুটিলতা টেলিফোনের তারেও ভেসে এল, 'কেন গিয়েছিলে তুমি জনসন রোডে।'

অশোক একবার একটু ঢোঁক গিলল, বলল, 'মানে, এমনি।'

'এমনি?'

বাঘের গর গর গর্জনের মতো শোনাল শ্যামাপদর গলা। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'এমনি এমনি জনসন রোডে গেলে? থানা থেকে শুনে গেলে, অমিতা রায় বাড়ি

পৌঁছায়নি রাত্রে, আর নর্দমায় তুমিই একমাত্র দেখতে পেলে, সে সেখানে মরে পড়ে আছে, না?'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

মনে হল, শ্যামাপদ দাঁতে দাঁত পিষছে। জবাব এল, 'তার মানে, চিড়িয়া রোজ রোজই ছোলা খেয়ে খেয়ে পালায়। কিন্তু সে ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখেনি। এবার আমি সেই ফাঁদটা দেখিয়ে ছাড়ছি।'

অশোক জানত, লোকটা ঠিক এইরকম ভাবে কথা বলবে। হাসিও পায়, বিরক্তিও লাগে। বলল, 'কী যে ছাই বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বোঝাব আমি তোমাকে সেটা। তুমি এই দাঙ্গার মধ্যে ও তল্লাটে গেলে কেন?' শ্যামাপদ আবার হুমকে উঠল।

অশোক বলল, 'এমনি ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছিলাম।'

'কোথা থেকে ফোন করছ।'

'কুণ্ডু পেন্টিং শপ।'

'তুমি ওখানেই থাকবে, কোথাও যাবে না, আমি এখুনি যাচ্ছি।'

'কিন্তু আমাকে এখন বাড়ি—।'

'কোনও কথা নয়, যা বলছি, তাই করো। আমি গিয়ে যেন তোমাকে দেখতে পাই, তা নইলে মুশকিল হবে।'

হুকুম দিয়েই লাইন কেটে দিল শ্যামাপদ। অশোক মুখ বিকৃত করে, রিসিভারটাকেই ভেংচাল। বলল, 'বুদ্ধু কোথাকার!'

বুড়ো কুণ্ডু মশাই, উৎকণ্ঠিত উত্তেজিত গলায় নিচু স্বরে বললেন, 'এ আর দেখতে হবে না, বুঝলে? এদেরই কীর্তি। বাংলাদেশে বসে, বাঙালি মেয়েকে এরা খুন করতে সাহস করে। বাঙালির আর কিছু রইল না।'

অশোক চুপচাপ বসে রইল। কুণ্ডু মশাইয়ের কথা যে তার কানে গিয়েছে এমন মনে হল না। তিনি বকবক করতে লাগলেন। অশোক হুঁ হুঁ করতে লাগল। এমন কি শ্যামাপদর হুমকিও ওর মাথায় নেই। অমিতা রায়ের কথাই ভাবছে সে।

অমিতাদিকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে কে খুন করতে পারে। এটা খুন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। একি কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতি? প্রদ্যোতদার কোনও হাত আছে কি এতে? বিশ্বাস হয় না। এদের সুখী দম্পতিই বলা যায়। দুজনে তো প্রায়ই একসঙ্গে বেরুত, বেড়াত। এদের দাম্পত্য সুখই কি কাল করল? এ সুখ কার সহ্য হচ্ছিল না? এমন কে থাকতে পারে?

এমন কি হতে পারে, অমিতাদির সঙ্গে আততায়ীর আগেই কথাবার্তা হয়েছিল, বিশেষ কোনও জায়গায় সাক্ষাৎ করার? এবং সেখানেই হয়তো ঘটনা ঘটেছে। আততায়ী

খুন করবার মনস্থ করেই হয় তো ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সে জায়গা কোথায়? আততায়ীর বাড়ি অথবা অন্য কোনও নিভৃত স্থান?

এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই, শ্যামাপদর জিপটা একটা গর্জন করে এসে থামল। সঙ্গে একজন সাব ইনস্পেক্টর আর ফটোগ্রাফার। পিছনে পিছনেই এল পুলিশের ভ্যান। রাস্তায় প্রহরারত সশস্ত্র পুলিশেরা সচকিত হল। আশেপাশেও একটা উত্তেজনা দেখা দিল।

শ্যামাপদর চোখ রীতিমতো জ্বলছে। মুখটা ভীষণ দেখাচ্ছে। আঙুল তুলে অশোককে ডাকল, 'কাম অন।'

আবার ইংরেজি বলা হচ্ছে। অশোকের রীতিমতো বিদ্রূপ করতে ইচ্ছে করে। ও গিয়ে জিপের পিছনে বসল। সঙ্গে সঙ্গে জিপ ছেড়ে দিল। জনসন রোডে পড়ে, অশোক দেখিয়ে দিল কোথায় মৃতদেহ পড়ে আছে। ফটোগ্রাফার কয়েকটা ফটো তুলল। কয়েকজন সেপাই নেমে গিয়ে অমিতার দেহ তুলে নিয়ে এল।

ইতিমধ্যে, শ্যামাপদ বারে বারেই অশোকের মুখের দিকে, সন্দিগ্ধ কুটিল চোখে দেখছিল। বলল, 'হঠাৎ জনসন রোডে এসেছিলে, কোনও দরকার ছিল এদিকে?'

অশোক পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলল, 'হ্যাঁ, একবার মিল কোয়ার্টাসে যাব ভেবেছিলাম।'

'হঠাৎ কী প্রয়োজনে?'

'এই বেকার বসে আছি, চটকলে একটা চাকরি যদি পেয়ে যাই, তাই ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম।

'বটে!'

বিদ্রূপে নিষ্ঠুর হয়ে উঠল শ্যামাপদর মুখ। বলল, 'আর দেখতে পেলে, অমিতা রায়ের লাশ এখানে পড়ে আছে। চলো থানায় চলো, তোমাকে আমি দেখাচ্ছি।'

'আমাকে আর দেখাদেখির কী আছে বলুন। থানায় কথাটা শুনলাম। হঠাৎ চোখে পড়ে গেল, তাই আপনাকে খবরটা দিয়ে দিলাম।'

'হুম, খুব সহজ আর সরল ব্যাপার।'

শ্যামাপদ গরগরিয়ে উঠল। অশোক বলল, 'ব্যাপারটা খুব গুরুতর সন্দেহ নেই। তবে, আপনি একটু ভুল করছেন। আপনি যা ভাবছেন, ব্যাপারটা তা নয়।'

'শাট আপ। আমার ভাবনা আমাকেই ভাবতে দাও।'

অশোক তেমনি নির্বিকার গলাতেই বলল, 'তা তো বটেই। তবে আপনিই সমস্ত ব্যাপারটা সহজ আর সরল করে ফেলছেন তো, কিন্তু তা নয়।'

'যথেষ্ট হয়েছে, ওঠো এখন গাড়িতে।'

ইতিমধ্যে রাস্তায় কিছু ভিড় করেছিল। দাঙ্গার পরিস্থিতি না থাকলে, গোটা শহরটাই

বোধ হয় ভেঙে পড়ত।

পুলিশ ভ্যানে তুলে, থানায় অমিতার মৃতদেহ এলে, আগেই প্রদ্যোৎ রায়কে খবর দেওয়া হল। প্রদ্যোৎ রায়, অমিতার মা ভাই বোন সবাই থানায় এল। কান্নাকাটি পড়ে গেল। শহরের এই এলাকায় নতুন করে একটা উত্তেজনা দেখা দিল।

অশোক এখন সামনে থেকে মৃতদেহ ভাল করে দেখল। গলা টিপে মারা হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু বুকে, উরুতে কিছু কিছু আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সায়া ব্লাউজ যেভাবে ছেঁড়া, ব্রেসিয়ারটা যেভাবে টেনে নামানো হয়েছে, তাতে একটা দিকেই ইঙ্গিত করে, ধর্ষণ, ধর্ষণের পরে হত্যা, হত্যার পরে, গায়ের থেকে সমস্ত অলংকার খুলে নেওয়া হয়েছে। বাইরে বেরিয়েছিল, নিশ্চয় হাতেও ঘড়ি ছিল। এখন কিছুই নেই। এর থেকে মনে হয়, আততায়ীর বা আততায়ীদের দুটো উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ষণ এবং অলংকার অপহরণ। দাঙ্গার পরিস্থিতির সঙ্গে, এরকম উদ্দেশ্যগত খুনের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

তথাপি একটা সন্দেহ থেকে যায়। সে সন্দেহটা হল, অমিতাদির মতো মেয়ের জন্য। শহরের এরকম পরিস্থিতিতে, নিশ্চয় সে এমন কোনও জায়গায় যেতে পারে না, যেখানে দাঙ্গাবাজ গুণ্ডারা তাকে আক্রমণ করতে পারে। প্রথমত, অমিতাদি মোটেই সেরকম বোকা মেয়ে ছিল না। দ্বিতীয়ত, নিজের সম্পর্কে অমিতাদি অচেতন ছিল না। কোনও মেয়েই, নিজের সম্পর্কে, প্রায় অচেতন হয় না! এই পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েরা একটা বস্তুকে সব সময়েই আগলে নিয়ে বেড়ায়, সেটা হল তাদের দেহ। দেহটা তাদের কাছে এত বড় মূলধন, সামাজিক প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে, জীবিকা পর্যন্ত কাজে লাগে। আর শুদ্ধতার বিষয় তো আছেই।

অতএব অমিতার মতো মেয়েরাও, এ চিন্তার ঊর্ধ্বে গিয়ে, কোনও রকমেই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে যেতে পারে না। তা হলে কি, আগের চিন্তাটাই ঠিক? অর্থাৎ, আততায়ী, চেনা লোক, বিশেষ কোনও জায়গায় অমিতাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে, সেখানেই খুন করেছে। তারপরে জনসন রোডের নর্দমায় নিয়ে ফেলেছে? আততায়ী নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই হয় তো, এই দাঙ্গার পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে। যাতে সবাই ভাবে, ঘটনাটা নিতান্তই একটা দাঙ্গাজনিত দুর্ঘটনা।

ময়না তদন্তে যাই প্রকাশ পাক, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, একটা যৌন পীড়নের ব্যাপার এর মধ্যে আছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখে তা-ই মনে হচ্ছে। সেটাই হয়তো আসল উদ্দেশ্য। তারপরে, গায়ের অলংকার লোপাট করাটাও নিতান্তই চোখে ধুলো দেওয়ার ব্যাপার হয় তো। যেন সবাই মনে করে, খুনটা করেছে, সাধারণ গুণ্ডা শ্রেণীর লুঠেরারা।

এ কথাটা অশোকের মনে হচ্ছে কেন? এই জন্যে যে, সাধারণ দাঙ্গাবাজ গুণ্ডাদের

পাল্লায় পড়ার মতো অমিতা ছিল না। তবে, কিছুই বলা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত একটা বিশেষ কোনও ধরতাই না পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কাল্লুর মতো গুণ্ডা যে এর মধ্যে নেই, সে বিষয়ে অশোক প্রায় নিশ্চিত।

অমিতাদির মৃতদেহ ঘিরে, তার মা ভাই বোনদের কান্নাকাটি শুরু হয়ে গিয়েছিল। থানার অফিসে বসে, প্রদ্যোতের স্টেটমেন্ট নেওয়া হল। অমিতার মা ভাই বোনদের একটা স্টেটমেন্টও নেওয়া হল। তারপর সকলেই বাড়ি চলে গেল। যাবার আগে, প্রদ্যোৎ শাশুড়ি শালী, শালা সবাইকে তার গাড়িতে যাবার জন্য ডাকল। প্রদ্যোৎকে তখন দেখাচ্ছিল যেন, সমস্ত মুখে একটা ভাবলেশহীন শূন্যতা। তার সঙ্গে একটা অসহায় বিস্ময়ের ছাপ। অনুমান করা যায় ঘটনার চমক তাকে একেবারে বিমূঢ় করে দিয়েছে। অমিতা নেই, এই শূন্যতাবোধের সঙ্গে, ঘটনার অন্ধকারে সে যেন দৃষ্টিপাত করতে চাইছে। কে বা কারা এটা ঘটাতে পারে? এটাই বোধ হয় অসহায় বিস্ময়ের কারণ।

সে যখন সবাইকে তার গাড়িতে যাবার জন্যে ডাকল, তখন অমিতাদির ছোট বোন সুমিতা বলল, সে রিকশায় করে যাবে। সুমিতা অমিতাদির বেশ কয়েক বছরের ছোট, এখনও বিয়ে হয়নি। বি.এ. এবং বি. টি. পাশ করে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ায়। এম. এ. পরীক্ষা দেবার চেষ্টায় আছে। দেখতে শুনতে, অমিতাদির মতোই। সুমিতার জন্যও শহরের অনেক যুবকের প্রাণে তরঙ্গ লেগে আছে। অনেক ভ্রমরের অনেক গুঞ্জন তাকে ঘিরে।

প্রদ্যোৎ যখন বারে বারে অনুরোধ করল সুমিতাকে তার গাড়িতে যাবার জন্যে, তখন সুমিতা যে হঠাৎ কেবল বিরক্তি দেখাল, তা নয়, একটু যেন ফুঁসে উঠেই বলল, 'বললাম তো, আপনার সঙ্গে গেলে আমার চলবে না, আমায় অন্য জায়গায় যেতে হবে।'

এরকম একটা পরিস্থিতিতে, শালী ভগ্নিপতির ব্যবহারটা খুব সঙ্গত মনে হল না। বিশেষ করে, সুমিতার দিক থেকে। সদ্য বিপত্নীক ভগ্নিপতিকে কেউ এরকম মুখ ঝামটা দিয়ে কথা বলে না। এবং পরিবর্তে, কোনও ভগ্নিপতি ব্যাপারটাকে আমল না দিয়ে, প্রদ্যোৎদার মতো এমন শান্তভাবে চলেও যায় না।

সুমিতার সঙ্গে প্রদ্যোৎদার কিছু ছিল টিল নাকি? দিদির মৃত্যুতে, হঠাৎ অনুশোচনায় জামাইবাবুর ওপর বিরাগ দেখা দিয়েছে? কে জানে, কিছুই বলা যায় না। সুমিতা প্রদ্যোতের গাড়িতে গেল না বলেই বোধ হয়, ওর মা বা ভাইয়েরাও গেল না। সকলেই রিকশায় করে চলে গেল।

শ্যামাপদ তার ঘরে অশোককে ডেকে পাঠাল। সেখানে তখন আর কেউ নেই।

অশোক তা জানত। শ্যামাপদ এখন তাকে খানিকটা নাজেহাল করবে। আসলে, অশোক কতটুকু কী জানে, সেটাই বের করবার চেষ্টা করবে। লোকটা যদি ভালভাবে চেষ্টা করত, তবু একটা কথা ছিল। এমন চেঁচাবে, গালাগাল দেবে যে, কথাই বলা যাবে না।

শ্যামাপদ প্রথমেই প্রশ্ন করল, 'সত্যি করে বলো তো, কেন জনসন রোডে গেছলে? তোমার কোনও খবর জানা ছিল?'

'না'

'তবে গেলে কেন হঠাৎ?'

'হঠাৎ আবার কোথায়? বললাম তো, ম্যানেজারের কোয়ার্টারে একটা চাকরির ফিকিরে যাচ্ছিলাম।'

'লোচ্চা কোথাকার, মিথ্যুক, লায়ার।'

শ্যামাপদ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে, গর্জন করে উঠল। অশোক একটা সিগারেট ধরাতে গেল। সেটা কেড়ে নিয়ে, পায়ের তলায় ফেলে দিল শ্যামাপদ। অশোক মনে মনে সঙ্কল্পবদ্ধ, কিছুতেই কাল্লুর নামটা বলবে না। বলল, 'দামি সিগারেট নষ্ট করে ফেললেন?'

'আমি তোমাকে সুদ্ধ নষ্ট করব। এখুনি লক আপে পুরে দেব। যে ভাবে তুমি অমিতার ডেডবডি আবিষ্কার করেছ, তাতে সমস্ত ব্যাপারটাই সন্দেহজনক। ঠাকুরঘরে কে রে, আমি কলা খাইনি, তোমার ব্যাপারটাও তাই। তাই তুমি গা বাঁচাবার জন্য তাড়াতাড়ি আমাকে ফোন করেছ।'

'তার মানে, আপনি বলছেন, আমি অমিতাকে খুন করেছি।'

'এখন পর্যন্ত ঘটনার গতিপ্রকৃতি তাই বলছে। থানা থেকে বেরিয়ে সোজা তুমি জনসন রোডে গেলে, ডেডবডি দেখলে, আমাকে ফোন করলে, এর থেকে কী প্রমাণ হয়?'

'আপনি যা বলছেন, তা-ই।'

'তবে?'

'তবে, তারপরেও এ্যালিবাই আর মোটিভের প্রশ্নটা থাকে। প্রমাণ করা তো বহুত দূরের কথা।'

শ্যামাপদ হাতে ঝটকা দিয়ে বলল, 'ও সব পরের ব্যাপার, আগে তোমাকে ঝুলিয়ে দিই তো, তারপর দেখা যাবে।'

'যা আপনার খুশি। তাতে যদি অমিতাদির খুনিকে ধরতে পারেন বা খুনের একটা কিনারা করতে পারেন, তাই করুন।'

শ্যামাপদ কিছু না বলে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিট বাদে ফিরে

এল। একটু শান্ত মনে হল। বসে বলল, 'দেখো অশোক আমি জানি, তুমি এমনি এমনি জনসন রোডে যাওনি, একটা কিছু খবর তোমার কাছে নিশ্চয় ছিল। সেটা কি তুমি আমাকে বলবে?'

অশোক নির্বিকার মুখে বলল, 'সত্যি কোনও খবর ছিল না।'

'তুমি অবাঙালি এলাকায় গেছলে কেন? জান না, যে কোনও মোমেন্টে তোমার পেট ফাঁসিয়ে দিতে পারত?'

'দিনের বেলা তো, তা ছাড়া আর্মড গার্ড পাহারা দিচ্ছে, তাই গেছলাম।'

শ্যামাপদ কয়েক মুহূর্ত অশোকের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'তোমাকে আমি অ্যারেস্ট করতে পারি, কিন্তু করব না। পাশের ঘরে গিয়ে, তোমার স্টেটমেন্ট পড়ে সই করে চলে যাও। শহর ছেড়ে যাবে না। ডাকলেই যেন পাই।'

অশোক তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল।

অশোক যখন বাড়ি এল, তখন ওদের সেকালের বাড়ির বাইরের দিকের সারি সারি ঘরের একটাতে, তানপুরা সহযোগে প্রবল ধ্রুপদ রেওয়াজ হচ্ছে। আর এক ঘরে, সপ্তমে বৃহস্পতি, চন্দ্রে শুক্র এবং রাহুর দশা ইত্যাদি নিয়ে প্রচণ্ড জ্যোতিষী চলছে। দুই দাদার যা নেশা, তাই চলছে সেখানে।

বাইরের বাড়ির আগেই, প্রকাণ্ড মন্দির। বহুকালের প্রাচীন শিব মন্দির। বাইরের বাড়িতে, কম করে দুখানা বড় বড় ঘর। তারপরে উঠোন পেরিয়ে ভিতর বাড়ি। ভিতর বাড়িতেও উঠোন, চারপাশে ঘর। দোতলা বাড়ি। আশেপাশে আরও অনেক বাড়ি। এবাড়ির আরও তিনটি ছোট ছোট দরজা আছে, অন্যান্য গলি দিয়ে বেরুনো যায়। এমনকি, কোনও কোনও বাড়ির ভিতরেও চলে যাওয়া যায়।

অশোক সোজা দোতলায় উঠে ওর ঘরে চলে গেল। গিয়েই, মান্ধাতা আমলের পুরনো খাটে চিত হয়ে শুয়ে একটা সিগারেট ধরাল। অমিতাদির ব্যাপারটা ও ভাবতে চায়। একলা গভীর মনোযোগের সঙ্গে।

কিন্তু তা সম্ভব হল না। নতুন বউ এসে হাজির হল। নতুন বউ হল, অশোকের এক জ্ঞাতি ভাইয়ের স্ত্রী। নাম কাঞ্চন। কেন তাকে নতুন বউ বলা হয়, অশোক ঠিক জানে না। জ্ঞাতি ভাইয়ের নাম গোবিন্দ, পাশেই তাদের বাড়ি। গোবিন্দদা জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ। কথা অস্পষ্ট, হাবা, মুখ দিয়ে লালা গড়ায়। শরীর বাঁকা, চলেও এঁকে বেঁকে।

নতুন বউ ফরসা, পান পাতার মতো মুখ। একটু কটা মুখ। একটু ছোটোখাটোর ওপরে, আঁটো শরীরের সুন্দর বাঁধুনি। ডাগর চোখের রং একটু কটা, নাকটা টিকালো। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের মতো। মাথায় লালপাড় শাড়ির অল্প ঘোমটা থাকলেও, খোঁপাটা

যে বেশ বড়, তা বোঝা যায়। চুল আছে বেশ মাথায়। শাড়িটা তেমন পরিষ্কার নয়। গৃহস্থালির কাজ করতে করতেই এসেছে বোঝা যায়। জামাটাও নিতান্ত মোটা কাপড়ের, একটু খাটোও বটে।

এ হেন, কাঞ্চনের সঙ্গে, গোবিন্দদার বিবাহের কারণ, গোবিন্দদার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অনেক। যারা মেয়ে দেবে গোবিন্দর অনুপস্থিতিতে তারাই সেই সম্পত্তি পাবে। এ ছাড়া গোবিন্দদাকে মেয়ে দেবার কোনও কারণ নেই। কাঞ্চনের বাবা মা, কাঞ্চনকেই সেই বলি হিসাবে বেছে নিয়েছে। ওর বাপের বাড়ি চব্বিশ পরগণার রাজপুর গ্রামে।

অশোক বলল, 'তুমি আবার এখন এলে কেন বউদি?'

কাঞ্চন ভুরু কুঁচকে এক বার ঠোঁট ফোলাল। তারপর বলল, 'আমার ইচ্ছে।'

'তোমার শাশুড়ি এবার সত্যি একদিন নোড়া দিয়ে তোমাকে থেঁতো করবে!'

'করুক। সকাল থেকে কোথায় গেছলে?'

'আড্ডা দিতে।'

'এবার তাই আমিও আড্ডা দিতে এলাম।'

'মেয়েদের সঙ্গে তুমি আড্ডা দিতে পার না কেন বলো তো?'

'মেয়েরা আবার মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেবে কী? মেয়েরা আড্ডা দেবে ছেলেদের সঙ্গে তবে তো মজা।'

বলে মেঝেতে বসে পড়ল। ভঙ্গিতে ক্লান্তি। অশোক অবার জিজ্ঞেস করল, 'গোবিন্দদাকে খুন করবার কোনও রাস্তা পেলে?'

কাঞ্চন দেওয়ালে হেলান দিয়ে, ঠোঁট উলটে বলল, 'নাঃ।'

'এই সাত বছর বিয়ে হয়েছে, সাত বছরে কিছুই করতে পারলে না! তবে এই সম্পত্তি আর স্বাধীন জীবন ভোগ করবে কেমন করে?'

'তুমি তো ওসব ফন্দি ফিকির অনেক জান, তুমিই বলে দাও, কেমন করে মারব?'

'তোমার বাবা মা বলে দেয় না কেন?'

'দেবে, তবে আমার স্বামীকে খুন করবার জন্য নয়, আমার আত্মহত্যার পথটা বলে দেবে শিগগির।'

দুজনেই দুজনের চোখের দিকে তাকাল। কাঞ্চনের চোখ দুটো কেমন ছলছল করে উঠল। সে মুখ নামিয়ে নিল।

অশোকও মুখটা ফিরিয়ে নিল। ওর মুখেও ব্যথার ছাপ ফোটে। তারপরে হঠাৎ বলল, 'সত্যি মানুষের জীবনটা খুব অদ্ভুত। এক এক সময়ে কী মনে হয় জানো বউদি। লোকে বাস্তব বাস্তব বলে, বাস্তবতাই সবথেকে এক রকমের অস্বাভাবিক অবাস্তব, আনন্যাচারেল, অলৌকিক।'

কাঞ্চন চকিতে মুখটা ফিরিয়ে, আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিল। বলল, 'তোমার ও সব বক্তিমে রাখো। সকাল থেকে দু-দুবার ঘুরে গেলাম, একবারও তোমার দেখা পেলাম না।'

অশোক বলল, 'কেন কোথায় গেছলাম, পরে বলছি। কিন্তু সত্যি ভেবে দেখো তো, গোবিন্দদার সঙ্গে তোমার বিয়ে, এটা একটা বাস্তব ব্যাপার তো?'

'কিন্তু আমি কত টাকার মালিক, সেটাও একটা বাস্তব।'

দুজনেই হাসতে যায়। কিন্তু দুজনেই আবার গম্ভীর হয়ে চুপ করে থাকে। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনও কথা বলতে পারে না।

একটু পরে কাঞ্চন বলল, 'সকালে কিছু খেয়েছিলে?'

'খেয়েছি।'

'মিথ্যে কথা। আমি তোমাদের ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছি। সে বলল, তুমি সকালবেলাই না খেয়ে বেরিয়ে গেছ।'

অশোক কোনও জবাব দিল না। কাঞ্চন আবার বলল, 'রোজ রোজ পাশের বাড়ির বউ এসে তোমার খোঁজ নেবে খেয়েছ কি না খেয়েছ, না? শরীরটা কি আমার?'

'না, আমার। অপরের বলেই তো এত খোঁজ। নিজের দিকে কখনও তাকিয়ে দেখেছ।'

'দেখেছি।'

দুজনের চোখাচোখি হতে, আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। দুজনেই, দুজনের প্রতি তাকালে চোখের তারায় কেমন একটা নিবিড়তা এসে যায়। দুজনেরই যেন কথা হারিয়ে যায়। আবার একটু পরেই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

অশোক বলল, 'সত্যি ভেবে পাই না. মানুষের এই আশ্চর্য বাস্তব ইতরতা আর লোভ কতদূরে যেতে পারে। গোবিন্দদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়। অমিতাদির মতো মেয়েকে, খুন হয়ে নর্দমায় পড়ে থাকতে হয়....।'

'কী, কী বললে?'

কাঞ্চন চমকে সোজা হয়ে বসল। অশোক সমস্ত ঘটনা কাঞ্চনকে বলল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী মনে হয় বউদি?'

কাঞ্চন ভুরু কুঁচকে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বুঝতে পারছি না। তবে বাপু, এটা গুণ্ডাদের ব্যাপার নয়।'

'কেন?'

'অমিতা কখনও তাদের হাতে পড়বে না। ওদিকে সে যাবেই না। এ নিশ্চয় কেউ মেরে ওখানে ফেলে এসেছে।'

চিন্তাটা অশোকের সঙ্গে মিলছে। জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের মেয়েদের গেজেটে

নতুন কোনও সংবাদ আছে?'

'একটা খবর আছে। প্রবীরের সঙ্গে নাকি অমিতা ইদানীং একটু বাড়াবাড়ি করছিল।'

'প্রবীর মানে, প্রবীর গাঙ্গুলী?'

'হ্যাঁ। ছেলেবেলায় নাকি প্রবীরের সঙ্গে অমিতার ভাবসাব ছিল, যেজন্য প্রবীর বিয়ে করেনি।'

'শুনেছি। ''প্র'' শব্দের ওপর অমিতাদির একটু বিশেষ আকর্ষণ ছিল দেখছি। প্রবীর, প্রদ্যোৎ! কিন্তু কী রকম বাড়াবাড়ি?'

'এই এক সঙ্গে বেড়ানো, প্রবীরদের বাড়ি অমিতার নিয়মিত যাতায়াত, এইসব।'

'প্রদ্যোৎদার রিঅ্যাকশন কী তাতে?'

'সে তো শুনছি, সুধাকে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত।'

'সুধা আবার কে?'

'কে আবার, সুধা হালদার, কলকাতার সেই ঢলানি মেয়েটি, গার্লস ইস্কুলের টিচার। ওসব মেয়ে, ফিল্মে না গিয়ে কেন যে ইস্কুলে টিচার হয়েছে, কে জানে।'

'এটা তো জানা ছিল না। সুধা হালদারের সঙ্গে প্রদ্যোৎদার হবনবস আছে নাকি?'

'আবার নাকি? তুমি তা হলে কী জান। সুধার সঙ্গে প্রদ্যোৎ ডাক্তারের রীতিমতো চলছে। এমন খবর শুনেছি, সুধার সঙ্গে প্রদ্যোৎ ঘরে বসে গল্প করছে, অমিতা তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে, প্রবীরদের বাড়িতে চলে গেছে। তারপরে সুধা নিজের হাতে প্রদ্যোৎকে খাইয়ে, নিজের বাসায় ফিরে গেছে।'

অশোক চুপ করে রইল। তার প্রথমেই মনে হল, অমিতাদির ছোট বোন সুমিতা, সুধা হালদার, সব একই ইস্কুলের টিচার। থানায় সুমিতার ব্যবহারটা স্বাভাবিক লাগেনি। এ সবের মধ্যে কি, অমিতা হত্যার কোনও রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে?

কী করে তা সম্ভব! তা হলে ধর্ষণের ব্যাপারটা আসে না। ধর্ষণ কি নিশ্চিতই ঘটেছে? নাকি, জামা কাপড় ছিঁড়ে, আঘাত করে, চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা হয়েছে? এ বিষয়ে, ডাক্তারের রিপোর্টই আসল কথা বলতে পারে। কোনও পুরুষ সংসর্গ ঘটেছে কি না, বাইরের থেকে দেখে, কিছুই বলা যায় না।

কাঞ্চন অমিতার এরকম মৃত্যুসংবাদে রীতিমতো অবাক আর বিষণ্ণ হয়ে উঠল। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী মনে হয় বউদি, কে মারতে পারে অমিতাদিকে? প্রদ্যোৎদা?'

কাঞ্চন একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বুঝতে পারছি না। মারবে কেন, দুজনেরই তো সমানে চলছিল শুনেছি।'

'প্রবীরের সঙ্গে অমিতাদির ঠিক ব্যাপারটা কী? প্রেম?'

'নাও হতে পারে। প্রদ্যোতের ঈর্ষা বাড়ানোর জন্য অমিতা প্রবীরের সঙ্গে ইচ্ছে

করে, দেখিয়ে দেখিয়ে মিশতে পারে।'

'তাতে প্রবীরের ঈর্ষা বাড়তে পারে। পুরুষ হিসেবে নিজের প্রাপ্য পাবে না, অথচ তাকে সামনে রেখে, একটি মেয়ে, তার দাম্পত্য জীবনের মোড় ফেরাবে, এটা কেউ সহ্য করতে পারে না। প্রবীর খেপে যেতে পারে?'

'তাও পারে নিশ্চয়।'

'সুধা হালদারের জন্য, অমিতাদিকে প্রদ্যোৎদা খুন করতে পারে কি?'

'এতটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।'

'আমারও তাই ধারণা।'

এমন সময়ে নীচের থেকে ঠাকুর চেঁচিয়ে বলল, 'অশোকবাবু, তোমার টেলিফোন।'

'বসো বউদি, আসছি।'

বলে সে নীচে যাবার উদ্যোগ করতেই, কাঞ্চন বলে উঠল, 'তোমার এমন বাজে ব্যাপারে আমি নেই। আমার অনেক কাজ আছে, চললাম।'

সত্যি সত্যি অশোকের সঙ্গে সে নীচে চলে এল। নীচের একটা ঘরে টেলিফোন রয়েছে। অশোক বলল, 'বউদি, আবার এসো।'

'না, আসব না।'

দুজনে দুজনের দিকে তাকাল। প্রায় একটি বালিকার মতোই, অশোককে জিভ ভেংচে দিয়ে কাঞ্চন চলে গেল। অশোক ঘরে ঢুকে টেলিফোন ধরল, 'অশোক বলছি।'

'আমি থানার ও. সি.।'

'ও, শ্যামাপদবাবু?'

'তোমার সংবাদদাতাকে আমি ধরেছি। কাল্লু এখন থানার লক আপ-এ আছে। আরও তিনটি গুণ্ডাকে ধরেছি। এরাই যে অমিতাকে মেরেছে, এবং কোনও জায়গা থেকে তুলে নিয়ে গেছে, সেই স্বীকারোক্তি আদায় করতে আমার বেশি সময় লাগবে না। এদের সবাইকে আমি ফাঁসিতে লটকে ছাড়ব।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তোমাকে জানানোর উদ্দেশ্য, তোমার খবরের সূত্রটা আমি পেয়েছি।'

'তা হলে আমার ওপর থেকে আপনার সন্দেহ দূর হয়েছে?'

'এখনও নয়। তোমার সঙ্গে এদের যোগাযোগ কতখানি আছে, সেটা আমাকে দেখতে হবে।'

'সত্যি, আপনার মতো বুদ্ধি আমার নেই। যাই হোক ডাক্তারের রিপোর্টটা—।'

শ্যামাপদ লাইন ছেড়ে দিল। অশোক নিজের মনে বলল, 'একদম বুদ্ধু।'

সন্ধ্যার সময়, বাইরের বাড়ির রকে অশোক বন্ধুদের সঙ্গে বসে ছিল। অধিকাংশ

বেকার যুবক। রকবাজই বলা যায়। নানান কথার মধ্যে, অশোক প্রবীরের বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছিল। তাতে একটা ঘটনা ও জানতে পারল, প্রবীর নাকি প্রদ্যোৎ অমিতা, দুজনের ওপরেই সমান বিরক্ত। দুজনকেই ঘৃণা করে। এমনকী, অমিতার সম্পর্কে নাকি সম্প্রতি এ কথাও বলেছে, ওরকম একটা বাজে জঘন্য মেয়ের পাল্লায় যে পড়িনি, ভালই হয়েছে।

এ কথা সে বলেছে তার বিশেষ এক পরিচিত পরিবারের মেয়েকে। যে মেয়ে আবার অশোকেরই রকের বন্ধুর বোন। তাদেরই পরিবারে এ কথা শোনা গিয়েছে। এবং অশোকের এই বন্ধুর বোনের সঙ্গে ইদানীং প্রবীরের একটা বোঝাপড়ার ভাব এসেছে। বিয়ে হবারও সম্ভাবনা আছে।

বন্ধুর মুখে এ কথা শুনে, অশোক উড়িয়ে দিতে পারল না কথাটা। কিন্তু তা হলে, অমিতাদির সঙ্গে প্রবীরের বাড়াবাড়ি চলছে, এ খবরটার মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। প্রবীর বরং অমিতাকে ঘৃণাই করে এখন। অথচ, তাদের মেশামিশিও চলছে, এটা সবাই দেখেছে। ব্যাপারটা আরও বেশি রহস্যাবৃত হয়ে উঠল যেন।

কোনটা সত্যি। প্রবীরের সঙ্গে অমিতার প্রেম! বন্ধুর বোনের কাছে গিয়ে, অমিতার নামে মিছিমিছি বলেছে? নতুন প্রেমিকাকে হাতে রাখার জন্য? নাকি, অমিতা এলে, না মিশেও পারছে না, আবার মনে মনে সত্যি ঘৃণাও করে!

বন্ধুদের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছে, তখন ঠাকুর এসে জানাল, নতুন বউদি ভিতরে ডাকছে। অশোক একটু পরে, বাড়িতে ঢুকে, দোতলায় গিয়েই বলল, 'পরের বউ হয়ে, লোকের মধ্যে ডাকাডাকি করো কেন! তোমার কি লোকলজ্জা নেই!'

'তা থাকলে তো, কবেই গলায় দড়ি দিতাম।'

'কী বলবে বলো।'

'কিছু না।'

বলেই কাঞ্চন দরজার দিকে পা বাড়াল। অশোক তার হাতটা ধরে ফেলল। বলল, 'শোনো শোনো।'

কাঞ্চন হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বলল, 'না, ছেড়ে দাও। ভারী তোমার দেমাক, তোমার কাছে আসি বলে। আর আসব না।'

'তা হলে আমি যাব।'

'ঢঙ! কেন পাড়ায় আর ছেলে নেই তুমি ছাড়া? এবার থেকে তাদের সঙ্গে আড্ডা দেব।'

অশোক কপট কঠিন মুখে চিবিয়ে বলল, 'তাদের প্রত্যেককে খতম করে দেব।'

'ইস। কেন খতম করবে?'

'কেন বউদি তাদের কাছে যাবে।'

'আমার ইচ্ছে।'

'তবে আমারও ইচ্ছে, তাদের খতম করব। বউদি শুধু আমার, আমার বন্ধু।'

'ইস!'

বলে দুজনেই দুজনের দিকে তাকাল। অশোকের চোখের দিকে তাকিয়ে, সহসা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল কাঞ্চন। সে চোখ ফেরাল। অশোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এসো।'

বলে, হাতটা ছেড়ে দিল।

কাঞ্চন সহজ হয়ে এল আবার। খাটের কাছে সরে গিয়ে বলল, 'একটা সংবাদ তোমার কাজে লাগবে কি না জানি না, তবে তোমার শোনা দরকার।'

'কী?'

'প্রদ্যোৎ ডাক্তারের বাড়ির ঝি বৃন্দা হঠাৎ আজ দুপুরে দেশে চলে গেছে।'

অশোক তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চোখে কাঞ্চনের দিকে তাকাল। কাঞ্চন বলল, 'তোমার একটু অস্বাভাবিক লাগছে না? হঠাৎ আজ দুপুরেই সে ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেল কেন?'

'কে বললে, তোমাকে?'

'বৃন্দার মা।'

'তার দেখা পেলে কোথায়?'

'আমাদের পাড়াতেই। সে প্রদ্যোৎ ডাক্তারের বাড়ি কাজ করতে যাচ্ছিল। তার কাছেই শুনলাম, মেয়ে দেশে গেছে, তার বদলিতে সে কাজ করতে যাচ্ছে।'

'হয়তো আগেই ছুটি চেয়েছিল।'

'তাও হতে পারে। তবু এ সময়ে ছুটি নেওয়াটা ঠিক হয়নি।'

অশোক কাঞ্চনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ভাবল। ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। গতকাল বৃন্দা ছিল। আজ দেশে চলে গেছে। কিন্তু পুলিশের কাছে সে স্টেটমেন্ট দিয়েছে। তার যা বলার ছিল, বলেছে। সে বলেছে, বিকেল পাঁচটা নাগাদ বউদি, অর্থাৎ অমিতা সেজেগুজে বেরিয়েছিল। ডাক্তার তখন বাড়িতে ছিল না। বৃন্দা নিশ্চয় পালায়নি, কোনও কাজেই হয়তো দেশে গিয়েছে।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কবে ফিরবে, কিছু শুনলে?'

'না, তা শুনি নি।'

'তোমার এ বিষয়ে কী মনে হয়?'

'বুঝতে পারছি না। বৃন্দার মায়ের ভাবটা যেন কেমন। মুখ খোলবার ইচ্ছে নেই যেন।'

'ওদের বাড়ি কোথায়, কিছু জান?'

'শুনলাম, বেড়াচাঁপায়।'

তারপরে কাঞ্চন বলল, 'তবে কাল বিকেলে প্রদ্যোৎ ডাক্তারের বাড়িতে যে সুধা হালদার ছিল, সেটা খবর পেয়েছি।'

'তাই নাকি? কিন্তু প্রদ্যোৎদা তো ছিল না।'

'সে বিষয়ে সঠিক কিছু খবর পাইনি।'

'তা হলে সুধা কার কাছে আসবে? নিশ্চয়ই অমিতাদির কাছে নয়?'

'অমিতাদি তো বেরিয়েই গিয়েছিল শোনা যাচ্ছে।'

'কী শুনেছ তুমি সুধার সম্পর্কে?'

'আমি শুনেছি, সুধা বিকেলে একবার প্রদ্যোৎদের বাড়ি গিয়েছিল, আবার খানিকক্ষণ পরে তাকে চলে যেতেও দেখা গেছে।'

কিন্তু এতে করে কিছুই প্রমাণ হয় না। হয়তো সুধা গিয়ে দেখেছে প্রদ্যোৎ নেই, তাই আবার ফিরে গিয়েছিল। হয়তো প্রদ্যোৎদা তাকে জানিয়েছিল অমিতা বিকেলে বেরোবে, সুধা যেন আসে। কিন্তু কোনও কারণে, প্রদ্যোৎ ফিরতে দেরি করেছিল, তাই সুধা অভিমান করে চলে গিয়েছিল। সবটাই আন্দাজ। তবে, বৃন্দা হঠাৎ দেশে চলে গেল কেন? বিশেষ এরকম একটা মুহূর্তে? পুলিশের কাছে, প্রথম স্টেটমেন্ট সে দিয়েছে। আরও তো দরকার হতে পারে। তার কি এ সময়ে শহর ছেড়ে যাওয়া ঠিক হয়েছে? থানার অনুমতি নিয়েছে কি? যদি কোনও জরুরি কারণে গিয়ে থাকে, তা হলে তার অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল। প্রদ্যোৎদাই তো সে কথা তাকে বলে দেবে।

কাঞ্চন বলল, 'এবার আমি চলি।'

'একটু বসো না।'

'না সময় নেই। স্বামীকে খাওয়াতে হবে।'

'কী খাওয়াবে, বিষ নাকি?'

'খাওয়াতে পারছি কোথায়। সে জ্বালাতেই তো মরছি। তাই ভাবছি নিজেই খাব।'

'তখন আমাকেও একটু দিয়ো।'

'বালাই ষাট, তুমি কোন্ দুঃখে আমার সঙ্গে বিষ খেয়ে মরবে।'

'বড় সাধ হয়।'

'সেটা অন্যের সঙ্গেই সেধো।'

বলে ঘাড়ে একটা ঝটকা দিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে, হাত তুলে মার দেখিয়ে চলে গেল। অশোক খাটের ওপর উঠে শুয়ে পড়ল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠে, নীচে নেমে থানায় শ্যামাপদকে ফোন করল।

অশোক গলার স্বরটা একটু মোটা করে জিজ্ঞেস করল, 'ও. সি. আছেন?'

'বলছি।'

‘আমি অশোক।’

‘কী চাই?’

‘আচ্ছা, প্রদ্যোৎদার ঝি বৃন্দা হঠাৎ আজ দুপুরে দেশে গেছে, আপনি জানেন?’

‘না জানবার কী আছে। সে এখান থেকে পারমিশন নিয়েই গেছে।’

‘তাই নাকি?’

শ্যামাপদ বিদ্রূপ করে বলল, ‘চৌদ্দপুরুষের জমানো টাকায় খাচ্ছ আর রকবাজি করছ, তাই করো না কেন! আবার এসব ব্যাপারে কেন! বরং নিজের চামড়া বাঁচাবার চেষ্টা করো।’

বলেই লাইন ছেড়ে দিল।

পরদিন ভোরবেলা অশোককে দেখা গেল বৃন্দার মায়ের বাড়িতে। ওদের পাড়ার কাছেই, বোষ্টমতলার বস্তিতে থাকে। অশোক রীতিমতো একটা ঝুঁকি নিয়ে, সোজা বলল, ‘এটা কী করলে বৃন্দার মা। মেয়েকে কোথায় সব সত্যি কথা বলতে বলবে তা নয়, ভয়ে তাকে দেশে পাঠিয়ে দিলে?’

বৃন্দার মা তার মুখের ভয়ের অভিব্যক্তি চাপতে পারল না, তবু স্বাভাবিকভাবে বলার চেষ্টা করল, ‘কীসের সত্যি কথা বাবা!’

অশোক বলল, ‘পরশু বিকালের সব সত্যি কথা।’

বৃন্দার মা নিজেকে আরও স্বাভাবিক করে বলল, ‘পরশু বিকেলে কী হয়েছে ঠাকুর?’

অশোক তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, ‘পরশু বিকেলে ডাক্তার বাড়িতে কী হয়েছিল?’

‘সে সব তো আমি জানি না বাবা।’

‘তোমার মেয়ের উচিত হয়নি এটা। পুলিশ তো সন্দেহ করছে, সে অনেক কিছু জানে। যাই হোক, সে হঠাৎ দেশে গেল কেন?’

‘এমনি একটু কাজকর্ম ছিল। ডাক্তারবাবু ছুটি দিলেন, তাই গেল।’

‘বেড়াচাঁপায়?’

‘হ্যাঁ।’

অশোক আর একটা মিথ্যা কথা বলল, ‘কোন পাড়ায় যেন? কৈবর্তপাড়া, না?’

‘তা কেন বাবু। আমাদের বাড়ি গয়লাপাড়ায়।’

‘দেখ আবার পুলিশ কী বলে।’

বলে, আর না দাঁড়িয়ে অশোক চলে এল। রাস্তা চলতে চলতেই, বৃন্দা থেকে ওর চিন্তা চলে গেল অন্য দিকে। মনে হল, একবার প্রবীর আর অমিতাদির বাপের বাড়ি যাওয়া দরকার। প্রদ্যোৎদার সঙ্গে সুমিতার ব্যবহারটা মনের মধ্যে খচ খচ করছে।

কিন্তু প্রবীরের কাছেই আগে যাওয়া দরকার। সে কলকাতায় চাকরি করতে যায়। এখন গেলে বাড়ি পাওয়া যাবে। তা ছাড়া, সুমিতা এখন ইস্কুলে গিয়েছে। ওদের বাড়ি গিয়ে, ওর সঙ্গে কথা বলাটা বেশি জরুরি।

অশোক আগে এল প্রবীরের বাড়ি। ও প্রবীরকে প্রবীরদা বলে ডাকে। তবু ওর মনে একটা দ্বিধা আছে, প্রবীর ওকে কী ভাবে নেবে। হয়তো, অপমান করে, গালাগালি দিয়ে, তাড়িয়ে দিতেও পারে। অবিশ্যি, প্রবীরের প্রতিক্রিয়া সবই নির্ভর করবে, অমিতা হত্যার ঘটনায়. তার ভূমিকার ওপর। যদি কোনও ভূমিকা থেকে থাকে।

অশোক 'প্রবীরদা' বলে ডেকে, বাড়ির ভিতর ঢুকল। খোলা উঠোন, ইংরেজি এল অক্ষরের মতো দোতলা বাড়ি। প্রবীর নীচেই একটা ঘরে ছিল। দাড়ি কামাবার জন্য, সাবান লেপা মুখ নিয়ে বেরিয়ে এল। প্রবীরের বোন ওপরের বারান্দা থেকে একবার উঁকি দিয়ে দেখল। প্রবীর জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার অশোক, সকালে কী মনে করে?'

অশোক একটু সংকুচিত হেসে বলল, 'আপনার কাছে এসেছিলাম একটু—মানে বিপদে পড়েই, বলতে পারেন। কিন্তু আপনার তো আবার অফিস যাওয়া আছে এখন।'

প্রবীর বলল, 'তা আছে, তবু তুমি এসো, শুনি, কী বিপদে পড়েছ। তাও আবার বিপদে পড়ে আমার কাছে এসেছ, আমি তো ব্যাপারটা কিছু বুঝতেই পারছি না। এসো, ঘরে এসো।'

অশোক প্রবীরের ঘরে ঢুকল। প্রবীর আয়নার সামনে সেফটি রেজর নিয়ে দাঁড়াল, এবং আয়নার বুকে অশোকের প্রতিবিম্বকে বলল, 'বসো চেয়ারে, বলো কী বিপদ হয়েছে তোমার।'

অশোক চেয়ারে বসে বলল, 'বিপদ মানে, আমাদের থানার ও. সি. শ্যামাপদবাবুর ধারণা, অমিতাদির মার্ডারের ব্যাপারে নাকি আমার হাত আছে।'

প্রবীর অবাক মুখে, ভুরু কুঁচকে অশোকের দিকে ফিরে বলল, 'তোমার হাত আছে? কেন, ও. সি. এরকম ভাবল কেন?'

অশোক বলল, 'কারণ জনসন রোডের নর্দমায় অমিতাদির ডেডবডিটা আমিই প্রথম দেখতে পাই, পেয়ে থানায় ও. সি.-কে টেলিফোন করি। তাতেই ভদ্রলোকের ধারণা হয়েছে, আমি যখন সকলের আগে ডেডবডি দেখেছি, তা হলে মার্ডারের পেছনে আমার কোনওরকম হাত আছে।'

প্রবীর বলল, 'তুমি তো বোকা। ডেডবডি দেখে, ও. সি.-কে টেলিফোন করতে গেলে কেন? চেপে গেলেই পারতে!'

'সেই তো আমার ভুল হয়ে গেছে প্রবীরদা।'

'তা এখন আমি কী করতে পারি বলো তো?'

'আপনি করতে পারেন মানে—।' বলতে বলতে অশোক এক মুহূর্ত থামল। প্রবীর ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। অশোক আবার বলল, 'এখন অমিতাদির মার্ডারের ব্যাপারটা আমি নিজেই খুঁজে বের করতে চাই। এ বিষয়ে অপনার একটু সাহায্য—।'

অশোকের কথা শেষ হবার আগেই, প্রবীর আয়নার দিকে ফিরে, গালে রেজর চালাতে চালাতে বলল, 'আমি কী সাহায্য করতে পারি? কিছুই না। আমি কিছুই জানি না।'

অশোক বলল, 'না না, মার্ডারের ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন, তা বলছি না। আমি খালি আপনার মতামতটা জানতে এসেছি, ব্যাপারটা কী হতে পারে।'

প্রবীর নির্বিকার ভাবে বলল, 'তা আমি কী করে বলব, কী হতে পারে। অমিতা মার্ডার হয়েছে, এটাই কেবল শুনেছি।'

'কে মার্ডার করতে পারে বলে আপনার মনে হয়, মানে আপনি কি কারোকে সন্দেহ করেন?'

'কেন করতে যাব? যে খুশি অমিতাকে মার্ডার করতে পারে, তাতে আমার সন্দেহ করার কী আছে?'

অশোক একটু সঙ্কোচের ভঙ্গিতে বলল, 'না, মানে অমিতাদির সঙ্গে আপনার একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল, তা-ই—।'

'ঘনিষ্ঠতা বলতে তুমি কী বোঝাতে চাও?'

প্রবীরের স্বর রীতিমতো শক্ত ও সন্দিগ্ধ। অশোক তাড়াতাড়ি বলল, 'না না প্রবীরদা, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, অমিতাদিকেও করতাম, আপনি আমার কথা অন্যভাবে নেবেন না। আমি শুনেছিলাম কিনা, অমিতাদি প্রায়ই আপনার কাছে আসতেন, হযতো অমিতাদি তাঁর মনের কথা আপনাকে কিছু বলতেন—।'

প্রবীর বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ভুল শুনেছ। প্রায়ই ও আমার কাছে আসত না। মাঝে মধ্যে আসত, মনের কথা কিছু বলত না। বলতে চাইলেও আমার শোনবার মন ছিল না। আমি অমিতার আসাটাও পছন্দ করতাম না।'

অশোক যেন খুবই অবাক হয়েছে, এমনি ভাবে বলল, 'ওহ্, তাই নাকি?'

প্রবীর বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তা-ই। আসলে অমিতা আমার জীবনে শনি ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমার সঙ্গে ও প্রথম থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, পরেও করে যাচ্ছিল, এর বেশি আমার কিছু বলবার নেই।'

অশোক উঠে দাঁড়াল, বলল, 'তা হলে তো আপনার আপদ ঘুচেছে।'

প্রবীর ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'তার মানে?'

অশোক যথেষ্ট সম্ভ্রমের সুরে, অথচ ঠোঁটে একটু হাসি ফুটিয়ে, নরম গলায় বলল, 'মানে, যে আপনার জীবনে শনি ছিল, সে যদি পৃথিবী থেকে সরে যায়, তা হলে আপদ ঘুচে যায় না? আমি হলে তো তাই মনে করতাম।'

প্রবীরের তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, অশোকের চোখের দিকে। বলল, 'তুমি কী মনে করো না করো, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু তুমি যে ভাবে আপদ ঘোচবার কথাটা বললে, তার ভঙ্গিটা আমার মোটেই ভাল লাগল না। তুমি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালে কেন?'

অশোক খানিকটা নিস্পৃহ গলায় বলল, 'আপনি যখন কিছু জানেন না, তখন আর বসে থেকে কী করব। অমিতাদির বোন সুমিতার কাছে শুনলাম, অমিতাদির ইদানীংকার মনের ভাব আপনার কাছে হয়তো কিছু জানতে পারব, সেজন্যই এসেছিলাম। শ্যামাপদ দারোগা আমাকে না জ্বালালে, আমি এ সব নিয়ে কিছুই ভাবতাম না।'

অশোক অনায়াসে, নির্বিকার সরল মুখে মিথ্যা কথাগুলো বলে গেল। কিন্তু ও প্রবীরের মনে নতুন কৌতূহল আর জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করল। বলল, 'অমিতার বোন সুমিতা তোমাকে এ কথা বলেছে?'

অশোক বলল, 'হ্যাঁ। তা না হলে আমি আপনার কাছে আসব কেন বলুন? আমি কি কিছু জানতাম, অমিতাদি আপনার কাছে আসতেন, আপনাদের যোগাযোগ ছিল?'

প্রবীর যেন কথঞ্চিৎ শান্ত হল, এবং আবার গালে সেফটি রেজর টানতে টানতে বলল, 'বসো। কিন্তু তোমার আপদ ঘোচার কথাটা আমার কানে মোটেই ভাল ঠেকেনি। তবে হ্যাঁ, একদিক থেকে বলতে পারো, অমিতার মার্ডার আমার মনে কোনও দাগ কাটেনি।'

'অথচ—কথাটা বলবার আগে, অশোক একটা সঙ্কোচের ভাব করল, প্রবীরকেই বলতে হল, 'কী বলতে চাও, বলো।'

অশোক বলল, 'অথচ এক সময়ে আমরা জানতাম, অমিতাদির সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে।'

প্রবীর গালে আবার সাবানের ব্রাশ ঘষতে ঘষতে বলল, 'কিন্তু হয়নি, দেখেছ। এক সময়ে আমিও বিশ্বাস করতাম, অমিতাকে আমি বিয়ে করব। অমিতাও তা-ই বোধ হয় ভাবত, অন্তত আমাকে তা-ই বলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে করল প্রদ্যোৎ ডাক্তারকে। আমাকে হয়তো অমিতার এক সময়ে ভাল লেগেছিল, কিন্তু প্রদ্যোৎ আমার থেকে বড়লোক, এ শহরে তার পসার খুব জমজমাট, এ বয়সেই সে বাড়ি গাড়ি করেছে। আমার মতো আপার ডিভিশনের কেরানিকে ও বিয়ে করবে কেন?'

অশোক যেন খুবই আশ্চর্য হয়েছে, এমনি ভাবে উচ্চারণ করল, 'আশ্চর্য।'

প্রবীর একটু ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বলল, 'আশ্চর্য অনেক কিছুই। অমিতা কী রকম মেয়ে ছিল জান? একদিকে সে আমার সঙ্গে যেমন অনায়াসেই মিথ্যাচার করেছে, কেন না, আমার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্কে স্থির থেকেও, না জানিয়ে হঠাৎ একদিন প্রদ্যোৎকে বিয়ে করে বসল, তেমনি ওর পসেসিভনেস্। যে কোনও পুরুষকে ও নিজের হাতে রাখতে চায়। বিশেষ করে যাকে ওর মনে ধরত।'

অশোক জিজ্ঞাসা করল; 'কিন্তু উনি আপনার কাছে আসতেন কেন?'

'কেন আবার, টু মেন্টেন এ শো।'

'মেন্টেন এ শো?' অশোক অবাক স্বরে বলল, 'তার মানে কী? কী শো বজায় রাখতে চাইতেন?'

প্রবীর ব্রাশ আর রেজর জলের পাত্রে ডুবিয়ে দিয়ে বলল, 'কী আবার? অ্যাজ ইফ, ওর সঙ্গে আমার পুরনো সম্পর্ক এখনও আছে, এটাই বোঝাবার জন্য।'

অশোক বলল, 'তাতে অমিতাদির লাভ? তা ছাড়া, প্রদ্যোৎদা-ই বা কী ভাবতেন?'

প্রবীরের মুখ কঠিন দেখাল, তার নাকের পাশ গভীরভাবে কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বলল, 'প্রদ্যোৎ কী ভাবত না ভাবত আমি জানি না। কিন্তু অমিতা যে ডেলিবারেটলি আমার এখানে যাওয়া আসা করত, তা আমি জানি। ও বিশেষ একজনকে দেখাতে চাইত, আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক এখনও আছে। আর সেটা ও বেশ ভালভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিল, আর একজনের কাছে আমি অবিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছিলাম।'

কার কাছে, সে নামটা জিজ্ঞেস করতে, অশোকের সঙ্কোচ হল। তবে অনুমান করে নেওয়া যায়, প্রবীরের নতুন কোনও প্রেমিকা হয়েছে, যাকে অমিতা দেখাতে চাইত, বিয়ে হলেও, প্রবীরের সঙ্গে ওর আগের মতোই প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। সেই প্রেমিকাও নিশ্চয় অমিতার সঙ্গে, প্রবীরের আগের প্রেমটা জানে।

প্রবীর আবার বলল, 'এমন কী, অমিতাকে আমি মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছি, তবু ওকে আমি নিরস্ত করতে পারিনি। একে এক ধরনের ব্ল্যাকমেল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। অমিতা তো আমার মুখের ওপরেই বলত, আমাকে ও ছাড়বে না।'

বলতে বলতে প্রবীরের মুখে একটা নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল, এবং দাঁতে দাঁত পিষে, চিবিয়ে চিবিয়ে আবার বলল, 'একে বলে রাহুর গ্রাস। কে কাকে ছাড়ল, সেটা এবার দেখা গেল।'

বলেই হেসে উঠে, দেওয়ালের হুক থেকে তোয়ালে টেনে নিল। অশোক উঠে দাঁড়াল। দেখল, প্রবীরের মুখে যেন একটা প্রতিশোধ এবং প্রশান্তির হাসি একই সঙ্গে, এখনও জ্বলজ্বল করছে। অশোক বলল, 'চলি তা হলে প্রবীরদা, আপনার তো অফিস

যাওয়ার তাড়া আছে। দরকার হলে আবার আসব।'

'না, আমার কাছে তোমার আর আসার দরকার নেই। আমার যা বলবার তা বলে দিয়েছি, আর কিছু বলার নেই।'

অশোক অপলক তীক্ষ্ণ চোখে প্রবীরের দিকে তাকিয়ে ছিল। প্রবীরও তাকিয়েছিল এবং প্রবীর হঠাৎ চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি চান করতে চললাম, আমার আর সময় নেই।'

অশোক আর কোনও কথা না বলে, প্রবীরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। প্রবীরের হঠাৎ চোখ সরিয়ে নেওয়াটা, কেমন যেন সন্দেহজনক। প্রবীর অমিতাকে ঘৃণা করত, এটা স্পষ্ট। অমিতার মৃত্যুতে সে খুশিই, কারণ অমিতা তার জীবনকে, সম্ভবত প্রেমের ক্ষেত্রে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। যদি প্রবীর অমিতাকে হত্যা করে থাকে, তা হলে মোটিভ স্পষ্ট। কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে, হত্যার দিন, অমিতা প্রবীরের বাড়ি এসেছিল, প্রবীর তাকে খুন করে, জনসন রোডের নর্দমায় ফেলে এসেছিল। ব্যাপারটা অবিশ্যি সহজ না, কারণ জনসন রোড অবাঙালি এলাকায়। অমিতার মৃতদেহ নিয়ে সেখানে যাওয়া কঠিন। লোকচক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া প্রায় অসম্ভব। রাত্রে কার্ফু ছিল, পুলিশ প্রহরা ছিল সমস্ত রাস্তায়। তা ছাড়া, প্রবীরের অ্যালিবাইয়ের প্রশ্ন আছে। কলকাতার অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে, প্রবীরের রাত্রি প্রায় ন'টা বেজে যায়, এবং হত্যার দিনটা ছুটির দিন ছিল না। তথাপি প্রবীরকে মোটেই সন্দেহের উর্দ্ধে রাখা যায় না। তার পক্ষে, খুনের মোটিভ অত্যন্ত জোরালো।

অশোক কবজি উলটে ঘড়ি দেখল। পৌনে ন'টা। সুমিতা এখনও ইস্কুল থেকে ফেরেনি। ওদের বাড়িতে, ওর সঙ্গে কথা বলাই দরকার। ও প্রদ্যোতের প্রতি ওরকম বিরূপ আচরণ কেন করল, জানতেই হবে।

হঠাৎ অশোকের মনে একটা নতুন চিন্তা এল। সুমিতার বিরূপ আচরণের ব্যাপারটা প্রদ্যোতের কাছ থেকেও জানা যেতে পারে। কথাটা মনে হতেই, পথ চলতি একটা খালি সাইকেল রিকশা থামিয়ে, তাতে উঠে বলল, 'প্রদ্যোৎ ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে চলো তো।'

শহরের সব রিকশাওয়ালাই প্রদ্যোতের ডাক্তারখানা চেনে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রদ্যোতের ডাক্তারখানায় পৌঁছে গেল। রুগির ভিড় বেশ রয়েছে। কিন্তু প্রদ্যোৎ নেই, তার গাড়িও দেখা যাচ্ছে না। কম্পাউন্ডার অশোকের চেনা। প্রদ্যোতের খবর জিজ্ঞেস করে জানা গেল, সে আট ন'মাইল দূরে এক রুগি দেখতে গিয়েছে, বোধ হয় অপারেশন করতে হবে, তার সাজ সরঞ্জাম এবং গ্যাস সিলিন্ডারও মিউনিসিপ্যালিটি থেকে নিয়ে গিয়েছে। কখন ফিরবে, কিছুই বলা যায় না।

একজন ডাক্তারের পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক, তবু মনের এ অবস্থায় এরকম

একজন রুগিকে অপারেশন করতে যাওয়া, যথেষ্ট স্ট্যামিনা থাকা দরকার। প্রদ্যোতের তা আছে। কম্পাউণ্ডার জিজ্ঞেস করল, 'কারোর অসুখ বিসুখ করেছে নাকি?'

অশোক বলল, 'না এমনি একটু দরকার ছিল। ভেতরে চলুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

কম্পাউণ্ডার একটু সন্দিগ্ধ চোখে অশোকের দিকে দেখল, তারপর ভিতরে রুগি দেখবার ঘরে গেল। অশোক গলা নামিয়ে বলল, 'পুলিশের মগজ ভরতি তো গোবর। থানার দারোগা সন্দেহ করছে, প্রদ্যোৎদাই নাকি অমিতাদির খুনের পেছনে আছেন। ভাবতে পারেন?'

কম্পাউণ্ডার অবাক হয়ে বলল, 'ডাক্তারবাবু? ছি ছি ছি, অমন দেবতুল্য লোকের সম্পর্কে পুলিশ এসব ভাবছে!'

'তা হলে আর আপনাকে বলছি কী। পুলিশ বলছে, পরশুদিন, বিকেল পাঁচটা থেকে ছটা প্রদ্যোৎদা কোথায় ছিলেন, তার কোনও হদিস করা যাচ্ছে না।'

কম্পাউণ্ডার অবাক হয়ে বলল, 'কেন, ডাক্তারবাবু তো বাড়িতেই ছিলেন তখন। ওঁর সেদিন এখানে আসতে একটু দেরি হয়েছিল।'

অশোকের মাথায় নতুন চিন্তা আর জিজ্ঞাসা জাগল। কারণ, এটা নতুন সংবাদ, অমিতাদি যখন বাড়ি থেকে বেরোন, প্রদ্যোত তখন বাড়িতে ছিল। কিন্তু পুলিশকে সে বলেছে, সে তখন ডাক্তারখানায় ছিল। কম্পাউণ্ডারকে অশোক আর বেশি ঘাটাতে চাইল না, কেবল বলল, 'দেখুন তো, পুলিশ কীরকম আহাম্মক। যাক গে, আপনি আর এ বিষয়ে কিছু বলবেন না।'

'না, আমার আর বলার কী আছে। তবে পুলিশদের সত্যি বিশ্বাস নেই। ওরা দিনকে রাত করতে পারে।'

'যা বলেছেন।'

বলে অশোক ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে এল। মিথ্যা কথা বলে, একটা সত্যি কথা জানা গেল, প্রদ্যোৎ বাড়িতেই ছিল। অবিশ্যি কাঞ্চন বউদির সংবাদও তা-ই, এবং অশোকেব মনে চকিতে হেড মিস্ট্রেস সুধা হালদারের ছবি ভেসে উঠল। সুধা হালদারের কোনও ভূমিকা আছে কি, এই খুনের ঘটনায়? প্রদ্যোতের সঙ্গে নাকি তার ইদানীং প্রেমলীলা চলছে, সংবাদ কাঞ্চন বউদির। কাঞ্চন বউদির সংবাদের মধ্যে, বিশেষ ফাঁক থাকে না। ভদ্রমহিলার সঙ্গে একবার দেখা করলে কেমন হয়? কিন্তু তার আগে, সুমিতাকে দরকার।

অশোক সুমিতাদের বাড়ি এল। সুমিতা অশোকেরই বয়সি, দুজনে একসঙ্গে কলেজে পড়েছে। তুই তোকারি সম্পর্ক। অশোককে দেখে সুমিতাই আগে বলল, 'কী রে

অশোক, কী ব্যাপার?'

অশোক বলল, 'ব্যাপার গুরুতর। মাসিমা কোথায়?'

'রান্না করছেন। কিন্তু গুরুতর ব্যাপার মানে?'

অশোক বলল, 'গুরুতর মানে, সত্যি গুরুতর। অমিতাদির ডেডবডিটা জনসন রোডের নর্দমায় আমিই প্রথম দেখে, থানায় ফোন করেছিলাম, তার থেকে দারোগার ধারণা হয়েছে, তা হলে আমি নিশ্চয় খুনের পেছনে আছি। তা না হলে, আমিই কেন প্রথম ওরকম একটা জায়গায় গেলাম, অমিতাদির ডেডবডি দেখতে পেলাম।'

সুমিতা অবাক স্বরে বলল, 'ওমা, সত্যি তুই দিদির ডেডবডি সকলের আগে দেখেছিস?'

'হ্যাঁ। এখন বোধ হয় তোরও সন্দেহ হচ্ছে, আমিই অমিতাদিকে মেরেছি!'

সুমিতা বলে উঠল. 'যাহ্, কী ফাজলামি করছিস? কিন্তু তুই জানলি কী করে, দিদির ডেডবডি ওখানে রয়েছে?'

'সেটা আমাকে ক্রেডিট দিতে পারিস। একটা ছিঁচকে চোর আর পকেটমারের কাছ থেকে আমি খবরটা জানতে পেরেছি। কিন্তু তার নাম আমি এখন বলব না, তা হলে ওর দশাও আমার মতো হবে, কিংবা আমার থেকেও খারাপ, হয়তো অ্যারেস্ট করেই বসবে। অথচ আমি ডেফিনিট যে, সে লোকটা অমিতাদিকে মারে নি। কিন্তু তুই কি আমাকে বসতে বলবি না, এক কাপ চাও খাওয়াবি না?'

সুমিতা একটু লজ্জা পেয়ে গেল, বলল, 'বোস না, তোকে আবার খাতির করে বসাতে হবে নাকি? তোর কথা শুনে আমি তো থ হয়ে যাচ্ছি। বোস, আমি চায়ের কথা বলে আসছি।'

সুমিতা ভিতরে চলে গেল, ফিরে এল মিনিট খানেকের মধ্যেই। বসে বলল, 'হ্যাঁ, তারপর? কী বলছিলি বল।'

অশোক সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'বলবার কী আছে। পুলিশ আমাকে যেভাবে চার্জ করেছে, এখন আমাকেই অমিতাদির মার্ডারের হদিশ করতে হবে।'

'কী করে করবি?'

'তোরা সবাই যদি একটু সাহায্য করিস, তবেই কিছু করা যেতে পারে।'

সুমিতা অনুসন্ধিৎসু ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম সাহায্য বল, নিশ্চয়ই করব।'

অশোক সুমিতার মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা সুমি, একটা কথা বল তো, প্রদ্যোৎদার সঙ্গে তোদের কি কোনওরকম ঝগড়া বিবাদ হয়েছে?'

সুমিতা হঠাৎ কোনও জবাব দিল না। অশোকের চোখের দিকে একবার দেখে, মুখ নামিয়ে নিল। একটু চুপ করে থেকে, আবার মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'একথা

জিজ্ঞেস করছিস কেন বল তো?'

অশোক ভণিতা না করে বলল, 'কাল একটা ব্যাপার দেখে, কথাটা আমার মনে হয়েছে। প্রদ্যোৎদা থানায় যখন তোদের ওঁর গাড়িতে উঠতে বলেছিলেন, তুই রিফিউজ করলি। তোদের ভাব ভঙ্গি দেখেও মনে হল, প্রদ্যোৎদার সঙ্গে যেন তোদের একটু মন কষাকষি চলছে। ব্যাপারটা চোখে ঠেকবার মতো তাই না?'

সুমিতা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না। একটু যেন ভেবে নিয়ে বলল, 'ধরেছিস ঠিকই একরকম। প্রদ্যোৎদাকে তোর কী রকম লোক বলে মনে হয়?'

অশোক পাল্টা প্রশ্ন শুনে বলল, 'কিছু জানলে তো মনে হবে। বরাবর প্রদ্যোৎকে যেমন দেখে এসেছি, সেইরকমই জানি। পপুলার ডাক্তার, শহরের সকলেই প্রশংসা করে। তা ছাড়াও, শহরের অনেক কিছুর মধ্যে থাকেন। তোদের ইস্কুলের কমিটি সেক্রেটারিও প্রদ্যোৎদা-ই।'

সুমিতা গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'সেটাই হয়েছে কাল।'

'কাল?'

'তা ছাড়া আর কী বলব। সে জন্যই তোকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, লোকটাকে তোর কী রকম মনে হয়?'

বলতে বলতে সুমিতা যেমন কেমন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং 'লোকটা' শব্দ অশোকের কানে বিশেষ ভাবে ঠেকল। সুমিতার ভিতরের বিরূপতা আর বিতৃষ্ণা যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরুল। অশোক বলল, 'সুমি, একটু ভেঙে বল। ইস্কুলের সেক্রেটারি হওয়াই কাল হয়েছে, এ কথার মানে কী?'

সুমিতা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'কেন, হেডমিস্ট্রেসের ব্যাপার তুই কিছু শুনিসনি?'

অশোক শুনেছে, কিন্তু মুখে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে বলল, 'না তো? হেডমিস্ট্রেসের আবার কী ব্যাপার?'

সুমিতার ঠোঁট বেঁকে উঠল, 'বাহ্, তোদের পপুলার সমাজসেবী ডাক্তার প্রদ্যোৎদার সঙ্গে আমাদের হেডমিস্ট্রেসের এখন জোর প্রেমলীলা চলছে, শুনিসনি?'

অশোক আরও অবাক হবার ভান করে বলল, 'না তো? প্রদ্যোৎদার মতো লোক—?'

কথাটা ও শেষ করল না, জিজ্ঞাসু চোখে সুমিতার দিকে তাকিয়ে রইল। সুমিতার মুখ শক্ত হয়ে উঠল। বলল, 'শুধু হেডমিস্ট্রেস কেন, প্রদ্যোৎদার মতো লোক আরও অনেক লীলাই করতে পারে। জানিস তো, দেখতে নিরীহ গোরুও যখন একবার বিষ্ঠা খেতে আরম্ভ করে, সে আর তা ছাড়তে পারে না। তোদের প্রদ্যোৎ ডাক্তার হচ্ছে সেইরকম লোক। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে লোকটার

কোনও বাছবিচার নেই।'

অশোক এতটা জানত না। এবার প্রকৃত অবাক হয়ে বলল, 'বলিস কী?'

সুমিতা বলল, 'ঠিকই বলেছি। বেশি বলার দরকার নেই, লোকটা তার নিজের বাড়ির ঝিকেও বাদ দেয় না, আর তার কনসেপশন হয়ে গেলে, অনায়াসে অ্যাবরশন করিয়ে নেয়। আর কিছু শুনতে চাস—'

অশোক এবার শুধু চমকে উঠল না, ঝটিতি একটা অন্য চিন্তা ওর মস্তিষ্কে এবার ঝলসে উঠল। সুমিতার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, 'এ সবের কোনও প্রমাণ বা ভিত্তি আছে?'

সুমিতা জোর দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই।'

'মানে, তুই বলছিস, এখনকার ঝি, বৃন্দা?'

'হ্যাঁ! আর যাই হোক, দিদি বোকা ছিল না, সবই বুঝতে পারত। তবে হ্যাঁ, বুঝতে পারলেও কিছু যায় আসে না, কারণ প্রদ্যোৎ ডাক্তার দিদির কোনও পরোয়াই করত না। দিদির চোখের সামনেই সে যা খুশি করেছে। সে জানে, লোকে তার বিষয়ে খারাপ কোনও কিছুই বিশ্বাস করবে না।'

অশোক বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। গভীর চিন্তায় ডুবে গেল, এবং একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ওর মস্তিষ্কের মধ্যে আবর্তিত হতে লাগল। হেডমিস্ট্রেস, বৃন্দার গর্ভপাত, অমিতাদির সামনেই প্রদ্যোৎ ডাক্তার যা খুশি করতেন, নিরীহ গোরুও বিষ্ঠাখোর হয়. . । রমিতা চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকল। অশোকের চিন্তায় ছেদ পড়ল। রমিতা সুমিতার ছোট বোন, বয়স বছর পনেরো-ষোলো হবে। এখনও ফ্রক পরে। অশোক ওর হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে বলল, 'কেমন আছিস রমি?'

রমিতা হেসে বলল, 'ভাল। তুমি তো আমাদের বাড়ি আসতে ভুলেই গেছ।'

অশোক বলল, 'ভুলে গেলে আবার কেউ আসে নাকি?'

রমিতা হাসল। সুমিতার থমথমে মুখের দিকে একবার দেখে বলল, 'যাচ্ছি, তোমরা কথা বলো।'

রমিতা চলে গেল। অশোক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'সুমি, তুই ভাই ভাবিয়ে তুললি। প্রদ্যোৎদার মতো লোক—অথচ এই প্রদ্যোৎদা অমিতাদি, দুজনে দুজনকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। যে জন্য প্রবীরদাকেও অমিতাদি হতাশ করেছিলেন।'

সুমিতা খানিকটা বিরক্ত মুখে বলল, 'ও সব ভালবাসার কথা রাখ। পুরুষের আবার ভালবাসা।'

অশোক হেসে বলল, 'এরকম করে বলিস না। দোষ দিতে হলে উভয়কেই দে, নয় তো কাউকেই না। সবই ব্যক্তি বিশেষের ব্যাপার। আচ্ছা সুমি, অমিতাদির মার্ডারের

বিষয়ে তোর কী মনে হয়?'

সুমিতা বলল, 'সেটা আমি ঠিক বলতে পারছি না। এতে প্রদ্যোৎ ডাক্তারের হাত আছে কি না, আমি বুঝতে পারছি না। লোকটা বদমাইশ, কিন্তু খুন করতে পারে কি না, আমি জানি না।'

অশোক আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ভাবল। চায়ের কাপ শেষ করে উঠে দাঁড়াল। সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'তা একরকম ঠিকই বলেছিস। স্ত্রীলোকের লোভ আর খুন করার সাহস, দুটো এক ব্যাপার না। আচ্ছা চলি, দেখি কী করা যায়। খুবই ঝাপসা লাগছে। কেন না, সবই প্রমাণের অপেক্ষা রাখে।'

বলতে বলতে ও সুমিতাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। হাঁটতে হাঁটতে, অন্যমনস্কভাবেই ও এসে পড়ল, প্রদ্যোৎ ডাক্তারের পাড়ায়। পাড়ার মধ্যে, একটি ছোট মিষ্টির দোকান এবং একটা ছোটখাটো মুদি দোকান আছে। অশোকের চেনা দোকান, দোকানিরাও ওকে চেনে। না চেনার কোনও কারণ নেই। ছোট শহরের সবাই সবাইকে চেনে। অশোক প্রথমে মিষ্টির দোকানেই ঢুকল। দোকানদার হেসে জিজ্ঞেস করল, 'ঠাকুর কি পথ ভুলে নাকি?'

অশোক বলল, 'পথ ভুলে না গোবিন্দদা, তোমার কাছে একটা কথা জানতে এলাম।'

গোবিন্দ অবাক হয়ে বলল, 'কথা জানতে আমার কাছে? কী কথা ভাই ঠাকুর?'

অশোক পরিষ্কার জিজ্ঞেস করল, 'বিহারি-বাঙালি মারামারির দ্বিতীয় দিনে, বিকেলের দিকে তুমি কোথায় ছিলে?'

গোবিন্দ বলল, 'কেন দোকানেই।'

'তখন কি তুমি প্রদ্যোৎ ডাক্তারের বউকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখেছিলে?'

গোবিন্দ বলল, 'ও বাবা, তুমিও যে থানার দারোগার মতন জিজ্ঞেস করছ।'

অশোক চকিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'থানার দারোগা এসেছিল নাকি?'

'হ্যাঁ, এই তো একটু আগে। তুমি যা জিজ্ঞেস করছ, বড়বাবুও সে কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, ডাক্তারবাবুর বউকে আমি সারাদিনে বেরোতে দেখিনি।'

'হয়তো বেরিয়েছিল, তুমি খেয়াল করোনি।'

'তা হতে পারে। কাজে কর্মে থাকি। নাও খেয়াল করতে পারি।'

'বড়বাবু তোমাকে আর কী জিজ্ঞেস করলেন?'

'আর কিছু না। আমাকে মুখ ঝামটা দিয়ে বকে গেলেন, বললেন, খালি দোকানদারিই করো, আশেপাশে নজর রাখো না। বলোদিনি ঠাকুর, এ কেমন কথা?'

অশোক হাসল, জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারবাবু কখন বেরিয়েছিলেন, দেখেছ?'

গোবিন্দ বলল, 'তা দেখেছি। উনি সন্ধে নাগাদ বেরিয়েছিলেন।'

'একলা?'

'না। ইস্কুলের দিদিমণিকে গাড়ির মধ্যে দেখেছিলাম।'

অশোক রসগোল্লার পাত্রের দিকে তাকিয়ে, চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ ওর মস্তিষ্কের মধ্যে একটা নতুন চিন্তা যেন ওকে ধাক্কা দিয়ে সঙ্কুচিত করে তুলল। তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে আসবার মুখে বলল, 'ভাল খবর দিলে গোবিন্দদা, চলি।'

মনে মনে বলল, 'সময় আর নেই। সর্বনাশ হয়তো ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে।'

কোনওদিকে না তাকিয়ে, বড় রাস্তায় এসেই, একটি খালি চলতি সাইকেল রিকশায় লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'স্টেশন চলো, তাড়াতাড়ি।'

মনে মনে আজ সকালের সংবাদের পূর্বাপর সমস্ত কথাগুলো আর একবার ভেবে নিল, এবং মনে মনে একটা অস্থির চঞ্চলতা বোধ করতে লাগল। স্টেশনে এসে, রিকশা ভাড়া মিটিয়ে, বারাকপুরের টিকেট কেটে, ট্রেনে চাপল। ট্রেন থেকে বারাকপুরে নেমে, উঠল বারাসতগামী বাসে। বারাসত পৌঁছুতেই লাগিয়ে দিল ঘণ্টাখানেক। সেখান থেকে বসিরহাটগামী বাসে উঠে, টিকেট কাটল বেড়াচাঁপার। মনে মনে ভাবল, একটা গাড়ি যদি নিজের থাকত। বেড়াচাঁপার দূরত্বও কম না। বেড়াচাঁপায় নেমে, ও দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, গয়লাপাড়াটা কোথায়। জানা গেল, দক্ষিণে গিয়ে, পশ্চিমে বাঁক নিলে, গয়লাপাড়া পাওয়া যাবে।

বেড়াচাঁপা বেশ বড় জায়গা, সম্পন্ন গ্রাম, জনসংখ্যাও কম না। কিন্তু জিজ্ঞেস করে করে, গয়লাপাড়ার যত কাছে গেল, গ্রাম একটু নিরিবিলি মনে হল। কাঁচা মাটির রাস্তা, গোরুর গাড়ি চলতে পারে। একজন চাষিগোছের লোককে জিজ্ঞেস করল, বৃন্দাদের বাড়ি সে চেনে কি না। লোকটি সে বাড়িটা দেখিয়ে দিল।

নিরালা বাগান ঘেঁষে বাড়ি। বাগানটা অপরের। সামান্য দুটি বেড়ার ঘর। একটা ঢেঁকি ঘর। একটা লাউ মাচা। আশেপাশে ফাঁকা। কিছু ঝোপ ঝাড়। একটা পুকুর। বেশ নিরালা। উঠোনটা মোটামুটি পরিষ্কার। তা হলেও, কিছু ঘাস গজিয়েছে।

ঘর দুটোর, একটার দরজা বাইরে থেকে শিকল টানা। আর একটা আধ ভেজানো। কোথাও কোনও সাড়া শব্দ নেই। অশোক ডাকল, 'বৃন্দা।'

কোনও সাড়া নেই। কয়েকবার ডাকল। কোনও সাড়া না পেয়ে, ভেজানো দরজাটা ঠেলে সে ভিতরে উঁকি দিল। অন্ধকার, বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। কেউ নেই। তা হলে বৃন্দা কি দেশে ফেরেনি? অন্য কোথাও গিয়েছে?

এই ভেবে ফিরতে গিয়ে, মনে হল, ঘরের মধ্যে বেড়ার এক কোণে কে যেন পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে, অশোক ভিতরে ঢুকল। এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে দেখল, বৃন্দা। বৃন্দার চোখ খোলা। জামাকাপড় ছেঁড়া। সেও যুবতী। প্রায় উলঙ্গ। দেখলেই মনে হয়, সে ধর্ষিতা। কিন্তু মৃত। গলার কাছে ভাল

করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, গলা টিপে মারা হয়েছে। ঠিক এ আশঙ্কাটাই অশোক করেছিল।

অশোক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। কোনওদিকে না তাকিয়ে, একেবারে রাস্তার ওপরে এসে পড়ল। ভাবল কাল দুপুরে বৃন্দা চলে এসেছে। কখন তাকে মারা হল? কাল রাত্রে? সন্ধ্যায়? না আজই ভোর রাত্রে?

সেটা এক্সপার্ট ডাক্তার ছাড়া বলতে পারবে না। তাকেও সত্যি ধর্ষণ করা হয়েছিল কি না, সেটা ডাক্তার বলতে পারবে। কিন্তু একটা সন্দেহ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। দুটো খুনের ধরনই একরকম, এবং নিঃসন্দেহে একই হাতের। অমিতাদিকে যেভাবে মারা হয়েছে, একেও প্রায় সে ভাবেই, কেন? সাক্ষী লোপাট?

বড় রাস্তায় এসে, বাসে উঠতে গিয়েও, অশোক চমকে উঠল। তাই তো। আর একবার দেখে আসতে হবে। সে বৃন্দাদের বাড়ির কাছাকাছি আর একবার এল। বাড়ির মধ্যে নয়। সামনের মাঠের মতো জায়গাটা, আর মাটির চওড়া রাস্তাটা দেখল। দেখে, হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল। গোরুর গাড়ির চাকার দাগ রয়েছে। মোটর বা সাইকেলের নয়। এ সব জায়গায় গাড়ির চাকার দাগ থাকা খুবই স্বাভাবিক।

অশোক একটা ফিরতি বাসে, বারাসতে বাস বদলে, বারাকপুরে এসে, দুটো টেলিফোন করল। একটা দেগঙ্গা থানায়।

দেগঙ্গা থানার মধ্যে বেড়াচাঁপা। আর একটা তার নিজের শহরের থানায়, শ্যামাপদকে। দেগঙ্গা থানাকে, বেড়াচাঁপা গয়লাপাড়ার ঠিকানা দিয়ে বলল, বৃন্দা নামে একজন মেয়ে একটি ঘরে খুন হয়ে পড়ে আছে। আর শ্যামাপদকে বলল, বৃন্দার খুন হবার কথা।

শ্যামাপদর গলায় সন্দেহ তীব্র হয়ে উঠল, 'তুমি জানলে কী করে?'

'নিজের চোখেই দেখেছি।'

'অর মানে, বেড়াচাঁপায় গেছ তুমি।'

'এখন বারাকপুর থেকে বলছি, দেগঙ্গা থানাকেও ফোন করে বলে দিয়েছি!'

'তুমি কেন বেড়াচাঁপায় গেছলে?'

'বৃন্দাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে।'

'তোমাকে না আমি শহর ছেড়ে যেতে বারণ করেছিলাম?'

'এখুনি আবার শহরে ফিরে যাচ্ছি।'

'খুব সাবধান, তুমিই তোমার বিপদ ডেকে আনছ।'

লোকটার সেই একই সন্দেহ। ও অন্য কথা বলল, 'আমার বিপদ পরে দেখা যাবে। আপনি একটা কাজ করবেন?'

'কী?'

'হেডমিস্ট্রেস সুধা হালদারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, খুনের ঘটনার দিন, বিকালে তিনি কোথায় ছিলেন এবং সেখানে তিনি কিছু ঘটতে দেখেছেন কি না।'

'তার মানে?'

'জিজ্ঞেস করে দেখুন না, কী বলে। আপনি তো বেশ ডাকসাইটে দারোগা, একটু কথা বের করুন তো। আমি এখুনি ফিরে যাচ্ছি, পালাব না।'

ফোন ছেড়ে দিল সে।

রাত্রি আটটা অবধি অপেক্ষা করেও, শ্যামাপদ যখন দেখল, অশোক এল না, সে তখন তার বাড়ি গেল। সেখানে গিয়ে শুনল, সেই যে সকালে বেরিয়েছে, আর বাড়ি ফেরেনি। এদিকে অশোককে সে মুখে যাই বলুক, তার কথামতো, সুধা হালদারকে, জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কিন্তু বিশেষ কিছুই জানা যায়নি। খুবই শক্ত মহিলা। একটুও মচকায়নি। বরং পরিষ্কার বলেছে, ইস্কুলের একটা প্রয়োজনে সে বিকালে ডাক্তারের বাড়ি গিয়েছিল, এবং অমিতাকে তখন সেজেগুজে বেরোতে দেখেছে। সুধা হালদার এ শহরের মানুষদের ভাল চেনেই না। তবে, ইস্কুল কমিটির মেম্বার হিসাবে, প্রদ্যোৎ ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয়টা একটু বেশি হয়েছিল।

তবে, ডাক্তারের রিপোর্টে, অমিতা যে ধর্ষিতা হয়েছিল তার প্রমাণ মিলেছে। কিন্তু অশোক গেল কোথায়? শ্যামাপদকে কি সে নাচাচ্ছে। তা হলে, অশোককে একেবারে শেষ করে ছাড়বে সে। অশোকের বাড়ি থেকে আবার থানায় এল শ্যামাপদ। এসে দেখল অশোক তার ঘরে বসে।

শ্যামাপদ কিছু বলবার আগেই, অশোক বলল, 'সমস্ত ব্যাপারটাই প্রি-প্ল্যানড। যে মার্ডার করেছে, সে এমনকী ব্যাপারটাকে ধর্ষণ প্রমাণ করার জন্য, দৈহিক ভাবেই ধর্ষণের অভিনয় করেছে। শুধু তাই নয়, পুরুষ সংসর্গের চিহ্ন যাতে পাওয়া যায়, তাই অমিতাদির দেহে ঢেলে দিয়েছে। অলংকার অপহরণটাও মিথ্যে। ওটা সাজানো। এমনকী নিম্নাঙ্গে যে সব আঘাত বা বুকের জামা ছেঁড়া, ব্রেসিয়ার টেনে খুলে ফেলা, সমস্তটা দিয়েই প্রমাণ করার চেষ্টা, এটা ধর্ষণের ব্যাপার এবং অর্নামেন্ট চুরির।'

শ্যামাপদ এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছিল। এবার চিৎকার করে বলল, 'আগে প্রমাণ দাও, তারপর ফালতু বকবক করো।'

অশোক একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'দিচ্ছি। অমিতাদি খুন হয়েছে বোধ হয় পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে। এর একমাত্র সাক্ষী ছিল বৃন্দা আর সুধা হালদার।'

'বৃন্দা? আর সুধা হালদার?'

'হ্যাঁ, তাই বৃন্দাকে মরতে হয়েছে। সুধা হালদারকেও মরতে হত, কিন্তু খুনী তাকে বিশ্বাস করেছে, এবং বোধ হয় আশ্বাস দিয়েছে, বিয়ে করবে। আর বৃন্দার

খুনটাও প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে, ধর্ষণ এবং হত্যা। খুনি এখানেও, একই ভাবে, পুরুষ সংসর্গ প্রমাণ করার জন্য, মৃতদেহের সঙ্গে সংসর্গ করেছে একইভাবে।'

'কিন্তু বৃন্দা তো বলেছে, অমিতা পাঁচটার সময় বেরিয়েছিল।'

'সেটা মিথ্যা কথা।'

'কখন বেরিয়েছিল?'

'মোটেই বেরোয়নি।'

'বৃন্দা তা হলে কোথায় দেখেছে অমিতাকে খুন হতে?'

'কোথায় দেখতে পারে?'

'সে যেখানে ছিল তখন।'

'নিশ্চয়ই ডাক্তারের বাড়িতেই ছিল।'

'তা হলে সেখানেই খুন হয়েছে।'

'হোয়াট!'

শ্যামাপদ লাফিয়ে উঠল। অশোক বলল, 'লাফালাফি করবেন না দারোগাবাবু, বসুন। অমিতাদি বাড়িতেই খুন হয়েছিলেন। সেখান থেকে, তার বডি, রাত্রে জনসন রোডে ফেলে দেওয়া হয়। বর্তমান দাঙ্গার সুযোগে, যাতে ব্যাপারটা কেউ ধরতে না পারে, তাই এ সময়টা কাজে লাগিয়েছে খুনি।'

'কে খুনি?'

'তার গাড়িতে অমিতাদির রক্ত এখনও লেগে আছে। গাড়িটা প্রদ্যোৎদার।'

শ্যামাপদ তীক্ষ্ণ অপলক সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল অশোকের দিকে। অশোক বলল, 'প্রদ্যোৎদা সত্যই গ্রেট লাভার। তবে তার ভালবাসার ঠোঁট দুটো ছিল ঠিক মানুষের মতো নয়, আরও তীব্র বাজপাখির সোনার মতো ধারালো ঠোঁট। এক কথায় স্বর্ণচঞ্চু একবার ধরলে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। আর সুধা হালদারের চরিত্রের মধ্যে লেডি ম্যাকবেথের কিছু মিল আছে। কিংবা তার চেয়ে বেশি ইয়াগোর। তার প্ররোচনাতেই প্রদ্যোৎদা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু প্রদ্যোৎদা যে এমন নিষ্ঠুরভাবে মেরে, আবার মৃত স্ত্রীর সঙ্গে সংসর্গ করে, ধর্ষণ প্রমাণ করবে, এটা কল্পনাও করতে পারিনি।'

শ্যামাপদ জিজ্ঞেস করল, 'কী করে জানলে এ সব?'

'সারাদিন সব ব্যাপারটা প্রায় কল্পনার মধ্যেই ছিল। গাড়ির রক্তের কথাটাই ঘটনাকে বাস্তব করে তুলল। দেখবেন গাড়ির ডান দিকে, লাল প্লাস্টিকের পাপোষের ওপর রক্তের দাগ আছে। রক্তটা পরীক্ষা করালেই জানতে পারবেন, ওটা অমিতাদির রক্ত। তবে, একটু দেরি না করে, গাড়িটা দখল করুন। বলা যায় না, হয় তো আর একবার গাড়িটা ধুয়ে ফেলতে পারে। আমি চলি।'

'কিন্তু তুমি শহর ছেড়ে যাবে না, মনে রেখো।'

'তার আর দরকার হবে না বোধ হয়।'

সেই রাত্রেই গাড়িটা শ্যামাপদ প্রদ্যোৎ ডাক্তারের কাছ থেকে নিয়ে মহকুমা শহরে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

তিনদিন পরে অশোক যখন বউদি কাঞ্চনের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল, তখন ফোন এল। শ্যামাপদ বলল, 'ফরেনসিক পরীক্ষায় জানা গেছে, রক্তটা অমিতা রায়েরই। তা ছাড়া সুধা হালদার একটা স্বীকারোক্তি দিয়েছে, ঘটনাটা তার সামনেই ঘটেছিল, প্রদ্যোৎ রায়ের বাড়িতেই। বৃন্দার মা বলেছে, বৃন্দা তার মাকে সব কথাই বলেছিল।'

গম্ভীর স্বরে অশোক জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কোনও প্রমোশন হবে দারোগাবাবু?'

'ফের তুমি আমাকে দারোগাবাবু বলছ?'

'আচ্ছা শ্যামাপদবাবু—'

ফাজিল। আচ্ছা শোনো কাল একবার সকালে এসো।'

'যাব।'

অশোক লাইন কেটে দিয়ে ঘরে এল। সব ঘটনা ব্যক্ত করল কাঞ্চনের কাছে। তারপর বলল, 'আর তুমি কি না, গোবিন্দদার মতো একটা লোককে মারতে পারছ না বউদি?'

কাঞ্চন বলল, 'তুমি যে ধরে ফেলবে?'

'সে ভয়েই পার না, না?'

'হ্যাঁ, সব সময়ে যে তোমার ভয়ে ভয়েই থাকি।'

বলে অশোকের দিকে তাকাতে গিয়ে, লজ্জায় মুখ নামাল। অশোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সত্যি, সংসারটা বড় অদ্ভুত বউদি।'

নীচে তখন ধ্রুপদের প্রলয় চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সেই সঙ্গেই, সপ্তমে বৃহস্পতি না পঞ্চমে, তাই নিয়ে প্রবল বাদানুবাদ। ঠাকুরবাড়ি বেশ জমে আছে।

একটি অস্পষ্ট স্বর

টেলিফোনটা অনেকক্ষণ ধরে বাজছিল।

অশোক নীচে নেমে এসে টেলিফোন ধরল। নীচের এ ঘরেই টেলিফোন থাকে। এ ঘর থেকে, বাড়ির বাইরে যাবার প্যাসেজের দু পাশেই আরও কয়েকটা বড় বড় ঘর। সেই ঘরগুলো, বাইরের ঘর বলেই, এ বাড়িতে বলা হয়। বাইরের কোনও কোনও ঘরে, এত গোলমাল হচ্ছে, টেলিফোনের ঘরেও কান পাতা দায়। অশোক এক হাতে কান চাপা দিয়ে, আর এক হাতে রিসিভার কানে নিয়ে বলল, 'হ্যালো'।

'কে কথা বলছে?'

রীতিমতো হুমকে ওঠা গলার স্বর। এ গলার স্বর অশোকের চেনা। তাই, চকিতে এক বার ওর ঠোঁটের কোণে হাসি খেলে গেল। আবার সঙ্গে সঙ্গেই, ভুরু কুঁচকে উঠল। একটা বিস্মিত জিজ্ঞাসা ওর চোখে ফুটে উঠল। তবু সরাসরি জবাব না দিয়ে, ও পালটা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে কথা বলছেন, কাকে চাইছেন?'

টেলিফোনের স্বর আবার হুমকে উঠল, 'আমি থানা থেকে বলছি। অশোককে চাই।'

এই হুংকার দিয়ে ওঠা গলার স্বরের যে মালিক, তার যদি মাথা একটু ঠাণ্ডা থাকত, টেলিফোনের গলার স্বরে একটু মনোনিবেশ করত, তা হলেই অশোকের গলার স্বর চিনতে পারত। কিন্তু, বোঝা যাচ্ছে যে-কোনও কারণেই হোক, টেলিফোনের ওপারের মাথা নিশ্চয় বিশেষ কোনও চিন্তায় একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তার সঙ্গে প্রচণ্ড উত্তেজনাও যে আছে, সন্দেহ নেই। রাগ বিরক্তির তো কথাই নেই। সরকারি তকমারই এটা অন্যতম গুণ। বিশেষ করে আবার শ্যামাপদর মতো ওসি যদি হয়।

অশোক গলার স্বরটা খুবই নিরাসক্ত আর নির্বিকার করে তুলল। বলল, 'কে, বড় দারোগাবাবু নাকি?'

অশোক জানে, 'বড় দারোগাবাবু' বললে শ্যামাপদ একেবারে বারুদ হয়ে ওঠে। অনেকেই তাকে বড়বাবু বলে ডাকে বটে, তার জন্য বিশেষ কিছু মনেও করে না। কিন্তু অশোক বড় দারোগাবাবু বললেই হল এক বার। এবং হলও তাই, টেলিফোনের

রিসিভারে যেন বোমা ফাটল, 'বড় দারোগাবাবু কি না সে হিসেব পরে হবে। তুমি অশোক কি না, বলো।'

অশোক যেন খুবই হাসির কথা শুনছে, এমনিভাবে বলল, 'আশ্চর্য, এখনও আপনি আমার গলার স্বর চিনতে পারলেন না?'

ওপার থেকে চিবিয়ে চিবিয়ে ভ্যাংচানো সুরে জবাব এল, 'না। আমি তো তোমার মতো ন্যাকামি করতে জানি না যে, অভিনয় করে কথা বলব।'

'অভিনয়?'

'তা ছাড়া আবার কী। এতক্ষণ ধরে বলতে কী হচ্ছে যে, তুমি অশোক কথা বলছ।'

অশোক ততক্ষণে ভাবতে আরম্ভ করেছে, নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে। তা না হলে, শ্যামাপদ ওকে এভাবে টেলিফোনে খোঁজ করত না। ও বলল, 'যাই হোক, এখন বলুন, আমাকে আবার খোঁজাখুঁজি করছেন কেন।'

ওপারের স্বরে সেই উত্তেজনা এবং গর্জন, 'শহরের সব রকবাজ মাস্তানদেরই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই তোমাকেও খুঁজছি।'

'যা বাবা, আমি আবার রকবাজ মাস্তান হলাম কী করে। আমি একটা শিক্ষিত ছেলে, দিব্যি আছি মোশাই, বাপ-ঠাকুদ্দার সঞ্চিত পয়সায় খাচ্ছি-দাচ্ছি, কারোর সাতে পাঁচে নেই, আমাকে আবার—'

শ্যামাপদ প্রচণ্ড জোরে ধমক দিয়ে উঠল, 'থামবে তুমি?'

অশোকের ঠোঁটের কোণে আবার এক বার হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। বলল, 'আচ্ছা, বলুন। এই তো সেদিন অমিতাদির খুনের ব্যাপার মিটল। আবার কেউ খুন-টুন হল নাকি?'

তৎক্ষণাৎ শ্যামাপদর গলা সতর্ক হয়ে উঠল, 'কেন, তুমি কিছু শুনেছ নাকি?'

অশোকের ঠোঁট দুটো বেঁকে উঠল। বলল, 'না শুনিনি। তবে, শহরে কিছু ঘটলেই তো আপনি আজকাল আমার খোঁজ করেন, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

শ্যামাপদর তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল, 'তা হলেই বুঝতে পারছ, তোমাকে আমি কী চোখে দেখি।'

অশোক হেসে বলল, 'তা বুঝতে পারছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ব্যাপারেই আমাকে অপরাধী প্রমাণ করতে পারেননি।'

'তুমিও জেনে রেখো, এক মাঘে শীত পালায় না। ঘুঘু একদিন ফাঁদে পড়বেই।'

'এ কথাও আপনার মুখে অনেক বার শুনেছি। এটা আপনাদের ওয়ার্থলেস পুলিশ—'

কথা শেষ করবার আগেই শ্যামাপদ গর্জে উঠল, 'শাট আপ। একটা বাজে ছেলের

কাছ থেকে আমি পুলিশের সমালোচনা শুনতে চাই না।'

অশোক গলার স্বরটা আরও নিরীহ আর নরম করে তুলল। বলল, 'হ্যাঁ, আপনারা তো শুধু সমালোচনা শোনেন খবরের কাগজের, এ শহরের ফ্যাক্টরি আর মিল ডিরেক্টরস্ অ্যান্ড অফিসারস্‌দের, আর না হয় তো তাদের দলের পলিটিকাল লিডাবদের, যত দাঙ্গাবাজ, কমিউনাল—'

এবারও শ্যামাপদ তাকে বাধা দিল, কিন্তু গলার স্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন। বোধহয় রাগে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, মাথার শির ছিঁড়ে পড়ছে, দাঁতে দাঁত চেপে বসেছে। তাই শুধু একটা চাপা গোঙানির মতো ভেসে এল, 'তুমি থামবে?'

অশোক সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'থামলাম। এবার বলুন।'

ও অনুমান করতে পারছে, সামনে পেলে শ্যামাপদ এখন ঘুষি উঁচিয়ে তুলত। এখন নিশ্চয় রিসিভারটাকে এমন ভাবে মোচড়াচ্ছে, শক্তি থাকলে ভেঙে ফেলত।

শ্যামাপদর তেমনি গোঙানো, নিচু স্বরের গর্জন শোনা গেল, 'খুবই বেড়ে উঠেছ দেখছি, কথায় কথায় আজকাল যা খুশি তাই বলছ। মনে রেখো, এর জবাব আছে। তুমি কি স্পুটনিক ক্লাবের মেম্বার?'

'কোন ক্লাব?'

'স্পুটনিক।'

'বোধহয়।'

'বোধহয় টোধহয় বললে হবে না, যা জিজ্ঞেস করছি, ঠিক ঠিক জবাব দাও।'

অশোক তবু যেন একটু ভাববার চেষ্টা করে বলল, 'আমি তো আমাদের শহরের প্রায় সব ক্লাবেরই মেম্বার. গেম মিউজিক কালচারাল, এমনকী ওয়াইলডেভ কোম্পানির ক্লাবেরও মেম্বার।'

শ্যামাপদর গলায় যেন একটি বিস্ময়কর রহস্যোদঘাটনের সুর বেজে উঠল, 'আই সি, তুমি তা হলে ওয়াইলডেভ ক্লাবের মেম্বার। যাক, ভালই হল। আমি আর তোমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চাই না, তুমি এখুনি এক বার আমাদের পুলিশ স্টেশনে চলে এসো.'

অশোক ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে বলল, 'থানায়?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ থানায়, এখুনি চলে এসো। নাকি ইনস্পেক্টর কনস্টেবল কাউকে পাঠাতে হবে?'

অশোক নিরীহ সুরেই বলল. 'পাঠাতে হবে না কাউকেই। আমাদের দেশের পুলিশ নিজেরাই এত অপরাধ করে যে, সাবকনশাস মাইন্ডে তাদের নিজেদেরই একটা ক্রিমিনাল গিল্ট—'

'স্টুপিড, রাসকেল!'

এবার একেবারে দেশি সাহেবের গলায় খেঁকিয়ে উঠল শ্যামাপদ। বলল, 'আমি জানতে চাই, তুমি এখুনি থানায় আসছ কি না?'

অশোক আর একটু না ঘাঁটিয়ে ছাড়তে চাইল না, জিজ্ঞেস করল, 'কোনও ওয়ারেন্ট আছে নাকি?'

শ্যামাপদর গলায় আবার সেই নিচু গোঙানো গর্জন বেজে উঠল, 'ডু ইউ ওয়ান্ট দ্যাট? সে ব্যবস্থা করতে আমার বেশি সময় লাগবে না। আমি এখানে দেওয়ানি মামলা নিয়ে বসে নেই, রীতিমতো ফৌজদারি, অপরাধ—খুন। তা হলেই বুঝতে পারছ, তোমার চালাকি আমি ভেঙে দিতে পারি।'

অশোক নির্বিকার স্বরে বলল, 'চালাকি আর কী ভাঙবেন। যেভাবে যেতে বলছেন, তাতে মনে হচ্ছে, আমার নামে হুলিয়া রয়েছে। তবে, আমি এখুনি যেতে পারব না, একটু দেরি হবে।'

কতক্ষণ?'

'এই ধরুন, ঘণ্টাখানেক।'

'কেন?'

অশোক জানে, শ্যামাপদ সন্দেহ করছে, থানায় ডাকবার কারণটা, চার দিকে খোঁজ-খবর করে, ও থানায় যাবে। সেটা শ্যামাপদর ইচ্ছা নয়। ও বলল, 'একটু বাথরুমে যেতে হবে। এখন কটা বেজেছে দেখেছেন?'

'সকাল সাড়ে আটটা।'

'তবে? এই তো মাত্র ঘুম থেকে উঠলাম। জানেনই তো, রোজগার করে খেতে হয় না—'

শ্যামাপদ ধমকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'থাক, বুঝেছি। তা হলে তুমি সাড়ে নটার মধ্যে আসছ?'

'তাই চেষ্টা করছি।'

'চেষ্টা-টেষ্টা নয়, সাড়ে নটার মধ্যে না এলে, তোমার বাড়িতে আমি নিজেই যাচ্ছি।'

অশোক নিঃশব্দে হাসতে হাসতে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। মনে মনে বলল, 'লোকটা বদ্ধ পাগল। একেবারে ক্ষেপে রয়েছে।'....

কিন্তু এ ঘরে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। ইতিমধ্যেই, বাইরের এক ঘরে ওর বড়দার ধ্রুপদ সংগীতের রেওয়াজ চলেছে। তার সঙ্গে, হারু মুচির পাখোয়াজ বাজছে। পাখোয়াজ তো বাজছে না, যেন মেঘ গর্জন করছে। তার সঙ্গে বড়দার গলা, 'জয় জয় জগদ্ধাত্রী সিংহবাহিনী।'... তা-ও সিংহের গর্জনের মতোই, এই প্রাচীন বিশাল বাড়িটাকে কাঁপাচ্ছে।

এ তো না হয় গেল গানের কথা। মেজদার ঘরের ব্যাপারটা তো বেশ ভাবনা-চিন্তা করে, নানা পুঁথি-পত্র দেখে, আঁকজোক কষে, আলোচনা করার বিষয়। সেখানে তো যেন ক্যাওরাপাড়ার ঝগড়া চলছে, এক সঙ্গে এত গলার চিৎকার। কেউ বলছে, 'এখানে মঙ্গলে কেতু থাকতেই পারে না।'

'তুমি জান কাঁচকলা, বেরসপতি যদি পঞ্চমে অবস্থান করে—'

'আরে ধু-র তোর বেরসপতির পঞ্চম, দশাটা দেখবি তো রে বাপু।'

'দশা পরে আসছে, দাঁড়াও না।'

কে যে কাকে কী বলছে, কিছু বোঝবার উপায় নেই। প্রচণ্ড কলরবের মধ্যে কেবল এই ধরনের কিছু কথা শোনা যাচ্ছে। যা থেকে বোঝা যায়, মেজদার ঘরে জ্যোতিষ-চর্চা চলেছে। এক ঘরে ধ্রুপদ, আর এক ঘরে জ্যোতিষী। ধ্রুপদের ঘরে চায়ের ব্যাপার নেই, কী সব মশলা দেওয়া, পাচনের মতো, তরল গরম পদার্থ। মেজদার ঘরে চায়ের ধুম। রোজই শুরু হয় প্রায় সকাল সাড়ে সাতটা থেকে। বড়দার ঘরে আরও অনেক আগে, কম করে ভোর ছটা থেকে।

কিন্তু অশোক দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। কাঞ্চনবউদি ওপরে নিশ্চয় চা নিয়ে অপেক্ষা করছে। ও দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতেই, শ্যামাপদর কথাগুলো ওর আবার মনে পড়ে গেল। শেষের দিকের কথায় স্পষ্টই বোঝা গেল, কেউ খুন হয়েছে। কে হতে পারে, কে জানে। স্পুটনিক আর ওয়াইলডেভ ক্লাব নিয়েই যেন ভাবনাটা বেশি দেখা গেল। বিশেষ করে, স্পুটনিক। স্পুটনিকের কোনও মেম্বার নাকি।

আপাতত অশোক এ চিন্তা ছেড়ে চায়ের তৃষ্ণাতেই ছুটল।

. . .

এই মফস্‌সল শহরে, অশোকদের বাড়িটা ঠাকুরবাড়ি বলেই পরিচিত। পরিচয়ের কারণটা নানা দিক থেকেই। প্রথমত এ বাড়ির অতীত বংশধরদের মধ্যে, অন্তত ডজন খানেক নৈয়ায়িক, তর্কচূড়ামণি, বাচস্পতির জন্ম হয়েছে। সুদূর বারাণসী থেকে, সমগ্র উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রব্যাপী, এঁদের শিষ্যরাজ্য বিস্তৃত। প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো, এই বিশাল দোতলা বাড়ি, যাব অনেকটা অংশই এখন প্রায় ফাঁকা পড়ে আছে। তবে, বাড়ির সংলগ্ন প্রাচীন শিবমন্দিরে এখনও পূজা হয়। গোটা বাড়ির গায়েই শুধু নয়, মন্দিরের শরীর জুড়েও, এখানে-ওখানে অশ্বত্থের ঝুপসি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ঠাকুরবাড়ির বাইরে, রাস্তার ওপারেই, লম্বা-চওড়ায় মস্ত রক, পাড়ার ছেলেদের হাত-পা ছড়িয়ে বসবার জায়গা।

সমগ্র বংশে এখন জীবিত তিন ভাই। মোটামুটি পড়াশুনো সকলেই করেছে। বড় ভাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরটা কাটাতে কাটাতেই, সেই যে তাকে ধ্রুপদ সংগীতে

ধরেছিল, জীবনে আর তা কখনও ছাড়েনি। এখনও তার সংগীত-চর্চা চলছে। সংগীতের সঙ্গেই ব্রহ্মচর্য এবং শরীরচর্চাটা বজায় আছে। কারণ, তার ধারণা, সংগীত-সাধনার সঙ্গে, ব্রহ্মচর্য এবং শরীর ও মনের পবিত্রতা রক্ষা, একটি অনিবার্য অঙ্গাঙ্গি বিষয়। তার বয়স প্রায় চল্লিশ হল, আজও বিয়ে করেনি। ভবিষ্যতে করবার কোনও সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হয় না।

মেজো ভাইয়ের বয়সও পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হয়ে গেল, এখনও বিয়ে করেনি। সায়েন্সে বি এ পাশটা কোনও রকমে করেছিল। কোনও রকমে বলতে, বিদ্যার্জনে অক্ষম, তা নয়। প্রথমত অল্প বয়স থেকেই, তার মাথায় ঢুকেছিল জ্যোতিষী। দ্বিতীয়ত আলস্য। সারা দিনে, যতটুকু সময় পাওয়া যায়, আড্ডা, চা-পান, নস্যি নিয়ে এবং ইচ্ছে হলে সিগারেট খেয়ে, তারপরে জ্যোতিষী শাস্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেই দিন চলে যায়। যদিও, জ্যোতিষী তার পেশা নয়, নেশা বটেই। এই নেশাই, তার নামকে এখন বহু দূর ছড়িয়েছে। নানান জায়গা থেকে তার কাছে লোকজন আসে, কোষ্ঠী দেখাতে, বিচার শুনতে বা নতুন কোষ্ঠী করাতে। সে নাকি নষ্ট কোষ্ঠীও উদ্ধার করতে পারে, এই সুনামও আছে। অতএব, উদয়াস্ত, এমনকী, মধ্যরাত্র পর্যন্ত, ঘরের খেয়ে, বনের মোষ তাড়াচ্ছে।

তৃতীয়, শ্রীমান অশোক, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। তিন ভাইয়ের তুলনায়, ওর বয়সটা অনেক কম। ওর জন্মের পরেই, মা মারা যান। বাবার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিল। দাদারাও সবাই ওকে যথেষ্ট ভালবাসে। কিন্তু বাবার স্নেহও অশোক খুব বেশিদিন ভোগ করতে পারেনি, ইস্কুল-ফাইনাল পাশ করবার আগেই, বাবা মারা গিয়েছিলেন। তখন সংসারের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিল, তিনটি ভাই, তাদের মাথার ওপরে কোনও অভিভাবক দূরের কথা, তিন জনকে রেঁধে খাওয়ানো, ঘর-গৃহস্থালি কে দেখে, তার ঠিক নেই। বাবা বেঁচে থাকতে, তিন ভাইকে কোনও দিন কিছু চিন্তা করতে হয়নি। রান্নাবাড়িতে গেলে, আতপচালের ভাতের সঙ্গে, মুগের ডাল, কাঁচাকলা, আলু, যখন যেমন আনাজপাতি বাজারে পাওয়া যেত, প্রায় সবই সেদ্ধ, তার সঙ্গে গলানো খাঁটি ঘি, আর বাটি ভরে দুধ পাওয়া যেত। কোনও দিন দেখা যেত, মন্দিরের পূজারি পুরোহিত মশায়ের স্ত্রী খেতে দিচ্ছেন। কোনও দিন, পুরোহিত মশায়ের বিধবা মেয়ে। কোনও দিন বা, আশেপাশের বাড়ির জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর খুড়িমা, জ্যাঠাইমা, বউদিদিরা। বিশেষ একজনকে, কখনওই বেশি দিন দেখা যায়নি। তার কারণ ছিল, বাবার ঠিক কাউকেই পছন্দ হত না। তিনি যে কেবল সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তা নয়। প্রকৃতিতে, একটু উগ্র এবং কিঞ্চিৎ দর্পিত ছিলেন। যা, তাঁর তিন ছেলের কেউ-ই পায়নি। তার কারণ সম্ভবত, বাবাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে, দুজনের কোনও সন্তানাদি ছিল না। ফলে তাঁরা ছিলেন সংসারবিরাগী গোছের। নানাবিধ শাস্ত্রালোচনা নিয়েই থাকতেন।

বাবাই শুধু সংসারের বাস্তব দিকগুলো দেখাশোনা করতেন। ফলে, ঠাকুরবাড়ির বিশাল সম্পত্তির বিষয়, তিনিই একমাত্র জ্ঞাত ছিলেন।

সম্পত্তির পরিমাণটা, বর্তমানের তিন ভাইও সব জানে না। সবই জানেন সাবেকি নায়েবমশাই শ্রীহরি মুখুজ্যে। তিনিই সব আদায়-উশুল করেন, হিসাবপত্র দেখেন। তাতেই যতটুকু হয়। তাঁর নামে নানা দুর্নাম, তিনি নাকি দূরের গ্রামের বা অন্যান্য জেলার ভূসম্পত্তি যদৃচ্ছা বিলি-বিক্রি করছেন। তিন ভাই শোনে, কিন্তু চুপ করে থাকে। কারণ, তারা নিজেরা যখন কিছুই দেখাশোনা করতে পারবে না, তখন চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় কী। তবে, তিন জনেরই নির্দেশ আছে, এ শহর এবং আশেপাশে যা সম্পত্তি আছে, সেগুলো ছাড়া, বাদবাকির খদ্দের পেলেই যেন বিক্রি করে দেওয়া হয়।

শ্রীহরি মুখুজ্যে, সেই অনুযায়ী প্রচুর জমিজমা বিক্রি করেছেন। তিন ভাইয়ের অ্যাকাউন্টে, সমান জমাও পড়ে। তবে, কতটা খাঁটি খাঁটি জমা পড়ে, সে কথা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এ শহরেই গুটিকয়েক বাড়ির ভাড়া, দোকানের ভাড়া, সব মিলিয়ে, আয় বেশ ভালই। তিন ভাইয়ের তাতে বেশ ভালভাবেই চলে যায়।

যাই হোক, অশোকের বাবা ছিলেন সন্তানদের পিতা, সংসারী, সম্পত্তি টাকা-পয়সা বিষয়ে ওয়াকিবহাল। সেই জন্যেই, সংসারের আসক্তি থেকেই, একটু শাসন কষণ, ইত্যাদি তাঁর ছিল, এবং সেটা না থাকলেও বোধহয় ভাল হত না। রান্নাবাড়িতে যে ঘন ঘন রান্নার লোকের পরিবর্তন, তার পিছনেও অনেক কারণ ছিল। এক নম্বর, চাল ডাল ঘি এবং অন্যান্য বস্তু শাড়ি বা থানের আঁচলে পাচার। দ্বিতীয়, স্ত্রীলোকদের চরিত্র। কারুব চরিত্রেই কোনও রকম তারল্য বা শৈথিল্য, তিনি ক্ষমা করতেন না। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত যেটা তিনি পারেননি, সেটা অন্তত বড়ছেলের বিয়ে দিয়ে যাওয়া। বড়ছেলের বয়স তখন প্রায় তিরিশ। তাকে বিয়ে দিয়ে যেতে পারলে, সংসারে একটি বউ থাকত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে, সে আশা একেবারেই বিলীন হয়ে গিয়েছে। বরং আত্মীয় মহিলাদের ভিড়ে তিন ভাইয়ের জীবনই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, সেই সব মহিলাবা, অধিকাংশই বয়স্কা বিধবা, দু-এক জন বিবাহিতা এবং এমনকী চল্লিশ বছর বয়সের অনূঢ়াও ছিলেন।

তবে, সময় এবং মন, এ দুটো জিনিস, কখনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। যত আত্মীয় মহিলারা তিন ভাইকে দেখাশোনা করার জন্য এসেছিলেন, সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তাদের মধ্যেই। সেই সংগ্রামেই শেষ পর্যন্ত যিনি রয়ে গিয়েছেন, তিনি সম্পর্কে পিসি, এবং মানুষটি ভালই। তিন ভাইকেই ভালবাসেন। তাঁর নিজের কোনও সন্তান নেই, আগে পিছনে কোনও টানও নেই। তা ছাড়া, ছেলেদের কোনও বিষয়েই, তিনি প্রায় নাক গলান না। কেবল মাঝেমধ্যে বিয়ের তাগাদা দেওয়া ছাড়া। তিনি যা

রাঁধেন, তিন ভাই তাই খেয়ে খুশি। যেমন ঘর-গৃহস্থালি দেখেন, তাতেই চলে যায়। ঝি-চাকর সব তাঁর এক্তিয়ারে। তার মধ্যে, অশোকের একটু আলাদা ব্যাপার আছে, যদিও সে 'আলাদা' ব্যাপারটা, তিন অবিবাহিত ভাইয়ের সংসারে কোনও রকম জটিলতাই সৃষ্টি করেনি। সেটা নিতান্ত অশোকের নিজের ঘরেই সীমাবদ্ধ।

বড় মেজো যখন ধ্রুপদ সংগীত আর জ্যোতিষী নিয়ে পড়ে আছে তখন অশোকও একেবারে 'নেশাহীন' ছেলে নয়। তবে নেশাটা, বাইরে থেকে বিশেষ টের পাওয়া যায় না। বরং, তার আসল নেশার থেকে, শহরের বখাটে ছেলেদের শিরোমণি বলেই লোকে বেশি জানে। যদিও, আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না, শহরে সে বখামি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু একটা চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলে, ছিপছিপে ফরসা একটি যুবক, ড্রেনপাইপ প্যান্ট পরে, গায়ে সিনথেটিক হাওয়াই শার্টের বোতাম আধ-খোলা করে, সারা দিন যদি বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ির রকে আড্ডা মারে, দামি সিগারেট ফোঁকে, আর প্রয়োজন হলেই, বাড়ির ভিতর থেকে বা বাইরের দোকান থেকে, চাকরকে দিয়ে কেতলি ভরে চা আনায়, তা হলে, লোকে তাকে খুব ভাল চোখে দেখতে চায় না।

কিন্তু অশোক নাচার। দাদাদের চরিত্রটা, ওর মধ্যেও চুঁইয়ে ঢুকে পড়েছে। চাকরির কথা ভাবতেই পারে না, কারণ কোন প্রয়োজনই নেই। দাদাদের যেমন বিয়ে সম্পর্কে বৈরাগ্য, ওরও তাই। যদিও ওর বয়সটা এখনও অনেক কম, তথাপি, বাঁশ তো ঝাড়েরই। তার আর এদিক-ওদিক কী করে হবে। জ্যুলজিতে অনার্স নিয়ে পড়তে পড়তে, ইউনিয়নের মারামারিতে, ওকে কলেজ ছাড়তে হয়েছিল। অন্য কোনও কলেজে গিয়ে হয়তো পড়তে পারত, ও সবাইকে শুনিয়েই বলেছিল, 'দূর তোর নিকুচি করেছে, গুলি মারো!'

তারপরে আর পড়াশুনো করেনি। রাজনীতিটা ও জীবনের পেশা বা সক্রিয় কাজ হিসাবে নেয়নি। তবে, একটা রাজনৈতিক চেতনা আছে, এবং সেটা হাল আমলের প্রগতিশীল রাজনীতির চেতনা। ফলে, রাজনীতি করে, এমন বন্ধুবান্ধব ওর কিছু আছে, যারা ওর রকের নিয়মিত হাজিরাদার। তা ছাড়াও, কিছু বেকার বা চাকুরিজীবী, সমবয়সি বন্ধুরাও আছে। তারা কেউ-ই খুব একটা কেউকেটা কেউ নয়, বরং যাদের মাস্তান বলে, সে রকমও দু-একজন আছে। একেবারে নাম-করা গুণ্ডা না হলেও, মারামারিতে নাম আছে, এমন ছেলেও ওর রকের আসরে এসে জমে।

কিন্তু অশোকের রকের চেহারা একটু আলাদা। ওর রক থেকে, মেয়েদের যাওয়া-আসার পথে, কোনও রকম শিস দেওয়া বা বাজে কথা বলা চলে না, বরং একেবারে উলটো। যারা শিস দেয়, মেয়েদের পিছনে লাগে, ওরা লাগে তাদের পিছনে। ফলে সংঘর্ষও অনিবার্য, এবং সে রকম সংঘর্ষ মাঝেমধ্যে ঘটে। শহরের পরিচিত গুরুজন বা মেয়েদের নিয়ে, কেউ কোনও কথা বলতে পারবে না। অন্তত অশোকের সামনে।

শুধু এই কারণেই, কয়েকজনকে, এই রক থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। অবিশ্যি, যার প্রেম করতে ইচ্ছা হবে, সে যত খুশি প্রেম করুক গে, কারুর কিছু বলার নেই। কিন্তু অনিচ্ছুক মেয়েকে বিরক্ত করলেই, শহরে তাকে নাকাল না করে ওরা ছাড়ে না।

তা বলে, সব বয়স্ক লোককেই যে ওরা গুরুজন বলে শ্রদ্ধা করে, তা নয়। সুদখোর চশমখোর চামার নিতাই চাটুজ্যেকে দেখলেই, রক থেকে আওয়াজ ওঠে, 'আজ মাইরি হাঁড়ি ফাটবে।' কিংবা বল্লভ ভট্টাচার্যের প্রৌঢ়া বিধবা পুত্রবধূ যখন মুখে রং মেখে, সারা গায়ে ঢেউ দিয়ে চলে যায়, তখনও আওয়াজ ওঠে, 'মাগো, আবার কার সব্বোনাশ করবি মা!'...কেন না, সবাই জানে, বল্লভ ভট্টাচার্যের বিধবা পুত্রবধূ শহরের তিনটি তরুণীকে অনাচারের পথে ঠেলে দিতে গিয়ে, কীভাবে ধরা পড়ে গিয়েছিল। শহরের দুশ্চরিত্র লম্পটদের সে আড়কাঠি। নিজের যৌবন গতায়ু, এখন সে অভাবগ্রস্ত মেয়েদের সর্বনাশ করে বেড়ায়। এক বার ধরা পড়ে পুলিশ কোর্ট-কাছারি অবধি গড়িয়েছিল। তবে, নিতান্ত প্রাচীন ভদ্র পরিবারের বউ বলেই, ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবাই জানে, বিষ্ঠাখোর কুকুরের মতোই. সে তার ব্যবসা ছাড়েনি, অনেক সাবধান হয়ে গিয়েছে। কাঁচা কাজ আর সে বড় একটা করে না।

এ রকম কিছু পুরুষ বা দু-একজন মহিলা সম্পর্কে, অশোকদের রক, বিদ্রূপে এবং ঘৃণায় ক্ষুরধার কঠিন ও সরব। অতএব, রটনা তাদের নামেও আছে। সাধারণ লোক এক পক্ষের কথা শোনে না। দুর্নাম গালাগাল করতে হলে, তারা সকলের কথা থেকেই রসদ সংগ্রহ করে।

কিন্তু এটা, এই রকের আড্ডা বা বন্ধুদের সঙ্গে মেশাটা, তার একমাত্র নেশা না। বরং এটা হল ওর বাইরের চেহারা, এবং এই বাইরের চেহারার জন্যই, শহরে যে-কোনও অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটলেই ওর আর ওর বন্ধুদের খোঁজ পড়ে যায়। প্রথমত, পুলিশ কাউকেই বিশ্বাস করে না। অশোককেও করে না। কিন্তু শ্যামাপদ, স্থানীয় থানার অফিসার-ইন-চার্জের অন্য একটা স্বার্থও অশোককে নিয়ে আছে। সেটাই অশোকের আসল নেশা।

ইতিপূর্বে শহরের গুটি তিনেক খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে, প্রত্যেক বারই, অশোকের ডাক পড়েছে থানায়। প্রত্যেকটি খুনের ব্যাপারেই, শেষ পর্যন্ত, অশোকই সমস্যার সমাধান করেছে, খুনিকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। ওর ভিতরের এই ক্ষমতাটাকে, ওসি শ্যামাপদ, কোনও দিনই বিশেষ সুনজরে দেখেনি, অন্তর থেকে বিশ্বাসও করেনি। তার বরাবরই একটা সন্দেহ রয়ে গিয়েছে, অশোকের এই ক্ষমতাটার মধ্যে, নিশ্চয়ই কোনও শয়তানের কারসাজি রয়ে গিয়েছে। অন্যথায়, স্থানীয় পুলিশ বা ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোকেরা যেখানে অন্ধকারে হাতড়ায়, সেখানে অশোক কেমন করে, একের পর এক, ঘটনার সূত্র তুলে ধরে। বিশেষ অশোকের মতো একটি অকর্মণ্য অলস

পয়সাওয়ালা রকবাজ ছেলে, যার বন্ধুদের অনেককেই, অনেক ব্যাপারে সন্দেহ করা যায়। যদিও, আজ অবধি, ওর বিরুদ্ধে, কিছুই প্রমাণ করা যায়নি। শ্যামাপদর আশা, একদিন না একদিন, অশোককে সে হাতেনাতে ধরবে।

অশোক এ ব্যাপারে নির্বিকার। ওর ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপ লেগেই আছে। প্রত্যেকটি ঘটনার পরেই, শ্যামাপদকে যখন সমস্ত ব্যাপারটা ও ব্যাখ্যা করে, তখন পরিষ্কার বলে, 'আমি নিজেই তখন অপরাধী সাজি।'

শ্যামাপদর পুলিশি থিয়োরিতে, এ রকম কোনও কথাই নেই যে, অপরাধী সেজে অপরাধী ধরা যায়। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন করে? তুমি কী করে অপরাধী সাজবে?'

অশোক বলে. 'অপরাধী সাজা মানে কি আর আমিও অপরাধ করতে যাচ্ছি? তা ভাববেন না। আমি কল্পনা করি, আমি নিজেই যেন অপরাধটা করেছি। তারপরে ভাবি, এ অপরাধটা আমি কেন করেছি। মোটামুটি একটা কারণ খুঁজে পেলে, তারপরে ভাবি, কী ভাবে অপরাধটা এবার করা যায়। যে অপরাধ ঘটেছে, তার সঙ্গে আমারটা মেলে কি না। যদি মেলে, তারপরে ভাবি, এবার আমি নিজেকে কী ভাবে বাঁচাতে পারি, যাতে আমি কোনও রকমেই ধরা না পড়ি। ...'

অশোক এমনভাবে কথাগুলো বলে, শ্যামাপদর মাথায় তা কিছু ঢোকেই না, উপরন্তু ওকেই সন্দেহ করতে থাকে। সে রেগে যায়, 'তোমার এ সব থিয়োরি আমি একেবারেই মানি না, এ সবই বুজরুকি।'

তখন অশোক বলে, 'তার কাবণ আপনার এই খাকি পোশাক, কাঁধের স্টার, আর ক্রস-বেল্ট। আসলে, আপনাদের মাথা খারাপ হয়ে যায় ওপরওয়ালাদের কাছে কৈফিয়তের ভয়ে, সবাইকেই চোখ রাঙানোর মেজাজ, লেবার উইদাউট ইনটেলিজেন্স, ছকে ফেলে সব বিচার, যার ফলে, গাধার খাটুনি খেটেও—'

ততক্ষণে শ্যামাপদর রাগে মেজাজ বিগড়ে যায়, চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, সে প্রায় চিৎকার করে ওঠে, 'যথেষ্ট হয়েছে, পুলিশকে আর তোমার ক্রিটিসাইজ করতে হবে না।'

অশোক বলে, 'পুলিশ থাক, তারপরেও যেটা হল আইন এবং বিচার-পদ্ধতি, তার জন্যও পুলিশ অনেক অংশে দায়ী, যে কারণে অপরাধী পালাবার সুযোগ পায়।'

শ্যামাপদর প্রচণ্ড গর্জনে অশোককে থামতেই হয়।

অশোকের অনেক বন্ধুরাও জানে না, অপরাধতত্ত্বে তার কোনও রকম উৎসাহ আছে। অথচ, কুকুরের যেমন সবকিছুই শুঁকে শুঁকে বের করার অভ্যাস, একটা স্বাভাবিক ব্যাপার, ওর মধ্যেও সে রকম একটা প্রবৃত্তি আছে। অপরাধের কথা শুনলেই, ঘটনা জানলেই, ওর কল্পনা-রাজ্যে, একটি কুকুর যেন সমস্ত ঘটনার মধ্যে শুঁকে শুঁকে

বেড়ায়, এবং একেবারে শেষ পর্যন্ত ধাওয়া করে যায়। অবিশ্যি কোনও বন্ধুই জানে না, এ কথা সত্যি নয়। ওর কোনও কোনও বন্ধু জানে। আর জানে, ওদেরই পাশের বাড়ির জ্ঞাতি-সম্পর্কে এক বউদি। নাম তার কাঞ্চন, কাঞ্চনবউদি। যারা, তিন ভাইয়ের সব কিছু জানে, স্বভাবতই, আজকের এই প্রাচীন ঠাকুরবাড়িকে তারা পাগলা-গারদ নাম দিয়েছে। তিন জনের তিন নেশা। ধ্রুপদ সংগীত, জ্যোতিষী, অপরাধতত্ত্ব। সবথেকে যেটা সুখের বিষয়, তিন পাগলেরই সহাবস্থান শান্তিপ্রদ। কেউ কাউকে বাধা দেয় না, নাক গলায় না। অবিশ্যি, নিজের নিজের বিষয় ছেড়ে, সে-সময়ও কারুর নেই। তিন জনেরই নেশা, পেশা কারুর নয়। ঘরে যথেষ্ট খাবার সংস্থান আছে, অতএব বনের মোষ তাড়াতে কোনও অসুবিধা নেই। ভবিষ্যতের কোনও ভাবনা নেই, কারণ কোনও পিছুন টান নেই। ভবিষ্যতে, কোনও রকম পিছুন টান থাকবে বলেও তারা মনে করে না, তাই ভাবে না। এটুকু জানে, নিজেদের জীবনটা তারা অনায়াসে কাটিয়ে যেতে পারে। তারপরে যদি কোনও দিন দুর্দৈব কিছু ঘটে, তখন ভেবে দেখা যাবে তাদের মনোভাবটা সেইরকমই।

অশোক টেলিফোন রেখে, ওদের সেকালের প্রাচীন বাড়ির তিন বাঁক ঘুরে, তিরিশ সিঁড়ি পেরিয়ে, দোতলায় দালান পার হয়ে, ওর নিজের ঘরে গেল। ওপরে ছয়টি ঘর মোটামুটি পরিষ্কার করা আছে। তিনটিতে তিন ভাই থাকে। বাকি তিনটিতে, শোবার বসবার সব ব্যবস্থাই আছে, নিতান্ত প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সে প্রয়োজন বড় একটা পড়ে না। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে তো ওরা এখন ভূতের শামিল। তিনটি উন্মাদ, একটি পাগলাগারদ।

অশোক ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। ওরই খাটের ওপর যে পা ঝুলিয়ে বসে আছে, হঠাৎ দেখলে, তাকে একটি অবিবাহিতা মেয়ে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই, দেখা যায়, তার কপালে সিঁদুরের টিপ নেই বটে, মাঝখানের সিঁথিতে হালকা দাগ আছে। ঘোমটা তার নেই বটে, রুক্ষু চুলের গোছায় কোনও রকমে একটা আলগা খোঁপা বাঁধা আছে। হাতে শাঁখা নেই বটে, দুটি ফরসা হাতের এক হাতে একগাছি সোনার বাঁধানো লোহা আছে, আর এক হাতে রুপোয় বাঁধানো লোহা। আর, নিতান্তই দুগাছি করে নকল পলার লাল চুড়ি।

লালপাড়, নিতান্ত সাধাসিধে মিলের শাড়ি, আটপৌরে ধরনে পরা। গায়ের জামাটাও নিতান্ত সাদামাটা, ধূসর বর্ণের। তথাপি সব মিলিয়ে, অন্য দিকে তাকিয়ে যে খাটে বসে পা দোলাচ্ছে, তাকে ঘিরে, কোথায় যেন একটা অসামান্যতা বিরাজ করছে। বয়স তার চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যেই হবে। গৃহস্থালির নানা কাজে, ধোঁয়ার ধুলায়, যতই ঝাপসা হোক, কাঁচা সোনার রং সবটুকু চাপা দিয়ে রাখা যায়নি। কালো ভুরু দুটি একটু

মোটা, ঘন কালো, কিন্তু টানা, যেন তার টানা চোখের সঙ্গে মিলিয়ে কেউ এঁকে দিয়েছে। নাক তেমন টিকলো না হলেও বোঁচা নয়। বাঁ নাকের পাটায় শূন্য ছিদ্র, সেখানে কোনও অলংকার নেই। গড়ন একটু রোগা রোগা, অথচ স্বাস্থ্য খারাপ নয়। শরীরে তেমন ঔদ্ধত্য নেই, কিন্তু কোথায় একটা তীব্র ঝিলিক আছে। সব মিলিয়ে, হঠাৎ মনে হয়, যেন একটি কুমারী মেয়ে। এখনও যেন সেই ঢল লাগেনি, যাকে বলে বিয়ের জল। অথচ সে যে বিবাহিতা, তা তার কয়েকটি চিহ্নেই বর্তমান।

অশোক ঘরে ঢুকেই, তাকে দেখল। তারপরেই লক্ষ্য করল, খাটের পাশেই, পুরনো শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপরে ধূমায়িত চায়ের কাপ। কিন্তু ও ভুরু কুঁচকে, প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠল, 'আবার পা নাচাচ্ছ! ওই জন্যেই তোমার এত দুর্গতি।'

যাকে বলা হল, সে পা দুলিয়েই চলল, যেন শুনতেই পায়নি। অশোক চায়ের কাপ হাতে নিয়ে, আবার ধমক দিল, 'সেই পা নাচাচ্ছ?'

এবার লালপাড় শাড়ির ঘাড় চকিতে ফিরল। টানা চোখ দুটি যেন বিস্ময়ে বড় হল। সরু, টান টান স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'অঃ, ছোটবাবু এসেছেন? ঘুম থেকে উঠেই, কার টেলিফোন ধরতে গেছলেন?'

অশোক চায়ের কাপে এক চুমুক দিয়ে বলল, 'বলব কেন? কিন্তু তুমি পা নাচানো থামাবে কি না?'

অপর পক্ষ ঘাড় কাত করে, পা নাচাতে নাচাতেই বলল, 'আমিই বা থামাব কেন?'

'দাঁড়াও, তোমার শাশুড়িকে গিয়ে বলছি। রুটি গড়বার বেলুন দিয়ে যখন পায়ে মারবে, তখন বুঝবে, বউ-মানুষের পা নাচানো কাকে বলে!'

বউটি ঠোঁট উলটে জবাব দিল, 'আমার শাশুড়ি জানে, আমি ঘরের অলক্ষ্মী।'

অশোক চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে, চকিতে মাথা তুলে তাকাল। লাল শাড়ি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করল, আর পা দোলানো তার থেমে গিয়েছে।

অশোক প্রায় রেগে গিয়ে বলল, 'অলক্ষ্মী হতে খুব শখ বুঝি?'

খাটের ওপরে বসা, ঘোমটা-খোলা বিবাহিতা এবার আস্তে আস্তে মুখ তুলল। হাসির দীপ্ত ঝিলিকে একটু বিষণ্ণতার ছায়া। বলল, 'শখ করে কি আর আমার মতো মেয়ে অলক্ষ্মী হয়!'

অশোক ততক্ষণে চায়ে আবার চুমুক দিয়ে দিয়েছে। বলল, 'দেখো কাঞ্চনবউদি, সকালবেলাই মুখভার কোরো না, আমার ভাল লাগে না। এবার থেকে পা নাচিয়ে দেখো, আমিই তোমার পায়ে মারব। মেয়েদের পা নাচানো আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।'

বোধহয়, অশোকের সরোষবাক্য শুনেই, কাঞ্চনের বিষণ্ণতার ছায়া কেটে যায়।

তার টানা চোখে দ্যুতি ফোটে। বলল, ‘তোমাকে দেখলেই আমার পা নাচাতে ইচ্ছে করে, কেন বলো তো?’

অশোক সেটা ভাল করেই জানে, ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্যই কাঞ্চনবউদি ইচ্ছে করে আরও পা নাচায়। বলল, ‘তার মানেই, তোমার পা সুড়সুড় করে।’

‘মারবে?’

‘মারব বই কী।’

‘বেশ, তা না হয় মেরো, কিন্তু সাত-সকালেই ছোটবাবুকে টেলিফোন করেছিল কে?’

‘আমার প্রেমিকা।’

কাঞ্চনের ঠোঁট উলটে গেল। বলল, ‘বটে? প্রেমিকাটি কে শুনি?’

‘বলব কেন?’

অশোক চায়ের কাপ নামিয়ে সিগারেট ধরিয়ে আবার বলল, ‘অমনি হিংসে হচ্ছে তো?’

কাঞ্চন যেন ব্যস্ত হয়ে, বিদ্রূপ করে বলল, ‘তুমি প্রেম করবে তাতে আমার হিংসে হবে? কেন, আমার কি মরণ নেই?’

অশোক এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ‘তোমাদের আবার মরণ। কেউ প্রেম করছে শুনলে, সব মেয়েদের হিংসে হয়। মেয়েরা ওইরকমই।’

কাঞ্চন বলল, ‘তোমাদের পুরুষদের ঢের জানা আছে। মেয়েরা আছে তাই বর্তে গেলে। মেয়েদের প্রতি পায়ে পায়ে যারা দোষ খুঁজে বেড়ায়, কারুর সঙ্গে একটি কথা বললে হিংসায় জ্বলে-পুড়ে যায়, তারা আবার ও সব বলে!’

কাঞ্চনের মুখে একটু উত্তেজনার রক্তাভা দেখা দিল। অশোক তেমন বিচলিত হল না, চুপ করে সিগারেট খেতেই লাগল। কিন্তু কাঞ্চনের উত্তেজনার ঢেউটা, হঠাৎ যেন বেড়েই উঠল। সে খাট থেকে নেমে পড়ে, আবার বলল, ‘তোমরা পুরুষেরা যখন মেয়েদের সমালোচনা কর, লোভী হিংসুটে পুরুষেরা, তখন হাসব না কাঁদব, বুঝতে পারি না।’

অশোক বলল, ‘হাসবেও না, কাঁদবেও না—রাগবে।’

কাঞ্চন ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, ‘ঠিক তাই। মনে হয়, রাগে পুরুষদের মুখদর্শন করব না।’

বলেই সে দরজার দিকে পা বাড়াল। অশোক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ‘চলে যাচ্ছ নাকি?’

কাঞ্চন সরোষে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, ‘তবে কি, তোমার পৌরুষের বাণী শুনব?’

অশোকের হাসিতে, ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভাবটা চলে গেল। হাতজোড় করে বলল,

'দোহাই, রাগ কোরো না, আমার কোনও পুরুষের অহংকার নেই। শোনো বউদি।'

কাঞ্চন দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু মুখ ফেরাল না। এই মুহূর্তে, ডাকলেই যে সে এখুনি ঘরের মধ্যে আসবে না, তা বোঝা গেল দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়ানো দেখে। অশোকও ডাকল না। ওর সমস্ত মুখে ছায়া ঘনিয়ে এল। কাঞ্চনবউদিকে ঠিক এতটা রাগিয়ে দিতে চায়নি ও। কাঞ্চনও আসলে রাগেনি। অশোকের কথাটা গিয়ে লেগেছে তার অন্যখানে।

অবিশ্যি, অনেক সময়েই, অশোক তাকে অনেক কথা বলে। সবসময়ই কাঞ্চন রেগে যায় না। কিন্তু মানুষের মনের কখন কী অবস্থা বলা যায় না। এই কাঞ্চনকে, এভাবে দেখলে, তার জীবনের বাকিটা বোঝা যায় না। ভাবাও যায় না। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার, এক গরিব বৈদিক পরিবারের মেয়ে সে। সমাজের ছকের ধাঁধাটাই, এক্ষেত্রে ভাগ্যের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। কাঞ্চনদের অনেক কয়টি বোনকে তার বাবা পাত্রস্থ করেছেন। অথচ একটিও ভাই নেই। তার মধ্যে কাঞ্চনের বিয়েটাই বোধহয় সবথেকে অশুভ, এবং পিছনে একটি ক্রূর নিষ্ঠুর লোভের ছায়া রয়েছে।

অশোকের জ্ঞাতি-সম্পর্কে যে দাদার সঙ্গে কাঞ্চনের বিয়ে হয়েছে, তার এখনও কিছু পৈতৃক সম্পত্তি এবং সম্পদ আছে। কিন্তু দাদা, নাম যার গোবিন্দ, সে এক ধরনের বিকলাঙ্গ। সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না, মুখটা একটু বাঁকা, ঠোঁটের কষে সবসময়েই প্রায় লালা গড়ায়, স্পষ্ট করে কোনও কথা বলতে পারে না। কোনও অসুখ-বিসুখে নয়, জন্ম থেকেই গোবিন্দদা এইরকম। বিশ্ব-সংসারে, এর জন্য কাকে দায়ী করা যাবে, কেউই বলতে পারে না, কিন্তু গোবিন্দদাকে নিশ্চয় দায়ী করা যায় না। এমনকী, আর দশটা সাধারণ মানুষের মতোও যদি গোবিন্দদার সাধ-আহ্লাদ থাকে, তাতেও তাকে দোষ দেওয়া যায় না। গোবিন্দদা একেবারে নিরেট মস্তিষ্কের লোক নয়। কিছু বুদ্ধি বা ভাবনা আছে, নিজের সুখ-দুঃখ ব্যক্ত করতে পারে। তার মনেও বাসনা জেগেছিল, অন্যান্য ভাই-দাদাদের মতো, সে-ও বিয়ে করবে, একটি বউ নিয়ে সংসার করবে।

তবে, এই বাসনার থেকেও, সম্ভবত আরও বড় কথা, গোবিন্দদাকে তার শেষদিন পর্যন্ত এক জন দেখাশোনা করার লোক দরকার ছিল। এবং দেখাশোনা যেই করুক, একজন মানুষকে পোষণ করার মতো পৈতৃক সম্পত্তি তার আছে। কিন্তু যখন, কাঞ্চনের মতো একজন যুবতীকে, বিবাহিতা স্ত্রীরূপে সেই মানুষের কাজ করতে আসতে হয়, তখন শুধু দৃষ্টি আহত হয় না, একটা বিস্ময় ও বেদনা সমস্ত মনকে ভরে তোলে।

কাঞ্চন গোবিন্দদার সে-ই স্ত্রী। এর মধ্যে যেটা ক্রূর ও নিষ্ঠুর, তা হল, এই বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই, গোবিন্দদার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তার স্ত্রীর নামে লিখে দিতে

হবে। কাঞ্চনের নামে তাই লিখে দেওয়া হয়েছে। এটাও স্থিরনিশ্চিত, গোবিন্দদার ঔরসে কোনও সন্তানই কোনও দিন আসবে না। অতএব গোবিন্দদার মৃত্যুর পরে, কাঞ্চন তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে চলে যাবে পিত্রালয়ে। এই বিবাহের পিছনে, সেটাই ক্রূর নিষ্ঠুরতা। অথচ, কাঞ্চনের জীবনে পাওনার ভাগ কী রইল!

অশোক জানে, গোবিন্দদাকে কাঞ্চন স্বামীরূপে চিন্তা করতে পারে না, সেইভাবে ভালও বাসে না। কিন্তু, অসহায় বিকলাঙ্গ লোকটির প্রতি তার একটি বিশেষ মমতা জন্মেছে। গোবিন্দদাকে সে নিজের হাতে স্নান করায়, খাওয়ায়, সমস্ত রকমের পরিচর্যা করে। দরকার হলে, ছেলেমানুষকে শাসন করার মতো, বকে, ধমকায়, আদর করে, গল্প বলে। গোবিন্দদা তাতেই খুব তৃপ্ত।

কিন্তু তারপরেও একটি মেয়ে-জীবনের অনেকখানি, প্রায় তার সমগ্রটাই, পড়ে থাকে, যেখানে, কাঞ্চনের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, একটা অসীম শূন্যতার হাহাকার চার দিক থেকে ঘিরে ধরে, একটা অসহায় যন্ত্রণায় মাথা কুটতে ইচ্ছা করে, বুকের আঁচল ছিঁড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে, অথচ চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও যেন গলতে চায় না। একটা বদ্ধ জলাশয়ের মতো, যেন কোনও দূর নিরালায় পড়ে আছে। যেখানে কোনও স্রোত বহে না, কোনও তরঙ্গ খেলে না।

তথাপি, জীবন কোনও রকমেই একটা বদ্ধ জলাশয় হতে পারে না। তাই বোধহয়, সে নিজে থেকেই ছুটতে চায়, একটা পথ করে নেয়। এবং, কাঞ্চনের সেই পথটাই সম্ভবত, এই ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে, তার নিজের শ্বশুরবাড়ির ভাঙা ইটের স্তূপের ভিতর দিয়ে, রাস্তাটা এসে, এ বাড়ির খিড়কির দরজার সঙ্গে মিশেছে। যে-পথটা এসে, এই বিশাল বাড়ির নানান অংশ ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে শেষ পর্যন্ত অশোকের ঘরের দরজায় এসে মিলেছে। ভাঙা ইটের স্তূপটা, ঠাকুরবাড়িরই কোনও একটা জীর্ণ ভাঙা বাড়ির অংশ, যেখানে কেউ বাস করে না, বাইরের লোকের যাতায়াত নেই, একমাত্র মেয়েরাই সে পথে চলাচল করে।

কিন্তু, অসীম শূন্যতার হাহাকার থেকে এ ঘরে ছুটে এলেও, অশোকের সঙ্গে যে কাঞ্চনের সম্পর্কটা কী, তা বোধহয় ওরা নিজেরাও জানে না। সকালে, বিশেষত ঘুম থেকে উঠে, প্রথম চায়ের কাপটা কাঞ্চনই এনে দেয় অশোককে। দুপুরের খাবার সময়ও এক বার সে ঘুরে যায়। সময় থাকলে, অশোকের সঙ্গে একটু সময় কথা বলে যায়। বিকালের চা-টাও কাঞ্চন দিয়ে যায়।

অশোক তো রীতিমতো ধমকায়, 'আবার তুমি আমার চা নিয়ে এসেছ?'

কাঞ্চনের পরিষ্কার জবাব, 'আমার ইচ্ছে।'

খাবার সময় এসে দাঁড়ালে, মুখ গম্ভীর করে অশোক বলে, 'তোমার কি খাওয়া-নাওয়া নেই?'

কাঞ্চনের ছোট্ট জবাব, 'না।'

অবিশ্যি, কাঞ্চনের পক্ষে এ সব সম্ভব, কারণ অশোক যখন ঘুম থেকে ওঠে, দুপুরে খায়, বিকালে দিবানিদ্রা দিয়ে চা খায়, তখন গোবিন্দদার সব সেবাই শেষ হয়ে যায়। অশোকের সবই বিলম্বে। অশোক বকে, ধমকায়, কিন্তু এটাও সত্যি, এখন কাঞ্চন তার জীবনে প্রায় একটা অভ্যাস। কাঞ্চন এক বেলা না এলে, অশোকের রকের আড্ডায় মন বসে না। তাড়াতাড়ি মাঝখানের পোড়োবাড়ি পেরিয়ে, এক বার খোঁজ নিয়ে আসে।

এই ঠাকুরবাড়ি এবং জ্ঞাতিদের বাড়ির বিশাল চৌহদ্দি, প্রায় একটা পাড়ার মতো। তার মধ্যে, এই দু জনে কখন কতটুকু মিশছে, তা নিয়ে তেমন কারুর মাথাব্যথা নেই। কাঞ্চনের আসা, অশোকের খাওয়া-দাওয়ার দিকে একটু লক্ষ্য রাখা, কোনওটাই কারুর নির্দেশে নয়। বরং পিসি, যিনি তিন ভাইয়ের এই বিচিত্র সংসার দেখাশোনা করেন, তাঁর একটু বিরাগই লক্ষ করা যায়। তবে, পিসির মনে কোনও কটু সন্দেহ নেই। থাকলে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে কী রকম ঘোঁট হত বলা যায় না। অতএব, কাঞ্চন আসে তার নিজেরই মনের নির্দেশে।

অশোক কাঞ্চন, দু জনেই প্রায় সমবয়সি। কাঞ্চন একেবারে মূর্খ নয়, কিছু লেখাপড়া তার জানা আছে। সবথেকে বড় কথা, কিছু কিছু শাস্ত্রজ্ঞান আছে তার। যে-জ্ঞান সে তার শ্বশুরবাড়ির পোকায় কাটা অজস্র পুঁথি ঘেঁটেই আয়ত্ত করেছে, এবং যে-কথা জানে শুধু অশোক। তাই নিয়েও দুজনের অনেক তর্কাতর্কি ঠাট্টা বিদ্রূপ। এমনিতে, বুঝতে অসুবিধা হয় না, বউদি-দেবর হিসাবে, তাদের সম্পর্কটা বন্ধুর মতো। তথাপি, তাদের দু জনের মাঝখানে কোথায় একটা অদৃশ্য সুতো রয়েছে, যার মাঝখান দিয়ে, দু জনের মধ্যে যেন অনেক অকথিত কথা বলাবলি হয়ে যায়। দু জনে দু জনকে বুঝতে পারে। চোখের দিকে তাকালে, কেমন করে যেন তারা নিজেদের মনের হদিশ পায়।

অশোক ডাকল, 'বউদি, শোনো!'

কাঞ্চন তেমনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'বলো, শুনতে পাচ্ছি।'

'না, তুমি মুখ না ফেরালে, কিছু বলব না।'

'এ পোড়ার মুখ দেখে কী হবে?'

'তবে, রোজ সাত সক্কালে, ও পোড়ার মুখ দেখাতে আস কেন?'

'আসব না।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

'ঠিক?'

এবার কাঞ্চন ফিরল। ইতিমধ্যেই, তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটেছে। আয়ত চোখ দুটিতে ঝিলিক দেখা দিয়েছে। বলল, 'একটি থাপ্পড় মারব। তিন সত্যি করাতে চাইছ?'

অশোক গুনগুনিয়ে উঠল, 'আরও আরও আরও, আমায় মারো, এমনি করে মারো।'

কাঞ্চন ঠোঁট টিপে, ভুরু কুঁচকে বলল, 'ইয়ারকি! আমি যাচ্ছি।'

অশোক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আরে শোনো, আমার যে—'

কাঞ্চন বলে উঠল, 'জানি। আর এক কাপ চা চাই, তা নইলে বাথরুমে যেতে পারছ না। সেটাই আনতে যাচ্ছি।'

বলে, কাঞ্চন বেরিয়ে গেল। অশোক হেসে, আর একটা সিগারেট ধরাল। একলা হতেই, ওর মাথায় আবার শ্যামাপদর কথাগুলো জেগে উঠল। নিশ্চয়ই একটা বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটেছে। কী ঘটতে পারে? খুনের কথা যেন এক বার উচ্চারণ করেছিল। কিন্তু তার সঙ্গে, যেটা জানা গিয়েছে, সেটা হল স্পুটনিক ক্লাব, এবং ওয়াইলডেভ কোম্পানির ফ্যাক্টরি ক্লাব। ওয়াইলডেভ ক্লাবের মেম্বার অবিশ্যি সবাই হতে পারে না। একটা বিশেষ অঙ্কের আয়, স্ট্যাটাস এবং ক্লাবের বিশিষ্ট মেম্বারের রেকমেন্ডেশন দরকার। সেটা পেতে অশোকের অসুবিধা হয়নি, যদিও, নাক-উঁচু কিছু অফিসার তাতে আপত্তি করেছিল। কেন না, তাদের কাছে, অশোক হল, শহরের এক জন রকবাজ চ্যাংড়া। এমনকী, তাকে মাস্তানদের পর্যায়েও ফেলা যায়।

কিন্তু সে আপত্তি টেকেনি, কারণ ফ্যাক্টরির কিছু অফিসার আবার তাকে ভালবাসে। অশোককে তারা শুধু রকবাজ চ্যাংড়া মনে করে না। আর অশোকের, ওয়াইলডেভের মেম্বার হবার কারণ, মাঝে মাঝে বিলিয়ার্ড খেলা, টেবল-টেনিস, এবং সিজন ছাড়াও ইনডোর-এ ব্যাডমিন্টন খেলা। যদিও, ওর এ সব ইচ্ছাপূরণ হওয়া অসম্ভব। রকের বন্ধুদের ছেড়ে ওখানে ওর একলা একলা লাগে, বন্ধুরাও ছাড়তে চায় না। তবু, মাঝে মাঝে, ওয়াইলডেভ ক্লাবকে ওর ভাল লাগে। সেই পরিবেশে কিছুক্ষণ কাটাতে মন্দ লাগে না। অফিসাররা অনেকেই ড্রিঙ্ক করে। মহিলারাও কেউ কেউ করে। কোনও কোনও দিন, বিশেষ অকেশনে, রেকর্ড বাজিয়ে, নাচ-গানও হয়।

অশোক কখনও কখনও দু-এক পেগ ড্রিঙ্ক করেছে। মহিলাদের সঙ্গে আলাপ থাকা সত্ত্বেও, নাচতে পারেনি, কারণ, সেটা ওর আয়ত্তে নেই। যে কারণে, দু-একটি মেয়ে, বিশেষ করে, মিঃ তরফদারের মেয়ে জিনা, বা মিঃ ভার্গবের মেয়ে রীতা,

অনেক বার তাকে নাচতে বলা সত্ত্বেও, সে নাচতে পারেনি। রীতা কয়েক বার চেষ্টাও করেছে, বিশেষ করে ফক্সট্রট। কিন্তু এতটা আনাড়ি হয়ে, সকলের সামনে স্মার্টলি নাচা যায় না। বরং বলা যায়, এখনও অশোক জিনা এবং রীতার কাছে শিক্ষানবিশিই করছে।

কিন্তু তা যেন হল। ঘটনাটা কী ঘটতে পারে? স্পুটনিক প্রধানত খেলাধুলার ক্লাব। একটা অর্কেস্ট্রা গ্রুপ আছে। বছরে, এক-আধটা ছোটখাটো গানের বা একাঙ্কিকার অনুষ্ঠান হয়। ক্লাব-মেম্বারদের বয়সের কোনও সীমাবদ্ধতা রাখা হয়নি। যে কারণে, ওয়াইলডেভ ফ্যাক্টরির অল্পবয়সি ইঞ্জিনিয়র, ফোরম্যান বা অ্যাডিনিস্ট্রেশনের অফিসারও আছে।

সব মিলিয়ে, এ সবের মধ্যে, কোনও রকম দুর্ঘটনা বা অপরাধ সংঘটিত হবার কী থাকতে পারে! খুন তো অসম্ভব বলেই মনে হয়। শ্যামাপদ দারোগা তিলকে তাল করে ফেলতে পারে। মাথা গরম হয়ে গেলেই সে সাংঘাতিক একটা কিছু কল্পনা করতে আরম্ভ করে, যা খুশি তাই বলতে শুরু করে। পূর্বাপর ঘটনাটা ভেবে, প্রকৃত কিছু একটা পথ বের করতে পারে না।

কাঞ্চন এল ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে। অশোক যেন একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল চায়ের কাপের ওপরে। ত্রস্তভাবে স্বস্তিসূচক শব্দ করে বলল, 'আহ্, এসেছ? গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে, মাইরি।'

কাঞ্চন ভুরু কুঁচকে বলল, 'দেখো একেবারে আমার ঘাড়ের ওপরে পোড়ো না। এত তাড়া কীসের, তা তো জানি।'

অশোক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'কেন বলো তো?'

'রকের আড্ডা জুড়িয়ে যাবে যে!'

অশোক বলল, 'ভাগ্যিস, প্রেমিকার কথা বলনি।'

কাঞ্চন ভুরু তুলে, ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'তোমার প্রেমিকার কথা ভাবতে আমার বয়ে গেছে!'

অশোক আবার সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'প্রেমিকার নামটা তোমাকে বলতে চাই। এমন সুন্দর নাম, সত্যি বউদি, একেবারে মরমে পশে যায়।'

কাঞ্চন অশোকের মুখের দিকে তাকাল। তার চোখে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। তবু বলল, 'বলো, শুনি, সে আবার কোন পোড়াকপালি মেয়ে, তোমার প্রেমেও পড়ে।'

অশোক ঘাড় নাড়িয়ে, চোখ বুজে বলল, 'সেইখানেই তো মজা, যাকে বলে জীবনরহস্য, বুঝলে। ফোনে যে প্রেমিকা কথা বলছিল, তার নাম শ্যামাপদ দারোগা।'

কাঞ্চন ভুরু কুঁচকে কিছু বলতে যাবার আগেই, তার হাসি পেয়ে গেল। বলল, 'অসভ্য!'

তারপরে বলল, 'কেন, সাত-সকালে এত ডাকাডাকি কেন?'

অশোক নির্বিকার ভাবে বলল, 'হবে, একটা খুন-টুন কিছু হয়েছে।'

'খুন?'

'সেই রকমই কিছু মনে হচ্ছে। আর, শ্যামাপদকে জান তো? ওর ধারণা, শহরে যত খুন হয়, সবই আমি বা আমার বন্ধুরা মিলে করে বেড়াচ্ছি। যত অপরাধ, সব আমরা করছি। আর না হয়, যত জেল-খাটা গুণ্ডা দাগি চোর, তারাই সবকিছু করছে। লোকটাকে বুদ্ধু বলতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বলি না।'

কাঞ্চন অবাক হয়ে বলল, 'কেন বলো না?'

'কারণ, লোকটা আসলে চালাক।'

'কী রকম?'

'লোকটা আমার চরিত্রটা জানে তো, তাই আগেই, আমার ধারণাগুলো সব জেনে নিতে চায়।'

অশোক চা শেষ করে বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটা কী ঘটেছে, তাই তো ছাই এখনও জানতে পারলাম না। খালি দুটো ক্লাবের নামই শুনলাম।'

কাঞ্চন আর এ সব শুনতে তেমন উৎসাহী বলে মনে হল না। বলল, 'তার মানে, তুমি এই এখন বেরুবে, আর সারা দিন নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে টো টো করবে।'

অশোক বলল, 'মাথা খারাপ! এক বার থানায় যাব। ফিরে এসে দিব্যি স্নান-খাওয়া-দাওয়া করে, কষে একটি দিবানিদ্রা দেব।'

কাঞ্চনের ঠোঁট উলটে গেল। বলল, 'তবু যদি তোমাকে না জানতাম! তুমি তো নিজেই বল, অপরাধের গন্ধ পেলে, কুকুরের মতো তোমার ঘ্রাণশক্তি বেড়ে যায়।'

অশোক বলল, 'তুমিও কম যাও না। তোমার সাহায্য না পেলে তো আমি একটা সমস্যারও সমাধান করতে পারতাম না।'

কাঞ্চনের মুখ ইতিমধ্যে গম্ভীর হয়ে উঠেছে। বলল, 'যাও, তোমার এ সব কথা আমার একটুও ভাল লাগছে না। কী একটা বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়বে আবার।'

অশোক সঙ্গে সঙ্গে মুখটা বিকৃত করে বলল, 'যা বলেছ, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। তার চেয়ে, এসো বউদি, আমরা একটা কাজ করি।'

'কী বলো তো?'

'তোমাকে আমি প্ল্যান বাতলে দিচ্ছি, গোবিন্দদাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যাক। সব আপদ কেটে যাবে।'

কথাটা নতুন নয়, পুরনো। অশোক প্রায়ই, কাঞ্চনকে এ কথাটা বলে। তবু, কাঞ্চন হাত তুলে অশোককে মারতে গেল। অশোক এক লাফে সরে গেল। বলল, 'ভাল কথা বললে তো শুনবে না, তার আর কী হবে। দেখো তো, কত লোকে বাপ মা বউ

স্বামী ভাই বোন প্রেমিক প্রেমিকাকে খুন করছে। আর তুমি, গোবিন্দদাকে হাপিস করতে পার না? যে তোমার হাতের লোক।'

কাঞ্চন খালি কাপটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'করব, তবে একলা তোমার দাদাকে না, তোমাদের গোটা সমাজটাকে হাপিস করে যাব।'

বলেই সে ঘর থেকে চলে গেল। অশোক হাত বাড়িয়ে তোয়ালে নিয়ে দৌড় দিল।

থানায় এসে মনে হল, হাওয়া বেশ সরগরম। অশোক যখন থানায় এল, তখন প্রায় পৌনে দশটা। আসবার আগেই সে বন্ধু তিমিরকে টেলিফোন করেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, সে কোনও কিছু শুনেছে কি না। তিমির কিছুই শোনেনি। শুধু এইটুকু জানা গিয়েছে, গতকাল স্পুটনিক ক্লাবের পিকনিক ছিল, সেখানে নাকি কী গোলমাল হয়েছে। তিমির সঠিক কিছুই জানে না। কারণ সে পিকনিকে যায়নি।

পিকনিকে অশোকও যায়নি, কারণ ও-ধরনের প্রায় একটা অভিযান ওর ভাল লাগে না। এমনকী তিমিরকে ও জিজ্ঞেসও করেনি, পিকনিক কোথায় হয়েছিল। তিমিরের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পরে, সোজাঁ থানায় চলে এসেছে। একটা ধারণা করেছে, হয়তো পিকনিকে কোনও রকম অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, অথবা, কোনও মেয়েকে নিয়ে ছেলেদের কারুর কারুর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়েছে, অথবা, দুঃসাহসিক প্রেমের অভিনয় কিছু ঘটেছে, যেটা পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছে।

থানার বড় ঘরের অফিসে, এস আই ছাড়া কেউ ছিল না। অশোক কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ইনস্পেক্টর বলল, 'ইস, এত দেরি করে এলেন আপনি! এখুনি আমাকে আপনার বাড়ি যেতে হচ্ছিল।'

'তাই নাকি? কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

সাব-ইনস্পেক্টর বলল, 'যান, ও সি-র ঘরে যান, সেখানে সব শুনতে পাবেন।'

সেটা অশোকও জানে। ও.সি.-র ঘরটা একটু বিশেষভাবে সাজানো। দরজার সামনে মোটা পরদা। জানালায় পরদা। ভিতরের আসবাবপত্রও একটু চকচকে।

অশোক পরদা তুলে বলল, 'আসতে পারি বড় দারোগাবাবু?'

শ্যামাপদ বুলডগের মতো চোয়াল শক্ত করে, একজনকে কী সব জিজ্ঞেস করছিল। অশোকের সম্বোধন শুনেই, সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল, তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। হাত তুলে ঘড়ি দেখে, যেন প্রায় গম্ভীর গর্জনে বলল, 'তোমার সাড়ে নটায় আসবার কথা ছিল।'

অশোক ঘরের মধ্যে ঢুকে, সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বলল, 'একটু দেরি হয়ে গেল স্যার।'

'স্যার' সম্বোধনটাই শ্যামাপদর পছন্দ, তা অশোক জানে। কিন্তু ততক্ষণে ঘরের

বাকি মুখগুলো দেখে, একটু অবাক হয়ে গিয়েছে। দেখল, স্পুটনিকের প্রায় সাত জন যুবক সভ্য, ওয়াইলডেভ ফ্যাক্টরির যুবক ফোরম্যান দুজন, একজন অফিসার, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিস্ট। রীতা, অফিসার মিঃ চ্যাটার্জির মেয়ে বেবি, কাশ্মীরি যুবক অফিসার মিঃ নাদিম এবং তার নব-বিবাহিতা স্ত্রী মিসেস নাদিম, ত্রৈলোক্য ঘোষালের মেয়ে সুবর্ণা রয়েছে। সুবর্ণাও স্পুটনিকের মেম্বার। শ্যামাপদ সবাইকে নিয়ে, প্রায় একটা কনফারেন্স বসিয়ে দিয়েছে যেন। এত লোককে, একসঙ্গে, একটা ঘরে নিয়ে বসে সে কী তদন্ত করছে; অশোক বুঝতে পারল না। তা হলে, নিশ্চয়ই কোনও মারামারির ঘটনা ঘটেছে।

কিন্তু তারই বা চিহ্ন কোথায়। কারুর হাত-পা ভাঙা নেই, চোখ-মুখ ফুলে নেই, ব্যান্ডেজ বাঁধা নেই। কী ঘটতে পারে?

যাই হোক, শোনা যাক। ঠোঁটে একটা সিগারেট নিয়ে, বসবার জায়গা খুঁজল সে। কিন্তু ও জানে, শ্যামাপদ এখনও ওর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে। নিশ্চয়ই একটা কিছু বলবে। এবং বললও তাই। প্রায় হুমকে উঠে বলল, 'দেরি হয়ে গেল বললেই হবে! পুলিশের কাজটাকে তুমি কী মনে করো?'

অশোক ততক্ষণে, একেবারে শ্যামাপদর প্রায় পাশের চেয়ারটা খালি দেখে, সেখানেই গিয়ে বসল। বলল, 'খুবই জরুরি।'

'তবে, দেরি করে আসার মানে?'

'ইচ্ছে করে তো করিনি, আর আপনার তাতে কোনও ক্ষতিও হয়নি। আসলে একটু কনস্টিপেশনে ভুগছি কিনা, দেরি হয়ে গেল।'

শ্যামাপদ অবিশ্বাসী ভঙ্গিতে, নাকের পাটা ফুলিয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'না কি, শহরের চার দিকে সব খবরাখবর নিয়ে আসতে দেরি হয়ে গেল?'

অশোক নির্বিকারভাবে বলল, 'কীসের খবর বলুন তো?'

শ্যামাপদর মুখ শক্ত হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কিছুই জানো না?'

অশোক একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কী জানব বলুন।'

শ্যামাপদ মুখটা সরিয়ে নিল, যাতে ধোঁয়া না লাগে। সে সিগারেট খায় না, কোনও নেশাই করে না। বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। এখনও অবিবাহিত। কিন্তু মাথার চুলে ইতিমধ্যে বেশ পাক ধরে গিয়েছে। মুখটা রীতিমতো মাংসলো, একটু-আধটু ভাঁজও পড়েছে। আপাতদৃষ্টিতে, তার চেহারাটা দেখলেই, সাধারণ অপরাধীদের চোখে ভয় ফুটে ওঠার সম্ভাবনা।

কথাটা বোধহয় শ্যামাপদ নিজেও ভাল জানে। তার সমস্ত মুখের মধ্যে একটা ক্রূর ভঙ্গি সে সবসময়ে ফুটিয়ে রাখতে চায়। তার বড় ফোলা মুখ, চওড়া শরীরে, সেটা অনেকখানি সহজ।

অশোকের কথার জবাবে, আবার সে জিজ্ঞেস করল, 'যে কারণে তোমাকে ডাকা হয়েছে?'

অশোক বলল, 'সেটা আপনি বলবেন, তবে তো আমি জানব।'

শ্যামাপদ কয়েক মুহূর্ত, জ্বলন্ত কঠিন চোখে অশোকের দিকে তাকিয়ে রইল। অশোক বাকি সকলের দিকে ফিরে তাকাল। সকলেই তার বিশেষভাবে পরিচিত। অধিকাংশই তার বন্ধুস্থানীয়। ওয়াইলডেভের যারা আছে, তারা সকলেই বিশেষভাবে পরিচিত। ফোরম্যান দু জনের একজনের নাম রথীন মুখার্জি, আর একজনের নাম অমৃত অধিকারী। অফিসারটির নাম নীতিশ দত্ত। অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিস্টের নাম ভুজঙ্গ গুহ। বন্ধুদের মধ্যে আছে রবীন, হরিশ, শ্রীমন্ত, নন্টু, অরূপ, জীবন, নরেন।

শ্যামাপদ অশোকের দিকে চোখ রেখেই, চাপা গর্জনে জিজ্ঞেস করল, 'গতকাল তুমি পিকনিকে যাওনি?'

অশোক যেন জানে না, এমনিভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কোন পিকনিকে?'

অরূপ বলে উঠল, 'আপনাকে বললাম তো, অশোক পিকনিকে যায়নি।'

অরূপের কথা শেষ হবার আগেই, শ্যামাপদ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল, 'ইউ শাট আপ। যাকে জিজ্ঞেস করছি, আমি তার মুখ থেকেই জবাবটা শুনব। আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই না।'

অরূপের চোখে-মুখে, ভয় আর লজ্জার ভাব দেখা দিল। সে অশোকের দিকে তাকাতেই, অশোক ঠোঁট টিপে একটু হাসল। অরূপের মনের অবস্থাটা অশোক বুঝতে পারছে। অরূপ সরলভাবে বলতে চেয়েছিল। বেচারি! রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছে। কিন্তু শ্যামাপদকে অশোকের ভালই জানা আছে, তাই সে বন্ধুকেও একটু ভরসা দিতে চাইল।

শ্যামাপদ আবার অশোকের প্রতি হুমকে উঠল, 'অ্যানসার মি।'

ঘরের আর সকলের মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছে, যেন অশোক একটা মস্ত অপরাধী। অথচ এখনও সে অপরাধের কথাটাই জানে না। আসলে, শ্যামাপদর ভাবভঙ্গি দেখে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। ও আবার একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'শুনেছেনই তো, আমি যাইনি।'

শ্যামাপদ টেবিলে ঘুষি মেরে বলল, 'আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

অশোক বলল, 'আজ্ঞে না দারোগাবাবু, আমি পিকনিকে যাইনি।'

শ্যামাপদর মুখটা এমন ভয়ংকর হয়ে উঠল, যেন সে একটা প্রচণ্ড ঘুষি অশোকের মুখের ওপরে বসিয়ে দেবে। তীব্র রাগে তার গলার স্বর পর্যন্ত খাদে নেমে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

আবার সিগারেটে টান দিয়ে অশোক বলল, 'এ সব ঝামেলা ভাল লাগে না।'

শ্যামাপদ কথঞ্চিৎ রাগ প্রশমন করে বলল, 'হঠাৎ এত বিরাগ কীসের?'

অশোক চেয়ারে ভাল করে হেলান দিয়ে বলল, 'বয়স হচ্ছে তো।'

অন্য সময় হলে হয়তো ঘরের সবাই চেঁচিয়ে হেসে উঠত। তা সত্ত্বেও, অধিকাংশের মুখেই একটু হাসির আভাস দেখা দিল। শ্যামাপদ দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'মনে করছ, এমনি করেই বরাবর পার পেয়ে যাবে, কিন্তু এত সোজা নয়।'

অশোক এ কথার কোনও জবাব দিল না। শ্যামাপদ ঘরের সকলের দিকে এক বার চোখ তুলে তাকাল। আবার অশোকের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এদের সবাইকে চেন?'

অশোক প্রায় দেড় মিনিট ধরে, সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, যার কোনওই কারণ নেই। সবাইকেই সে ভালভাবে চেয়ে বলল, 'কম-বেশি।'

'কী রকম কম-বেশি? কাকে বেশি, কাকে কম, বলো তো?'

'ফ্যাক্টরির এঁদের সবাইকেই চিনি, তবে শহরের অন্যান্য বন্ধুর মতো বেশি মেলামেশা তো নেই। চিনি সবাইকেই।'

'জিনাকে চেন?'

'মিঃ তরফদারের মেয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'চিনি।'

'সে কোথায় জান?'

'বোধহয় বাড়িতেই হবে, কেন বলুন তো?'

শ্যামাপদ সে কথার কোনও জবাব দিল না। অশোক দেখল, সমবেত সকলের চোখে-মুখেই যেন, কী একটা কথা অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, যেন কিছু বলতে চাইছে। ভয়ে বলতে পারছে না।

শ্যামাপদ আবার জিজ্ঞেস করল, 'গতকাল স্পুটনিকের পিকনিক ছিল, তুমি আগে থেকে জানতে?'

'জানতাম।'

'তবু তুমি যাওনি?'

অশোক মুখে কিছু না বলে, কেবল ঘাড় নাড়ল। শ্যামাপদ সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'গতকাল ভোর ছটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত, তুমি কোথায় ছিলে?'

অশোক বলল, 'বাড়িতে, আর বাড়ির রকে। কিন্তু আমি এখনও জানি না, কেন এত কথা জিজ্ঞেস করছেন।'

'কেন, জিজ্ঞেস করতে পারি না নাকি?'

'নিশ্চয়ই পারেন, অকারণ সময় নষ্ট আর বিরক্ত হওয়া ছাড়া, আর কিছু হয় না।'

শ্যামাপদর মুখে বিদ্রূপ ফুটে উঠল। 'তুমি বলছ সময় নষ্ট? রকবাজি করেই যার দিন কাটে।'

অশোক বলল, 'আমার জন্য বলছি না, আপনার কথা বলছি। আপনার সময়ের কত দাম!'

'হ্যাঁ, সময়কে আমি ঠিক কাজেই লাগাচ্ছি। তুমি যে গতকাল সারা দিন বাড়িতে আর রকে বসে কাটিয়েছ, তার কোনও প্রমাণ আছে?'

'অজস্র। বাড়ির লোকেরা জানে, পাড়ার লোকেরা জানে, আমার অন্যান্য বন্ধুরা জানে।'

শ্যামাপদ বলল, 'আচ্ছা, সেটা খোঁজ করে দেখা যাবে। এখন তোমাকে খালি এইটুকু জানিয়ে রাখা হচ্ছে, মিস জিনা তরফদার গতকাল পিকনিক স্পট থেকে উধাও হয়ে গেছে, তার কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায়নি।'

ঠিক এ সময়েই, মিঃ তরফদার সস্ত্রীক ঘরে ঢুকলেন। ফ্যাক্টরি কর্মচারীরা সকলেই উঠে দাঁড়াল। শ্যামাপদ বলল, 'আসুন আসুন, বসুন।'

বাকিদের দিকে ফিরে বলল, 'আপনাদের আজ আর আমার কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই। আপনারা যে যার বাড়িতে যান। তবে কেউই শহর বা স্টেশন লিভ করবেন না, করলেও আমাকে না জানিয়ে করবেন না। কোনও রকম দরকার হলেই যেন আপনাদের পাওয়া যায়।'

সকলেই নিঃশব্দে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল। অশোকও উঠল। শ্যামাপদ বলে উঠল, 'তুমি এখন যাবে না, কথা আছে।'

তা অশোক খুব ভালভাবেই জানে। সে ইচ্ছা করেই উঠেছিল, শ্যামাপদর কথাটা শোনার জন্য। তরফদার সস্ত্রীক বসলেন। দুজনকেই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আর অগোছালো দেখাচ্ছে। তাঁরাও এক বার অশোকের দিকে তাকালেন। তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'সবই শুনেছ তো অশোক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এইমাত্র শুনলাম।'

'তুমি তো পিকনিকে যাওনি শুনলাম।'

'না, যাইনি।'

শ্যামাপদর এই ধরনের কথাবার্তা ভাল লাগছিল না। বিশেষত মিঃ তরফদার যেভাবে অশোককে খাতির করে কথা বলছিলেন, সেটা তার আরও অসহ্য। সে জিজ্ঞেস করল, 'যাই হোক মিঃ তরফদার, এবার বলুন তো, খবরাখবর কিছু পেলেন?'

তরফদার ঘাড় নেড়ে, নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'না, কোনও খবর নেই।'

বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের মিসেস তরফদারের চোখ হঠাৎ ভিজে উঠল। শ্যামাপদ একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'সব জায়গায় খোঁজ করেছিলেন?'

'করেছি। কলকাতায় যত আত্মীয়-স্বজন আছে, সকলের বাড়িতে টেলিফোন করে খবর নিয়েছি, জিনা তাদের কারুর বাড়িতেই যায়নি। তা ছাড়া গাড়ি নিয়ে চেনা-পরিচিত সকলের বাড়িতেই, কাছে-পিঠে ঘুরে এসেছি, কেউ কিছু বলতে পারল না।'

শ্যামাপদ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। আবার জিজ্ঞেস করল, 'জিনা কি একলা চলা-ফেরা করতে অভ্যস্ত ছিল?'

তরফদার বললেন; 'তা তো নিশ্চয়ই। সে কলেজে যেত, একলা সিনেমা-টিনেমাতেও যেত। অবিশ্যি প্রায়ই অন্যান্য মেয়েরাও থাকত।'

'জিনার সঙ্গে যাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, তাদের নাম বলতে পারেন?'

'পিকনিকে যারা গিয়েছিল, তাদের সকলের সঙ্গেই খুব ভাব ছিল। তবে রীতা তো ফ্যাক্টরি কোয়ার্টারে থাকে, ওর সঙ্গেই ভাবটা বেশি। সম্প্রতি মিসেস নাদিম এসেছে, ওদেরই সমবয়সি। তার সঙ্গেও বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল।'

শ্যামাপদ একটা কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছে, পারছে না। অশোক সেটা বুঝতে পারছে, এবং খানিকটা আন্দাজও করতে পারছে শ্যামাপদ কী জানতে চায়! একটু সময় নিয়ে শ্যামাপদ জিজ্ঞেস করল, 'আমি জানতে চাইছি, কোনও ইয়ংম্যান, আই মিন, এনি বয়ফ্রেন্ড—'

তরফদার তাকালেন স্ত্রীর দিকে। মিসেস তরফদার ইঙ্গিতটা বুঝে, জবাব দিলেন, 'সে রকম বিশেষভাবে যে কারুর সঙ্গে কিছু ছিল, কোনও দিন চোখে পড়েনি। তবে, বলতে পারি না, কারুর সঙ্গে যদি কিছু থেকে থাকে।'

শ্যামাপদ ভারিক্কি চালে মুখ টিপে, টেবিলে পেন্সিল ঠুকতে লাগল। যেন সে বিশেষ ভাবেই ব্যাপারটা বোঝে। কিন্তু অশোকের মনে হল, মিসেস তরফদার কথাটা সঠিক বললেন না যেন। একটু ফাঁক রেখে গেলেন। সম্ভবত, এই কারণেই, মিঃ তরফদার স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিলেন, জবাবটা দেবার জন্য। অর্থাৎ, এ বিষয়ে কতটা কী বলা উচিত, সেটা মিসেসের ওপরেই ছেড়ে দিলেন।

শ্যামাপদ আবার বলল, 'অবিশ্যি, পিকনিকে যারা গিয়েছিল, তাদের মধ্যেই কারুর সঙ্গে জিনার বিশেষ ভাব ছিল কি না, জানতে চাইছিলাম।'

মিসেস বললেন, 'আমাদের ফ্যাক্টরি থেকে যারা গিয়েছিল, তাদের সকলের সঙ্গেই তো মোটামুটি মেলামেশা আছে। তাদের মধ্যে গুহ, মুখার্জি, অধিকারী, দত্ত, এই চারজনেই ব্যাচিলর বটে, কিন্তু কারুর সঙ্গেই বিশেষ একটা কিছু দেখিনি কখনও।'

শ্যামাপদর চিন্তিত গম্ভীর মুখ আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে উঠল। সে বলল, 'জিনা যে ভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে, তাতে, শহরের মাস্তান ছেলেদের ওপরেই আমার সন্দেহটা ঘুরে-ফিরে গিয়ে পড়ছে। প্রথমত, পিকনিক স্পট শহরের বাইরে, মাইলখানেকের

মধ্যেই। যারা মেয়েদের পিছনে পিছনে ঘোরে, সেইসব ডার্টি লোফারদের পক্ষে, স্পটের আশেপাশে গিয়ে জমায়েত হওয়া মোটেই আশ্চর্য না। তা ছাড়া, স্পুটনিকের সব মেম্বারকেও আমি ধোয়া তুলসীপাতা মনে করতে পারছি না। তাদের মধ্যেও, শহরের ওই জাতীয় ছেলে কিছু আছে। পিকনিক স্পটের জায়গাটা বেশ জঙ্গলমতো। কয়েক বিঘা বাগান গাছপালা জঙ্গলের পরে, একটা ছোট গ্রাম. বাদবাকি ধান-কাটা মাঠ। অবিশ্যি...'

শ্যামাপদ একটু থামল। অশোক নিবিষ্ট হয়েই শ্যামাপদর কথা শুনছিল। এবং শ্যামাপদ, শহরের ডার্টি লোফার মাস্তান বলার সময়ে যে অশোকের দিকেও চোখের কোণ দিয়ে দেখছিল, তাও লক্ষ করেছে।

মিঃ ও মিসেস তরফদারও উৎকণ্ঠিত কৌতূহল নিয়ে শ্যামাপদর কথা শুনছিলেন। শ্যামাপদ তার কথার খেই ধরল আবার, 'স্পটের পাশেই দুটো বড় বড় পুকুর আছে, দিঘিই বলা যায়। তাতে ডুবে যাবার একটা সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

তরফদার বললেন, 'কিন্তু আমি তো এখনই সেখান থেকে এলাম। আপনাদের পুলিশ সেখানে রয়েছে, তাদের সামনেই, জাল দিয়ে, দুটো দিঘিই খুব ভালভাবে দেখা হয়েছে।'

শ্যামাপদ বলল, 'ও, দেখা হয়ে গেছে?'

অশোক বলে উঠল, 'তা ছাড়া, জলে পড়লে, ডেডবডি এতক্ষণে ভেসে উঠত।'

মিঃ তরফদার বলে উঠলেন, 'কারেক্ট।'

কথাটা যুক্তিপূর্ণ, কিন্তু শ্যামাপদর ভাল লাগল না। অশোকের মুখ থেকে কথাটা বেরিয়েছে বলেই তার ভাল লাগল না, তাই একটা কিছু তাকে বলতেই হবে বলে সে গম্ভীর ভারিক্কি চালে বলল, 'কিন্তু ডেডবডি ভেসে উঠতে হলে, তার একটা সময় চাই।'

অশোক বলল, 'নিশ্চয়। আজ সকালের মধ্যে ভেসে ওঠা উচিত ছিল।'

মিঃ তরফদারের দিকে তাকিয়ে ও জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এ রকম কোনও খবর পাওয়া গেছে কি, কখন থেকে জিনাকে পাওয়া যাচ্ছিল না?'

মিঃ তরফদার বললেন, 'একজ্যাক্টলি সময় জানা না গেলেও, বেলা আড়াইটে নাগাদ সবাই মিলে একসঙ্গে খেয়েছে। জিনাও সকলের সঙ্গে খেয়েছে, সবাই দেখেছে। খাওয়ার পরে, সবাই গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে, এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ ট্রানজিস্টার বাজাচ্ছিল. কেউ টেপ-রেকর্ডার, আবার কেউ কেউ নিজেরাই গান ধরে দিয়েছিল।'

অশোক হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'এ সব কথা আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন?'

'রীতার কাছ থেকে, কেন না রীতার সঙ্গেই তো ওর ভাব বেশি।'

ঠিক এটাই অশোক আশা করেছিল। কেন না, এটাই স্বাভাবিক যে, উনি সব কথাই রীতার কাছ থেকে জানতে চাইবেন। জিজ্ঞেস করল, 'খাওয়ার পরে, সবাই যখন নিজেরা ছোট ছোট দলে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন কি রীতার সঙ্গে জিনাও ছিল না?'

মিঃ তরফদার এক বার শ্যামাপদর দিকে তাকালেন। তাকাবার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, রীতা ইতিমধ্যেই শ্যামাপদর কাছে তার স্টেটমেন্ট দিয়েছে। রীতা তাঁকে যা বলেছে, শ্যামাপদকেও তাই বলেছে কি না এ কথাটা তাঁর এক বার মনে উঁকি দিল। তিনি বললেন, 'রীতা ঠিক করে বলতে পারছে না। রীতা বলেছে, বোধহয় ছিল, একটু পরেই হয়তো উঠে গিয়ে থাকবে? কেননা, ওকে বেশ খানিকক্ষণ ধরে দেখতে পাচ্ছিলাম না।'

অশোক বলল, 'তা হলেই বোঝা যাচ্ছে, জলে যদি জিনা ডুবত, তা হলে আজ সকালের মধ্যে নিশ্চয়ই ওর ভেসে ওঠবার কথা। সন্ধ্যারাত্রেও যদি জিনা দিঘিতে ডুবত, তা হলেও, এতক্ষণে ভেসে ওঠবাব কথা। একমাত্র যদি, সে রকম ডেলিবারেট মার্ডার কেস না হয় যে, কেউ জিনাকে ভারী কোনও কিছুর সঙ্গে বেঁধে, পাঁকের মধ্যে পুঁতে দিয়ে থাকে।'

মিঃ তরফদারের মুখটা কালো হয়ে উঠল। মিসেসের গলায় একটা আর্তস্বর বেজে উঠল।

অশোক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না-না, ও রকম কিছু ভাববেন না, এ সব নিতান্তই আন্দাজের কথা। তা হলেও, জাল দিয়ে যেভাবে দেখা হয়েছে, তাতে খোঁজ পাওয়া যেত। তা ছাড়া, জিনা অ্যাট অল পুকুরের ধারে গিয়েছিল কি না, তার কোনও খবরই পাওয়া যায়নি।'

মিঃ তরফদার বললেন, 'না, তা পাওয়া যায়নি।'

অশোক বলল, 'যদিও তা যেত, ধরে নিচ্ছি জিনা হয়তো গিয়েছিল, কিন্তু তাতেই বা কী। আমি জানি, জিনা সাঁতার জানে।'

'হ্যাঁ, ভাল সাঁতারই জানে।'

অশোক যদি শ্যামাপদর মুখের দিকে এতক্ষণ তাকাত, তা হলে, অনেক আগেই বোধহয় কথা বলা বন্ধ করে দিত। শ্যামাপদর মুখ শক্ত আর বড় হয়ে উঠেছিল। ভুরু কুঁচকে, জ্বলন্ত চোখে সে অশোকের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু অশোক না তাকালেও, শ্যামাপদর এই চোখ-মুখ ও কল্পনা করতে পারছিল। শ্যামাপদ এবার তীব্র গলায় বলে উঠল, 'সো হোয়াট? এত কথা কীসের, কী বলতে চাইছ তুমি?'

অশোক বেশ শান্তভাবেই বলল, 'জিনা যে জলে ডোবেনি, এ বিষয়ে নিশ্চিত

হওয়া গেল।'

মুহূর্তমধ্যে শ্যামাপদর চোখে একটা ঝিলিক খেলে গেল। অর্থাৎ সে-ও মনে মনে নিশ্চিত হয়ে গেল, জিনা জলে ডোবেনি। কিন্তু সেই সঙ্গেই তার কূট সন্দেহ, মনের মধ্যে বিঁধে গেল, অশোক এত নিশ্চিত-ই বা হচ্ছে কেন, জিনা জলে ডোবেনি! কিছু কি ওর জানা আছে? অশোকই নাটের গুরু নয় তো? কেন না, অশোককে শ্যামাপদ কখনওই প্রাণ ধরে বিশ্বাস করতে পারে না। সে হঠাৎ অশোকের দিকে হাত তুলে বলল, 'তুমি চুপ করে বসে থাকো। তুমি এঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তার জন্যে তোমাকে আমি থানায় ডেকে পাঠাইনি। তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই ডেকে এনেছি। তুমি নিজে স্পুটনিকের মেম্বার, ওয়াইলডেভ ক্লাবেও তোমার যাতায়াত আছে। তুমি পিকনিকে যাওনি বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে, শহরের কোনও ছেলেকেই আমি বিশ্বাস করি না। বিশেষত যারা ক্লাবের সঙ্গে ইনভলভ্‌ড। আমি বুঝতে চাই, জিনার হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে, তোমার কোনও হাত আছে কি না। সেই জন্যই তোমাকে ডেকেছি।'

বলেই শ্যামাপদ মিঃ তরফদারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাদের আমি একটা কথা বলে দিচ্ছি, কোনও বাজে লোকের বাজে কথারই জবাব দেবেন না। লোকাল পুলিশ কেসটা টেকআপ করেছে, আপনার মেয়েকে খুঁজে দেখা হচ্ছে।'

মিঃ তরফদার এক বার অশোকের মুখের দিকে তাকালেন। অশোক তখন একটা এক টাকার নোট পাকিয়ে, কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ওর চোখ দুটো আধ-বোজা। ও জানে, শ্যামাপদ ওর এতটা যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা সহ্য করতে পারছে না। বিশেষ করে, এঁদের সামনে। সেইজন্য অশোককে অপমান করার ইচ্ছাতেই, এতগুলো কথা সে বলল। অশোক বুঝতে পারছে, শ্যামাপদর কথা শুনে, মিঃ তরফদার অশোকের সম্পর্কেও যেন একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। মিসেস তরফদারেরও সেই অবস্থা।

মিঃ তরফদার বললেন, 'সে তো নিশ্চয়ই! আমি আর কাকে কী জবাব দেব, বলুন।'

শ্যামাপদ বলল, 'সেই কথাটাই আপনাকে বলে রাখলাম স্যার। তাতে আমাদের ইনভেস্টিগেশনের অসুবিধা হতে পারে।'

এ সব কথা কেন বলছে, তাও অশোক জানে। এর পরে, অশোক গিয়ে যদি মিঃ তরফদারকে কোনও কথা জিজ্ঞেস করে, তিনি যেন জবাব না দেন। অশোকের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল। এক টাকার পাকানো নোট দিয়ে কান খোঁচাতে খোঁচাতে ও বলল, 'বাদবাকিদেরও সে কথা বলে দিয়েছেন তো দারোগাবাবু?'

শ্যামাপদ কঠিন মুখে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

অশোক বলল, 'আরও যারা সব পিকনিকে গিয়েছিল!'

শ্যামাপদ ধমক দিয়ে বলল, 'সে খবরে তোমার দরকার নেই। তুমি চুপ করে বসে থাকো।'

অশোক নির্বিকারভাবে, কান থেকে পাকানো নোট বের করে রুমাল দিয়ে মুছতে আরম্ভ করল। ও শ্যামাপদর দিকে তাকাল না।

শ্যামাপদ কয়েক মুহূর্ত অশোকের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থেকে, মিঃ তরফদারের দিকে তাকাল। বলল, 'বুঝলেন মিঃ তরফদার, মারের চেয়ে বড় ওষুধ নেই। আই উইল স্টার্ট বিটিং অল দ্য লোফার বয়েস অফ দিস টাউন। দেখবেন, সব বেরিয়ে পড়বে।'

অশোক বলল, 'ঈশ্বর না করুন, যদি সেরকম সত্যি কিছু ঘটে থাকে।'

'ইউ শাট আপ।'

শ্যামাপদ এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে, মিঃ আর মিসেস তরফদার চমকে উঠলেন। অশোক চুপ করল। শ্যামাপদ সঙ্গে সঙ্গে মোলায়েম গলায় বলল, 'এক্সকিউজ মি মিঃ তরফদার। আমি এক্সটেনসিভলি সার্চিং আরম্ভ করছি, আপনি বাড়ি যান। কোনও খবর পেলে, অবিশ্যিই জানাবেন।'

মিঃ তরফদার এবং মিসেস যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁদের দুজনের মুখেই গভীর উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা। কী যে বলবেন, কিছুই যেন স্থির করতে পারছেন না। কোথায় যাবেন, কেন যাবেন, তাও যেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

ওঁরা দরজা অবধি যেতে, অশোক বলে উঠল, 'মিঃ তরফদার আমি একটা কথা আপনাকে বলছি। আজ বিকেলের মধ্যে যদি কোনও খবর না পান, তা হলে, এস ডি ও-কে আপনি টেলিফোন করবেন।'

মিঃ তরফদার ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আচ্ছা।'

তাঁরা বেরিয়ে গেলেন। শ্যামাপদ ঠিক ওত পাতা বাঘের মতো ভয়ংকর মুখে অশোকের দিকে চেয়ে রইল। যেন এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে। চিবিয়ে চিবিয়ে চাপা গর্জনের স্বরে বলল, 'এক ঘুষিতে আমি তোমার চোয়াল ভেঙে দিতে পারি জানো?'

অশোক যেন অবাক হয়ে তাকাল। শ্যামাপদ আরও খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বলল, 'রুল দিয়ে পিটিয়ে, তোমাকে এখুনি গারদে পুরে রেখে দিতে পারি, তা জানো?'

অশোক তেমনি অবাক হয়ে বলল, 'তা পারেন, কিন্তু কী করলাম?'

শ্যামাপদ টেবিলে ঘুষি মেরে বলল, 'চালাকি কোরো না আমার সঙ্গে, রাসকেল! কেন তুমি তরফদারকে এস ডি ও-কে ফোন করতে বললে?'

অশোক খুব নিরীহ মুখ করে বলল, 'সে তো আমি বললাম, হায়ার অথরিটির কানে গেলে, ব্যাপারটার গুরুত্ব যাতে বাড়ে।'

শ্যামাপদ চেঁচিয়ে উঠল, 'কেন, গুরুত্ব কীসে কম দেওয়া হচ্ছে? হায়ার অথরিটিকে

জানাতে হয়, আমরাই জানাব, তরফদার জানাবেন কেন? আমার কী ডিউটি, তা কি আমি জানি না?'

অশোক তেমনি মুখ করেই বলল, 'না, সে তো নিশ্চয়ই জানেন। তবু তরফদার যদি বলেন, আরও জোর হবে।'

'চুপ করো।'

অশোক চুপ করল। একজন সেপাই পরদা তুলে, মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল। সে বোধহয় ভেবেছিল, বড়বাবু কাউকে মারধর শুরু করে দিয়েছেন। সে সরে যাবার আগেই শ্যামাপদ ডাকল, 'শ্রীহরি!'

'আইজ্ঞা!'

শ্যামাপদ: এক গেলাস খাবার জল দিতে বলো।'

'আইজ্ঞা।'

সে সরে গেল। শ্যামাপদ চুপচাপ গম্ভীর মুখে স্টেটমেন্ট বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগল। অশোক সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। ভাবছিল, যাক, শ্যামাপদকে যে খোঁচাটা সে দিতে চেয়েছিল, সেটা ঠিক জায়গাতেই লেগেছে। তরফদারের সামনে অকারণ ওকে অপমানটা, মনে মনে সহ্য করতে পারছিল না।

জমাদার তেওয়ারি এসে জল দিল। শ্যামাপদ ঢক-ঢক করে জল খেয়ে, শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'প্রবীরবাবু ফিরেছেন?'

'জি হাঁ।'

'আসতে বলো এখানে।'

প্রবীর ঘোষ এ থানার সিনিয়র এস আই। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে এসে ঢুকল। শ্যামাপদ বলল, 'বসুন। কী দেখলেন?'

প্রবীর বলল, 'কিছুই না স্যার। দুটো পুকুর জাল দিয়ে ভাল করে দেখা হয়েছে।'

'সে খবর আমি একটু আগেই পেয়েছি, পুকুরে কিছু পাওয়া যায়নি। আশেপাশে সব ঘুরে দেখেছেন?'

'দেখেছি স্যার। অত বড় বাগানের সবটাই দেখেছি। কোথাও তো সে রকম কিছু দেখতে পেলাম না।'

'বাগানের পরে, উত্তর দিকে, ধান-কাটা মাঠের পরে যে একটা গ্রাম আছে, সেখানে গিয়েছিলেন?'

'গিয়েছিলাম। প্রত্যেক ঘরে ঘরেই জিজ্ঞেস করেছি, ও রকম কোনও মেয়েকে কেউ দেখেছে কি না। সবাই বলল, কেউ দেখেনি।'

'গ্রামে, সে রকম কোনও এলিমেন্ট আছে কি না, কিছু খোঁজ পেলেন?'

প্রবীর ঘোষ এবার ঘাড় কাত করে বলল, 'একজন সম্পর্কে সন্দেহ খানিকটা

হয়।'

'কে, কী নাম?'

'নফর আলি মণ্ডল। লোক খুব সুবিধের না, ডাকাবুকো গোছের। অনেক মারপিটের ঘটনা আছে তার নামে, গ্রামের মানুষ নফরকে ভয় পায়। চরিত্রও ভালো নয়। শহরে নাকি প্রায়ই আসে, মদ-বেশ্যায় পোক্ত। আপনার মনে আছে, সেই গ্রামে এক বার একটা বুড়ি খুন হয়েছিল, মাথার টালি খুলে, ঘরে ঢুকে কেউ বুড়িকে গলা কেটে দিয়ে গিয়েছিল। কুকুর আনা হয়েছিল। তখন নফরকে কুকুর জামা কামড়ে ধরেছিল। কিন্তু নফরের অ্যালিবাই পাকা ছিল, মোটিভও কিছু পাওয়া যায়নি, তাই রেহাই পেয়ে গিয়েছিল।'

শ্যামাপদর গম্ভীর মুখে সন্দেহ ফুটে উঠল, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'নফরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন?'

'দেখা করতে গিয়েছিলাম, দেখা পাইনি। সে নাকি গতকাল সকালে হাড়োয়ায় গেছে।'

'হাড়োয়া? মানে বেড়াচাঁপা থেকে যে-হাড়োয়া যেতে হয়?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় কার কাছে, কী কারণে কাল সকালে সে গেছে, জেনে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, ডিটেল লিখে এনেছি। তার মামা এনায়েতের বাড়ি সে গিয়েছে, টাকা কর্জ করতে। এনায়েতের বাড়ি হাড়োয়ার গ্রামে, বাজারে তার একটা ছোটখাটো মুদি দোকান আছে।'

'কবে ফিরবে বলে গেছে?'

'আজ দুপুরেই তার ফেরার কথা। আমি বলে এসেছি, সে ফিরে এলেই যেন থানায় আসে।'

'গুড! তবু একটা কাজ করতে হবে, হাড়োয়া যে থানার আন্ডারে, সেখানে একটা টেলিফোন করে, তাদের কাছ থেকে ইনফরমেশন নিন, নফর আলি মণ্ডল সত্যি সত্যি এনায়েতের কাছে গিয়েছিল কি না। গিয়ে থাকলে, কখন গিয়েছিল, সঙ্গে কেউ ছিল কি না, কখন ফিরে এসেছে, কতক্ষণ ছিল বা এখনও সেখানেই রয়েছে কি না।'

'আচ্ছা স্যার।'

'মন্মথবাবু এসেছেন নাকি?'

মন্মথ মুখার্জি হল এই থানা এলাকার ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ইনস্পেক্টর। সাদা পোশাকের লোক। প্রবীর বলল, 'আমি তো দেখিনি। বোধহয় আসেননি।'

'ঠিক আছে, উনি নিশ্চয়ই কাজে রয়েছেন। আচ্ছা, আপনি হাড়োয়ার টেলিফোনটা সেরে ফেলুন।'

প্রবীর ঘোষ বেরিয়ে গেল। শ্যামাপদর মুখে যেন একটা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠল। তার চোখ-মুখ বেশ জ্বলজ্বল করছে। নফর আলির ব্যাপারটাই যে তাকে প্রত্যয় দিয়েছে, বা অনেকখানি আশা দিয়েছে, তা বোঝা গেল। কথাটা অবিশ্যি, অশোকও মন থেকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছে না।

অশোক ভেবে দেখল, এ ক্ষেত্রে আগে থেকে, নফরের কোনও মোটিভ থাকতে পারে না। কিন্তু, খাওয়ার পরে, শীতের দুপুরে, জিনা যদি হঠাৎ কৌতূহলবশত, দূরের গ্রামটা দেখবার জন্য, ধান-কাটা মাঠের ওপর দিয়ে গিয়ে থাকে, এবং কোনও নিরালায়, হঠাৎ নফরের চোখে পড়ে যায়, তবে নফর জিনার মতো একটি সুন্দরী ছলছলানো আধুনিক মেয়েকে রেহাই নাও দিতে পারে। সহসা ও রকম একটি মেয়েকে, একেবারে একলা পেয়ে, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারে, এবং মুখ চেপে ধরে, কোনও খানায় বা জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে, তার কামনা চরিতার্থ করতে পারে। ধর্ষণের পরে, যখন তার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে, তখন হয়তো ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে, আবার তার ইনস্যানিটি আসতে পারে এবং জিনাকে খুন করে মৃতদেহ কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু এ সবই আন্দাজ। ঘটতে পারে, নাও ঘটতে পারে। নফর আলি সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। সকালে কখন? সকালে বেরিয়ে কি সোজা হাড়োয়ায় রওনা হয়ে গিয়েছিল? অথবা, সেই অঞ্চলেই, অন্তত বেলা তিনটে অবধি থেকে গিয়েছিল? থেকে যাবার কী কারণ থাকতে পারে? সে তো আগে জানত না, জিনা দুপুরে, মাঠ পেরিয়ে, গ্রামের দিকে আসতে পারে। জিনা যে তা গিয়েছিল, তাও কেউ বলেনি, বা কিছু জানা যায়নি।

জিনাকে অশোক চেনে। জিনা একলা মাঠ পেরিয়ে যাবার মেয়ে নয়। কাউকে না কাউকে সে সঙ্গে নিতই। রীতা যদি নাও হয়, অন্য কোনও ঘনিষ্ঠ ছেলেকেও অন্তত ডাকত। না, গ্রামের দিকে একলা যাবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। একমাত্র সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে, পিকনিক দলের কারুর সঙ্গে যদি সে কোথাও গিয়ে থাকে। তাই যদি গিয়ে থাকত, তাতেও কী যায়-আসে! আর তো কেউ হারায়নি, জিনা ছাড়া। আর পিকনিক পার্টির কোনও ছেলে বা পুরুষের সঙ্গে গিয়ে যদি জিনা হারিয়ে যায়, তা হলে, নফর আলির জায়গায়, সেই পুরুষ বা ছেলেকে কল্পনা করা যায়। এ ক্ষেত্রে, সন্দেহের বাইরে কেউ থাকে না। মানুষের মনের কথাও, অঙ্ক কষে বলা যায় না। নফর আলিকে দিয়ে যে অপরাধের চিন্তা করা হচ্ছে, সেই অপরাধ পিকনিক পার্টিরই কেউ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে ভাবতে হবে, কার দ্বারা তা সম্ভব।

কিন্তু সেটা এই মুহূর্তে বলা অসম্ভব। কারণ সমস্ত ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবা দরকার, এবং যারা পিকনিক পার্টিতে ছিল, তাদের প্রত্যেকের বিষয়ে আলাদা করে

চিন্তা করা দরকার। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, একটা বিশেষ কোনও গোলমাল হয়েছে। জিনা কোনও মন্ত্রবলে পিকনিক গার্ডেন থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না। হয়তো জিনা নিজের থেকে পালিয়েছে। তা হলে, সেই পালাবার ধরনটা কী রকম ভেবে দেখতে হবে। অর্থাৎ পালাবার কারণটা কী। অন্যথায়, একটা বিপদ নিশ্চয় কিছু ঘটেছে, যেটা ভয়ের বিষয়, সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে, শ্যামাপদর মাথা অনেকখানি ঠাণ্ডা হয়েছে। সে অশোকের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, 'কী হে, এত কী আকাশ-পাতাল ভাবছ?'

অশোক একটু চমকে উঠল। বলল, 'অ্যাঁ? না, কী আর ভাবব! এখন আমাকে কী করতে হবে বলুন তো, এখানে আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবেন?'

শ্যামাপদ একটু যেন হাসির ভঙ্গিতেই, কোমল গলায় বলল, 'বসো বসো, তোমার সঙ্গে তো কথাই হল না। তোমার তো কোনও কাজ নেই, যাবে আর বাড়ির রকে বসে আড্ডা মারবে।'

অশোক বলল, 'সেটা তবু নিজের বাড়ির রক, স্বাধীনভাবে আড্ডা মারা যায়। আপনার এখানে বসে কী করব বলুন!'

শ্যামাপদ বলল, 'তা বটে, এখানে অবিশ্যি স্বাধীনভাবে আড্ডা মারা চলবে না। না হয়, আমার সঙ্গে একটু পরাধীনভাবেই আড্ডা মারলে।'

'পরাধীনভাবে আড্ডা মারা যায় না। কী বলতে চান, স্পষ্ট বলুন।'

শ্যামাপদর মাথা ঠাণ্ডা হওয়া মানেই, অশোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করা। অশোক সেজন্য এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে চায় না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, শ্যামাপদ থানার বড় দারোগা, তার ক্ষমতা অনেক।

শ্যামাপদ বলল, 'তুমি স্পুটনিকের মেম্বার, তবু গতকাল পিকনিকে যাওনি, এবং সকাল থেকে সারা দিন কোথায় ছিলে, আমি নিশ্চয়ই জানতে পারব সেটা বড় কথা নয়, তুমি নিজে কী আন্দাজ করছ, বলো তো?'

'কীসের?'

'এই জিনার অন্তর্ধান হয়ে যাওয়ার?'

'কী করে জানব বলুন! আমি কিছুই অনুমান করতে পারছি না।'

শ্যামাপদ একটু চুপ করে, অশোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপরে বলল, 'তুমি তো ওয়াইলডেভে যেতে, স্পুটনিকের মেম্বার, জিনাকেও জানতে। কারুর সঙ্গে মেয়েটার প্রেম-ট্রেম ছিল কি না, জান?'

'প্রেম কি কেউ জানিয়ে করে?'

'জিনার মতো ককেট মেয়ে, সবই জানিয়ে করে বলে আমার ধারণা।'

অশোক ঠোঁট উলটে বলল, 'জিনা ককেট কি না, আমি জানি না।'

'সে কী! তুমি ওয়াইলডেভে যেতে। সেখানে তো জিনা ড্যান্স ড্রিঙ্ক সবই করত।'

অশোক বলল, 'নাচত জানি, পান করতে কোনও দিন দেখিনি।'

কথাটা বলল বটে, কিন্তু অশোক জানে, জিনারা সপরিবারে, সবাই কিছুটা ড্রিঙ্কে অভ্যস্ত। কিন্তু সেটা তথাকথিত, কোনও সংস্কারের অন্ধকার দিয়ে ঢাকা নয়। ও ব্যাপারটা পরিবারের মধ্যে স্পষ্ট এবং খোলাখুলি। কিন্তু শ্যামাপদকে সে কথা বলতে তার ইচ্ছা করল না। কেন না, শ্যামাপদর মতো মানুষ, এ সব ব্যাপারে, একজন কেরানির চিন্তার উর্ধ্বে যেতে পারবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু শ্যামাপদ এবার অশোককে করুণা করে হাসল। বলল, 'তুমি কিছুই জান না দেখছি, তা হলে তুমি আমার কাছ থেকে শোনো, তোমাদের এই শহরের, তোমাদের সব ছেলেদের মনের নায়িকা জিনা, ড্রিঙ্কে ছেলেবেলা থেকেই অভ্যস্ত।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ শুধু তাই নয়, গতকাল পিকনিকেও, বিয়র আর জিনের বেশ ঢালাও ব্যবস্থা ছিল, এবং তোমার জিনা বেশ নেশা করেছিঁল।'

অশোক হেসে বলল, 'আমার জিনা?'

শ্যামাপদ বলল, 'আমার কাছে তো খবর সেইরকমই। তোমার ওয়াইলডেভে যাবার কারণ আর কী থাকতে পারে!'

অশোক তেমনি হেসেই বলল, 'তা বটে, প্রেমের সন্ধানে। সেটা তো রীতাও হতে পারত।'

'অবাঙালি মেয়ের সঙ্গে কি তত জমত? আর তোমার মতো ছেলে যে প্রেম করতে যাবে না, তাও জানি। একটু ফুর্তি লুটতেই যাবে। সেই জন্যেই তুমি আমার সন্দেহের দলে পড়ো।'

অশোক শ্যামাপদর চোখের দিকে এক বার তাকাল। শ্যামাপদর অনুসন্ধিৎসু চোখ অশোককেও দেখছিল। অশোক নির্বিকার মুখ করে বলল, 'বেশ, তাই না হয় পড়া গেল, এখন কী করবেন আমাকে নিয়ে, বলুন?'

'এখনও করবার সময় আসেনি, এলেই করব। এখন একটা স্পষ্ট কথা বলো তো? ওয়াইলডেভ ফ্যাক্টরি কোয়ার্টারের বাইরে, তোমার বন্ধু বা চেনাশোনা কারুর সঙ্গে, জিনার হবনবস ছিল?'

'হবনবস, মানে প্রেম?'

'হ্যাঁ।'

'মনে তো পড়ে না, সে রকম কখনও কিছু দেখেছি।'

'কারুর সঙ্গে কখনও জিনাকে বেড়াতে-টেড়াতে দেখেছ?'

'নিশ্চয়ই দেখেছি।'

'কার কার সঙ্গে?'

'তা কী করে বলব, তাদের কি আমি চিনি! জিনার মতো মেয়ে, কলেজে পড়ত, দেখতে সুন্দরী, কত ছেলে-মেয়ের সঙ্গে তার মেলামেশা ছিল। আমি কী করে সবাইকে চিনব।'

শ্যামাপদ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তার মুখ আবার আগের মতোই গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'তা হলে তুমি কিছুই বলবে না?'

অশোক বলল, 'বলব না নয়, বলতে পারছি না, কারণ, জানি না।'

শ্যামাপদ হঠাৎ ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি তখন এতটা নিশ্চিত হলে কী করে, জিনা জলে ডুবে যায়নি?'

'সে কথা তো আপনাদের সকলের সামনেই বললাম।'

'এত কথা তোমার মাথায় এলই বা কেন?'

অশোক হেসে উঠল, বলল, 'এ তো বড় বিপদের কথা। একটা ঘটনা চিন্তা করলেই, অনেক কথা মাথায় আসে, সোজা ব্যাপার।'

শ্যামাপদ আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পারো। কিন্তু মনে রেখো, ডাকলেই যেন তোমাকে আমি পাই।'

অশোক উঠে বলল, 'হ্যাঁ, শহরেই আমি থাকব।'

অশোক বেরিয়ে এল। শ্যামাপদ ওর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

অশোক বাইরে এসে, হাতের ঘড়ি দেখল, প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। চোখে সান-গ্লাসটা লাগিয়ে, ও রাস্তায় নেমে এল। প্রথমেই, ওর চোখের সামনে ভাসতে লাগল, পিকনিক গার্ডেন। পিকনিক গার্ডেনটা এক বার দেখা দরকার। পিকনিক গার্ডেন ওটার নাম নয়। আসলে, এই শহরেরই, এক সম্পন্ন পরিবারের বাগান, বাড়ি এবং চাষবাস ওখানে আছে, শহর থেকে মাইল খানেক দূরে। শহরের বিশিষ্ট পরিবার বা তাদের ছেলেমেয়েরা পিকনিক করতে চাইলে, তাদের অনুমতি দেওয়া হয়। এবং সে হিসাবে, স্পুটনিক ক্লাবকে, না-দেবার কোনও কারণ নেই। স্পুটনিক ক্লাবের ছেলেমেয়েরা, মোটামুটি সবাই ভাল পরিবার থেকেই এসেছে, নিতান্ত তথাকথিত ছোটলোক নয়। বাগানের যারা মালিক, তাদের বাড়ির দু-একজন ছেলেও ক্লাবের মেম্বার।

কিন্তু পিকনিক গার্ডেনে এখন যাওয়াই মুশকিল। শ্যামাপদ নিশ্চয়ই তার পাহারা বসিয়ে রেখেছে সেখানে, কারুরই যাবার অনুমতি নেই। সম্ভবত একমাত্র, বাগানের মালিকদের লোক ছাড়া। বাগানে দু' জন পুরুষ থাকে, একজন সস্ত্রীক। তারা দুজনেই মালী, এবং বাগানের মধ্যে যে বাড়িটা আছে, তার দেখাশোনা করে। মালীরা সবাই

অশোককে চেনে।

তবে একটা কথা, বাগানটা এত বড়, প্রায় দেড় কিলোমিটার নিশ্চয় তার পরিধি। এতখানি জায়গা জুড়ে নিশ্চয়ই পুলিশ পাহারা রাখেনি। পুলিশ পাহারা আছে হয়তো ঢোকবার মুখে, গেটের কাছে। আর উত্তর দিকে, যেদিকটা মাঠের দিকে খোলা, এবং পুকুর দুটোর দিকে। চার জন পাহারাই তাতে যথেষ্ট।

কিন্তু এ কথাও অশোক জানে. একমাত্র শ্যামাপদ দারোগাই অশোকের এই চিন্তাটা ধরে ফেলবে, এবং সে একটু পরেই বাগানের দিকে রওনা হবে, যাতে ওকে হাতেনাতে সে ধরতে পারে। কিন্তু, অন্তত এক বার বাগানটা ঘুরে আসা বিশেষ প্রয়োজন। হয়তো সেখানে জিনার অন্তর্ধানের কোনও চিহ্নই পাওয়া যাবে না, কোনও সূত্রই মিলবে না। তবু জিনা যখন বাগান থেকেই নিখোঁজ হয়েছে, তখন এক বার বাগানটা দেখা দরকার। অন্যথায়, যে-কোনও সন্ধানীরই মন খুঁতখুঁত করবে। সব বিষয়েরই একটা নিয়ম আছে। যদিও, অশোক বাঁধা-ধরা কোনও নিয়মকেই সঠিক পদ্ধতি বলে মনে করে না। সমস্ত বিষয়টা মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবা ছাড়া, সম্ভব অসম্ভব, সমস্ত ব্যাপারগুলো একত্র করে. কিছু রাখা, কিছু বাতিল করা ছাড়া, একটা প্রকৃত পথের সন্ধান মেলে না।

অশোকের সব বিষয়েই দেরি, সব কাজেই বেলা। খাবার সময় হতে এখনও দেরি আছে, ও সোজা চলে গেল নৃপেনের কল্যাণময়ী সাইকেল স্টোর্সে।

নৃপেন অশোককে ভালই চেনে। শহরের সকলের সঙ্গেই মোটামুটি পরিচয় আছে। বিশেষত এইসব মফস্‌সল শহরে সবাই সবাইকে চেনে, এবং অনেকটা গ্রামীণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

নৃপেন জিজ্ঞেস করল, 'দুপুরবেলা কী মনে করে?'

অশোক বলল, 'আর বলো কেন নৃপেনদা, একটু পালসি যেতে হবে। রিকশায় গেলে দেরি হবে অনেক, তাই ভাবলাম, তোমার কাছ থেকে একটা সাইকেল নিয়ে যাই।'

নৃপেন হেসে বলল, 'ঘণ্টায় দু টাকা ভাড়া।'

'তা যদি বলো, তাই দেব।'

নৃপেন কথা না বাড়িয়ে, একজনকে ডেকে বলল, 'বলাই, অশোককে রেসিং সাইকেলটা বের করে দে। কখন ফিরবি?'

'এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই।'

একজন সাইকেল-মিস্তিরি সাইকেলটা বের করে দিল। অশোক জানে, ভাড়ার কথাটা ঠাট্টা। নৃপেনদা ওর কাছ থেকে ভাড়া নেবে না, যদিও এটা তার ব্যবসা। প্রয়োজনে, এক-আধ দিন এক-আধ ঘণ্টার জন্য কেউ ব্যবসা করে না।

সাইকেলে উঠেই, অশোকের প্রথমে মনে হল, সোজা রাস্তায় যাওয়াটা ঠিক হবে না। শ্যামাপদর সঙ্গে মাঝপথেই হয়তো দেখা হয়ে যাবে। ও অন্য রাস্তায়, শহরের বাইরে, একটা উদ্বাস্তু কলোনির ভিতর দিয়ে, ঝোপঝাড় ভরতি সরু পথ ধরল। একটু ঘুরতে হচ্ছে বটে, কিন্তু অনেক নিরাপদ। তা ছাড়া, সোজা রাস্তায় গেলে, বাগানের পাঁচিল টপকানো ছাড়া উপায় নেই। তাতে একটা সমস্যা, সাইকেলটা লুকিয়ে রাখা যাবে না। ওকেও, বাগানের উত্তর দিকের ধান-কাটা মাঠের দিক দিয়েই, অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি জায়গা দেখে, বাগানে ঢুকতে হবে।

অশোক কলোনি পেরিয়ে, পাকা রাস্তায় এসে পড়ল। বাগানটা এখন প্রায় আধ মাইল পিছনে ফেলে এসেছে ও। পাকা রাস্তাটা পার হয়ে, আবার উত্তর দিকের গ্রামীণ পথটাই ধরল ও। কিছুটা যাবার পরে, একটা ফাঁকা জায়গায় এসে, পশ্চিম দিকে বাগানটা চোখে পড়ল ওর। সেখান থেকে, বাগানের গেট বা পাহারা কিছুই দেখা যায় না। উত্তর ঘেঁষে, পশ্চিম দিকের এবড়ো-খেবড়ো মাঠ দিয়ে খানিকটা গিয়েই, ধান-কাটা মাঠের গোরুর গাড়ির লিক পেয়ে গেল। বাগানটা এখন ওর দক্ষিণ দিকে, প্রায় একশো গজ দূরে। গাছগাছালির ফাঁকে দিঘির জল দেখা যাচ্ছে, রোদে চিকচিক করছে।

অশোককে না চিনলে, পাহারাওয়ালাদের সন্দেহ করার কিছু নেই। যে কোনও লোকই সাইকেল করে, মাঠের রাস্তা দিয়ে যেতে পারে। আরও কয়েক গজ যাবার পরে, ওর প্রথম খাকি পোশাক, লাল টুপি পাহারাদার চোখে পড়ল। গাছতলায় ছায়ায়, ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে, মাঠের দিকেই চেয়ে আছে। লোকটা কবি হয়ে উঠল কি না, কে জানে। অশোক গা ঢেলে, হেলে-দুলে সাইকেল নিয়ে, পশ্চিমে এগিয়ে চলল।

বাগানটা যে সমান লাইনে আছে, তা নয়। সীমানা এঁকেবেঁকে গিয়েছে। মাঠের এদিকটায় পাঁচিল নেই, তারের ফেনসিং, তাতে নানা জংলি লতাগুল্মের জট পাকিয়ে গিয়েছে। ফেনসিং ঘেঁষে, মাঝে মাঝে, আসশ্যাওড়া কালকাসুন্দে আর নিশিন্দার ঝুপসি ঝাড়। বাগানের ভিতর একতলা বাড়িটা অশোকের চোখে পড়ল। ওর গতি কমে এল।

সাইকেলের গতি কমালেও, নেমে পড়ল না। এক বার পিছন ফিরে দেখল। না, পাহারা দেখা যাচ্ছে না, বাগানের আঁকাবাঁকা সীমানায়, সে আড়ালে পড়ে গিয়েছে। আরও কয়েক গজ গিয়ে, সাইকেল থেকে নামল। একটা আসশ্যাওড়ার ঝোপের মধ্যে সাইকেলটা ঢুকিয়ে দিয়ে, ফেনসিংয়ের বেড়া গলে, বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ও এখন বাগানের একতলা বাড়িটার ঠিক পিছনে এসে উঠেছে। নিঝুম, দরজা-জানালা বন্ধ বাড়ি। মোটেই পোড়োবাড়ির মতো নয়। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কারণ, রোজই ঝাঁটপাট দেওয়া হয়। বাড়িটার চার পাশে, নানা ফুলের গাছ। বেলফুলই

বেশি। এ-সময়ে বেলফুল নেই, পাতাও ঝরে গিয়েছে। জুঁইয়ের ঝাড়ও কেয়ারি করা আছে। বেশ কয়েকটা গন্ধরাজ ফুলের গাছ। টবে চন্দ্রমল্লিকা ফুটেছে, তবে তেমন বড় হয়নি।

এদিকটায়, মালীরা সকালবেলাই কাজ সেরে নেয়। তারপরে আর এদিকে আসবার প্রয়োজন হয় না। মালীদের, মাটির দেওয়াল, মাথায় খোলার চাল দেওয়া ঘর গেটের অনেকটা কাছাকাছি। সেখানেই তাদের ঘর-গৃহস্থালি। মাঝে মাঝে বাড়িটাকে চোখে দেখে যায়।

ঠিক কোন জায়গায় পিকনিক পার্টি আড্ডা নিয়েছিল, রান্নাবান্না করেছিল, সেই জায়গাটা চোখে দেখা দরকার। এ-বাড়ি কি গতকাল খুলে দেওয়া হয়েছিল? বোধহয় না। বাগানের যারা মালিক, তারা বাড়িটা খুলে দিতে চায় না। মস্ত বড় বাগান পড়ে আছে। শীতের দিন। যেখানে খুশি পিকনিক করো, ঘর-দরজা ময়লা বা নষ্ট করতে দেবে না। দেয়ও না।

অতএব, মনে হয় বাড়িটার সামনের দিকে, আরও এগিয়ে, আম-কাঁঠাল-নারকেল বাগানের মধ্যেই রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। বাড়ির এদিকে হলে, এখনও এর চার পাশে কিছু চিহ্ন পড়ে থাকত। তা নেই। তা ছাড়া, বাগানটার পিছনে খরচ করে মালিকেরা, যে কারণে একটা ডিপ টিউবওয়েল আছে। ইলেকট্রিক পায়নি বলে, কেরোসিন তেলের সাহায্যেই পাম্প চালায়। সেই জল শুধু বাগানের কাজেই লাগে না, মাঠেও লাগে। সেই টিউবওয়েলটাও সামনের দিকেই আছে।

কিন্তু, মালীদের কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারলে সুবিধা হয়। তাদের কারুর চোখে কিছু পড়তে পারে। পাহারাদারকে ডিঙিয়ে কি মালীদের কারুর সঙ্গে দেখা করা যাবে? মালীরা অশোককে চেনে। ও অনেক বার এ-বাগানে পিকনিক করতে এসেছে, এবং মালীদের বেশ উদার হাতেই খুশি করেছে। সুতরাং, তারা যদি কেউ অশোককে দেখতে পায়, পুলিশকে কিছু বলবে না। অশোকও কিছু কথা জেনে নিতে পারে।

সবকিছু ভেবে, অশোক বাড়ির পিছন থেকে সামনের দিকে এল। দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, গাছপালা ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে, দূরের গেটের দিকে দেখবার চেষ্টা করল। মালীদের মাটির ঘর কিছুটা দেখা যাচ্ছে। লোকজন চোখে পড়ছে না। ও গাছের আড়ালে আড়ালে, দক্ষিণের পাঁচিলের গায়ে গিয়ে লেপটে দাঁড়াল। তবু একটা দিক নিরাপদ, ওকে কেউ দেখতে পাবে না। ও পুব দিকে এগোতে লাগল।

কয়েক পা এগোবার পরেই, ও একটা ঝটাপটির শব্দে থমকে দাঁড়াল। একটি মেয়েলি অস্ফুট নিচু স্বর ওর কানে এল। পরমুহূর্তেই উত্তর দিকের কয়েকটা ঝাড়ালো লেবুগাছের ঝাড়ের দিকে ওর চোখ পড়ল। মানুষ দেখতে পেল না, কিন্তু লেবুগাছের

ঝাড় থেকে থেকে আন্দোলিত হচ্ছে।

অশোক এক পা-ও নড়ল না। তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই, বিপিনকে দেখতে পেল। লেবুঝোপের ভিতর থেকে তার শরীরের অনেকখানি জেগে উঠেছে। বিপিন একজন মালী, ওড়িয়া, গাঁট্টাগোঁট্টা, কালো, বছর চল্লিশ বয়স। তার মুখটা শক্ত আর উত্তেজিত দেখাচ্ছে. চোখের দৃষ্টি যেন উদগ্র, আর লাল। মনে হচ্ছে, সে যেন কাকে ধরে আছে, টেনে বের করে আনবার চেষ্টায় আছে।

কাকে টানছে বিপিন ওভাবে? কোনও মেয়েকে কি? কেননা, মেয়েলি গলাই অশোক শুনতে পেয়েছে। কে আছে ঝোপের আড়ালে? ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে, একটা আকাশি রঙের কিছু যেন দেখা যাচ্ছে। বোধহয় শাড়ি।

অশোককে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বিপিন আবার একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই, একজন এসে তার বুকের ওপর পড়ল। চুল খোলা, কটা মুখ, গায়ে জামা নেই, শরীর থেকে আকাশি রঙের আঁচল খসা, পুষ্ট বলিষ্ঠ বুক খোলা, স্বাস্থ্যবতী একটি মেয়ে। মেয়েটি হাত দিয়ে বিপিনের বুকে মারল, এবং আগের মতো শব্দ করল।

অশোক চিনতে পারল, মেয়েটি আসলে বউ, গণপতির বউ। এ-বাগানের আর একজন মালীর নাম গণপতি। সে বয়সে বিপিনের থেকে কিছু ছোট। রোগা, একহারা, মাথায় বড় বড় চুল। গান-বাজনা ভালবাসে। সে-ও ওড়িয়া, ব্যতিক্রম এই, সে স্ত্রীকে নিয়ে বাগানে থাকে। বিপিন সহকর্মীর স্ত্রীকে নিয়ে টানাটানি করছে। গণপতি সম্ভবত বাজারে বা কোথাও কোন কাজে গিয়েছে। সেই ফাঁকে, গেট থেকে অনেক দূরে, বাগানের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়, এ রকম একটা ঘটনা ঘটছে।

ঘটনাটা কী পর্যায়ের, অশোক বুঝতে চাইল। প্রেম, না জবরদখলের চেষ্টা? অবিশ্যি যেটাই হোক, এই মুহূর্তে, ওর পক্ষে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। তাতে কার্যোদ্ধার হবে না, নতুন গোলমালের মধ্যে পড়ে যেতে হবে। নিশ্চয়ই, জিনার অন্তর্ধানের সঙ্গে এ-ঘটনার কোনও যোগাযোগ নেই।

অশোকেব খুব দুঃখ হল, ওড়িয়া ভাষাটা ওর জানা নেই বলে। কারণ, বিপিন আর গণপতির বউয়ের মধ্যে তখন নিচু স্বরে কিছু একটা বাদানুবাদ হলেও, সে প্রায় স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছে, অথচ কোনও মানে উদ্ধার করতে পারছে না। এখন ওর মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ প্রেম নয়, পুরোপুরি জবরদখলও নয়। কারণ বউ এখন নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করার থেকেও, কিছু একটা যেন বোঝাতে চাইছে। বিপিন সে কথা মানতে চাইছে না, তার এক উদ্দেশ্য, এক লক্ষ্য, সে বউকে টেনে মাটিতে নামাতে চাইছে।

বউটির স্বাস্থ্য ভাল, রংটাও কটা, সে জান্যে ওপরের খোলা শরীর যতই সুন্দর

লাগুক, একটা সংস্কারগত অস্বস্তি হচ্ছে অশোকের। অথচ দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারছে না। বউটি দু হাত দিয়ে যদি এখন বিপিনকে মারত, তা হলে একটা কিছু বোঝা যেত। কিন্তু সে দু হাত দিয়ে বিপিনকে কেবল ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ বিপিনের একটা কথায়, অশোক চমকে উঠল, বিশেষভাবে উৎকর্ণ হল, এবং দুটি মাত্র কথাই সে বুঝতে পারল, 'রিপোটি করিব' এবং'পুলিশি'। কথাটার অন্যান্য শব্দের মধ্যে যাই থাক, পুলিশ এবং রিপোর্ট করার কিছু আছে। বিপিন কি রিপোর্ট করবে পুলিশকে?

এ কথা বলার পরেই, বউটি যেন একটু দুর্বল হয়ে পড়ল, একটা ভয়ের ভাব তার চোখে-মুখে দেখা দিল। সেই ফাঁকে বিপিন, রাহুর গ্রাসের মতো বউটিকে চুমো খেল। বউটি প্রায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু বিপিন যমের মতো কঠিন। বউটিকে পাওয়ার আকাঙক্ষা বোধহয় তার বহুদিনের। আজ সম্ভবত সেই সুযোগ এসেছে।

অশোক প্রকৃতি, রীতি বা স্বভাব, কিছুই জানে না। সে শুনল, কেঁদে কেঁদে, বউটি কিছু বলছে, কিন্তু বিপিন তাকে টেনে মাটিতে নামাল। অশোক তাদের দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু ব্যাপারটা অনুমান করতে অসুবিধা হচ্ছে না। একটা ছি ছি ভাব এল ওর মনের মধ্যে, অথচ ওর অল্প বয়সের কৌতূহল এবং একটা শারীরিক অস্বস্তি কিছুতেই কাটতে চাইল না। সবথেকে অন্যায় কথা, এসময়ে কাঞ্চনবউদির মুখটা ওর মনে পড়ে গেল। নিজেকে ওর বড় হীন মনে হল।

এখানে এখন আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, পাঁচিলের গা ঘেঁষে এগোনোই ভাল। পিকনিক স্পটটা বিশেষভাবে এক বার দেখা দরকার। কিন্তু বিপিন আর বউয়ের ব্যাপারে, এটা পরিষ্কার বোঝা গেল, প্রেম নয়, জবরদখলও নয়, ব্ল্যাকমেল। কারণ, 'পুলিশি' এবং 'রিপোটি করিব' শোনার পরেই, বউটি কেঁদেছে, ভয় পেয়েছে, আত্মসমর্পণ করেছে। বিপিন একটা পশু সন্দেহ নেই, অপিচ, ব্যাপারটা কী? কী রিপোর্ট সে পুলিশকে করতে চায়? বউটি কী করেছে? জিনার বিষয়ে বউটি কি কিছু জানে? কিছু কি দেখেছে? গতকাল জিনা এখান থেকে নিখোঁজ, পুলিশ-পাহারা রয়েছে, এবং আজ দুপুরেই বিপিন গণপতির বউকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে নিজের বাসনা, চরিতার্থ করে নিচ্ছে। কেমন যেন একটা যোগাযোগের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

অথবা, এমনও হতে পারে, বউটিকে নিতান্ত একটা অমূলক ভয় দেখিয়েই, বিপিন তার এই সর্বনাশটি করছে! ভাগ্যের কল, বিপিন সেটাও একেবারে গোপন করতে পারল না, একজন সাক্ষী রয়ে গেল। যদিও, এ সাক্ষীর আপাতত কোনও মূল্য নেই। কিন্তু জানা দরকার, সেই অমূলক ভয়টাই বা কী!

ক্রমেই যেন অশোকের সন্দেহ দৃঢ় হয়ে উঠল। নিশ্চয়ই, জিনার ব্যাপারেই কিছু, এই দুজনের একটা গোলমাল লেগেছে, যে কথার কিছু হয়তো গণপতি বেচারি

জানে না। অতএব এটা হাতে রইল, বিপিনকেই ধরতে হবে। দরকার হলে, বউটিকেও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে, এবং দরকার হবেই। তবে, এ অবস্থায় নয়। এ অবস্থায় কারুর সামনে না-যাওয়াটাই ভাল। অশোক পাঁচিল ঘেঁষে এগিয়ে গেল।

খানিকটা যাবার পরেই, কিংফিশার বিয়রের কাগজের লেবেল চোখে পড়ল ওর। তারপরেই, নানা ধরনের কাগজপত্র, চকোলেটের পেপার কভার, বিয়রের অনেকগুলো লেবেল, সস্তা এবং দামি সিগারেটের খালি প্যাকেট, পানের শুকনো খিলি দু-তিনটে, চার দিকে ছড়ানো। এক জায়গায়, বড় বড় দুটো মাটির উনুন। রান্নার জায়গারই চার পাশ ঘিরে সবাই গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে বসেছিল।

এখান থেকে উত্তর দিকে তাকালে, দিঘির উঁচু পাড় চোখে পড়ে। একটু ভাল করে লক্ষ করলেই চোখে পড়ে, দিঘির ধার পর্যন্ত কাগজপত্র সিগারেটের প্যাকেট অল্প-বিস্তর ছড়ানো। যার যখনই ইচ্ছা হয়েছে, দিঘির দিকে ছুটে গিয়েছে। নানান কারণেই তা যেতে পারে।

তা হলে, দাঁড়াচ্ছে এই, বাগানের গেট থেকে, একতলা বাড়িটার সামনে, কাঠা দশেক জমি ছেড়ে দিয়ে, এবং উত্তবে দিঘি বা দিঘির ওপার পর্যন্ত এবং এদিকে দক্ষিণের পাঁচিলের গা, এই গোটা জায়গাটা জুড়ে, পিকনিক পার্টি ঘুরে বেড়িয়েছে, আড্ডা দিয়েছে, আনন্দ করেছে। এই সীমানার মধ্যে, অধিকাংশ আম-জাম-কাঁঠাল-নারকেল গাছ। মাঝে মাঝে কাগজি লেবু, বাতাবি লেবুর গাছ আছে। কাগজি লেবুর গাছের ঝাড় বেশি, আড়াল করে বসলে, দেখা যায় না। উত্তরের ফেনসিং ঘেঁষে কিছু কিছু বুনো ঝোপও আছে। সেদিকে গিয়েও, সকলের থেকে আড়াল হওয়া যায়, এবং অনেক সুবিধে, কারণ, ফেনসিংয়ের পরেই ধান-কাটা নিরালা মাঠ।

এ কথাগুলো, এ জন্যই বিশেষভাবে মনে আসছে, জিনা সম্ভবত একেবারে দলের মধ্যে, বা একলা থাকার মেয়ে না। সে-ও হয়তো, কারুর সঙ্গে, একটু আড়ালের খোঁজ করে থাকতে পারে। হয়তো কারুর সঙ্গে নিভৃতে একটু গল্প-গুজব বা প্রেম প্রেম খেলেছে। জিনা না চাইলেও, তাকে কেউ ডেকেছে হয়তো। তা না হলে, জিনার পিকনিকে আসার কোনও মানে হয় না।

জিনা রূপসী, স্বাস্থ্যটি ভাল, পোশাক-আশাক, চাল-চলন, একেবারে হাল ফ্যাশনের। যে কথাটা বললে ঠিক বোঝানো যায়, জিনা বেশ ঠসকি। তবে, বুদ্ধিমতী, পড়াশোনায় ভাল। নিজের সম্পর্কে সজাগ। তার প্রেমিক, অর্থাৎ তার কৃপাপ্রার্থী শহরের অনেক ছেলে, ফ্যাক্টরি কোয়ার্টারের মধ্যেও অনেকেই। যদি, কোনও ঝোপঝাড়ের আড়ালে জিনা কারুর সঙ্গে বসেছিল এটা আবিষ্কার করা যায়, তা হলে একটা কোনও সূত্র পাওয়া যেতে পারে। কার সঙ্গে সে নিভৃতে বসেছিল, এটা জানতে পারলে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। বিশেষ কারুর সঙ্গে যে

আড়ালে আবডালে গিয়েছিল, এ সব কথা সঠিক কেউ বলেনি। যারা লক্ষ্য করেছে, তারাও হয়তো বলতে চায়নি। একটা কিছু বলে, কেউ ঝামেলায় জড়াতে চায় না।

কিন্তু সেই বিশেষ আড়ালটি খুঁজে পেলে জিনার এবং তার সঙ্গীর কোনও চিহ্ন থেকে একটা কিছু খোঁজ পাওয়া যেত। সেটা দেখবার জন্যই, গাছের আড়ালে আড়ালে, সাবধানে, অশোক উত্তর দিকে আরও এগিয়ে গেল। দিঘির দিকে যেতে যেতে, কয়েকটা ঝোপঝাড়ের আশেপাশে তীক্ষ্ণ চোখ বুলিয়ে নিল। যা ভেবেছিল, প্রায় তাই। ঝোপঝাড়ের ঘাসের ওপরে অনেক সিগারেটের পোড়া অংশ। প্রায় প্রত্যেকটা ঝোপের পাশেই তাই। বিয়র বা অন্যান্য বোতল, টিনের কৌটো ইত্যাদি, নিশ্চয় বিপিন আর গণপতি ভাগাভাগি করে তুলে নিয়ে গিয়েছে সংসারের কাজের জন্য। আজকালতো মদ ছাড়া কোনও পিকনিক পার্টিই জমে না।

অশোক থমকে দাঁড়াল। নিচু হয়ে দেখল, দেড়-দু ইঞ্চি লম্বা টেপ-রেকর্ডারের একটা টেপ-এর টুকরো পড়ে আছে। তা হলে, কেউ টেপ-রেকর্ডার নিয়ে এসেছিল। জানতে হবে, কে নিয়ে এসেছিল, এবং ইতিমধ্যেই যদি না ইরেজ করে থাকে, তবে শুনতে হবে। টুকরোটা ও পকেটে রাখল।

ফেনসিংয়ের ধার ঘেঁষে ঘন ঝোপ, ঝোপের পাশে সারি সারি কলাগাছ। আড়াল এবং গোপনীয়তার পক্ষে, সবথেকে ভাল জায়গা। কিন্তু অশোক দেখল, এদিকটায় তেমন কোনও চিহ্ন নেই। কেউই বোধহয় আসেনি। তবু ছেড়ে যেতে পারল না, পশ্চিম দিকে দেখতে দেখতে এগোল। বেশি দূর আবার যাওয়া যাবে না, বিপিন আর গণপতির বউ আছে। তারা চোখে পড়ে যেতে পারে। সেটা একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার। কী অবস্থায় আছে, কে জানে।

আবার থমকে দাঁড়াল অশোক। সিগারেটের কয়েকটা পোড়া অংশ, সবই ফিলটার-টিপড, কিং সাইজ, এল. এম.। আর একটি ব্লু রিবান্ড জিন-এর পিন্ট। মুখ খোলা, শূন্য শিশি। নরম মাটিতে, শুধু জুতোর দাগ নয়, যারা বসেছিল, তাদের পাছার ছাপ পড়ে দাগ হয়েছে। এক দিকে কলাগাছের সারি, আর এক দিকে ঝোপ, মাঝখানের নরম মাটিতে কারা বসেছিল। অশোক নিচু হয়ে লক্ষ্য করল। যা ভেবেছিল তাই, মেয়ে এবং পুরুষের জুতোর দাগ। মেয়েদের পায়ের স্যান্ডেলের দাগ, এবং পুরুষের শু। বোধহয়, পয়েন্টেড-টো শু, কারণ, জুতোর সামনের দিকের ছাপ সবটা পড়েনি। মেয়েদের গোড়ালি উঁচু স্যান্ডেলের পরিষ্কার ছাপ।

কার পায়ের ছাপ? জিনার? নাও হতে পারে। রীতার হতে পারে। সুবর্ণার হতে পারে। মিসেস নাদিমের হতে পারে। আরও কয়েকটি মেয়ে ছিল, তাদেরও হতে পারে। কিন্তু ড্রিঙ্ক করতে পারে, এ রকম মাত্র দুজনকেই মনে পড়ে। জিনা আর রীতা। অবিশ্যি অন্য মেয়েরাও ড্রিঙ্ক করতে পারে, কিছুই বলা যায় না। অশোক

জানে, আজকাল মফস্‌সলের মেয়েদেরও অনেকে ও ব্যাপারটাকে আর তেমন অন্যায় মনে করে না।

কিন্তু এল. এম. সিগারেট, ফরেন সিগারেট, আমেরিকান ফিল্টার-টিপড কিংসাইজ। নিয়মিত কোনও ধূমপায়ীর এটা ব্র্যান্ড হতে পারে না। প্রথমত কলকাতা ছাড়া এ সিগারেট পাওয়া যায় না। কলকাতার বাজারেও সবসময় পাওয়া যাবে, এমন কোনও কথা নেই, কারণ স্মাগল করা সিগারেট। এমন অনিশ্চিত সিগারেট কেউ নিজের ব্র্যান্ড করে না। তা ছাড়া অনেক দাম, বোধহয় কুড়িটা চার টাকা বা তার বেশিই। নিশ্চয়ই কেউ, বিশেষভাবে পিকনিক এনজয় করার জন্যই এনেছিল।

কে আনতে পারে? যে-কোনও লোকই আনতে পারে। কলকাতা এখান থেকে মাত্র তিরিশ মাইল। হাজার হাজার লোক এ শহর থেকে রোজ যাতায়াত করে। ভেবে দেখতে হবে, কে সিগারেট সম্পর্কে বেশি বিলাসী। তবে, ফিলটার-টিপড মেয়েদের প্রিয়। ঠোঁটে তামাক লাগে না, কাগজ এঁটে বসে যায় না, ঠোঁটের রং নষ্ট হয় না। এই ত্রিবিধ কারণ।

কথাটা মনে হতেই, অশোক কয়েকটা পোড়া সিগারেট তুলে নিল। দুটো পেল, যাতে ভারমিলিয়ান রেড কালার আবছা লেগে আছে। কে লিপস্টিক লাগায়নি গতকাল? এমন মেয়ে আছে বলে তো মনে হয় না, ঠোঁটে রং লাগায়নি। এত টকটকে লাল রং কে লাগিয়েছিল? খোঁজ নিতে হবে।

জিন-এর শিশিটা তুলে নাকের কাছে ধরল সে। জিন-এরই গন্ধ, তবু মনে হল, লাইম মেশানো ছিল। লাইম জিন আলাদা করে আনেনি, যেই এনে থাক একসঙ্গে মিশিয়ে এনেছিল। কয়েক ফোঁটা তলানি এখনও পড়ে আছে। সোডা ছিল কিংবা জল মেশানো ছিল, এক ফোঁটা মুখে দিলে, এখুনি টের পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা উচিত হবে না। আর কিছু মেশানো ছিল কি না, পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এ শিশি যেই এনে থাক, যার সঙ্গে বসেই পান করে থাক, সে আগে থেকে তৈরি হয়ে এসেছিল, দুজনে নিরিবিলিতে জিন খাবে বলে। যে দুজন বা দুয়ের অধিকই এখানে বসে ছিল, আড়াল এবং নির্জনতা তারাই সবথেকে বেশি নিবিড়ভাবে ভোগ করেছে।

এরা কারা? এ সব কি শ্যামাপদর চোখে পড়েনি? শ্যামাপদ বোধহয় এ সব বস্তুকে তার সন্দেহের বাইরে রেখেছে। মালীরা বা পিকনিক পার্টির সবাই বলেছে, এখানে বেশ পান চলেছিল, অতএব শ্যামাপদ এই ভেবেই নিশ্চিন্ত রইল, শুধু ফুর্তি হয়েছে এখানে, এবং তার প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস, জিনা কারুর সঙ্গে পালিয়েছে। অথবা নফর আলি একটা কিছু কীর্তি করেছে। বেশ বোঝা যায়, এখানে সে তেমন খুঁটিয়ে দেখেনি। তবু পাহারা রেখেছে, নিতান্ত সাবধানের মার নেই বলে, এবং আশেপাশের লোককে কিছুটা ভয় দেখিয়ে রাখার জন্য।

অবিশ্যি, এ কথাও সত্যি, এগুলো থেকে জিনার নিখোঁজের কিছুই প্রমাণিত না হতে পারে। তবু, নিশ্চিন্ত থাকবারও কোন কারণ নেই। আরও খানিকটা ঝোপের আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করল, কিছুই দেখতে পেল না। এই সময়ে অশোকের বিপিন আর গণপতির বউয়ের কথা মনে হতেই, ব্যস্ত হয়ে উঠল। আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারল না। কলাগাছের সারির পাশ দিয়ে, আরও খানিকটা পশ্চিমে এগিয়ে, যা থাকে কপালে, এই ভেবে ও উঁকি দিল। কাউকেই দেখতে পেল না। লেবুগাছের ঝোপটা চিনতে অশোকের ভুল হল না। তাড়াতাড়ি সেখানে আসবার আগেই, দেখল, গণপতির বউ মাথা নিচু করে, পিছন ফিরে, একতলা বাড়িটার দিকে যাচ্ছে। ক্ষুধা-তৃপ্ত বাঘের চোখে যেমন একটা আধবোজা আমেজি ভাব থাকে, তেমনি চোখে বিপিন তাকিয়ে আছে বউয়ের দিকে। লেবুগাছের ঝোপের কাছ থেকে সে খানিকটা পুবে সরে গিয়েছে, বোধহয় নিজের ঘরের দিকে যাবার উদ্যোগ করছে।

অশোক মুখটা শক্ত করে, বিপিনের প্রায় পিছনে এসে দাঁড়াল। ডাকল, 'কী হে বিপিন!'

বিপিন একটা অদ্ভুত শব্দ করে, লাফ দিয়ে সরে গিয়ে অশোকের দিকে ফিরল। বিপিন এখন যে-কোনও রকমের নিষ্ঠুরতা করতে পারে। অশোককে আক্রমণও করতে পারে, কিছু বিশ্বাস নেই। গায়ের জোরে অশোক পারবে না, তবে ছুটে পালাতে পারবে। কিন্তু ভয় সে পেল না। সে পরিষ্কার, গম্ভীর গলায়, বউয়ের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ওর কাছে চলো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

বিপিন চোখ কোঁচকাল, এক মুহূর্ত ভাবল। বলল, 'আমাদের সঙ্গে আপনার কী কথা আছে বাবু?'

বিপিনরা বাংলা ভালই বলতে পারে, অনেক দিন আছে এ দেশে। অশোক বলল, 'যদি আমাকে কিছু বলতে না চাও, তবে দারোগাকে বোলো। তা হলে, আমি এখনই গিয়ে, থানায় খবরটা পাঠিয়ে দিই। আর সেপাইরা এখানেই পাহারায় আছে, তোমাদের দুজনকে চালান করে দিচ্ছি।'

বিপিনের চোখে সন্দেহ এবং ভয় দেখা দিল। বলল, 'কিন্তু বাবু, আমি তো কিছু করি নাই!'

অশোক বলল, 'করেছ কি না, সেটা বোঝা যাবে, গণপতির বউ আর তুমি কী জান, সেটা শোনার পরে।'

বিপিন এবার সত্যি ভয় পেল, এবং ভয়েই, অজগরের সামনে ছাগলের মতো, একদৃষ্টে অশোকের পলকহীন চোখের দিকে চেয়ে রইল। অশোক লক্ষ্য করেছিল, গণপতির বউ কথাবার্তা শুনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা তখনও বোধহয় সে ভাল করে বুঝে উঠতে পারেনি, কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

অশোক আবার বলল, 'গণপতির বউয়ের নামে পুলিশের কাছে তোমার কী রিপোর্ট করার আছে সেটা জানা দরকার, আর সেই ভয় দেখিয়ে, একটি বউয়ের সর্বনাশ করার সাহস তোমার কোত্থেকে হয়, সেটাও আমি দেখতে চাই।'

মুহূর্তের মধ্যে, বিপিনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন। কিছুক্ষণ আগের যমের থেকেও নিষ্ঠুর অবিচল বিপিন একেবারে হাতজোড় করে, ভয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় কোনও রকমে উচ্চারণ করল, 'বাবু!'

'চুপ। কোনও কথা নয়, বউয়ের সামনে চলো। বড় দারোগা বোধহয় এর মধ্যেই এদিকে রওনা হয়েছে।

বিপিন আর এক বার কেঁপে উঠে, ভাঙা গলায় ডাকল, 'বাবু, অ বাবু!'

অশোক দেখল, ওষুধ ধরেছে। এবার একটু মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আশ্বাস। ও বলল, 'শোনো বিপিন, যে ব্যাপারেই হোক, তোমরা যা জান, আমাকে এখুনি বলে দাও, আমি পুলিশকে জানাব না। আমি যেভাবে বলব, সেভাবে যদি চলো তবে পুলিশ কিছুই করতে পারবে না। চলো, বউয়ের সামনে চলো।'

বিপিন তাড়াতাড়ি বউয়ের কাছে চলল, অশোক পিছনে পিছনে। বউটির অবস্থা তখন সবথেকে করুণ। একটু আগেই তার ওপর দিয়ে এক অকথ্য অত্যাচার গিয়েছে। তারপরেই অশোকের আবির্ভাব। ভয়ে সে থর থর করে কাঁপছে। কিন্তু অশোক নিরুপায়।

বিপিন ওড়িয়া ভাষায় হড়বড় করে বউটিকে কী বলল। বউটি কাঁপতে কাঁপতে মুখ গুঁজে বসে পড়ল।

অশোক বলল, 'কী হল, ও এরকম করছে কেন? ওকে উঠতে বলো, যা জানে, তা বলতে বলো তাড়াতাড়ি। তা না হলে আমি দারোগাকে সামলাতে পারব না।'

বিপিন আবার বউটিকে কী সব বলল। তারপরে অশোকের দিকে ফিরে বলল, 'বলবার তো কিছুই নাই বাবু, সে মাল, এই বাবুদের বাড়িতেই আছে, বউ লুকিয়ে রেখেছে, তার থেকে একটা জিনিসও খোয়া যায়নি।'

সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত দ্রুত ভেবে নিল অশোক। কী মাল? কী খোয়া না-যাবার কথা বলছে বিপিন? যাই হোক, দেখতে হবে। ও প্রায় ধমক দিয়ে বলল, 'তা তো বুঝলাম, সেটা দেখাবে তো আমাকে। কোথায় আছে?'

একতলা বাড়ি দেখিয়ে, বিপিন বলল, 'এ বাড়িতেই একটা ঘরে বউ লুকিয়ে রেখেছে।'

বলেই সে বউকে তাড়া দিল। বউ উঠে বাড়ির দিকে এগোল। বিপিন আর অশোকও গেল। বউ বারান্দায় উঠে, শিকল খুলে ঘরে ঢুকল। অশোক জিজ্ঞাসা করল, 'মালটা কী?'

'একটা ব্যাগ আছে বাবু।'

'কেমন ব্যাগ?'

'সোন্দর ব্যাগ।'

'কোথায় পেলে?'

'বউ পেয়েছে, এই বাগানের মধ্যেই।'

'কোন জায়গায়?'

জবাব শোনাবার আগেই, বউ এল। হাতে তার হালফ্যাশানেব ভ্যানিটি ব্যাগ, তুলনায় একটু বড়ই, কিন্তু বেশ দামি আর সুন্দর। বউ এনে ব্যাগটা অশোকের দিকে বাড়িয়ে দিল।

অশোক তার আগে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাগ খুলেছিলে?'

বউ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। অশোক জিজ্ঞাসা করল, 'কী আছে ব্যাগের মধ্যে?'

গণপতির বউ পরিষ্কার বাংলাতেই বলল, 'চল্লিশটা টংকা আছে, আর কী সব আছে, আমি জানি না বাবু।'

বউটির গলা ভেঙে এল, চোখে জল গড়িয়ে পড়ল। অশোক ব্যাগটা নিয়ে প্রথমেই দেখল কোনও নামের কার্ড লাগানো আছে কি না। নেই। চামড়ার ব্যাগ, একটা মেটালের প্রজাপতি লাগানো। ব্যাগটা খুলে ফেলল। ফেস-পাউডার, লিপস্টিক, ফেস-পাউডারের কৌটোতেই আয়না লাগানো। চুলের রিবন, কয়েকটা ক্লিপ, একছড়া পাথরের হার। চেন দিয়ে আটকানো একটা ছোট চেম্বার। সেটা খুলল। চারটে নতুন দশ টাকার নোট। আঙুল দিয়ে ভিতরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখল, এক টুকরো কাগজ বেরিয়ে এল। অনেক ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ। খুলে ফেলে দেখল, তাতে ইংরেজিতে টাইপ করা আছে, 'আই উইল বি দেয়ার জাস্ট ইন টাইম। ডোন্ট টেল এনিবডি। প্লিজ।'

কাকে বলছে, কে বলছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। গতকালের কোনও তারিখও নেই। কবেকার টাইপ করা, তাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে খুব পুরনো নিশ্চয়ই নয়, কাগজটা বেশ টাটকাই আছে। সবথেকে যেটা সন্দেহজনক, সেটা হল টাইপ করা লেখা। সামান্য দুটি কথা, হাতে লিখেও জানানো যেত। এর জন্য টাইপের প্রয়োজন কেন হল? যদি কেউ চিরকুট দেখে ফেলে, তবু যেন ধরতে না-পারে কে দিয়েছে, এ ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে!

অশোক মুহূর্তের মধ্যে মন স্থির করে ফেলল। বেআইনি কাজে হাত দিল ও। কাগজটা ওদের সামনেই ভাঁজ করে, যেন ব্যাগেই রেখে দিল এমনি ভাব করে, আঙুলের ফাঁকে লুকিয়ে রাখল। টাকাটাও ঠিক জায়গায় রাখল। আর এক বার দেখে

ব্যাগটা বন্ধ করতে যাবে, পাউডারের কৌটোর নীচে, ছোট্ট একটা কাগজ চোখে পড়ল। এক চিলতে কাগজ, তাতে একটা ফোন নম্বর, ৪৬ এরিয়া, কলকাতার। তার মানে বালিগঞ্জের। সেটাও, বিপিন আর বউয়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে, লুকিয়ে ফেলল।

ব্যাগটা বন্ধ করে অশোক জিজ্ঞেস করল, 'এ ব্যাগ কার?'

বউ বলল, 'তা জানি না বাবু।'

'কোথায় পেলে তুমি?'

'বাগানেই পেয়েছি।'

'কোন জায়গায়?'

'তারের বেড়ার ধারে, দিঘিতে যাবার পথে।'

'এতে কোনও সোনার গহনা ছিল না?'

গণপতির বউ হাতজোড় করে বলে উঠল, 'না বাবু, বিশ্বাস করেন, আমার নজরে পড়েছে, তাই আমি নিয়ে এসেছি।'

অশোক বিপিনকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী করে ব্যাগের কথা জানলে?'

বিপিন বলল, 'আমি ওটা ওকে হাতে করে নিতে দেখেছি। তারপরে এসে দেখেছি, বউ এটা এখানে লুকিয়ে রাখল। বউ চলে যাবার পরে, ঘরে ঢুকে আমিও দেখেছি।'

বিপিন চোখ নামিয়ে নিল। চুপি চুপি দেখেই, গণপতির বউয়ের সর্বনাশটি করেছে সে। এখন তাই লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিচ্ছে। বিপিন বড় লাজুক।

অশোক বলল, 'শোনো, এটা তুলে নিয়ে এসেই বিপদ করেছ। সামান্য চল্লিশটা টাকা, কিছুই না। আমি বলছি, এ ব্যাগ আর তোমরা নিজেদের কাছে রেখো না তা হলে আর পুলিশের হাত থেকে বাঁচবে না। যেখানে ব্যাগটা পড়ে ছিল, বা বাগানে যেখানে পিকনিক হয়েছে, সে রকম কোনও জায়গায় এটা নিয়ে ফেলে দাও। মনে রেখো, ব্যাগটা ওরা খুঁজবেই, তখন ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই।'

বউটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, 'আমি এখুনি ফেলে দিয়ে আসছি বাবু।'

অশোক একটু ভেবে বলল, 'আর একটা কাজ করতে পারো, ব্যাগটা পুলিশের হাতে দিয়ে দিতে পারো। বলবে যে, এটা তুমি কুড়িয়ে পেয়েছ বাগানের মধ্যে।'

বউটি ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তাতে কিছু বিপদ হবে না তো বাবু?'

'কিছু না, বরং ভালই হবে। তোমার সততা প্রমাণ হবে। গণপতি জানে?'

বউটি ঘাড় নেড়ে জানাল, 'না।'

'তা হলে আগে গণপতিকে বোলো, তারপরে পুলিশকে দিয়ে দিয়ো।'

'তাই দেব বাবু, দেখবেন যেন কোনও বিপদ না হয়।'

'দেখব।'

কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, এই ব্যাগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে, বিপিন আর গণপতির স্ত্রীর

মধ্যে যে জবরদস্তি একটা অবৈধ ঘটনা ঘটে গেল, অতঃপর সেটা একটা নিয়মিত অবৈধ সম্পর্কে দাঁড়াবে। যে অপরাধ গণপতির স্ত্রী করতে চায়নি, অথচ ভয়ে করেছে, এখন থেকে সেটাই হবে বিপিনের হাতের অস্ত্র। ব্ল্যাকমেলের অস্ত্র। কিন্তু এখন আর এ বিষয়ে ভাববার সময় নেই। পরে ভাবলেও চলবে।

অশোক বারান্দা থেকে নেমে, আবার ফেনসিংয়ের পাশের ঝোপ দিয়ে, দিঘির দিকে যাবার ছোট গেটের কাছে এল। সতর্ক চোখে দেখে নিল, পাহারার কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে কি না। একটু মাথা নিচু করে দিঘির উঁচু পাড়ে উঠে গেল সে। সেখানেও, টফি-চকোলেটের পেপার কভার, সিগারেটের প্যাকেট, দু-চারটে ইতস্তত ছড়ানো। সকালবেলা জালের সঙ্গে অনেক শ্যাওলা উঠেছে, দিঘির ধারে ধারে তা জমানো।

দিঘিতে কোনও ঘাট নেই। মনে হয় না, কেউ নেমেছিল। হয়তো, উঁচু পাড়ে, কেউ কেউ বেড়াতে এসেছিল। দ্বিতীয় দিঘিটা আর একটু পশ্চিম-উত্তরে, যার ধার থেকে আখের ক্ষেত শুরু হয়েছে।

এই দিঘিটার পুব দিকের নাবাল জমি দিয়ে, অন্য দিঘির দিকে যেতে গিয়ে অশোক থমকে দাঁড়াল। মোটরের টায়ারের দাগ। পিকনিক পার্টির সঙ্গে নিশ্চয়ই কয়েকটা গাড়ি এসেছিল। গোটা দুই স্টেশন-ওয়াগন, কম করে তিনটি অ্যামবাসাডর। বাগানের গেটের সামনেই এত জায়গা আছে যে, এদিকে গাড়ি আসবার কোনও দরকারই ছিল না। গেটের সামনেই গাড়ি ঘোরাবার বিস্তর জায়গা আছে। তথাপি, এখানে গাড়ির দাগ কেন?

অশোক ভাল করে লক্ষ্য করল। শীতের দিন, চাকার দাগ নষ্ট হয়নি। দেখা গেল, একটা গাড়ি এসেছিল, এবং আবার ঘুরিয়ে নেবার জন্য, দিঘির ঢালু পাড়ের দিকে খানিকটা উঠেও এসেছিল। গাড়িটা কোন দিক থেকে এসেছিল!

খুঁজতে গিয়ে বোঝা গেল, বাগানের গেটের দিক থেকে আসেনি। এসেছে, পুব দিকের বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে বেঁকে যাওয়া কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে, যে রাস্তাটা খানিকটা গিয়ে ঘুরে, আবার পিচের রাস্তায় পড়েছে!

কার গাড়ি, কে এসেছিল, কেন এসেছিল? পুলিশের গাড়ি নয়, জিপের চাকার দাগ নয়। কিন্তু এ রাস্তা দিয়ে, কার আসার প্রয়োজন হল? গেলই বা কোথায়? অশোক স্থির করল, সাইকেলটা নিয়ে এসে দেখতে হবে। ও অন্য দিঘিটার পাড়ে গেল। সেখানেও, একই রকম, সিগারেটের বাক্স, লজেন্স-টফির কাগজ। আর দেখে কোনও লাভ নেই।

অশোক ঠিক যেভাবে এসেছিল, সেই ভাবেই বাগানে ফিরে গেল। একতলা বাড়িটার পিছন দিয়ে, যে ঝোপের সামনে সাইকেলটা রেখে এসেছে সেখানেই যেতে

হবে।

ঘাড় নিচু করে পা গলিয়ে, ফেনসিংটা পার হয়ে, মাথা তুলে দাঁড়াতেই, প্রথমে ওর চোখে পড়ল ধান কাটা মাঠের ওপর একটা জিপ। জিপের সামনে শ্যামাপদ দাঁড়িয়ে। তার মুখ শক্ত, ঠোঁটে বিদ্রূপের বক্রতা।

অশোক চকিতে ভেবে নিল, চিরকুট দুটো কোথায় রেখেছে সে। ওর হাওয়াই শার্টের হাতার ফ্ল্যাপে, সে দুটো দুই হাতায় লুকোনো আছে। একমাত্র টেপ-এর টুকরোটাই প্যান্টের পকেটে আছে। শ্যামাপদ ওকে রাস্তায় বা যে-কোনও জায়গায় ধরতে পারে, এই আশঙ্কা ছিলই, সেজন্য চিরকুট সম্পর্কে সাবধান হয়েছিল। কিন্তু একেবারে এভাবে ধরা পড়বে বুঝতে পারেনি।

তার আগে, জানা দরকার, শ্যামাপদ কতটা জানে। অশোককে কি কেবল বাগানে ঢুকতে দেখেই, এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে? না কি, বাগানের ভিতরের কার্যকলাপও সব দেখেছে। ও একটু সংকোচের সঙ্গে হাসল, বলল, 'এই যে স্যার, আপনি এখানে?'

শ্যামাপদ চাপা গর্জনের স্বরে, একটু বিদ্রূপ মিশিয়ে বলল, 'এই দেখতে এলাম, শার্লক হোমস সাহেবের দৌড় কত দূর।'

অশোক দেখল, শ্যামাপদর সঙ্গে কেউ নেই, সে একলাই ড্রাইভ করে এসেছে।

ওর সাইকেলটা ঝোপের মধ্যে তেমনি শোয়ানো। ও কৈফিয়তের সুরে বলল, 'ব্যাপারটা শুনে ভাবলাম, যাই, এক বার বাগানটা দেখে আসি, কিছু জানাটানা যায় কি না। তা, যা আপনারা আইন করে রেখেছেন, কিছু যে জানব, তার উপায় নেই।'

শ্যামাপদ ঘাড় নেড়ে, জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'ঘুঘু বারে বারে দানা খেয়ে যায়, ফাঁদে পড়ে না। এবার কী হয়, দেখি। চলো, থানায় চলো।'

অশোক বলল, 'থানায় যাবার মতো অপরাধ কিছু হয়েছে নাকি?'

কথাটা ও বোকার মতোই বলল। প্রথমত, লুকিয়ে বাগানে ঢোকা, দ্বিতীয়ত, সেই বাগানে আপাতত পুলিশ পাহারা। তাদের অনুমতি ছাড়া কারুরই ঢোকবার কথা নয়। এমনকী বাগানের মালিকেরও না।

শ্যামাপদ বলল, 'রুলের গুঁতোয় তার জবাব দেব, এখন তাড়াতাড়ি চলো।'

'চলুন।'

অশোক সাইকেলটা টেনে তুলল। শ্যামাপদ সাইকেলটা ছোঁ মেরে নিয়ে, জিপের পিছনে ঢুকিয়ে দিল। নিজে, বাঁ দিকে স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসে ডাকল, 'উঠে এসো।'

লক্ষ্মীছেলের মতো এখন যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, আইনকে ফাঁকি দিয়ে চলা যায় না। জিপ ধুলো উড়িয়ে ছুটল। পথে একটি কথাও হল না। সোজা থানায় এসে জিপ থামল। জিপ দাঁড় করিয়ে, ইঞ্জিন বন্ধ করে, নামতে

নামতে শ্যামাপদ ডাকল, 'এসো আমার ঘরে।'

অশোক খুব নিরীহ ভঙ্গিতে শ্যামাপদর পিছন পিছন তার ঘরে গিয়ে ঢুকল। জামার হাতাদুটো আলগোছে এক বার দেখে একটা সিগারেট ধরাতে গেল। শ্যামাপদ ঠোঁট থেকে সিগারেটটা টেনে নিয়ে ফেলে দিল, গর্জন করে বলল. 'কোনও ক্রিমিনাল আমার সামনে সিগারেট খায়, এটা আমি পছন্দ করি না।'

অশোক কিছুই বলল না। শ্যামাপদ কোনও কথা না বলে, অশোকের প্যান্ট আর শার্টের পকেট সার্চ করতে লাগল। সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, পার্স, রুমাল আর টেপ-এর টুকরো। চোখ কুঁচকে দেখে, হাতে রেখে দিল। বলল, 'কোথায় পেলে এটা?'

'বাগানে।'

'হুম।'

আর এক বার কোমর, জামারতলা, সবই সার্চ করল অশোকের। পায়ে স্যান্ডেল ছিল, তাই খোলবার দরকার হল না। তবু অশোকের ঘন চুলেও শ্যামাপদ এক বার হাতিয়ে নিল। তারপরে বলল, 'এবার বলো তো চাঁদ, জিনা নিখোঁজের কী কী চিহ্ন নষ্ট করতে গেছলে?'

অশোক জানে, শ্যামাপদ এ রকম কথাই বলবে। ও তবু হেসে বলল, 'নষ্ট করতে গেছলাম বলছেন?'

'নিশ্চয়ই। তবে কি, নিখোঁজের খোঁজ করতে?'

'আমি তো তাই জানি।'

'কোন অধিকারে? হোয়াট রাইট ইউ হ্যাভ?'

'কোনও অধিকারেই নয়। ভাবলাম, যদি কিছু কিনারা করা যায়।'

'পরোপকার? সত্যান্বেষী? সেই জন্যই সন্দেহ করছি।'

'এর আগেও কি এ রকম ঘটেনি?'

'ঘটেছে, তখন তোমার চালাকি ধরতে পারিনি।'

'এবার ধরেছেন?'

অশোকের মুখও এবার একটু শক্ত হল, চোখের দৃষ্টি স্থির হল। কেন না, ইতিপূর্বে দুটি স্থানীয় হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে, হত্যাকারীদের ও চিনিয়ে দিয়েছিল, সেই জন্য, এস ডি ও এবং ডি এম ওকে অফিশিয়াল চিঠি দিয়ে বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। সেই চিঠি দুটোর জোর কি কিছুই নেই? শ্যামাপদ বলল, 'হ্যাঁ, তোমার মতো ছেলেকে আমি বিশ্বাস করি না। জিনার সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার কিছু একটা ছিল, আর সেই জন্যই তুমি পিকনিকে যাওনি। দুজনে কোনও একটা মতলব এঁটে রেখেছিলে, পিকনিকে গেলে ধরা পড়ে যাবে, তাই অন্য ভাবে জিনাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ।'

কথাগুলো বলবার সময়, শ্যামাপদর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। এমনভাবে অশোকের চোখে চোখ রেখে কথাগুলো বলল, যেন অশোকের ভিতরটা পর্যন্ত সে দেখে নিতে চাইছে।

অশোকের ইচ্ছা করল, লোকটার মুখের ওপর হো হো করে হেসে ওঠে।

কিন্তু এখন হাসতে সাহস হল না। শত হলেও, বাগানে গিয়ে একটা বেআইনি কাজ ও করেছে। শ্যামাপদকে এখন উত্তপ্ত না করাই ভাল। ক্ষেপে গিয়ে, সত্যি সত্যি হাজতে পুরে দিতে পারে। ও খুব নিরীহ মুখে বলল, 'আপনি যদি এ রকম ভাবেন, আমার কিছু বলার নেই। যা ভাল বোঝেন, তাই করুন।'

'উচিত তো হচ্ছে, তোমাকে এখুনি অ্যারেস্ট করে চালান করে দেওয়া। কারণ আমার হাতে তুমিই এখন সবথেকে বেশি সন্দেহভাজন ব্যক্তি।'

'কোন দিক থেকে?'

'তুমি লুকিয়ে পিকনিক স্পটে গিয়েছিলে!'

অশোক মুখখানি আরও নিরীহ করে বলল, 'সেটা ঠিক কথাই।'

'মানছ?'

'মানছি।'

শ্যামাপদ যেন একটু ঠাণ্ডা হল। 'বেশ, তা হলে এবার আমাকে খোলাখুলি বলো তো, বাগানে তুমি কী পেলে? লুকোবার চেষ্টা কোরো না।'

শ্যামাপদ কথা বের করতে চাইছে, যদি অশোকের কাছ থেকে কোনও সূত্র আবিষ্কার কবতে পারে। অশোক গোবেচারার মতো মুখ করে বলল, 'আপনি তো আমার বডি সার্চ করলেন, কিছু কি পেলেন?'

'তা পাইনি। আমি কোনও জিনিসের কথা বলছি না। বাগানে যাওয়ার দুটো কারণ থাকতে পারে তোমার। এক, আমি প্রথমে যা বলেছি, জিনার হারিয়ে যাবার পিছনে তোমার কোনও হাত আছে, আর সেই হারিয়ে যাবাব ব্যাপারে, বাগানে যদি কোনও প্রমাণ থেকে থাকে, তুমি তা লোপাট করতে গিয়েছিলে। দুই, তুমি কিছু জান জিনার হারিয়ে যাবার ব্যাপারে, বিশেষ একটা কিছু সন্দেহ করেছ, তাই তুমি কিছু একটা খুঁজে বের করতে গিয়েছিলে, যদিও সেই যাওয়াটা, আন-অথরাইজড, একটা ওয়ার্স্ট ক্রাইম। যদি ধরে নিই, দুই নম্বরটা সত্যি, তা হলে, তুমি কী দেখেছ সেখানে, কী বুঝেছ, সেটা আমাকে বলো।'

অশোক ওর জীবনে, শ্যামাপদর কাছ থেকে এতখানি বুদ্ধিমানের মতো কথা কখনও শোনেনি। মনে মনে অবাক হলেও, সে ভাবটা ও মুখে ফুটতে দিল না।

শ্যামাপদকে তারিফ করল। শ্যামাপদ বেশ বুদ্ধি করেই, ওর কাছ থেকে কথা আদায় করতে চাইছে। ইচ্ছে হল, এখনই লেডিজ ব্যাগটার কথা শ্যামাপদকে বলে

দেয়। কিন্তু মালীটা ওর কথা মতো এখনও, সেই ব্যাগটা, বাগানের ফেনসিংয়ের বাইরে, দিঘির পথে ফেলে রেখে এসেছে কি না, বোঝা যাচ্ছে না। আর একটু সময় নেওয়া দরকার। তা ছাড়া, অশোক নিজে আগে নিশ্চিত হতে চায়, ব্যাগটা কার। সেটা ও একটু পরেই জানতে পারবে। তবে শ্যামাপদকে ও একেবারে নিরাশ করল না। একটু ভাববার ভান করে বলল, 'বাগানে ফেনসিংয়ের ধারে নর্থ সাইডের কথা বলছি, যেখানে কলাগাছগুলো আছে, সেখানে একটা ব্লু রিবান্ড জিনের পিন্ট আমি দেখেছি। আর কিছু আমেরিকান এল. এম. ফিলটার-টিপড সিগারেটের পোড়া টুকরো। টুকরোগুলোর দু-তিনটেতে লিপস্টিকের রং লেগে আছে, তাতে মনে হয়, ওখানে কলাগাছের আড়ালে দুজন ছিল, একজন মেয়ে, একজন পুরুষ। এই দুজন কারা, একটু খোঁজ নিয়ে দেখলে পারেন।'

শ্যামাপদর মুখ চিন্তিত এবং গম্ভীর হল। বলল, 'আমি বিয়রের বোতল দেখেছি। জিনের বোতল তো দেখিনি। বিশেষ, কী সিগারেটের কথা বললে, এবং লিপস্টিকের দাগ লাগা, এটা একটু সন্দেহজনক ঠিকই। ছেলেমেয়েগুলো সব চরিত্রহীন হয়ে গেছে।'

অশোক বলল, 'তা ছাড়া কলাগাছের গোড়ায়, নরম মাটিতে দুজনের বসবার এবং পায়ের ছাপও আছে। একজন মেয়ে, একজন পুরুষের।'

শ্যামাপদর চোখে আবার সন্দেহ দেখা দিল। নাকের পাটা ফুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক কলাগাছের গোড়াতেই তুমি হঠাৎ খুঁজতে গেলে কেন? কিছু জানতে বা শুনেছিলে?'

লোকটার সত্যি মাথা খারাপ, অশোক মনে মনে বলল। মুখে বলল, 'সব জায়গা দেখতে দেখতেই আমি কলাগাছের গোড়ায় দেখতে গেছলাম। আমার একটা বিশেষ সন্দেহ হয়েছিল।'

'কী সেটা?'

'আমার সন্দেহ হয়েছিল, ওখানে অনেকেই জোড় বেঁধে, একটু ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসবার চেষ্টা করবে।'

'তার মানে পীরিত চালাবার জন্য?'

শ্যামাপদর মুখটা রাগে আর বিদ্রূপে ফুলে উঠল, বলল, 'জঘন্য, এর নাম এদের পিকনিক। নিজেরা বদমাইশি করতে গিয়ে কেলেঙ্কারি করবে, তারপরে যত ঝামেলা পুলিশের।'

একেই তো শ্যামাপদ এতখানি বয়সেও অবিবাহিত। তা ছাড়া, তার মনটাও খাঁটি পুলিশের মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং রক্ষণশীল। সে বলল, 'এনি হাউ, আমি এখুনি আর এক বার বাগানে যাচ্ছি, জায়গাটা দেখে, ওগুলো সব নিয়ে আসছি।'

অশোক বলল, 'এখুনি যাবেন?'

'হ্যাঁ। কেন বলো তো?'

আবার শ্যামাপদর কপালে সন্দেহের ভ্রূকুটি। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কিছু গোলমাল হয়ে যাবে নাকি?'

অশোক বলল, 'আমার আর গোলমাল কীসের! আপনার আপত্তি না থাকলে, আমি এখান থেকে একটা টেলিফোন করতে পারি?'

'কোথায়?'

'ওয়াইলডেভ ফ্যাক্টরির কোয়ার্টারে।'

'কাকে?'

'মিঃ তরফদারকে।'

'কেন?'

'একটু দরকার আছে।'

শ্যামাপদ সন্দিগ্ধ চোখে অশোকের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল।

তারপরে বলল, 'কিন্তু যা বলবে, তা আমার সামনে বলতে হবে।'

অশোকও কয়েক সেকেন্ড ভাবল। বলল, 'বেশ, তাই হবে।'

শ্যামাপদর টেবিলের ওপর থেকে টেলিফোনের রিসিভার তুলে, লোকাল এক্সচেঞ্জের কাছে একটা নাম্বার চাইল, 'থ্রি, ডাবল থ্রি।'

লাইন পাবার পরেই, ও মিসেস তরফদারের গলা শুনতে পেল। ও বলল, 'মিসেস তবফদার, আমি অশোক বলছি।'

'কোন অশোক? ঠাকুরবাড়ির?'

'হ্যাঁ।'

'কী বলছ?'

'আচ্ছা, আপনার কি মনে আছে, জিনা কোনও ব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছিল কি না?'

'তা তো নিশ্চয়ই, মেয়েরা ব্যাগ ছাড়া কোথায় বেরোয়!'

'বলতে পারেন, ব্যাগটা দেখতে কেমন ছিল? যে ব্যাগটা নিয়ে গতকাল জিনা গিয়েছিল?'

'পারি, দাঁড়াও বলছি।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ, আবার, 'হ্যাঁ অশোক, চামড়ার কালো ব্যাগ, দুই কোণে গোল করে বিনুনি পাকানো আছে, মেটালের প্রজাপতি বসানো। ব্যাগটা দেখতে খুব সুন্দর।'

অশোকের বুকটা এক বার ধক করে উঠল। তার মানে ব্যাগটা জিনারই।

জিনার ব্যাগ কেন ওভাবে ও রকম জায়গায় পড়ে ছিল! জিনা নিশ্চয়ই ইচ্ছা

করে ফেলে দেয়নি। বিশেষত, ব্যাগে যখন টাকা রয়েছে। না থাকলেও, ব্যাগ ফেলে দেবার কোনও কারণ থাকতে পারে না।

মিসেস তরফদার উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন অশোক, জিনার ব্যাগের খোঁজ করছ কেন?'

অশোক বলল, 'না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম, যদি ওর ব্যাগ-ট্যাগ কিছু বাগানে খুঁজে পাওয়া যায়।'

'অশোক!'

মিসেস তরফদার উদ্বেগ-ব্যাকুল স্বরে ডাকলেন। অশোক বলল. 'বলুন।'

'আচ্ছা তুমি তো শুনেছি, দুবার দুটি মার্ডার কেস ধরে দিয়েছিলে?'

এ কথাগুলো শ্যামাপদকে ও শোনাতে চায় না, তাই শুধু বলল, 'প্রায় তাই।'

'তবে বাবা তুমি একটু দেখো-না, জিনা কোথায় গেল। তুমি আমাদের হয়ে খোঁজো।'

'আচ্ছা।'

'শোনো, শোনো অশোক।'

'বলুন!'

'তুমি আজ এক বার আসবে?'

অশোক যাব বলল না, উচ্চারণ করল, 'আচ্ছা।'

'সন্ধ্যাবেলার দিকে, কেমন?'

'ঠিক আছে!'

রিসিভার নামিয়ে রাখল অশোক। শ্যামাপদ এতক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে অশোকের দিকে তাকিয়ে, প্রত্যেকটি কথা শুনছিল। অশোক মোটামুটি ধরে নিল, মালী তার কথায়, ভয়ে এতক্ষণে নিশ্চয়ই যেখানকার ব্যাগ সেখানেই ফেলে রেখেছে। না রেখে থাকলে মরবে, তখন অশোককে সব কথাই বলে দিতে হবে। ও শ্যামাপদকে বলল, 'বাগানের উত্তরদিকের ফেনসিংয়ে যে গেট আছে দিঘির পাড়ে যাবার, সেই গেট দিয়ে একটু গেলেই, জিনার ব্যাগটা, আপনি পাবেন।'

শ্যামাপদর মুখে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল, দৃঢ় হল। জিজ্ঞেস করল, 'কী করে তুমি জানলে?'

'আমি একটা ব্যাগ দেখেছি, জিনার ব্যাগ কি না, সেটাই কনফার্ম করে নিলাম মিসেসের কাছ থেকে।'

'কিন্তু সে পথে আমি আজ ভোরবেলাও গিয়েছি। ব্যাগ তো দেখতে পাইনি।'

'হয়তো ওভারলুক করেছেন।'

'বাজে কথা।'

শ্যামাপদর মুখ কঠিন হয়ে উঠল, বলল, 'আমার সঙ্গে তুমি মামদোবাজি কোরো না, সত্যি করে বলো, ব্যাগের রহস্য কী।'

অশোক খানিকটা অসহায় মুখভঙ্গি করে বলল, 'কী আশ্চর্য, রহস্য আবার কী। যা দেখেছি, তাই বললাম।'

শ্যামাপদর নিশ্বাস প্রায় বন্ধ, সে একেবারে অশোকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, মুখের কাছে মুখ এনে, চিবিয়ে বলল, 'নাকি আসলে, জিনার ব্যাগটাই তুমি তোমার হেফাজত থেকে খালাস করতে গিয়েছিলে? আমার সামনে মিসেস তরফদারকে টেলিফোন করে, আমাকে ধোঁকা দিতে চাইছ।'

'তা যদি সন্দেহ করেন, আমার কিছু বলবার নেই। আমিই যদি ব্যাগটা ফেলে আসব, তা হলে আপনাকে বলতে যাব কেন?'

শ্যামাপদ হুমকে উঠল, 'কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে, ব্যাগটা আমি ওখানে দেখতে পাইনি। এক বার না, দু-তিনবার আমি ও রাস্তা দিয়ে দিঘির পাড়ে গিয়েছি।'

এ সময়ে বাইরের দরজার কাছে একটা ছায়া পড়তেই, শ্যামাপদ হাতের ইশারা করল। ছায়াটা চকিতে সরে গেল। অশোক বুঝল, শ্যামাপদর নিজস্ব কোনও লোকাল ইনফরমার, সে সংবাদ বিক্রি করে। হয়তো, অশোকের পিছনে লোকটাকে লাগাবে বলেই, অশোক তাকে দেখবার আগেই সরিয়ে দিল। অশোক নিরীহ মুখ করে বলল, 'তা হলে আমি কী করতে পারি বলুন। যা দেখেছি, তা-ই বললাম।'

শ্যামাপদ একটু চুপ করে ভাবল। তারপরে বলল, 'ঠিক আছে ব্যাগটা এনে, এখুনি আমি সাবডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দিচ্ছি, হাতের ছাপ খুঁজে দেখার জন্য।'

অশোক বিপদ বুঝেও বলল, 'সে তো খুব ভাল কথা।'

শ্যামাপদ আবার বলল, 'যাই হোক, আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি না একেবারেই। আমি তোমাকে সন্দেহ করছি এখনও। শহর ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না বটেই, তোমাকে ডাকলেই যেন আমি পাই।'

অশোক বেরিয়ে যাচ্ছিল। শ্যামাপদ আবার তাকে ডাকল। বলল, 'একটু বসো।'

অশোক বসতেই, শ্যামাপদ স্টেটমেন্টের কাগজ নিয়ে খসখস করে লিখতে লাগল।

অশোক জানে, শ্যামাপদ ওকে অন্যভাবে নিজের হাতে রাখতে চাইছে। ওর বাগানে যাওয়া, এবং বাগানে ও যা-যা দেখেছে, সব কটাই স্টেটমেন্ট হিসাবে সই করিয়ে রাখবে। ভবিষ্যতে দরকার হলে, অশোককে যাতে সে চেপে ধরতে পারে।

লেখা হয়ে গেলে, অশোককে সই করে দিতে বলল। অশোক পড়ে, সই করে দিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল।

অশোক সাইকেলটা ফিরিয়ে দিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে এল। ইতিমধ্যে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া, সমস্ত ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবা দরকার। ওকে এখনই ঠিক করে ফেলতে হবে, কার কার সঙ্গে ওর আগে দেখা করা প্রয়োজন। তার আগে, সম্ভাব্য সমস্ত ব্যাপারটা ও কল্পনা করে নিতে চায়। অপরাধের কল্পনা। জিনার অন্তর্ধানের পিছনে, যত রকম অপরাধ ঘটতে পারে, যত রকম ওর মাথায় আসে, সবগুলো খুঁটিয়ে ভাববে।

সাইকেল দিয়ে, বাড়ি ফেরবার আগেই, দু বার একটি মুখকে ও দেখতে পেয়েছে। নাম সাধুচরণ। আগে ছিল বুদ্ধিমান সাইকেল-রিকশাওয়ালা। এখন একটা চায়ের দোকান চালায়। শ্যামাপদর খুব বিশ্বাসী লোক। বোধহয়, অশোককে লোকটা অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে।

বাড়িতে ঢুকে, ওপরে যাওয়ার আগেই, অশোক ওর জামার হাতার ফ্ল্যাপ থেকে টাইপ-করা চিরকুট আর ফোন নম্বরটা বের করল। আগে ফোন নম্বরটা দেখে, রিসিভার তুলে, এক্সচেঞ্জের কাছে, কলকাতার নম্বরটা চাইল। ডায়াল টোন পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গেই, এবং পরমুহূর্তেই, ডায়ালের পরে, রিং হওয়ার শব্দ শোনা গেল। অশোক সতর্ক, উৎকর্ণ হয়ে উঠল। ও জানে না, এটা কার ফোন নম্বর, কার বাড়ির ফোন, কে ফোনটা ধরবে বা ও প্রথমেই কী জিজ্ঞেস করবে। একটা কিছু ওকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করতে হবে। ওকে জানতেই হবে, জিনার ব্যাগে পাওয়া এটা কার ফোন নম্বর।

কিন্তু, একী, রিং হয়েই যাচ্ছে, কোনও রেসপন্স নেই। বেজেই চলেছে, কেউ ধরবার নাম করছে না। কী ব্যাপার, খালি বাড়ি নাকি? জিনার কাছে ফোন নম্বর, তাও খালি বাড়ির? জিনাদেরও অবিশ্যি কলকাতায় বাড়ি আছে। জিনা নিশ্চয়ই নিজেদের বাড়ির নম্বরটা লিখে রাখবে না, ওটা এমনিতেই মনে থাকার কথা। তা ছাড়া, অশোক জানে, জিনাদের ফোন, ফোর সেভেন এরিয়া। এটা ফোর সিকস। তার মানে, বালিগঞ্জের এবং টালিগঞ্জের অনেকখানি অংশ।

কোনও জবাবই যখন পাওয়া গেল না, তখন রিসিভার নামিয়ে রেখে, আবার তুলে, 'টোল'-কে চাইল, মহিলা অপারেটরের গলা শুনে বলল, 'মিস বা মিসেস, দয়া করে আমার একটু উপকার করুন, ক্যালকাটা ওয়ান নাইন নাইনকে একটু দিন না!'

এ রকম করুণ অনুরোধের কারণ আর কিছু না, কলকাতার নম্বর পাওয়া বড় কঠিন। তার ওপরে ম্যানুয়াল লাইন। অপারেটরদের দয়া না হলে, কোনও কাজই হয় না। অনুরোধে দয়া হল, ওয়ান নাইন নাইন জবাব দিল।

অশোক আবার সেই ফোর সিকস এরিয়ার নম্বর চাইল। এবার নিশ্চয় জানা যাবে, ফোর সিক্স-এর নম্বরটা ঠিক আছে না কি খারাপ আছে, অথবা সত্যি কেউ

নেই বলে, ধরছে না। কট কট শব্দ হল, রিং হওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। আবার কট-কট, আবার রিংয়ের শব্দ, এবং শব্দ হতেই লাগল। প্রায় এক মিনিট পরে, ওয়ান নাইন নাইন বলল, 'ইট ইজ রিঙিং।'

অশোক তৎক্ষণাৎ বলল, 'হ্যাভ সাম্ ট্রাবল ফর মি। এই নম্বরের ঠিকানাটা কোথায় হবে, বলতে পারেন?'

জবাব এল, 'বালিগঞ্জ।'

'বালিগঞ্জের কোন এরিয়া: একটু দয়া করে—'

আবার জবাব, 'গোলপার্ক, গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, এর মধ্যেই।'

'অশেষ ধন্যবাদ।'

লাইন কেটে গেল। অশোক রিসিভার রেখে, মনে মনে উচ্চারণ করল, 'গোলপার্ক গড়িয়াহাট বালিগঞ্জ ফাঁড়ি। কিন্তু, সে তো অনেকখানি জায়গা।'

যদিও কলকাতা সম্পর্কে ধারণা খুব একটা ওর নেই, মোটামুটি একরকম আছে। তবুও, শুধু এইটুকু জানাতেই কোনও সুবিধা হবে না। এই ফোন কার, কাদের বাড়ি, জিনার সঙ্গে এই নম্বরের কী সম্পর্ক, জানতেই হবে। যদিও, তাতেই জিনা অন্তর্ধানের সুরাহা হয়ে যাবে না। তথাপি. জিনার ব্যাগেই যখন নম্বরটা পাওয়া গিয়েছে, তখন খোঁজ নিতেই হবে। কিন্তু অন্য কিছু ভাববার আগে, এখন স্নান-খাওয়া সারা দরকার।

এই ভেবে, অশোক ফিরতেই দেখল, দোতলার সিঁড়ির মুখে কাঞ্চনবউদি দাঁড়িয়ে। এখন আর কাঞ্চনের রুক্ষ চুল, বাসি কাপড়-চোপড় নেই। স্নান সেরে, ধোয়া জামা-কাপড় পরেছে। চুল খোলা, কিন্তু আঁচড়ানো। সিঁথিতে সিঁদুর ছোঁয়ানো, কপাল খালি। অশোকের হঠাৎ মনে হল, কাঞ্চনের ঠোঁট দুটি বড় বেশি লাল। এখন কাঞ্চনের চোখে ঠোঁটে বাঁক লেগেছে। ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, ফোনে কার সঙ্গে এত কথা হচ্ছে, কী কথা হচ্ছে যে, কথার পরেও, চুপ করে ভাবতে হচ্ছে?'

অশোক সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'প্রেম প্রেম, একটা মেয়ের সঙ্গে ফোনে প্রেম করছিলাম কিনা! প্রেম তো কোনও দিন করলে না ছাই, জানবে কী করে। মনে হয়. ফোনে কথা শেষ হয় না, ফোনের সামনেই দাড়িয়ে থাকি।'

কাঞ্চন ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অস্ফুটে বলে, 'মরণ, প্রেমের মুখে ছাই! দোতলার বারান্দায়, পাথরের বাটিতে তেল রোদে দেওয়া আছে। প্রেমের কথা ভাবতে ভাবতে, গায়ে তেল মালিশ করোগে।'

বলে, কাঞ্চন পা বাড়ায়। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'নিজের স্বামীকে চান-খাওয়ানো হয়েছে?'

কাঞ্চন প্রায় ভেংচে বলল, 'না, তোমার জন্য আমার স্বামীর সেবা বাকি রয়েছে! দেখে এসো গে, লেপ মুড়ি দিয়ে আমার স্বামী এখন ঘুমোচ্ছে।

বলে, আবার পা বাড়াবার আগেই, অশোক ডাকল, 'আরে বউদি, শোনো, তোমার সঙ্গে বিশেষ জরুরি কথা আছে। ওপরে এসো।'

'কী কথা?'

'এসোই না, তেল মাখতে মাখতে বলছি। আমাকে না খাইয়ে তো আর তুমি খেতে যাবে না।'

কাঞ্চন তার রক্তিম ঠোঁট উলটে বলল, 'ইস, আমার কোন সাতকেলে গুরুজন এলেন, ওঁকে না খাইয়ে, আমি খেতে যাব না!'

'গুরুজন কেন গো, ভালবাসার জন।'

মুখের ওপর কী একটা বলতে গিয়েও, কাঞ্চন ঠোঁট টিপে হাসল। তারপরে বাঁ হাত তুলে, বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ভালবাসা না, এই! আমার ক্ষিধে পায় না, তাই খাই না।'

অশোক বলল, 'বেশ, তবে তাই। এখন এসো, কথা আছে।'

বারান্দার রোদে পিঠ দিয়ে, গায়ে তেল ডলতে ডলতে, জিনার অন্তর্ধানের সমস্ত ব্যাপারটা, অশোক কাঞ্চনকে বলতে লাগল। কাঞ্চনের কতকগুলো সাধারণ বুদ্ধি আছে, পণ্ডিতদের মাথায় যেগুলো মোটেই খেলেনা। ফলে, সেই সাধারণ বুদ্ধির কথাগুলোই, এক এক সময়, আশ্চর্য অসাধারণ রূপ পায়। সংসারের নিয়মই বোধহয় তাই, যারা সবকিছুকে, স্বাভাবিক সাধারণ চোখে দেখেছে, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করতে শিখেছে, অসাধারণ ব্যাখ্যাটা তাদের কাছ থেকেই সহজে পাওয়া যায়। যারা প্রথম থেকেই অসাধারণ, যত গোড়ায় গলদ তাদেরই। কারণ, সাধারণ বুদ্ধিটা মানুষ আয়ত্ত করে সংসারের নানা টানা-পোড়েন সুখ-দুঃখের মধ্যে।

ইতিপূর্বেও, কাঞ্চন, সামান্য দু-একটি কথায়, অশোককে আশ্চর্য সূত্রের সন্ধান মিলিয়ে দিয়েছে। অন্তত এলোমেলো ভাবনার একটা খেই ধরিয়ে দিয়েছে।

অশোক তেল মাখতে মাখতে বলতে লাগল। ঠাকুরবাড়ির বারান্দায়, সেকালের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে, ভুরু কুঁচকে কাঞ্চন শুনতে লাগল।

অশোক যতটা জানত, বাগানে ঘুরে আসা থেকে, ফোন নম্বর, টাইপ-করা চিরকুট, টেপ-এর টুকরো, বিপিন মালীর সঙ্গে মালীবউয়ের ব্যাপার, যাবতীয় ঘটনা বলে গেল।

সব বলা হয়ে গেলে, কাঞ্চন একটু চুপ করে থেকে, ফিক করে একটু হাসল।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

কাঞ্চন বলল, 'না, মালীবউটার কথা ভাবছি।'

'কী ভাবছ?'

'আজ থেকে যা শুরু হল, আর কোনও দিন তা শেষ হবে না। বিপিন আজ যা জোর করে আদায় করেছে, এখন থেকে তা সহজ ভাবেই হবে।'

'কেন?'

'এই ব্যাপারের এই নিয়ম। ও সব তুমি বুঝবে না। বেচারি স্বামীটার কপাল পুড়ল আজ থেকেই।'

অশোক তৈলাক্ত পেটা শরীরে একটা মোচড় দিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাদ দাও ও সব কথা, ওদের যা খুশি তাই হোক গে, এদিকে কী রকম বুঝলে বলো তো?'

কাঞ্চন বলল, 'গোলমাল।'

'কী রকম?'

'ব্যাগটা ওভাবে পড়ে ছিল কেন? ওই ছুঁড়ি জিনা ভয় পেয়েছিল, নাকি মাতাল হয়ে গেছল?'

অশোক কাঞ্চনের চোখের দিকে তাকাল। কাঞ্চন আবার বলল, 'ব্যাগটা কতক্ষণ ধরে পড়ে ছিল সেখানে, কে জানে। মোটের ওপর এমন সময় ধরে পড়ে ছিল, পিকনিক পার্টির কেউ সে সময়ে ওখান দিয়ে যায়নি। সে সময়টা কখন, বাকিরা তখন কী করছিল, জানতে পারলে সুবিধা হয়।'

অশোক বলল, 'সেটা মালীবউ বলতে পারবে।'

কাঞ্চন বলল, 'দেখো সেটা। তবে, ঠাকুরপো, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।'

'কী বলো তো?'

'ব্যাপারটা বাইরের না।'

'বাইরের না মানে?'

'বাইরের না মানে, ভাল-মন্দ, মেয়েটার যাই ঘটে থাকুক, তার শেকড় আছে ফ্যাক্টরি কোয়ার্টারের মধ্যেই। ও মেয়ে তোমাদের এ শহরের ছেলেদের সঙ্গে কিছু করবে বলে আমার মনে হয় না। তা ছাড়া, তুমি বলছ, জিনা ক্লাবে যেত, নাচত-টাচত, ড্রিঙ্ক করত। ওখানে বড় পোস্টে চাকরি করে, এ রকম ছোকরা-টোকরাকে একটু দেখো না। তবে—'

কাঞ্চন থেমে গেল। অশোক ব্যগ্র গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তবে?'

'তবে তোমার ওই ফোনটার ব্যাপারও কেমন যেন গোলমেলে লাগছে!'

'কী রকম?'

'আমার যেন মনে হচ্ছে, ফোনটার জবাব কেউ ইচ্ছে করেই দিচ্ছে না।'

'কেন বলো তো?'

'তা বলতে পারি না। ও রকম জায়গায়, একটা বাড়ি, একটা লোকও নেই?'

'হয়তো বাড়ির সবাই কোথাও বেড়াতে গেছে।'

'বাড়ি একেবারে খালি রেখে? একটা চাকরও থাকবে না? এ রকম অবস্থায় তো ফোন খুলে রেখেও যাওয়া যায়।'

অশোক একেবারে দু হাত দিয়ে কাঞ্চনকে জড়িয়ে ধরল। কাঞ্চন তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আহ্ কী যে কর। আমার গায়ে তেল লাগছে না?'

কাঞ্চন আঁচল দিয়ে জামায় লেগে যাওয়া তেল মুছতে মুছতে ভুরু কুঁচকে চোখের কোণে তাকাল।

অশোক বলল, 'তোমাকে আদর করতে ইচ্ছে করছে।'

কাঞ্চন ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'করলেই হল, না? যাও, চান করতে যাও।'

আর এক বার অশোকের চোখের দিকে চেয়ে, কাঞ্চন অশোকের ঘরের দিকেই গেল। ইতিমধ্যে তার মুখে রক্তাভা দেখা দিয়েছে, কিন্তু বড় বড় চোখের তারায় অভিমান বিচ্ছুরিত। অশোক বলল, 'কিন্তু তুমি দারুণ বলেছ।'

কাঞ্চন সে কথার কোনও জবাব দিল না। চোখের তারার ঝিলিক দেখলেই বোঝা যায়। একটা সূত্র যেন পাওয়া গিয়েছে। অশোক নীচে চলে গেল স্নান করতে। গলায় এখন ওর গানের সুর 'এখনও তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি।'

শীতের বিকেল, চারটের সময়েই ছায়া ঘনায়মান। অশোক কাঞ্চনের হাত থেকেই চা খেয়ে, বেরিয়ে যাচ্ছিল। কাঞ্চন দশটা টাকা আর প্রেসক্রিপশন দিয়ে বলে দিল, তার স্বামীর ওষুধ যেন অশোক নিয়ে আসে। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কী, সেঁকো বিষ নাকি?'

কাঞ্চন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'মানে?'

অশোক বলল, 'মানে স্বামী হত্যার ওষুধ তো?'

কাঞ্চন ভ্রূকুটি করে বলল, 'মারব এক থাপ্পড়।'

অশোক বাক্যব্যয় না করে বেরিয়ে গেল।

এই জমাটি শীতের দুপুরটা, লেপ মুড়ি দিয়েও একটু ঘুমোতে পারেনি। সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে, রীতিমতো গরম অনুভব করেছে। ওর এখন মোটামুটি সিদ্ধান্ত, জিনা কোনও পুরুষের সঙ্গে পালায়নি। যাকে বলে, প্রেম করে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করা, জিনার কোনও প্রয়োজন নেই। ও যে পরিবারের মেয়ে, যে রকম স্বাধীনচেতা, তাতে যে-কোনও পুরুষের বিষয়ে বাবা-মাকে বলতে ওর বাধা নেই।

জিনা হল এই ধরনের বীর্যশুল্কা মেয়ে। পশুর জগতে যেটা চলিত। যে আমাকে লড়ে নিতে পার, আমি তারই। কিন্তু সভ্য সমাজে, লড়ার নিয়মটা গিয়েছে বদলে। নারী মালা হাতে প্রতীক্ষায় আর পুরুষেরা লড়ে একজন এগিয়ে এসে সে মালা নেবে, এ যুগে সেটা—লাখে না মিলল এক। এযুগে এ রকম লড়াইয়ের ক্ষেত্রে, নায়িকার

বিপদই এগিয়ে আসে আগে। সমস্ত দোষটা গিয়ে পড়ে তার ওপর অতএব রোষটাও তার ওপরেই। যদি এক বার রোষ জাগে, ঘৃণা তার সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন, ঘোড়াটাকে চাবকে ফেরাতে ইচ্ছা হয়। জেলাস, জেলাসি ছাড়া আর কিছু না। এর থেকে কোনও ভাল যুক্তি অশোকের মাথায় আসেনি।

জিনা কতজনের সঙ্গে প্রেম করেছে, কে জানে। কিন্তু তার রূপ, তার যৌবনের ঝলক, তার অনায়াস লাস্যে, যদি কাউকে ধরা দিয়ে থাকে, তা হলে সে মানুষ সহজে শান্তি পাবে না। কতজনকে সে ধরা দিয়েছে, তারা কারা, সেটা জানা দরকার। গতকাল বাগানে, কলাগাছের আড়ালে যদি জিনা কারুর সঙ্গে থেকে থাকে, সেটা জানা যাবে। কিন্তু সে একজন মাত্র। জিনার জীবনে একজন না, একাধিক কেউ আছে।

সেই একাধিকের সন্ধানেই ও প্রথম গেল সুবর্ণার সঙ্গে দেখা করতে। সুবর্ণা ঘোষাল। এই শহরেরই ঘোষালবাড়ির মেয়ে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। জিনার সঙ্গে মোটামুটি ভাব আছে, গতকাল পিকনিকে গিয়েছিল।

অশোকের সঙ্গে ভালই পরিচয় আছে।

অশোক গিয়ে খোঁজ করতে, সুবর্ণাই আগে বেরিয়ে এল, জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার অশোকদা?'

অশোক বলল, 'তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

'আসুন।'

বাইরের ঘরে ওরা বসল। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কিছু মনে কোরো না, দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। বলতে পার, গতকাল পিকনিক পার্টির কোন দুজন, নর্থ সাইড ফেনসিংয়ের ধারে কলাগাছের আড়ালে বসেছিল?'

সুবর্ণা লজ্জিত হেসে মাথা নামাল। তারপরে মুখ তুলে বলল, 'আমি জানি না অশোকদা, বিশ্বাস করুন।'

'কেন, তুমি কি ওখানে সবসময় ছিলে না?'

'ছিলাম, মানে—'

আবার লজ্জা ও সংকোচ ফুটে উঠল সুবর্ণার মুখে। অশোক তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছিল তাকে, এবং হঠাৎ ওর রবিনের কথা মনে পড়ে গেল। রবিন, সুবর্ণার প্রেমিক, গতকাল বাগানে ছিল। ও জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আর রবিন কি কোথাও চলে গেছলে?'

সুবর্ণা তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'না না, বাগানেই ছিলাম। আমি আর রবিন, আলাদা আড্ডা দিয়েছি।'

অর্থাৎ কোনও ঝোপঝাড়ের আড়ালে প্রেম করছিল। সেইটাই সুবর্ণার সংকোচ যে, সে রবিনের সঙ্গে এত ব্যস্ত ছিল, বাকিরা কে কোথায় বসেছিল, চোখে পড়েনি। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কলাগাছের আড়ালে বসোনি?'

'না না, অত দূরে, কাঁচা মাটিতে গিয়ে বসব কেন। কলাগাছের গোড়ায় তো একটুও দূর্বাঘাস থাকে না।'

অশোক একটু চুপ করে ভাবল। তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তুমি তো জিনাকে বাইরে অনেক দেখেছ। কোন কোন ছেলের সঙ্গে ওর মেলামেশা ছিল, বলতে পার?'

সুবর্ণা বলল, 'বাইরের ছেলে মানে কি, আমাদের শহরের ছেলে তো?'

'হ্যাঁ, কোয়ার্টারের কথা বলছি না।'

'অরূপের সঙ্গে একটু ভাব আছে বেশি।'

'চাটুজ্যেদের অরূপ?'

'হ্যাঁ। আর বিশেষ কারুর সঙ্গে তো ওকে মিশতে দেখিনি।'

'অরূপের সঙ্গে প্রেম নাকি?'

সুবর্ণা একটু হেসে বলল, 'জিনার প্রেমের কথা কিছু বলতে পারি না।'

অর্থাৎ কোথায় জিনার প্রেম আছে আর নেই, সুবর্ণার সেটাই সন্দেহ।

তারপরেই অশোক হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'কাল কি বিয়র খেয়েছ নাকি?'

'বিয়র?'

সুবর্ণা যেন চমকে উঠল। আবার লজ্জা পেয়ে বলল, 'একটুখানি, রবিনের জোর-জবরদস্তিতে। বিচ্ছিরি, তেতো জিনিসগুলো যে কেন খায়! কিন্তু আপনি কী করে জানলেন অশোকদা?'

অশোক ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি।'

সুবর্ণা বলল, 'কিন্তু দেখবেন অশোকদা, কাউকে বলবেন না যেন।'

অশোক বলল, 'তা বলব না, রবিন আমার বন্ধু।'

সুবর্ণা হাসল।

'আচ্ছা সুবর্ণা, টেপ-রেকর্ডার কে নিয়ে গেছল?'

'অরূপ।'

'আর কেউ?'

'দেখিনি তো অশোকদা!'

'আচ্ছা চলি। একটা রিকোয়েস্ট, আমি তোমার কাছে এ সব বিষয় জানতে এসেছিলুম, এখন কাউকে বোলো না।'

সুবর্ণা সম্মতি জানিয়ে, অশোককে চা খেয়ে যেতে বলল। অশোক বলল পরে একসময়ে এসে খাবে। বাইরে এসে হাতের ঘড়ি দেখল, পাঁচটা।

অরূপের বাড়ি গেল ও।

অরূপ বড়লোকের ছেলে। বি কম পাশ করে, পাঁচ বছরের ওপর সি এ চেষ্টা

করছে। কোনও দিন হয়ে উঠবে কি না, কেউ বলতে পারে না। ওর বাবা এখন এই শহরের সব থেকে বড় কন্ট্রাক্টর। যদিও কাজকর্ম সবই প্রায় বাংলা দেশের বাইরে।

অরূপের সঙ্গে অশোকের তুই-তোকারি সম্পর্ক। অরূপ বাড়িতেই ছিল। দু-চার কথার পরেই, জিনার কথা উঠল। অশোক বলল, 'অথচ দ্যাখ অরূপ, আমি পিকনিকে গেলাম না, থানার দারোগা আমাকে পর্যন্ত যা-তা সন্দেহ করছে।'

অরূপ বলল, 'গাড়ল যে। তুই যে ওয়াইলডেভ ক্লাবে যাস মাঝেমধ্যে, সেইজন্য ভাবল, তুই বোধহয় জিনাকে নিয়ে হাওয়া দিয়েছিস।'

অশোক হেসে বলল, 'দিতে পারলে তো হত। কিন্তু অরূপের প্রেমের ফাঁদেই তো জিনা ধরা পড়েছে।'

অরূপ মাথা নেড়ে, রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'মাথা খারাপ, আমার প্রেমের ফাঁদে! বল নীতিশ দত্তর ফাঁদে।'

'নীতিশ দত্ত মানে? জুনিয়র অফিসার, ছোকরা নীতিশ দত্ত?'

'হ্যাঁ। গতকাল তো দুজনে খুব মেতেছিল।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। প্রথমে, বিয়র দিয়ে বেস, তারপরে জিন।'

'জিন? ওসি তো জিনের বোতল টোতল দেখতে পায়নি বলল।'

অরূপ ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'কী করে পাবে? কলাবাগানের আড়ালে খোঁজ করলেই পেত, ব্লু-রিবান্ডের পিন্ট পড়ে আছে। তোকে বলেই বলছি, পুলিশকে এ কথা বলিনি।'

'কেন?'

'কী দরকার বাবা, কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরুবে। নীতিশ দত্তকে নিয়ে টানাটানি হবে।'

'হলেই বা, ও যদি কোনও গোলমাল করে থাকে?'

'দূর, কী বলছিস। নীতিশ দত্ত, জিনা, আমরা সব একসঙ্গে বসে দুপুরে বিয়র টেনেছি। তারপরেও নীতিশ আমাদের সঙ্গেই ছিল, জিনাকে খুঁজছিল। কিন্তু জিনাকে আর কেউ খুঁজে পায়নি। ও মেয়ে হাওয়া। কেটেছে কোথায়।'

অশোক বলল, 'তুই-ই বলতে পারিস, অনেকে তো বলে, তোরই ফিয়াঁসে ছিল।'

অরূপ ঠোঁট উলটে বলল, 'জিনা যে কার ফিয়াঁসে, কেউ বলতে পারে না। তবে হ্যাঁ, আমার সঙ্গে একটু-আধটু মিশত, কিন্তু প্রেম না। তা হলে আর গতকাল নীতিশের সঙ্গে, সবাইকে জানিয়ে ওভাবে আড়ালে গিয়ে এতক্ষণ বসে থাকত না।'

'কতক্ষণ?'

'তা প্রায় এগারোটা থেকে আড়াইটা। তার আগে, অবিশ্যি খোলা জায়গাতেই,

আমাদের সঙ্গে বসে বিয়র খেয়েছে।'

অরূপের কথার মধ্যে জ্বালা স্পষ্ট ফুটে উঠছে। গতকাল, অরূপকে দেখিয়ে নীতিশ দত্তের সঙ্গে আড়ালে গিয়ে জিন খাওয়া এবং আড্ডা দেওয়া, অরূপের কাছে ক্ষমার অযোগ্য। অশোক বলল, 'মেয়েটা একেবারে বাজে।'

অরূপ বলল, 'দূর দূর, ও রকম মেয়ে নিয়ে চলে না।'

'কিন্তু অরূপ, ভেবে দ্যাখ, ওর মতো মেয়ে কাটবেই বা কোথায়। কারুর সঙ্গে পালাবার মেয়ে তো ও নয়। মানে, প্রেম করে পালাবার মতো মেয়ে কি?'

অরূপ একটু ভেবে বলল, 'তা অবিশ্যি ঠিক। তবে বলা যায় না ভাই। নীতিশ দত্ত হল ছোকরা জুনিয়র, মিঃ তরফদার ইচ্ছা করলে, ওর বারোটা বাজিয়ে দিতে পারেন। তাই হয়তো, জিনাকে বলে দিয়েছিল, কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকতে, তারপরে মিঃ তরফদারকে প্রেশার দিয়ে, নীতিশের সঙ্গে বিয়েটা পাকাপাকি করে নেওয়া।'

ভাববার মতো কথা। এক বার বিয়েটা হয়ে গেলে, জামাইয়ের ক্ষতি মিঃ তরফদার করবেন না। তবু যেন জিনাকে দিয়ে, এটা ভাবা যাচ্ছে না। নীতিশকে জামাই করতে কি সত্যি মিঃ তরফদারের আপত্তি আছে? এ বিষয়ে কিছু ভাববার আগে মিঃ তরফদারের মনোভাবটা জানা দরকার।

অশোক অন্য দিকে টিপল, বলল, 'জিনা বালিগঞ্জে কোথায় নাকি প্রায়ই যেত?'

অরূপ বলল, 'বালিগঞ্জে? নীতিশ দত্তদের বাড়ি তো বালিগঞ্জে।'

'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়ই, আমি তো জানি, ওল্ড বালিগঞ্জ প্লেসে ওদের বাড়ি। জিনাদের নিজেদের বাড়িও তো সাউথেই। জিনা বালিগঞ্জে প্রায়ই যাবে, এ আর আশ্চর্য কী।'

তবু, নীতিশের বাড়িও বালিগঞ্জে, এবং ওল্ড বালিগঞ্জ প্লেসে, এ সংবাদটা যেন কেমন একটা ইশারা দিচ্ছে। ফোন নম্বরটা অশোকের মনে পড়ে গেল। ও হঠাৎ জিনার ব্যাগে পাওয়া ফোন নম্বরটা উচ্চারণ করে বলল, 'ওসি এই ফোন নম্বরটা বারে বারে বলছিল। কাদের বাড়ির ফোন নম্বর, কে জানে!'

অশোক অরূপের মুখের ভাবটাই লক্ষ্য করছিল। কিন্তু ফোন নম্বরটা শুনে অরূপের কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। বলল, 'কী জানি, নম্বরটা কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'আর কার কার সঙ্গে জিনা প্রেম করত, তোর মনে হয়?'

অরূপ বলল, 'অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিস্ট ভুজঙ্গ গুহ, ফোবম্যান অমৃত অধিকারী, রথীন মুখার্জি, সব্বাই জিনার পার্টি।'

'পার্টি?'

'ওই হল আর কী। জিনা ঢলানে মেয়ে, সকলের সঙ্গেই ঢলিয়েছে। কেন, নাদিমই

কি কম নাকি।'

'চন্দ্রকান্ত নাদিম? এখন তো ওয়াইলডেভের ম্যানেজারিয়াল র‍্যাঙ্কের লোক।'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু মিসেস নাদিমের মতো সুন্দরী স্ত্রী থাকতে—'

'কী যে বলিস অশোক! সুন্দরী স্ত্রী থাকলে, আর কোনও সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বুঝি মিশতে বা প্রেম করতে ইচ্ছা করে না?'

'তা হয়তো করে, কিন্তু মিসেস নাদিম তো অপূর্ব সুন্দরী।'

'তা হলই বা, অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীটি তো এখন অমৃত অধিকারীর সঙ্গে খুব চালিয়েছে।'

অশোক বলল, 'যাঃ, সবাই সবাইয়ের সঙ্গে শুধু চালিয়েছে, না?'

'গতকাল পিকনিকে গেলেই দেখতে পেতিস। দুজনে যা করছিল! সুবিধেও হয়েছিল, মিঃ নাদিম তো পার্টিতে ছিল না।'

'কেন?'

'কী কাজে, কোথায় নাকি গিয়েছিল, তাই মিসেস একলাই পিকনিকে গিয়েছিল।'

একটু চুপ করে থেকে, অশোক খুব স্বাভাবিক ভাবেই জিজ্ঞেস করল, 'তারপর, টেপ-রেকর্ডে কার কার গান তুললি?'

'রীতা আর বেবির, মিঃ চ্যাটার্জির মেয়ে বেবি।'

'একটু শোনা না আমাকে।'

এই প্রথম অরূপ অবাক হয়ে অশোকের দিকে তাকাল। তারপর হেসে বলল, 'ও, তুই কি ইনভেস্টিগেট করছিস নাকি?'

অশোকও হেসে বলল, 'ইনভেস্টিগেট আবার কী? আমি কেন একটু খোঁজখবর করছি জানিস? ব্যাপারটা যাই হোক, আমাদের স্পুটনিকের বন্ধুদের নিয়ে যাতে কেউ টানাটানি না করতে পারে।'

অরূপ বলল, 'বোস, আমি নিয়ে আসছি।'

একটু পরেই অরূপ টেপ-রেকর্ডার নিয়ে এল। ব্যাটারি-সেট রেকর্ডার। স্টার্ট করতেই, অনেক গলার হইচই, তারপর, 'এই, সাইলেন্ট প্লিজ, ইয়েস রীতা।' রীতার গলায় বাংলা কথা, 'কী গান করব, আমি তো বাংলা গান জানি না।' অন্য কারুর গলা, পুরুষ, 'হিন্দ অর ইংলিশ, এনি ওয়ান ইউ লাইক।' এইসব শব্দের মাঝখানে আরও দু-একটা গলা এলোমেলো শোনা যেতে লাগল, 'ওদের কথা ছেড়ে দে।' 'বেশ মজা।' 'না না, ছেড়ে দাও।' 'বিশু, জল নিয়ে এসো।'...রীতার গান: 'ইয়ে ধরতি মে...।'

গান শুনতে শুনতে অশোক জিজ্ঞেস করল, 'এই গানের সময়ে জিনা কোথায় ছিল?'

'কলাবাগানের আড়ালে।'

'আর রীতা কার সঙ্গে প্রেম করছিল?'

'বলতে গেলে সকলের সঙ্গেই, আমি ছাড়া।'

রীতার গানের পরেই, আবার টেপ-রেকর্ডে খানিকটা কলরব। তারপরে বেবি চ্যাটার্জির গান : 'এই কথাটি মনে রেখো, আমি যে গান গেয়েছিলেম।'

গানের পরে আবার কলরব, হঠাৎ বেবির অস্পষ্ট গলার স্বর শোনা গেল, 'আই হেট হার।' গলাটা বেবিরই মনে হল, কেন না, আগে থেকে চেনা। অশোক তাকাল অরূপের দিকে। অরূপ বলল, 'বেবির গলা, মিসেস নাদিমকে গালাগাল দিচ্ছে। ওর গানের সময় মিসেস নাদিম ঠোঁট উলটে উঠে চলে গেছল।'

'কেন?'

'তুই অশোক, সত্যি মাথা-মোটা। খালি রীতাকেই দেখছিস পাঞ্জাবি মেয়ে বলে, আর বেবির কথা ভুলেই যাচ্ছিস। বেবি ইজ অ্যানাদার জিনা, ওর জন্যে এখন সবাই পাগল।'

'তাতে মিসেস নাদিমের কী?'

'কারণ মিঃ নাদিম সুপুরুষ যুবা, বেবিকে তার ভাল লাগে।'

বেবির সঙ্গে অশোকের পরিচয় আছে। মাঝে মাঝে ক্লাবেও তাকে আসতে দেখেছে। কিন্তু অরূপের মতো এতটা ওর জানা নেই। অবিশ্যি বেবি খুবই সুন্দরী। নাচ-গান দুটোই ওর ভাল জানা আছে। তবে, বেবির কোনও ভাইসেস আছে বলে, দেখেনি বা শোনেনি।

অশোক ওঠবার আগে জিজ্ঞেস করল, 'তোর কি কোনও কারণে, টেপ কাটতে হয়েছিল?'

'না তো!'

'তবে, টেপ-এর টুকরো এল কোত্থেকে বাগানে? পুলিশ পেয়েছে।'

'ওটা নীতিশ দত্তর। সে-ও টেপ রেকর্ডার নিয়ে গেছল, হ্যান্ডি ছোট্ট টেপ-রেকর্ডার।

অশোকের কৌতূহল তীব্র হয়ে উঠল। তা হলে আর একটা টেপ-রেকর্ডার পিকনিকে গিয়েছিল। সেটাও শোনা দরকার।

কোয়ার্টার এলাকা যথেষ্ট সুরক্ষিত। বন্দুক এবং কুকরিধারী নেপালি দারোয়ান গেটে পাহারা থাকে; অপরিচিত লোক হলেই, বিশেষ একটি খাতায় তাদের নাম, এবং যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে, তার নাম লিখে দিতে হয়।

অশোক এল ওয়াইলডেভ ফ্যাক্টরির কোয়ার্টারে। অনেকটা নন্দনপুরীর মতোই সুন্দর জায়গা। গঙ্গার ধারে বহু জমি নিয়ে কুঠির এলাকা। দেবদারু আর অশোকগাছের

নিবিড় ছায়া এখানে-সেখানে। কর্মঠ ও গুণী মালীর হাতে তৈরি বাগান। চার দিকে নানা-রং ফুলের বর্ণবাহার। টেনিস কোর্ট, ব্যাডমিন্টন খেলার জায়গা। বড় বড় ইমারত। রূপে গন্ধে চারিদিক ভরপুর।

অশোক মিঃ তরফদারের কোয়ার্টারে আগে এসে উঠল। মিস্টার মিসেস দুজনেই ছিলেন। এখনও দুজনের সেইরকমই অবস্থা। অসহায়, উদ্‌ভ্রান্ত, হতাশ। স্বাভাবিক, গতকাল দুপুর থেকে বাইশ বছরের মেয়ে উধাও হয়ে গেলে, এ রকম হতেই পারে।

অশোক প্রথমেই জিজ্ঞেস করল মিঃ তরফদারকে, থানার কাছ থেকে নতুন কোনও খবর পাওয়া গিয়েছে কি না। তরফদার বললেন, 'হ্যাঁ। বাগান থেকে জিনার ব্যাগটা পাওয়া গেছে। তাতে গোটা চল্লিশ টাকা আর টুকিটাকি দু-একটা জিনিস ছিল।'

এ খবরটাই অশোক পেতে চাইছিল। অশোক বলল, 'ব্যাগটার কথা আমিই শ্যামাপদবাবুকে বলে এসেছিলাম, এটা আমার চোখেই পড়েছিল। কিন্তু আমার জন্য, দারোগাকে আপনাদের একটু মিথ্যে কথা বলতে হবে।'

তরফদার বললেন, 'কী রকম?'

'ব্যাগ থেকে আমি দুটো জিনিস সরিয়েছি। আপনারা সে দুটো দারোগাকে দিয়ে দেবেন, বলবেন, আপনারা ওগুলো জিনার ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ারে পেয়েছেন।'

তরফদার ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'কী জিনিস?'

'দেখাচ্ছি, ঘাবড়াবার কিছু নেই।'

বলে ও টেলিফোন নম্বর আর টাইপ-করা চিরকুটটা দেখাল। জিজ্ঞেস করল, 'এ ফোন নম্বরটা কার, বলতে পারেন?'

তরফদার দেখলেন, মিসেসও দেখলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। মিসেস বললেন, 'জিনার কোনও বন্ধুর হতে পারে।'

টাইপ-করা চিরকুট, যেটায় দিন-সময় না জানিয়ে জিনাকে দেখা করতে বলা হয়েছে, সেটা দেখিয়ে অশোক জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী ধরনের টাইপ-মেশিনে টাইপ করা বলতে পারেন?'

'দেখি।' মিঃ তরফদার চিরকুটটা নিয়ে দেখে বললেন, 'মনে হচ্ছে, হারমেস টাইপ মেশিনের।'

'আপনাদের হারমেস মেশিন আছে?'

'অফিসে বেশ কয়েকটাই আছে।'

'এটা কে টাইপ করতে পারে বলে মনে হয়? অফিসারদের নিজস্ব কোনও ঘরে টাইপ মেশিন আছে?'

'আছে, বেবি হারমেস আছে, তার টাইপও এই রকম।'

'কার কার আছে?'

'অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে সব অফিসারের ঘরেই আছে।'

'যাই হোক, টাইপ যখন হারমেস-এর, ধরে নেওয়া যায়, এখান থেকেই চিরকুটটা টাইপ করা হয়েছে। কিন্তু ফোন নম্বরটার কী হদিশ পাওয়া যায়?'

অশোক বলল, 'আপনারা যদি রাজি থাকেন, জিনার ব্যাগ থেকে আমি কাগজ দুটো নিয়েছি এ কথা জানাবেন না, তা হলে এখুনি এক বার থানায় ফোন করে দেওয়া দরকার। বলবেন, এই দুটো জিনিস আপনারা পেয়েছেন, তাই জানাচ্ছেন। কেন না, পুলিশ চেষ্টা করে দেখুক, তারা এ দুটো নিয়ে কিছু করতে পারে কি না। আমার মনে হচ্ছে, এ দুটো জিনিসের মধ্যে যেন বিশেষ কিছু লুকিয়ে রয়েছে। ফোন নম্বরটা কার, আপনারাও বলতে পারছেন না। আর তারিখ এবং সই-বিহীন এই টাইপ-করা চিরকুট, যা জিনার ব্যাগে পাওয়া গেছে, খুবই সন্দেহজনক।'

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি মনে হয়, এই টাইপ-করা চিরকুটটা পেয়ে, জিনা তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল?'

অশোক বলল, 'এখনও আমি সঠিক কিছুই বলতে পারছি না। তবে চিরকুটটা রীতিমতো সন্দেহজনক। এ রকম একটা জিনিস আমি পুলিশকে না দেখিয়ে থাকতে পারছি না, যদিও জানি না, পুলিশ এটার কোনও গুরুত্ব দেবে কি না।'

তরফদার অশোককে বিশ্বাস করলেন। চিন্তিত মুখে ফোন করলেন থানায়। যা বলবার তাই বললেন। তারপরে, 'আচ্ছা' বলে রিসিভার রেখে দিয়ে বললেন, 'একজন সাব-ইনস্পেক্টরকে ওসি পাঠাচ্ছেন ও দুটো নিয়ে যেতে। তবে, উৎসাহ দেখালেন না।'

অশোক ততক্ষণে, চিরকুটের লেখা আর টেলিফোন নম্বরটা টুকে নিয়েছে। তারপরে বলল, 'মিঃ তরফদার, আপনি একটু আমার সঙ্গে নীতিশ দত্তর কোয়ার্টারে চলুন। আপনি আমার সঙ্গে না থাকলে, উনি হয়তো আমাকে পাত্তা দিতে চাইবেন না। সাব-ইনস্পেক্টর এলে মিসেস কাগজ দুটো দিয়ে দেবেন।'

মিঃ তরফদারের সঙ্গে অশোক গেল অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার নীতিশের কোয়ার্টারে। নীতিশ অবিবাহিত যুবক। বেল টিপতে চাকর এসে দরজা খুলে দিল। দেখা গেল, নীতিশের গায়ে পায়জামা-পাঞ্জাবি, সে একলাই তার ফার্নিশড ড্রইংরুমে বসে ছিল। তরফদারকে দেখে সমীহ করে উঠে দাঁড়িয়ে বসতে বলল। অশোককেও বসতে বলল।

তরফদারই বললেন, 'দত্ত, অশোক তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চায়। তুমি জবাব দিলে আমি খুশি হব। অবশ্যই জিনার ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করবে।'

নীতিশ অবাক হয়ে ভুরু কোঁচকাল। অশোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

অশোক বলল, ‘এমন কিছু না। জিনার হারিয়ে যাবার ব্যাপারে আপনার কিছু মনে হচ্ছে কি না, সেটা শুনতে চাইছিলাম। মানে, কী হতে পারে?’

নীতিশের মুখে বিভ্রান্তি ও হতাশা। বলল, ‘দেখুন, আজ প্র্যাকটিকালি এই এক ভাবনায় কোনও কাজ করতে পারিনি। আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।’

‘আপনি আর জিনা কলাবাগানে বসেছিলেন?’

নীতিশ তরফদারের সামনে একটু দ্বিধা করে বলল, ‘হ্যাঁ।’

‘তখন কি জিনার হাতের ব্যাগটা জিনার কাছেই ছিল?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘আপনার কলকাতার বাড়ির ফোন নম্বর কত?’

নীতিশ, ডবল ফোর দিয়ে একটা নম্বর বলল। ডবল ফোর শুনে, অশোক একটু দমে গেল। বলল, ‘ওল্ড বালিগঞ্জ প্লেস কি ডবল ফোর এরিয়া?’

‘হ্যাঁ।’

তরফদারও সেটা ঘাড় নেড়ে সমর্থন করলেন। অশোক আবার জিজ্ঞেস করল, ‘গতকাল আপনি আপনার টেপ-রেকর্ডার নিয়ে গিয়েছিলেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিছু টেপ করেছিলেন?’

‘করেছিলাম।’

‘ইরেজ করে ফেলেননি?’

‘না।’

‘একটু চালাবেন?’

নীতিশের মুখে অস্বস্তি দেখা দিল। সে আড়চোখে তরফদারের দিকে তাকাল। অশোক ব্যাপারটা বুঝে বলল, ‘দরকার হলে মিঃ তরফদার কয়েক মিনিটের জন্য এ ঘরের বাইরে যাবেন।’

নীতিশ উঠে বলল, ‘নিয়ে আসছি।’

সে চলে যেতেই অশোক তরফদারকে বলল, ‘হয়তো আপনাকে শোনাতে লজ্জা পাচ্ছে।’

তরফদার বললেন, ‘দ্যাটস অলরাইট, আমি বাইরে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি এত খবর জানলে কী করে অশোক?’

অশোক বলল, ‘একে-তাকে জিজ্ঞেস করে।’

নীতিশ ঢুকতেই, তরফদার বেরিয়ে গেলেন। জি ই সি-র ছোট টেপ-রেকর্ডার। একটা বোতাম টিপে, টেপ গুটিয়ে নিয়ে, আর একটা বোতাম টিপল নীতিশ। জিনার খিলখিল হাসি শোনা গেল। শুনেই মনে হয়, হাসিতে একটু মত্ততা আছে। তারপরে

গলা শোনা গেল. 'না, প্লিজ, আমাকে গান গাইতে বোলো না, আই অ্যাম ড্রাঙ্ক।'

নীতিশের গলা, 'প্লিজ।'

'নো।' ক্লিক করে টেপ বন্ধ হয়ে গেল। আবার, জিনার গলা, 'এ কথা রেকর্ড করে কী হবে। আই কান্ট ডিসাইড।'

নীতিশ : হোয়াই নট! ভবিষ্যতে তো করতেই হবে।

জিনা : ভবিষ্যতেই করব। প্লিজ স্টপ ইওর রেকর্ডার, আই ওয়ান্ট টু স্মোক।

নীতিশ : শিওর।

ক্লিক করে টেপ বন্ধ হল। আবার ক্লিক করতেই জিনার গলা শোনা গেল, 'লা লা লা, লা, লা লা।' স্বরের পরে শিস, আবার স্বর, 'ওদের নিয়ে বদার করার কিছু নেই। মুখার্জি, অধিকাবী, গুহ, আর ওই গাড়লটা—অরূপ চ্যাটার্জি, মোস্ট আনকালচার্ড, খালি টাকাই দেখায়। ওকে বিয়ে করলে, আমি বেশ মজা লুটে বেড়াতে পারি। বাট, নো বডি, ইভন ইউ দত্ত, আই কান্ট ম্যারি ইউ।'

'হোয়াই?'

'ডোন্ট আসক মি।'

'আর একজনের নাম কিন্তু বললে না।'

'চাঁদ?'

'হুঁ।'

মত্ততার জন্যই বোধহয় জিনার গলা অস্পষ্ট ও ঝাপসা শোনাল, 'এ ভাইপার, গ্রিডি। মনে করে, সবাই ওকে দেখে মজবে।'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে প্রায়ই কথাবার্তা হয়। যোগাযোগ আছে।'

'সে রকম কিছু না। তবে ডাকাডাকি করে জ্বালাতন করে, এই পর্যন্ত।'

কথা শেষ হতেই, একটি গোঙানির সঙ্গে চুম্বনের শব্দ হয়। গোঙানিটা জিনার গলার, এবং গোঙানিটা এক ধরনের সোহাগের। ক্লিক করে শব্দ হল।

আর কিছুই শোনা গেল না। বোঝা গেল, নীতিশকে চুমো খেয়ে, জিনা ঠাণ্ডা করে দিল।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'এ কথাগুলো টেপ করলেন কেন মিঃ দত্ত, কোনও উদ্দেশ্য আছে?'

'কিছুমাত্র না। জিনাকে ব্ল্যাকমেল করার কিছু নেই। এ সব কথা কাকে শুনিয়ে আমি ব্ল্যাকমেল করব বলুন! ওকে তো মোটামুটি সবাই চেনে। ওকে যারা বিয়ে করতে চায়, তারা সব জেনেশুনেই চায়। হয়তো, একলা একলা ওর গলার স্বর শুনব, সেইজন্যেই নিয়েছিলাম। তা ছাড়া, আমিও তখন ঠিক প্রকৃতিস্থ নই। কী নিয়েছি, কী নিইনি, নিজেও ঠিক জানি না।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'আপনি জিনাকে ভালবাসেন?'

নীতিশ একটু ম্লান হেসে বলল, 'এ সব শুনেও আপনি এ কথা জিজ্ঞেস করছেন?'

অশোক বলল, 'সব জেনেও আপনি জিনার মতো মেয়েকে ভালবাসেন, বিয়ে করতে চান, এটা খুবই আশ্চর্যের—মানে বলতে চাই, আপনার ভালবাসাকে কোনও মালিন্যই স্পর্শ করতে পারে না।'

নীতিশ খানিকটা বিব্রত জিজ্ঞাসু চোখে অশোকের দিকে তাকাল, কোনও মন্তব্য করল না। অশোক আবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনার এই স্বার্থহীন ভালবাসার কথা জেনেও, জিনা কেন আপনাকে বিয়ে করতে চায় না, বলুন তো? আপনার কী মনে হয়?'

নীতিশের মুখ গম্ভীর হল। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। বলল, 'আপনি কেন এ সব কথা জিজ্ঞেস করছেন জানি না। তবু যখন জিজ্ঞেস করলেন, বলি, জিনার মতো মেয়ে কারওর সম্পর্কেই কখনও ডিসিশন নিতে পারবে না। বিয়েটাকে ও বোধহয় বন্দিত্ব মনে করে। সব থেকে বড় কারণ, ও কারওকেই ভালবাসতে পারে না।'

অশোক নীতিশের চোখের দিকে চেয়ে, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। বলল, 'তা হলে বলতে চান জিনার চরিত্রটা অস্বাভাবিক।'

নীতিশ শক্ত মুখেই বলল, 'আমার মনে হয়, বিকৃত। যদিও, তবু আমি ওকে বিয়ে করতে চেয়েছি, তার কারণ ওর মধ্যে একটা ভীষণ অ্যাট্রাকশন আছে, পুরুষরা প্যাশনেট হয়ে পড়ে।'

অশোক নীতিশের চোখের দিকে তাকিয়েই আর একটু ভাবল, তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'চাঁদ কে?'

'মিঃ চন্দ্রকান্ত নাদিম, আমাদের এখানকার—'

'জানি। উনি তো কাশ্মীরি?'

'হ্যাঁ।'

'আলাপ আছে। এখন দেখছি, জিনার প্রতি দুর্বলতা অনেকেরই ছিল। যদিও রেকর্ডে শুনতে পাচ্ছি, জিনা ভদ্রলোককে ভাইপার, গ্রিডি বলছে। যাই হোক, আপনাকে জানিয়ে রাখি, আমি পুলিশও নই, আমার কোনও অথরিটিও নেই এ সব জিজ্ঞাসার। আসলে স্পুটনিক ক্লাবের কথা ভেবেই, একটু খোঁজ-খবর করছি যাতে অন্যায় ভাবে আমাদের ক্লাবের বন্ধুরা বিপন্ন না হয়। কিছু মনে করবেন না।'

'না না, এতে মনে করবার কী আছে। আমি তো শুনেছি, আপনি দু-একবার খুব সাকসেসফুলি ক্রাইম ডিটেক্ট করেছেন।'

অশোক উঠতে উঠতে বলল, 'ওহ্, আপনি তাও শুনেছেন? এই আর কী। আচ্ছা, এই ফোন নম্বরটা কার, বলতে পারেন?'

জিনার ব্যাগে পাওয়া নম্বরটা হঠাৎ বলল সে। নীতিশ একটু ভেবে বলল, 'কখনও শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কখনও শোনেন নি? একটু ভেবে বলুন।'

নীতিশ একটু সংকুচিত ভাবে বলল, 'আমি মিথ্যে কথা বলছি না।'

অশোক যেতে গিয়ে, আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মিঃ দত্ত, আপনার অফিসে কি হারমেস টাইপ-মেশিন আছে?'

নীতিশ বলল, 'হ্যাঁ আছে।'

'কটা?'

নীতিশ একটু ভুরু কুঁচকে ভেবে বলল, 'বোধহয় একটাই, আমার পার্সোনাল টাইপিস্টের টেবিলে।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'আপনি নিজে কখনও টাইপ করেন?'

অশোকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। নীতিশ হঠাৎ কোনও জবাব দিতে পারল না। একটু পরে বলল, 'টাইপ করা বলতে যা বোঝায়, তা করতে পারি না, তবে বিশেষ প্রয়োজন হলে, মাঝে মধ্যে একটু-আধটু করে থাকি।'

অশোক বলল, 'অর্থাৎ একটু-আধটু করাটা আপনার একান্ত নিজস্ব প্রয়োজনে, যা আপনি টাইপিস্টকে জানাতে চান না।'

নীতিশ দত্ত এবার থমকে গেল, আবার তার কথা আটকে গেল। খানিকটা এলোমেলোভাবে বলল, 'হ্যাঁ, তা একরকম বলা যায়।'

অশোক বলল. 'হুম! গতকাল পিকনিকের পরে কোথায় গেছলেন?'

নীতিশ বলল, 'কেন, সোজা এই কোয়ার্টারে!'

'আপনি কি একলা এসেছিলেন?'

'না, আমার গাড়িতে আরও কয়েকজন ছিল।'

'ওহ্, আপনার তো গাড়িও আছে। তারপরে আর কোথাও গেছলেন নাকি?'

নীতিশ দত্ত মাথা নেড়ে বলল, 'না। তবে আজ অফিসে গিয়েছি, তা ছাড়া আমার এই কোয়ার্টারেই ছিলাম।'

'আমাকে যা বললেন, পুলিশকে ঠিক তাই বলেছেন কি?'

'পুলিশ আমাকে এত কথা জিজ্ঞেসই করেনি। তারা শুধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, পিকনিকে আমি জিনাকে কোন সময় পর্যন্ত দেখেছি, এবং কখন কাদের সঙ্গে এখানে ফিরে এসেছি।'

নীতিশের কথায় এবার একটু ঝাঁজ ফুটল। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'আপনার এই টেপ-রেকর্ডারের কথা কি পুলিশ জানে?'

নীতিশ আবার একটু থমকে গিয়ে বলল, 'না।'

অশোক বলল, 'আমার অনুরোধ, আপনি টেপটা ইরেজ করবেন না। বরং আপনাকে আমি অনুরোধ করব, পুলিশকে আপনি এই টেপটা দিয়ে দিন।'

নীতিশ যেন একটু ফাঁদে পড়া ভাবে বলল, 'কিন্তু দেখুন অশোকবাবু, ব্যাপারটা এত পার্সোনাল অ্যান্ড সিক্রেট, এ সব পুলিশকে জানানোটা কি উচিত হবে?'

অশোক একটু ভাবল। তারপরে বলল, 'ঠিক আছে, পুলিশকে এখন দেবার দরকার নেই। তবে এটা আপনি নষ্ট করবেন না। আপনার ভালর জন্যই বলছি। কেন না, জিনা যে কলাবাগানে বসে আপনার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করেছে. কিংসাইজ ফিল্টার-টিপ্‌ড সিগারেট খেয়েছে, এ সবই পুলিশ মোটামুটি জানতে পেরেছে। এটাও জেনেছে, জিনা গতকাল আপনার সঙ্গেই বেশিক্ষণ কাটিয়েছে। তারপরে কোনও এক সময় থেকে, ওকে আর কেউ দেখতে পায়নি।'

নীতিশ যেন খানিকটা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলল, 'তার দ্বারা কি প্রমাণ হয়, আমি জিনাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছি?'

অশোক হেসে বলল, 'অথবা, আপনার ইচ্ছানুযায়ী, জিনা কোথাও গিয়ে লুকিয়ে বসে আছে।'

নীতিশের ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠল। চোখেও রক্তের ছটা দেখা গেল। কিছু বলল না, অশোকের চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল। চোখ-মুখ দেখে, অশোকের মনটা একটু চমকাল। কিন্তু সে বিষয়ে কিছু বলল না। একটু হেসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না মিঃ দত্ত। আমি চলি। তবে আমার অনুরোধটা রাখবেন, টেপ ইরেজ করে ফেলবেন না।'

বাইরে বারান্দায় অপেক্ষমান মিঃ তরফদারের সঙ্গে অশোক বাইরে এল। জিজ্ঞেস করল, 'গতকাল এখান থেকে যারা পিকনিকে গিয়েছিল, সকলেই তাদের কোয়ার্টারে আছে?'

তরফদার বললেন, 'সকলেই, মিসেস নাদিম ছাড়া।'

'তিনি কোথায়?'

'আজ দুপুরে, ওসি-র পারমিশন নিয়ে কলকাতায় গিয়েছেন। মিঃ নাদিম তো এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছেন। মিসেস নাদিম পিকনিকের জন্যই থেকে গিয়েছিলেন। মিঃ নাদিম পরশু শনিবার বিকালেই কলকাতায় চলে গিয়েছেন।'

অশোক চুপ করে রইল। একটু পরে বলল, 'আমি এক বার ক্লাবে যাই। আমি আবার আপনার কাছে যেতে পারি। ওসি যদি জানতে চায় আমি এসেছিলাম কি না, বলবেন, হ্যাঁ। কিন্তু আর কিছু না।'

তরফদার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মনে হয় অশোক?'

অশোকের মনের মধ্যেও একটা অশুভ সতর্কতা জেগে উঠেছে। একটা ভয়ংকর সংকেতই যেন, ওর মনে বাজছে। এবং শুধু তাই না। অশোকের মনে যে কারণে অশুভ চিন্তা জেগে উঠেছে, ঠিক সেই কারণেই ওর মনে হচ্ছে, আরও দু-একজনের কোনও বিপদ ঘটতে পারে। এখান থেকে বেরিয়ে, অশোক শ্যামাপদকে এক বার সাবধান করে দেবে, যাতে পুলিশ একটু সতর্ক থাকে।

অশোক মিঃ তরফদারকে বলল, 'আমি এখনও ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না। তবে আপনি এত বড় একটা ফ্যাক্টরির দায়িত্বশীল পদে আছেন, আপনি অনেক কিছু বোঝেন। ব্যাপারটা আমার খুব সহজ কিছু বলে মনে হচ্ছে না। একটা কথার জবাব আমাকে দিতে পারেন?'

তরফদার উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলো তো?'

অশোক বলল, 'জিনার পক্ষে এ রকম কিছু করা কি সম্ভব যে, ও লজ্জায় বা ভয়ে, আপনাদেরও জানাতে চায় না?'

তরফদার দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'না, জিনার পক্ষে তা সম্ভব না। দেখো অশোক, জিনা আমাদের একমাত্র সন্তান, ওকে আমরা ভালই চিনি। লজ্জা আর ভয়টা ওর কীসে থাকতে পারে! নিজের মেয়ে, তবু বলব জিনা যথেষ্ট স্বাধীনভাবে চলে। ওর সেই স্বাধীনতার দৌড়টাও আমরা জানি। আর ধরো, ও যদি কাউকে বিয়ে করতে চায়, সে যে-ই হোক, তার সঙ্গেই আমরা ওর বিয়ে দেব। তবে জানি, জিনা যেভাবে মানুষ হয়েছে, ও নিজে নিজের মতো লোকই খুঁজে নেবে। লজ্জা বা ভয়ের কিছুই থাকতে পারে না।'

বোধহয় এর থেকে পরিষ্কার কথা আর কিছু হয় না। যদিও অশোকের মনে হয়, বাবা-মা যে সন্তানের মনের কথা সবই জানতে পারবে, তা সম্ভব না। তবে অনেকখানি আন্দাজ করতে পারে। জিনা যেভাবে চলাফেরা করে বা যা ওর আচার-আচরণ, লোকে তা নিয়ে যাই মনে করুক, বাবা-মায়ের কাছ থেকে কোনও বাধা ঠিক পায়নি। তবু মনে হয়, মিঃ তরফদার এবং তাঁর স্ত্রী, কন্যাকে যা মনে করেন, জিনা বোধহয়, তার চেয়ে বেশি ভোলাপচুয়াস—অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিণী। সেই জন্যই একটা অশুভ চিন্তা অশোকের মাথায়, বিদ্যুচ্চমকের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠছে। এবং যে অশুভ চিন্তাটা ওর মাথায় রয়েছে, সেই সূত্রেই ওর দৃঢ় সন্দেহ, আরও কেউ বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। কেন না, অশোকের দৃঢ় বিশ্বাস, জিনার অন্তর্ধানের ব্যাপারটা কোনও ভৌতিক ব্যাপার নয়। যাই ঘটে থাক, একটি পিপীলিকাও যদি সেই ঘটনার সাক্ষী থেকে থাকে, সে সাক্ষী নিরাপদে থাকতে পারে না।

অশোক তরফদারকে বলল, 'আপনার কথাই আমার ঠিক বলে মনে হচ্ছে। সেই জন্যই একটু চিন্তা হচ্ছে। তবে আপনাকে আমি এটুকু বলতে পারি, যদি খারাপ কিছু

ঘটে থাকে, তবে আমার ধারণা, আরও কেউ কেউ বিপদে পড়তে পারে। আর যদি পড়ে, তা হলেই সেটা বুঝে নেবেন।'

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কী বিপদ হতে পারে?'

অশোক বলল, 'হয়তো, জিনার মতো আরও কেউ হারিয়ে যেতে পারে।'

তরফদার অবাক উদ্বেগে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কথা বলছ কেন অশোক?'

অশোক একটু হেসে বলল, 'মিঃ তরফদার, অনুমানের কথা ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না। মনে হয়, আমার অনুমান ঠিক হলে, সেটা খুব তাড়াতাড়িই ঘটবে।'

তরফদার উদ্বেগব্যাকুল চোখে অশোকের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। অশোক বলল, 'এখন এ সব ভেবে কোনও লাভ নেই। আপনাকে যা বললাম, ওসি-কে তাই বলবেন। আমি এসেছিলাম, চলে গিয়েছি। দরকার হলে আমি আপনাদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করব।'

অশোক গঙ্গার ধারের দিকের কোয়ার্টারগুলোর দিকে এগিয়ে গেল।

অশোক প্রথমে ভাবল, ক্লাবে যাবে। কিন্তু একটা অশুভ চিন্তা এমনভাবে ওর মস্তিষ্কে বিদ্ধ হয়ে আছে. এই মুহূর্তে ঠিক কী করা উচিত, স্থির করে উঠতে পারছে না। অথচ ওর ষষ্ঠেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে, এখুনি কিছু করা দরকার। জিনার অন্তর্ধান ব্যাপারটা, কেমন করে একটা গভীর সর্বনাশের ইঙ্গিত বহন করছে। কেন না, সর্বনাশের খেলাটা জিনার মধ্যেই রয়েছে। জিনা কারওকেই চায় না, অথচ সকলের সঙ্গেই মেশে। এবং সেই মেশার নিবিড়তা কতখানি, তাও জানা গেল মিঃ দত্তর টেপ রেকর্ডারের সাক্ষ্যে। ও রকম লাস্যমদির চুম্বন ও কতজনের ঠোঁটে বিষের মতো ঢেলে দিয়েছে, কে জানে। অমৃতের পরিবর্তে, তা যদি কারওর মনে বিষের সঞ্চার করে থাকে, সে যদি নিষ্ঠুর আর কুটিল হয়ে, কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সকলেই যে জিনার খেলাটাকে নিতান্ত খেলা হিসাবেই নেবে, তার কোনও মানে নেই। যাকে বলে. 'ফাউল গেম', কেউ কেউ সে হিসাবেও নিতে পারে। ঈর্ষার আগুন অনেকের বুকেই জ্বলছে। কার আগুন কতখানি দাউ দাউ করে জ্বলছে, কে জানে। ঈর্ষার আগুন যদি কারওকে উন্মত্ত আর অন্ধ করে তুলে থাকে, তা হলে, সে লোক হয়তো জিনাকে...। অশোকের শিরদাঁড়ায় একটু কাঁপুনি খেলে গেল।

অশোকের এখন দৃঢ় বিশ্বাস, জিনার অন্তর্ধানের ব্যাপারে একজন জড়িত। যে কোনও একজন লোক। একাধিক নয়। এ সব ক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীরা দল বেঁধে কিছু করে না। কেন না. তারা পরস্পরকে ঘৃণা করে, ঈর্ষা করে। এ ক্ষেত্রে টাইপ-করা

চিরকুটটাই বারে বারে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এবং কাঞ্চনবউদির কথাও মনে পড়িয়ে দিচ্ছে, বাইরের কেউ না, ওয়াইলডেভের ভিতরেরই ব্যাপার। এ সব তথ্যগুলো যদি মোটামুটি মেনে নেওয়া যায়, তা হলে, একটা সন্দিগ্ধ প্রশ্ন তীব্র হয়ে ওঠে, জিনার অন্তর্ধানের ব্যাপারটা কি কেবল একজনই জানে? যার সঙ্গে জিনা অন্তর্হিত হয়েছে? বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয় আরও কেউ জানে। না জানলেও, আন্দাজ করতে পারছে। অশোক ঝোপের মধ্যে খোঁচাখুঁচি দিয়ে, পাখিটাকে বের করে আনতে পারছে না। কিন্তু এখানেই, ওয়াইলডেভের এই নন্দনপুরীরই কোনও ঝোপে, সে পাখি রঙে রং মিশিয়ে চুপ করে আছে।

সে কে হতে পারে? কোনও মেয়ে! অশোকের বিশ্বাস, মেয়েদের এ বিষয়ে অনুভূতি অনেক তীব্র। আর সেই মেয়েদের মধ্যে, এখানে বাংলা জানা পাঞ্জাবি মেয়ে রীতা, মিঃ চ্যাটার্জির মেয়ে বেবি। ওরা দুজনেই জিনার প্রায় সমবয়সি, চালচলনও প্রায় এক রকম। ওদের এই ফ্যাক্টরি কোয়ার্টারের নন্দনপুরীর জীবনধারা এবং পারিবারিক চেহারাটাই এমন, যাকে বলে ককেট্রি, সেটা স্বভাবের মধ্যে এসে পড়ে। তার মধ্যে জিনার ডিগ্রিটা বেশি। তিনজনের মধ্যে ওর রূপটাও বেশি।

একদিনের কথা মনে পড়ছে, জিনা ওর স্বভাবসুলভ হাসি-ঠাট্টার সুরে বলেছিল, 'অশোকদা, আপনি তো এক বারও আমাকে প্রেম নিবেদন করেন না!'

অশোক বলেছিল, 'ভয় পাই।'

'কেন, রিফিউজড হবেন বলে?'

'না, তোমার বাকি প্রেমিকদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পারব না বলে।'

জিন খিলখিল করে হেসেছিল। বলেছিল, 'আপনি খুব চালাক। জানেন না, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা?'

অশোক বলেছিল, 'না জিনা, দুর্বল মানুষ, চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছু করার নেই।'

জিনা ঠোঁট উলটে বলেছিল, 'আপনাকে দিয়ে কিছু হবে না।'

অশোক বলেছিল, 'যদি তোমার হিরার নেকলেস বা দামি অলংকার হারায়, আমাকে মনে কোরো, চেষ্টা করে দেখব, উদ্ধার করে দিতে পারি কি না।'

জিনা বলেছিল, 'ওহ্ হো, আপনি তো আবার ডিটেকটিভ।'

অশোক হেসে বলেছিল, 'ডিটেকটিভ না, স্পাই ডগ বলতে পারো।'

জিনা জিজ্ঞেস করেছিল, 'সত্যি অশোকদা, হাউ ডু ইউ ফাইন্ড দ্য কালপ্রিট?'

'গন্ধ শুঁকে শুঁকে।'

অশোকের এখন সে কথা মনে পড়ছে। হিরার নেকলেস না, স্বয়ং জিনাই হারিয়ে গিয়েছে।

অশোক গন্ধ শুঁকে শুঁকেও কিছুই করতে পারছে না। যাই হোক, বেবি, রীতা আর জিনার মধ্যে কোনও বোঝাপড়া না থাকলেও ওরা নিশ্চয় পরস্পরকে অনেকখানি বুঝতে পারে। এ ক্ষেত্রে পুরুষরা আত্মকেন্দ্রিক, আত্মম্ভরী এবং তাদের শিভাল্‌রি বোধও বেশি। বিশেষ করে, এই অফিসার সমাজের পুরুষেরা, খুব সাবধানে মুখ খোলে। মেয়েরা ঠিক তেমন নয়।

ভাবতে ভাবতে অশোক দেখল, ও গঙ্গার ধারের কাছাকাছি বেবিদের কোয়ার্টারের সামনে এসে পড়েছে। এক পাশ দিয়ে, বাগানের অংশ বিশেষ এবং গঙ্গার ধারের নেমে যাওয়া ঢালু জমি দেখা যায়। সেখানে কাঁটাতারের ফেনসিং-এর গায়ে লতাগুল্ম বিস্তৃত হয়ে আছে। গঙ্গার বুক অন্ধকার, নক্ষত্রের একটু ঝিলিক তরঙ্গের গায়ে চিকচিক করছে। কোয়ার্টারের এটা সামনের দিক। পিছন দিকে গঙ্গা। বেবিদের পিছনের বারান্দা থেকে দেখা যায়। ওরা একতলাতেই থাকে।

অশোক, গ্রিলের দরজা খোলা, ফুলগাছের টব সাজানো বারান্দায় ঢুকে, সামনের ড্রয়িং রুমের দরজায় কলিং-বেলের বোতাম টিপল। একটু বাদেই দরজা খুলে, সামনে দেখা দিলেন স্বয়ং মিঃ চ্যাটার্জি। অশোককে দেখে বললেন, 'অশোক যে! এসো এসো।'

অশোক ভিতরে ঢুকে দেখল, ওয়াইলডেভের অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিস্ট ভুজঙ্গ গুহ এবং মিসেস চ্যাটার্জি বসে আছেন। একটু আগেই বোধহয় কফির পাট শেষ হয়েছে। কাপ ডিশ পট ট্রে সব টেবিলে রয়েছে। মিসেস চ্যাটার্জি যেন বেশ খুশি হয়ে উঠলেন, 'এসো এসো অশোক, তোমার মুখ থেকে কিছু শুনি।'

অশোক যাকে চায়, সেই বেবি এখানে নেই। ভুজঙ্গ অবিশ্যি আছে, তাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করা যায়। সেও জিনার অন্যতম প্রার্থী। অশোক বসবার আগেই, মিসেস চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খবর বলো তো অশোক, জিনাকে কে ইলোপ করল?'

'ইলোপ?' অশোক হাসল।

মিঃ চ্যাটার্জি অশোককে বললেন, 'সিট ডাউন ওয়াচ ডগ, লেট আস নো, ইজ'ট নট অ্যান ইলোপমেন্ট?'

অবিশ্যি এ ধরনের কেচ্ছা কেলেঙ্কারির ঘটনা ছাড়া, ব্যাপারটাকে এঁরা অন্য রকম ভাবতেই পারছেন না। অশোক বসে বলল, 'আমি আর কী জানি বলুন। আপনাদের এটাকে ইলোপমেন্ট বলে মনে হয়, মানে হরণ বলতে আমরা যে রকম রোমান্টিক কিছু বুঝি?'

অশোক ভুজঙ্গের দিকে তাকাল। ভুজঙ্গ ওর দিকে তাকিয়ে নেই। যেন অশোকের সঙ্গে কথা বলবারই ইচ্ছা নেই। মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, 'তা ছাড়া এটাকে আর কী

বলব বলো। জিনার মতো মেয়েকে কেউ চুরি করে নিয়ে যেতে পারে না নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যাবার মেয়ে কি জিনা? সেইরকম লজ্জা ভয় সংকোচ করার মতো জিনাকে মনে হয়েছে কখনও?'

অশোকের কথা শুনে, মিঃ আর মিসেস চ্যাটার্জি দুজনেই ভুরু কুঁচকে, নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করলেন। তাদের সঙ্গে ভুজঙ্গেরও দৃষ্টি বিনিময় হল। মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, 'তা ঠিক বলেছ অশোক, জিনা যা মেয়ে, ও সব লজ্জা সংকোচ ভয় ওর নেই। যা করবার, বেহায়ার মতো সকলের সামনেই করতে পারে। উহ্, মেয়েটা কী নির্লজ্জ!'

যেন তাঁর মেয়ে বেবি কিছু কম! কিন্তু সে কথা মুখের সামনে বলা যায় না। মিসেস চ্যাটার্জি ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে কী হতে পারে বলো তো?'

অশোক হেসে ভুজঙ্গকে দেখিয়ে বলল, 'এঁরাই তো সে কথা বলতে পারেন।'

ভুজঙ্গ তার মোটা লেন্স ঢাকা চোখ তুলে, গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করল, 'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

ভুজঙ্গ রেগে আছে মনে হল। অশোক হেসে বলল, 'এমন কিছু না। আপনারা যারা জিনার বন্ধু, তারাই বলতে পারেন, কী ঘটতে পারে।'

ভুজঙ্গের মুখে রক্তের ছটা দেখা দিল। বলল, 'আপনি ভুল জানেন, আমি কখনওই জিনার বন্ধু নই, ছিলামও না।'

ভুজঙ্গ এসব স্থূল জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা বলছে কেন? যে কথা জানে ওয়াইলডেভের সবাই, সেই কথাটা এত সহজে অস্বীকার করছে। তাও আবার মিঃ আর মিসেস চ্যাটার্জির সামনেই। যদিও ওঁরা কোনও প্রতিবাদ করলেন না। অশোক বলল, 'তা হলে হয়তো আমারই ভুল। তবে দেখেশুনে তাই মনে করেছিলাম।'

ভুজঙ্গ বলল, 'আপনার মন অপরিচ্ছন্ন, বোঝবার দৃষ্টিও ঠিক নেই।'

অশোক মিঃ চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'তাই হবে। তবে যত দূর জানি, জিনার হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে, পুলিশ আপনাকেও সন্দেহ করে।'

ভুজঙ্গ কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। একটু থেমে থেকে বলল, 'পুলিশ মিথ্যা সন্দেহ করেছে।'

অশোক বলল, 'সেটা দেখবে পুলিশ, আর দেখবেন আপনি। তবে জিনার ব্যাগে একটা অদ্ভুত চিরকুট পাওয়া গেছে।'

মিসেস চ্যাটার্জি বিস্মিত কৌতূহলে জিজ্ঞেস করলেন, 'জিনার ব্যাগ পাওয়া গেছে নাকি?'

অশোক বলল, 'হ্যাঁ, পিকনিক গার্ডেনে। চিরকুটটা টাইপ করা, হাতে লেখা না। টাইপ করা হয়েছে, হারমেস টাইপ-মেশিনে, যা এ কোম্পানির অফিসে ও ডিপার্টমেন্টে

বেশ কয়েকটা আছে। চিরকুটে কারওর নাম নেই, তারিখ নেই, শুধু লেখা আছে, কখন কোথায় দেখা করতে হবে।'

কথা কয়টি বলে অশোক ভুজঙ্গের দিকে তাকাল। ভুজঙ্গের মুখ নত। মিঃ চ্যাটার্জি বললেন, 'এ তো তুমি আবার নতুন কথা শোনালে দেখছি। এ রকম একটা চিরকুট কে দিতে পারে?'

অশোক হেসে বলল, 'তা জানলে বোধহয় জিনাকে এতক্ষণে খুঁজে পাওয়া যেতে পারত।'

ভুজঙ্গ মুখ তুলতে দেখা গেল, তাকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে এবং মুখ গম্ভীর ও শক্ত। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি এখন চলি।'

মিঃ চ্যাটার্জি বললেন, 'এখুনি যাবে?'

ভুজঙ্গ বলল, 'হ্যাঁ স্যার, আমার একটু কাজ রয়েছে। এক বার ল্যাবরেটরি ঘুরে আসতে হবে।' মিসেস চ্যাটার্জির দিকে চেয়ে বলল, 'যাচ্ছি।'

ভুজঙ্গ অশোকের দিকে না তাকিয়েই দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অশোক পিছন থেকে বলে উঠল, 'ভুজঙ্গবাবু, কলকাতায় আপনাদের বাড়ি কোন এলাকায়?'

ভুজঙ্গ মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন বলুন তো?'

অশোক বলল, 'জিজ্ঞেস করছি।'

ভুজঙ্গ বলল, 'এমনি কোনও জবাব দেবার ইচ্ছা আমার নেই।'

ভুজঙ্গ দরজা খুলে বেরিয়ে, আবার বন্ধ করে দিল। অশোক চ্যাটার্জি-দম্পতির দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'ভদ্রলোক ক্ষেপে রয়েছেন দেখছি। উনি কি এ সময়ে সত্যি ল্যাবরেটরিতে যাবেন নাকি?'

চ্যাটার্জি বললেন, 'যেতে পারে। তবে ভুজঙ্গ এ রকম তোমার ওপর ক্ষেপে গেল কেন?'

অশোক তেমনি হেসে বলল, 'আছে হয়তো কোনও কারণ।'

মিসেস চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, 'অশোক, জিনার ব্যাপারটা তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে, কী হতে পারে?'

অশোক গম্ভীর মুখে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার খুব ভাল মনে হচ্ছে না।'

'কী রকম?'

'রকমটা বলতে পারব না। তবে ভাল কিছু না।'

চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, 'নাউ ওয়াচ ডগ, এখন বলো তো, তুমি আমার এখানে কী মনে করে!'

চ্যাটার্জি অশোককে স্নেহ করেই এ রকম একটা বিশেষণে সম্বোধন করেন। অশোক

জিজ্ঞেস করল, 'বেবি কোথায়, ওকে দেখছি না!'

মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, 'ও ভেতরে ওর ঘরে আছে।'

অশোক বলল, 'ওর সঙ্গে আমার একটু কথা বলা দরকার। কিন্তু আপনাদের সামনে সে সব কথা জিজ্ঞেস করতে পারব না।'

চ্যাটার্জি-দম্পতি এক বার নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার বলো তো। বেবির ওপরে কোনও সন্দেহ আছে নাকি?'

অশোক বলল, 'না না, আমি এমনি ওকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করব। জিনা ওরা সব সমবয়সি বন্ধু তো। তা ছাড়া আমার মনে হয়, বেবির একটু সাবধান থাকাই ভাল।'

চ্যাটার্জি কৌতূহলিত প্রশ্ন করলেন, 'তার মানে?'

'জিনার বন্ধু বলেই বলছি।'

অশোক উঠে দাঁড়াল। মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, 'যাও ভেতরে, তুমি তো বেবির ঘর চেনো।'

অশোক ভিতরে ঢুকল। সবই ওর চেনা। এ ঘরের পাশে, ডাইনিং রুম পেরিয়ে একটা ফালি। তারপরেই অ্যাটাচড বাথ একটি শোবার ঘর। এটা স্বামী-স্ত্রীর ঘর। পাশের দেওয়াল ঘেরা ফালি দিয়ে গেলে, আর একটি শোবার ঘর। বেবির ঘর। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। অশোক দরজায় ঠক ঠক করল। বেবির গলার স্বর শোনা গেল, 'এসো।'

বেবি বোধহয় বেয়ারা ভেবেছিল। অশোক দরজা খুলে ঢুকল। বেবি একটা চামড়ার শেডের আলোর নীচে, ডিভানের ওপর, ডানলোপিলোর বালিশের গায়ে হেলান দিয়ে, রঙিন ছবির ম্যাগাজিন দেখছে। ঘাড় আর কপালের কাছে চুল এলিয়ে পড়েছে। পরনে রয়েছে নাইটি। গলার কাছে একটি বিস্রস্ত উলেন স্কার্ফ। বোধহয় গলায় ঠাণ্ডা লেগেছে। ফরসা, ডাগর চোখ, নাতিদীর্ঘ, না রোগা না মোটা চেহারা। সুন্দরী, তবে জিনার মতো না।

বেবি অশোককে দেখে অবাক হয়ে বলে উঠল, 'অশোকদা আপনি? কী ব্যাপার?'

অশোক ডিভানের কাছেই একটি সোফার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'তোমাকে উঠতে হবে না। এলাম এক বার তোমার সঙ্গে দেখা করতে। কী করছ?'

বেবি উঠে বসে বলল, 'আমি কী করছি, সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। আপনি কী মনে করে! বসুন।'

অশোক সোফায় বসে ঘরের চার দিকে এক বার দেখল। পিছনের দরজা খুললেই অর্ধ গোলাকার বারান্দা। সেই বারান্দা থেকে গঙ্গা দেখা যায়। অশোক বলল, 'জানতে এলাম, পিকনিক কেমন হল?'

বেবি বলল, 'আপনি তো যাননি। হল ভালই। কিন্তু জিনাটা সব গোলমাল করে দিল।'

অশোক বলল, 'অবাক কাণ্ড। কোথায় গেল মেয়েটা?'

বেবির চোখে অন্যমনস্কতা। বলল, 'সত্যি অবাক লাগছে। ধরুন যদি চেনাশোনা কারওর সঙ্গে কোথাও গিয়ে থাকে, তা হলে কাল রাত্রের মধ্যেই চলে আসা উচিত ছিল। না এলে বাড়িতে ফোন করেও জানাতে পারত। অথচ আর একটা রাত্রি এসে গেল।'

অশোক বেবির মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী মনে হয় বেবি?'

বেবি মুখটা নামিয়ে, আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল, বলল, 'কিছু বুঝতে পারছি না।'

অশোক বলল, 'তোমার মনে যদি কোনও রকম সন্দেহ থেকে থাকে আমাকে বলতে পারো।'

'কীসের সন্দেহ?'

'কী ঘটতে পারে!'

'বুঝতে পারছি না।'

অশোক একটু চুপ করে থেকে বলল, 'জিনার বিষয় কেউ কিছু জানে বা আন্দাজ করতে পারে, এ রকম লোক বিপদে পড়তে পারে।'

'কেন, এ কথা বলছেন কেন?'

'আমার মন বলছে।'

বেবি হেসে উঠল। বলল, 'আপনার স্পাই মন তো! আমাকে ভয় দেখাবেন না। ও সব আমি ভাবি না।'

অশোক চিরকুটের কথাটা বেবিকে বলল। বেবির ভ্রূ কুঁচকে উঠল। কিন্তু কিছু বলল না। তবে ও আরও বেশি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। দত্ত, ভুজঙ্গ এদের সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করল। নতুন করে কিছু জানা গেল না। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'জিনা কি সিরিয়াসলি ইদানীং কারওকে ভালবাসছিল?'

'সিরিয়াসলি!' বেবি আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

অশোক বলল, 'তবে রাজপুত্রের মতো চেহারা মিঃ নাদিম ইদানীং একজনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, সে খবর আমি জানি।'

বেবি ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'তাই নাকি? কে বলুন তো?'

আমার এক বন্ধুর টেপ-রেকর্ডে তার অস্পষ্ট ভয়েস শুনতে পেলাম।'

বেবি চোখের পাতা কুঁচকে অশোকের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'কার বলুন তো?'

অশোক বলল, 'মিস বেবি চ্যাটার্জির।'

বেবি হেসে বলল, 'অস্পষ্ট স্বর কেন? আমি তো গানও গেয়েছি।'

'আমি অন্য একটা কথাও শুনতে পেলাম কিনা, ''আই হেট হার''।'

বেবির মুখ শক্ত হয়ে উঠল। বলল, 'ইয়েস, আই হেট দ্যাট ওয়োম্যান, দ্যাট মিসেস নাদিম। উইদাউট এনি কজ, শি ইনসাল্টেড মি।'

'হ্যাঁ, শুনলাম, তোমার গানের সময় তিনি উঠে চলে গেছলেন।'

'শুধু তাই না। প্রায়ই আমাকে ঠেস দিয়ে, খোঁচা মেরে ছাড়া মহিলা কথা বলেন না।'

'কারণটা নিশ্চয়ই স্বামী?'

বেবি আবার খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল, 'ওহ, সেই জন্যই আপনি বলছিলেন, মিঃ নাদিম আজকাল একজনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন? তার মানে আমার!'

বেবি আবার হেসে উঠল, বলল, 'নাদিম কার প্রেমে হাবুডুবু খায় না? ও তো মনে করে, সব মেয়েই ওর প্রেমে পড়ে আছে।'

জিনার কথার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'ভদ্রলোকের কি কোনও অ্যাট্রাকশন নেই?'

বেবি বলল, 'নিশ্চয়ই আছে, সম্ভবত এ রকম অ্যাট্রাকটিভ পুরুষ ওয়াইলডেভে একজনও নেই। কিন্তু ভদ্রলোকের মুশকিল হচ্ছে, উনি প্রেমে বিশ্বাস করেন না। আমার তো মনে হয়, ওকে যে মেয়ে দেখেছে, সে একবার না একবার পতিত হয়েছে।'

অশোক বেবির চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বেবি চ্যাটার্জিও?'

বেবির মুখে একটু ছায়া পড়ল। বলল, 'বলতে পারেন।'

'তা হলে আর মিসেস নাদিমের দোষ কী? আফটার অল স্বামী তো।'

বেবি ঝেঁজে উঠে বলল, 'থামুন। সুশীলা নাদিম নিজে কী? কোনও ইয়ং অফিসারের সঙ্গে ওর কি বাকি আছে?'

অশোক থমকে গেল। একটু থেমে বলল, 'এতটা অবিশ্যি জানি না। জিনার সঙ্গে নাদিমের সম্পর্কটা কী রকম?'

বেবি চোখের তারা কাঁপিয়ে, হেসে বলল, 'সব ছেলের সঙ্গে যে রকম।'

'ইতর-বিশেষ কিছু নেই?'

বেবি একটু চুপ করে ভাবল। বলল, 'নাদিম ওকে টাফ বিচ বলে।'

'তার মানে খুব ঘৃণা করে?'

বেবি ঘাড় দুলিয়ে বলল, 'জ্বালা আছে বোধহয়।'

'জ্বালা?'

'সকলেরই আছে, জিনার জন্য।'

'তোমার জন্য?'

'আমি বোধহয় জিনার মতো জ্বালাময়ী নই।'

বেবির কথায় ঈর্ষার আঁচ টের পাওয়া যায়। কিন্তু সে কথা না বলে, অশোক আবার চিরকুটের প্রসঙ্গ তুলল। বেবি আবার অন্যমনস্ক হয়ে মাথা নাড়িয়ে জানাল, বলতে পারছে না। অশোক জিনার ব্যাগে পাওয়া টেলিফোন নম্বরটা বলল। শুনেই বেবি কেমন যেন চমকে উঠল। মুখে ছায়া দেখা দিল। মাথা নেড়ে বলল, জানি না তো কার নাম্বার?'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি জান না? জানলে বলতে দ্বিধা কোরো না।'

বেবি বারে বারে মাথা নাড়তে লাগল। কিন্তু ওর মুখের ভাব সন্দেহজনক। যেন জানে, তবু বলতে চাইছে না। হঠাৎ আপন মনেই বলে উঠল, 'জিনাটা কি বোকা নাকি?'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কেন বলো তো?'

'তা না হলে এ রকম ভাবে কেউ হারিয়ে যায়?'

অশোক বলল, 'দেখো বেবি, তুমিও যেন এ রকম বোকা হয়ে যেয়ো না। তা হলে তোমারও বিপদ হয়ে যেতে পারে। অবিশ্যি যদি জিনা কোনও বিপদে পড়ে থাকে।'

বেবি চোখ ঘুরিয়ে হেসে বলল, 'অথবা জিনা হয়তো খুব সুখেই সময় কাটাচ্ছে। বাড়িতে খবর দেবার কথাও মনে নেই।'

অশোক বেবিকে আর একবার দেখে উঠল। বলল, 'আচ্ছা চলি বেবি।'

বেবি জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশ কী বলছে!'

'পুলিশের কথা আমি জানি না ভাই।'

বেবির ঘর থেকে বেরিয়ে অশোকের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। ভুরু কুঁচকে উঠল। ড্রয়িংরুমে চ্যাটার্জি-দম্পতি কথা বলছিলেন। অশোককে দেখে চুপ করলেন। চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, 'হল?'

অশোক বলল. 'বেবিকে পিকনিকের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'তোমার কিছু কাজ হল?'

'আমার কাজ?' অশোক একটু ভাবল। 'এমন কিছু না। ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছি। আমি চলি এখন।'

অশোক বাইরে বেরিয়ে এল।

অশোক ক্লাবে এসে দেখল, আবহাওয়া ঠাণ্ডা। কয়েকজন ইয়োরোপিয়ান অফিসার,

রীতা, ওর মা আর প্রৌঢ়া মিসেস সেন আছেন। সাহেবরা কেউ বিলিয়ার্ড বা কিছুই খেলছে না, কেবল ড্রিঙ্ক করছে। মিসেস সেন এবং রীতার মা-ও একটু পানীয় নিয়ে বসেছেন। রীতা একলা একলা পিরিওডিক্যালস্ দেখছিল।

অশোককে দেখে খুশি হল। অশোক রীতার মা আর মিসেস সেনকে নমস্কার জানিয়ে, রীতার কাছেই গিয়ে বসল। ঠাট্টার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধুটি কোথায় হাওয়া হয়ে গেল?'

রীতা কিন্তু ঠিক হাসতে পারল না। মুখটা গম্ভীর করে বলল, 'দেখুন না অশোকদা, যত ভাবছি, কিছুই ভাল লাগছে না। কোথায় যে গেল!'

অশোক রীতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি জান না?'

'কিছু না।'

রীতা পাঞ্জাবি মেয়ে, কিন্তু বেশ ভাল বাংলা বলতে পারে। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কিছু আন্দাজ করতে পার?'

রীতা একটু হেসে বলল, 'আগে হলে পারতাম, তখন আমাকে জিনা মনের কথা বলত।'

'এখন কাকে বলে?'

'বেবিকে।'

অশোক একটু ভাবল। কথাটা রীতা বোধহয় সত্যি বলল না। কিংবা জানে না। তারপরে জিনার ব্যাগে পাওয়া টেলিফোন নম্বরটা বলে, জিজ্ঞেস করল, 'এটা কার ফোন নম্বর বলতে পার?'

এবার রীতাও বেবির মতোই চমকে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'এটা আপনি কোথায় পেলেন অশোকদা?'

'তুমি জান নাকি এটা কার নম্বর?'

রীতা এক বার ঢোক গিলে বলল, 'মনে হয় শুনেছি, কিন্তু মনে করতে পারছি না।'

রীতা মিথ্যা কথা বলছে, বোঝা যাচ্ছে। অশোক বলল, 'একটু মনে করার চেষ্টা করো না!'

রীতা ঘাড় নেড়ে বলল, 'না, কিছুই মনে পড়ছে না।'

তার মানে, অশোক ভাবল, কলকাতার একটি বিশেষ নম্বর, জিনা বেবি রীতা তিনজনেই জানে। এরা দুজনের কেউ তা স্বীকার করতে চাইছে না। রহস্যের কেন্দ্র কি তা হলে এখানেই?

অশোক উঠে বলল, 'চলি। একটু সাবধানে থেকো।'

রীতা বলল, 'কেন বলুন তো?'

অশোক বলল, 'সাবধানের মার নেই বলে।'

রীতা হেসে ম্যাগাজিনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

অশোক কেমন অস্বস্তি বোধ করছে। ক্লাবের বাইরে এসে, হঠাৎ ওর মনে হল, বেবির বাবা-মাকে কি একটু সাবধান করে দিয়ে আসবে? ওর মন বলছে, একটা ভয়ংকর কিছু যেন ঘটতে যাচ্ছে।

তবু ও মিঃ তরফদারের বাংলোর দিকেই ছুটল। কর্তা-গিন্নি দুজনেই ছিলেন। অশোক ঢুকেই বলল, 'আমি একটু টেলিফোন করছি।'

টেলিফোনের কাছে গিয়ে, রিসিভার তুলে, লোকাল এক্সচেঞ্জকে কলকাতার একটি বিশেষ এনকোয়ারি নম্বর চাইল। রাত্রি বলেই, তাড়াতাড়ি যোগাযোগ হল। অশোক একটি মেয়ের গলা শুনে, খুব ব্যস্ত আর মোলায়েম স্বরে বলল, মিস, দয়া করে আমার একটা উপকার করুন।'

জবাব এল, 'বলুন।'

অশোক সেই রহস্যজনক টেলিফোন নম্বরটা বলে, বলল, 'একটু দয়া করে বলুন, এ নাম্বারটা কার নামে। পুরো ঠিকানাটা কী।'

জবাব এল, 'অপেক্ষা করুন।'

অশোক উৎসুকভাবে প্রায় এক মিনিটের ওপর অপেক্ষা করল। ওপার থেকে স্বর ভেসে এল, 'হ্যালো, টেলিফোনের মালিক মিসেস কাউর সংযুক্তা। সেভেন টুয়ান্টি, লেক রোড।'

অশোক অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিল। সংযুক্তা কাউর? ইনি আবার কে? এঁর সঙ্গে রীতা বেবি জিনার কী সম্পর্ক থাকতে পারে? দেখা যাক, শ্রীমতী কাউরকে এখন পাওয়া যায় কি না। ও আবার রিসিভার তুলে, এক্সচেঞ্জের কাছে ফোর সিকস্-এর নাম্বার দিতে বলল। কয়েক সেকেণ্ড বাদেই পাওয়া গেল। রিং হচ্ছে, কিন্তু কেউ ধরছে না। প্রায় দু মিনিট বেজে গেল, কোনও রেসপন্স নেই। অশোকের ভুরু কুঁচকে উঠল। লাইন ছেড়ে দিল।

মনে পড়ল, শ্যামাপদ নিশ্চয়ই অশোককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখানেও এক বার নিশ্চয় আসবে। এখান থেকে চলে যাবার আগে, ও আর এক বার বেবিদের বাংলোয় যাবার মনস্থ করে বেরিয়ে এল।

তরফদারের বাংলোর বাইরে পা দিতেই, একটা তীব্র চিৎকার গঙ্গার ধারের বাংলোর কাছ থেকে ভেসে এল। অশোক বাগানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতের ঘড়িটা এক বার দেখল, সময়, পৌনে আটটা। ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

আবার চিৎকার শোনা গেল। মেয়ে গলার চিৎকার। যেন একটা ভয়ংকর আতঙ্কে আর ভয়ে, চিৎকার করছে। একটা পুরুষের গলা শোনা গেল, 'দারোয়ান, দারোয়ান,

খুন, খুন!'

অশোক পিছনে রীতার গলা শুনতে পেল, 'বেবিদের ফ্ল্যাটে শব্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে, বেবির মা চিৎকার করছে। বেবির বাবাও চিৎকার করছে।'

চারিদিক থেকে সবাই অফিসার মিঃ চ্যাটার্জির কোয়ার্টারের দিকে ছুটে চলেছে। অশোকের বুকটা ধক করে উঠল। রীতার কথাটা ওর মনে পড়ে গেল, আজকাল জিনা বেবিকেই তার মনের কথা বলত। আর একটু আগেই অশোক ভেবেছিল, থানায় ফোন করে সাবধান করে দিতে হবে। কেন না, আরও কারুর কারুর বিপদ ঘটতে পারে, এটাই ও আশঙ্কা করেছিল। সেই কারণেই ও বেবিদের কোয়ার্টারে যাচ্ছিল। কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেল।

ঘটনাটা কী ঘটেছে দেখবার জন্য, সকলের সঙ্গে ও চ্যাটার্জির কোয়ার্টারে গেল। সকলের দেখাদেখি, বেবির শোবার ঘরে গিয়ে দেখল, গঙ্গার ধারের বারান্দার দিকের দরজা খোলা। চৌকাঠের কাছে বেবি কাত হয়ে পড়ে আছে। বুকের নীচে থেকে, জামা-কাপড় ভিজে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বাঁ কাত হয়ে পড়ে আছে। ডান দিকে, কানের নীচে থেকে গলার কাছে পর্যন্ত, ছুরিব অগভীর দাগ। বোধহয়, আততায়ীর প্রথম চেষ্টা। পরে নিশ্চয়ই পেটের কাছে মোক্ষম স্থানে মেরেছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বেবি মারা গিয়েছে। তবু ওয়াইলডেভের নিজস্ব ডাক্তার কোয়ার্টার থেকে এলেন। তিনিই ঘোষণা করলেন, বেবি মারা গিয়েছে।

বেবির মা অজ্ঞান। মিঃ চ্যাটার্জি থানায় ফোন করছেন। চ্যাটার্জি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে কথা বলছিলেন। বেবি ওর শোবার ঘরে একা ছিল। রান্না শেষ করে, বাবুর্চি তার নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। চাকর সিনেমায় গিয়েছে। ন'টার সময় ফিরে আসার কথা। তারপরে সবাই খেতে বসবে।

ইতিমধ্যে, মিসেস চ্যাটার্জি যেন শুনেছিলেন, কোনও ঘরে কিছু একটা পড়ে গেল। রান্নাঘরে অনেক সময় জানালার লোহার ছেঁড়া জাল দিয়ে বেড়াল ঢোকে। সেই সন্দেহেই, তিনি দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু রান্নাঘরে কিছু না দেখে, তিনটে শোবার ঘরই তিনি দেখতে গিয়েছিলেন। মাঝের শোবার ঘরে ঢুকেই, তিনি দেখতে পান, বেবি পড়ে আছে। তিনি চিৎকার করে ওঠেন।

অশোক জানে, শ্যামাপদ এসে ওকে এখানে দেখতে পেলে, নতুন উপসর্গ হবে। কিন্তু ওর মস্তিষ্কের মধ্যে হঠাৎ কয়েকটা কথা যেন বিদ্যুতের মতো ঝিলিক হেনে গেল। আর মনে মনে বলে উঠল, 'সর্বনাশ, তাই যদি হয়, তা হলে আর একজনও শেষ হবে।'

এ কথা মনে হতেই, আর একজনের কথাও ওর মনে পড়ে গেল, রীতা। রীতা কোথায়? রীতা কি এখনও বাইরে রয়েছে! সর্বনাশ, সেখানে যদি রীতা একলা থেকে

থাকে, তা হলে এতক্ষণে বেবির অবস্থা বোধহয় ওরও হয়ে গিয়েছে।

ও চ্যাটার্জির কোয়ার্টারের বাইরে এল। মুশকিল হল, ওয়াইলডেভের কোয়ার্টারগুলো, অধিকাংশই একতলা, এখানে-ওখানে ছড়ানো, যেন সবগুলো বাগানবাড়ি। সুখ আর আরামের দিক থেকে খুবই ভাল। নিরাপত্তার ব্যবস্থাও যে নেই, তা নয়। দারোয়ান আছে, তা ছাড়া ঘুরে ঘুরে পাহারা দেবার ব্যবস্থাও আছে। তথাপি, ছড়ানো-ছিটানো বাড়ি, এক দিকে গঙ্গা, সব মিলিয়ে, কেউ অপরাধ করতে চাইলে,সে পালিয়ে যাবার সুযোগ পেতে পারে।

ক্লাবের দিকে যেতে গিয়ে, ছোট একটা বিলিতি ফুলের আইল্যান্ডের সামনে রীতাকে একলা দেখতে পেল ও। রীতা গঙ্গার ধারের ফেনসিংয়ের দিকে চেয়ে রয়েছে। অশোককে দেখে চমকে উঠল সে!

অশোক বলল, 'আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?'

রীতা বলল, 'অশোকদা, আমি যেন ছায়ার মতো কাউকে গঙ্গাধারের ফেনসিং টপকে যেতে দেখলাম।'

'ছায়াটা কত বড়?'

'বেশ বড়, পুরুষ বলে মনে হল।'

'কতক্ষণ আগে!'

'মিনিট দুয়েক।'

'তারপরে কি তুমি বাইরের দিকে কোনও রকম গাড়ি স্টার্ট করার শব্দ শুনেছ?'

'না।'

বলতে বলতেই, রীতা যেন কী রকম শিউরে উঠল। অশোক বলল, 'আমি তোমাকেই সাবধান করতে যাচ্ছিলাম।'

রীতা যেন আরও ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'কীসের সাবধান অশোকদা?'

'তুমি একলা একলা থেকো না এখন। আচ্ছা, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। তুমি কি মিসেস সংযুক্তা কাউর বলে কাউকে চেন?'

রীতা চমকে বলল, 'এক বার যেন শুনেছিলাম।'

বলে, রীতা লেক রোডের একটা বাড়ির ঠিকানা বলল। ঠিক এ সময়েই, দূরে, বড় গেটের সামনে গাড়ির আলো দেখা গেল। শব্দেই বোঝা গেল, জিপগাড়ি। শ্যামাপদ আসছে। অশোক তাড়াতাড়ি বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না রীতা। হয় বাড়িতে, না হয় চ্যাটার্জির কোয়ার্টারে যাও। তুমি চ্যাটার্জির কোয়ার্টারেই যাও। ওখানে মিঃ তরফদার থাকলে, বলবে, আমি ওঁর কোয়ার্টারে ওঁর জন্যে অপেক্ষা করছি। খুব জরুরি দরকার।'

বলেই অশোক টেনিস লনের পাশ দিয়ে, বাগান ঘেঁষে, তরফদারের কোয়ার্টারের

দিকে চলে গেল। মনে মনে বলল, 'রীতা হয়তো বাঁচল। কিন্তু আর একজন—আর একজন কি এখনও বেঁচে আছে?...'

ভাবতে ভাবতে, তরফদারের কোয়ার্টারে এল। মিসেস তরফদার তখন ঝি-চাকরের সামনে শঙ্কিত মুখে বসে ছিলেন। অশোককে দেখে যেন একটু ভরসা পেলেন। বললেন 'কী ব্যাপার, এ সব কী ঘটছে, বেবিকে কে খুন করতে পারে অশোক?'

অশোক বসতে বসতে বলল, 'এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে, আমার একটা খটকা লেগেছে মনের মধ্যে।'

'কী সেটা? আমাদের জিনার ব্যাপার কি এর মধ্যে থাকতে পারে?'

অশোক হঠাৎ কোনও কথা বলল না। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আশ্চর্য না, হতে পারে।'

'কী রকম?'

'ধরুন, হয়তো, জিনার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা বেবি জানত।'

মিসেস তরফদার ডুকরে উঠলেন, 'তা বলে একেবারে খুন! অশোক, তা হলে আমার জিনার কী ঘটতে পারে?'

অশোক সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'অবিশ্যি যদি জিনার ব্যাপারেই বেবি খুন হয়ে থাকে, তা হলে ভাববার কথা। কিন্তু এখনই তার জন্য দুশ্চিন্তা করে তো লাভ নেই।'

এ কথা বলতে বলতেই মিঃ তরফদার এলেন। অশোক উঠে দাঁড়াল। বলল, 'মিঃ তরফদার, আপনার কী গাড়ি?'

'কনসোলেট, কেন?'

'ড্রাইভার কী রকম, ভাল চালাতে পারে?'

'তা পারে, তবে রাত করে খুব রিলায়েবল নয়, মানে ড্রাইভারের চোখটা বোধহয় একটু গোলমাল করছে।'

অশোক বলল, 'তা হলে, আমি ড্রাইভ করব। আমি আপনার গাড়ি নিয়ে এখুনি এক বার কলকাতা যেতে চাই। ইচ্ছে করলে, আপনিও আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আমার মনে হয়, আমি হয়তো জিনার একটা খোঁজ পেতে পারি। অবিশ্যি আমি জানি না, তার মধ্যে, আর একজন খুন হয়ে যাবি কি না।'

'কে? জিনা?'

মিসেস তরফদার কেঁদে উঠলেন। অশোক বলল, 'না না, আমি জিনার কথা বলছি না। অন্য একজনের কথা বলছি। আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তবে হয়তো আর একজন খুন হতে পারে। কিন্তু যদি সময়মতো পৌঁছতে পারি, তবে হয়তো তাকে বাঁচানোও যেতে পারে।'

মিঃ তরফদার বললেন, 'কিন্তু ওসি তোমাকে খুঁজছেন। কে যেন বলেছে, তুমি কোয়ার্টার এলাকাতেই আছ।'

অশোক দৃঢ়স্বরে বলল, 'খুঁজুকগে, আমি এখন আর কারুর সঙ্গে দেখা করব না। আমি এখুনি কলকাতা যেতে চাই। আপনি ড্রাইভারকে গাড়িটা বের করতে বলুন। আপনি কি যাবেন?'

মিঃ তরফদার বললেন, 'এ সব দেখতে বা ভাবতে আমার খারাপ লাগে। আমার না যাওয়াই ভাল।'

'বেশ, তবে ড্রাইভারকে বলে দিন, গাড়ি আমি চালিয়ে নিয়ে যাব, সে আমার সঙ্গে যাবে।'

তরফদার ফোন তুলে, কোম্পানির মোটর ভেহিকেলসকে দিতে বললেন। মোটর ভেহিকেলসের কর্মচারীকে বললেন, তাঁর ড্রাইভারকে ফোনে ডেকে দিতে। ড্রাইভার এলে পরে, অশোকের কথামতো তাকে সব বুঝিয়ে বলে দিলেন।

অশোক তখন কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল, তখনও গেটে পুলিশ মোতায়েন হয়নি। মোটর-শেডে গিয়ে ও দেখল, দেওকিনন্দন ড্রাইভার গাড়ি শেডের গেটের কাছে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ড্রাইভিং বিদ্যাটা অশোকের জানা ছিল। এক সময়ে, একটা গাড়ি কিনে, নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াবে, এ রকম ভেবেছিল। কুঁড়েমির জন্য তা আর হয়ে ওঠেনি।

দেওকিকে সামনে বসিয়ে, গাড়ি নিয়ে বড়রাস্তায় এসেই, ওর মনে হল, ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে যাওয়াই ভাল। তাতে পাঁচ মাইল ঘুরে যেতে হয় বটে, কিন্তু রাস্তা একেবারে ফাঁকা। ও জিজ্ঞেস করল, 'দেওকি, তেল কী রকম আছে?'

'ফুল টাঙ্কি স্যার!'

অশোক গাড়ি স্টার্ট করল। শহর থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে যাবার রাস্তায় পড়তে ওর পাঁচ মিনিট লাগল, আর হাইওয়েতে এসে পৌঁছল কুড়ি মিনিট পরে। তারপর স্পিডোমিটার দেখা গেল, আশি থেকে একশো, একশো কুড়ি কিলোমিটারে গাড়ি চলছে। ফাঁকা রাস্তা, দু পাশে অন্ধকারে ধান-কাটা মাঠ। কোথাও কোথাও আখ সরষে বা রবিশস্য আছে। শীতের প্রথম রাত্রেই একটিও লোক নেই।

ঠিক চল্লিশ মিনিট পরে ওর গাড়ি যখন দমদম এয়ারপোর্ট পার হচ্ছে, তখন একটা জেট ওর মাথার ওপর দিয়ে ল্যান্ড করার জন্য নেমে আসছে। সেদিকে অশোকের খেয়াল নেই। রাস্তাটা এখানেও ফাঁকা। ভি আই পি রোডে পড়তে ওর বেশিক্ষণ লাগল না। বাগজলা দিয়ে, বেলেঘাটা মেন রোড পার হয়ে নিউ সি আই টি রোড। গড়িয়াহাট পেরিয়ে যখন লেক রোডে ঢুকল, তখন ঘড়িতে দেখল দশটা

বেজে দশ।

দেওকির বোধহয় এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। জীবনে এ গাড়ি সে এত স্পিডে চালায়নি, চলতেও দেখেনি। লেক রোডের এ অঞ্চলটা বেশ নিরিবিলি। বড়লোকদের বাড়ি। সকলেরই খানিকটা বাগান আছে। বড় বড় গাছের নিবিড় ছায়া আছে। দুটো বাড়ির মাঝখানে চাকর-বাকরদের যাবার রাস্তায় গাড়িটা ঢুকিয়ে, আলো অফ করে দিল। অশোক গলা নামিয়ে বলল, 'দেওকি, তুমি চুপ করে গাড়িতে বসে থাকবে, আমি আসছি।'

'জি হাঁ।'

অশোক বাড়ির নম্বরটা মনে মনে ভেবে নিয়ে, প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে গিয়ে নম্বর দেখতে লাগল। সাতশো কুড়ি নম্বরের সঙ্গে নম্বর যখন মিলল, দেখল, বাড়িটার সামনে-পিছনে বাগান। কোথাও একটু আলো দেখা যায় না। মনে হয় যেন পোড়ো বাড়ি। কিন্তু সামনে দিয়ে গিয়ে কলিং-বেল বাজানোটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হল না। ছোট পাঁচিল টপকে ও বাড়ির বাগানে ঢুকল।

সামনে গাড়ি-বারান্দা। সেদিকে না গিয়ে অশোক বাড়ির পিছনে গেল। মুখ তুলে দোতলার দিকে তাকাল। অন্ধকার, কোনও জানালায় এক ফোঁটা আলো নেই। পাইপ বেয়ে ওপরে ওঠা যায়, স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে ভিতরেও ঢোকা যায়। কিন্তু কোনও ফাঁদে পড়ে যেতে হবে না তো।

গেলেও কোনও উপায় নেই। আর আন্দাজ যদি ঠিক হয়, তা হলে এখনও হয়তো একটু নিরাপদ আছে। ও পাইপ বেয়ে উঠতে আরম্ভ করল। খানিকটা ওঠার পরেই বাড়ির সামনের দিকে একটা গাড়ি এসে থামবার শব্দ হল। তারপরেই কলিং-বেল বেজে উঠল। বাইরের থেকে কেউ এসেছে।

কয়েক বার কলিং-বেল বাজল, কিন্তু দরজা কেউ খুলল না। একটু পরেই বাইরের দরজায় ছেনি মারার শব্দ হল। তালা ভাঙবার চেষ্টা হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে অশোক ব্যাপারটা ভেবে নিল। যে এসে কলিং-বেল টিপছে, সে জানত ভিতরে লোক আছে, দরজা খুলে দেবে। আশা করেনি দরজায় তালা লাগানো দেখবে। যখন তালা লাগানো দেখেছে, তখন বুঝেছে বাড়ির ভিতরে যে ছিল, সে চলে গিয়েছে। অগত্যা তালা ভাঙতে হচ্ছে।

কে হতে পারে যে, গৃহস্থের তালা ভেঙে ঢুকতে চাইছে! কোনও তস্কর নয়তো?

যেই হোক, পরে দেখা যাবে। আগে অশোক ভিতরে ঢুকতে চায়। আবার অন্য একটা চিন্তা মাথায় আসতেই, এই অবস্থাতেও অশোকের একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। মনে মনে বলল, 'যাক, সম্ভবত একজন বেঁচে গেল!'

কিন্তু ও আর দেরি করল না। পাইপ বেয়ে উঠে চার ইঞ্চি কার্নিশের ওপর পা

রেখে, স্কাইলাইটের চৌকাঠ ধরল। ওঠাটা বিপজ্জনক, গায়ে শক্তির দরকার। অশোকের শরীরটা হালকা থাকায় অসুবিধা হল না। ও যখন স্কাইলাইট দিয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে মাথা গলিয়ে দিল, তখনই তালা ভেঙে দরজা খোলার শব্দ হল। পরমুহূর্তেই সিঁড়িতে ভারী পায়ের রবারসোল জুতোর ধুপ ধুপ শব্দ পাওয়া গেল।

অশোক স্কাইলাইট থেকে অন্ধকার ঘরে নিঃশব্দে লাফিয়ে পড়ল। দোতলার বারান্দায় তখন ধুপ ধুপ শব্দ। অশোক চকিতে দেখে নিল, ঘরের ডান দিকে একটা খাটের অবয়ব, তার পাশে আলমারি। নিচু খাট, তা হলেও কোনও উপায় নেই। ও বুক চেপে হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নীচে ঢুকে গেল। ঘরের দরজাও তৎক্ষণাৎ খুলে গেল। সুইচ টেপার শব্দ হল, ঘরে আলো জ্বলে উঠল। অশোক দেখল, টাইট প্যান্ট পরা, একজোড়া রবার সোলের জুতো পরা পা। পা দুটো ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। এ পাশে ও পাশে ঘুরল, হাঁটতে হাঁটতে সামনে এল। অশোকের নিঃশ্বাস বন্ধ।

কয়েক মুহূর্ত, পা আবার ফিরে গেল দরজার কাছে। আলো নিভে গেল। কিন্তু দরজা বন্ধ হল না। অশোক নিঃশব্দে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে উঁকি দিল। কাউকে দেখা গেল না। কিন্তু ধুপ ধুপ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

কোথায় শব্দ হচ্ছে? কোথায় যাচ্ছে পা জোড়া, ওপরে উঠছে মনে হচ্ছে। ছাদে উঠছে. অথবা চিলেকোঠায় যাচ্ছে। অশোক বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেল, বাঁ দিকে ছাদে ওঠার সিঁড়ি।

অশোক ওঠবার উদ্যোগ করল, ছাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। লোকটিকে দেখা গেল না। ছাদের দিক থেকে শিকল টেনে দিয়েছে। কিন্তু ছাদে এক বার উঠতেই হবে, কোনও উপায় নেই।

ভাবতে ভাবতেই ছাদের দরজা আবার খুলে গেল। অশোক চকিতে সরে এসে যে ঘরে খাটের তলায় ছিল, সেখানেই ফিরে গলে। সেই রবারসোল জুতো পরা পা আবার ফিরে এল এই ঘরে। আলো জ্বলল। টাইট প্যান্টের কিছু অংশ দেখা গেল, গোটা মানুষটাকে অশোকের দেখবার কোনও উপায় নেই।

পা দুটো চলে গেল ঘরের একটা কোণে। টেলিফোনের রিসিভার তোলার শব্দ হল, টুং করে। ডায়ালের শব্দ, একটা নম্বর, পুরুষের গলায় উচ্চারিত হল। প্রায় তিরিশ সেকেণ্ড পরে, আবার শোনা গেল, 'ম্যায় সাব বাত করতে হুঁ। মেমসাব ওঁহা গয়ি ক্যায়া? ...নহি গয়ি? ঠিক হ্যায়, কোই বাত নেহি, কিসিকো কুছ মত বাতাও।'

ছেড়ে দিয়ে আবার ডায়াল, গলার স্বর শোনা গেল, 'সুশীলা উস তরফ গয়ি ক্যায়া? নহি? হাঁ, ম্যায় বাত করতে হুঁ। হাঁ, শাম মে তো থি, ম্যায় বাহার গয়ে থা। আভি আ-কে দেখতে হ্যায়, ও ঘর মে নহি। ...হাঁ, শায়দ কাঁহি গয়ি হোগি, আ

যায়েগি। ঠিক হ্যায়, ছোড় দেতেঁ।'

আবার রিসিভার রেখে দিল। পায়চারি করল। আবার আলো নিভল, দরজা টেনে দিল। সিঁড়ি দিয়ে ধুপ ধুপ শব্দ নীচে নেমে গেল। নীচে বাইরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। একটু পরে গাড়ি স্টার্ট করে, চলে যাবার শব্দ শোনা গেল।

অশোক খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল। আলো জ্বালল না। দরজাটা টেনে দেখল, হাতল ধরে মোচড় দিতেই খুলে গেল। বাইরে এল। পাশের ঘর ছাড়িয়ে বাঁ দিকের সিঁড়ি দিয়ে ওপবে উঠল। কারণ, যে এসেছিল, সে পাশের ঘরে না ঢুকে, ছাদে উঠে গিয়েছিল। অতএব, ছাদটাই আগে দেখা দরকার।

ছিটকিনি টেনে ছাদের দরজা খুলল। ছাদে গিয়ে, শিকল টেনে দিল, যাতে কেউ এসে পড়লে ঢুকতে না পারে। নিচু হয়ে বসে, ছাদের চার পাশে দেখল। খোলা আকাশের তলায় সবই প্রায় দেখা যাচ্ছে। কিছু চোখে পড়ল না।

বাঁ দিকে চিলেকোঠার ঘর। অশোক দেখল, সে ঘরের শিকল তোলা। আস্তে আস্তে শিকল খুলল। জানালাগুলো বন্ধ, ঘরের মধ্যে অন্ধকার, একটা হালকা গন্ধ। অশোক পকেট থেকে দেশলাই বের করে কাঠি জ্বালল।

যা দেখল, তাতে ও খুব অবাক হল না, কেন না, এ রকমটাই ওর মনে হয়েছিল। ভাল করে দেখবার জন্য, দরজাটা বন্ধ করে, সুইচ টিপল। দেখল, জিনা শুয়ে আছে। জিনা চিত হয়ে শুয়ে আছে, ববড় চুল ছড়ানো, গায়ে একটুও জামা-কাপড় নেই। শরীরের সবটুকুই নির্লোম। ফরসা, স্বাস্থ্যটা সত্যিই সুন্দর ছিল। রূপও ছিল।

এখন আর মুখটা সুন্দর লাগছে না। একটু হাঁ করা মুখ, কষে খানিকটা রক্ত শুকিয়ে গিয়েছে, চোখ দুটো আধখোলা, যেন সবই দেখতে পাচ্ছে। গলায় কালশিটের দাগ ছাড়া, কোথাও আর কোনও দাগ নেই। গলা টিপেই ওকে হত্যা করা হয়েছে, আর তা করা হয়েছে বোধহয় আজ সকাল থেকে দুপুরের মধ্যেই। গতকাল রাত্রে হয়তো অন্য ধরনের অত্যাচার গিয়েছে। যদিও জিনার শরীরের বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ডাক্তারি পরীক্ষাতেই বেরিয়ে পড়বে। গায়ে কোনও গহনাগাঁটি বা হাতে ঘড়ি থাকলেও, তা খুলে নেওয়া হয়েছে। এবার এই লাশ কী ভাবে পাচার হবে, খুনির মাথায় নিশ্চয় তারই প্রস্তুতি চলছে।

দেখলেই বোঝা যায়, ঈর্ষা, আর মেয়েদের সহজে পাবার অহংকারের নিষ্ঠুরতাই জিনাকে শেষ করেছে।

অশোক আলো নিভিয়ে বেরিয়ে এসে শিকল তুলে দিল। এখন ওকে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। ছাদের শিকল খুলে, আবার ভিতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ করে নেমে এল। যে ঘরের খাটের তলায় ও ছিল, সেই ঘরে ঢুকে, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করল। অন্ধকারেই আন্দাজ করে গিয়ে, টেলিফোনের রিসিভার তুলে ঠিকভাবে আঙুল

ফেলে, তিনটে অঙ্কে টোল-কে ডায়াল করল, ওদের শহরের থানার নম্বর চাইল। নম্বর পেতেই, শ্যামাপদর গলাটাই শোনা গেল। অশোক বলল, 'আমি অশোক বলছি।'

সঙ্গে সঙ্গে হুমকে ওঠা গর্জন, 'কোথা থেকে?'

'কলকাতা।'

'কলকাতা?'

'হ্যাঁ। ৭২০ নম্বর লেক রোডের বাড়ির চিলেকোঠায় জিনা রয়েছে। গলা টিপে ওকে মেরেছে।'

ফোনের মধ্যে চিৎকার শোনা গেল, 'সে কথা তুমি জানলে কী করে?'

'সে কথা আপনাকে পবে বলব। আমি আর লালবাজারে ফোন করব না। আপনি ইমিডিয়েটলি লালবাজারকে বলুন, এ বাড়িতে ফাঁদ পাততে, খুনি নিশ্চযই লাশ গুম করবার মতলব করছে। পুলিশ একটু চালাক হলে, খুনিকেও ধরতে পারে, যদি খুনি এতক্ষণে আমাদের ওদিকেই রওনা না হয়ে থাকে।'

'আমাদের এদিকে মানে, এই শহরে?'

'হ্যাঁ। বেবিকে ছাড়া, আর একজনকে তার দরকার, তিনি হচ্ছেন, মিসেস নাদিম। আপনি এখুনি কাউকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিন। সম্ভবত কলকাতা থেকে যে গাড়িটা রাত্রি সাড়ে এগারোটায় ওখানে পৌঁছবে, মিসেস নাদিম সে গাড়িতেই ফিরে যাচ্ছেন। ওঁকে সাবধানে রাখবেন। মনে হয়, খুনি, মিসেস নাদিমকে ধরবার জন্য, এক বার শিয়ালদহ স্টেশনে ঘুরে আসতে গেছে, তবে ধরতে পারবে না, ট্রেনটা বেরিয়ে গেছে।'

শ্যামাপদ তেমনি পাগলের মতো, ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠল, 'কিন্তু তুমি এ সব জানছ কী করে, আমি জানতে চাই।'

অশোক বলল, 'এখন সবটাই অনুমানের ওপর বলছি। তবে, এ সব অনুমানই বোধহয় সত্যি। যাই হোক, আমি সিঁড়িতে শব্দ পাচ্ছি, খুনি আবার ফিরে আসছে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখতে না রাখতেই, দরজায় ধাক্কা পড়ল। একটা বিস্মিত আঁতকে ওঠা গলার স্বর শোনা গেল। ভাবতে পারেনি, এর মধ্যেই ফিরে এসে এ ঘরের দরজা বন্ধ দেখতে পাবে।

এবার জোরে জোরে ধাক্কা পড়ল। অশোক আগের মতোই, স্কাইলাইট দিয়ে উঠে পড়ল। ও যখন অর্ধেক নেমেছে পাইপ বেয়ে, তখন ওপরে দরজা ভেঙে পড়েছে। অশোক বাকিটা লাফ দিয়ে পড়েই, দৌড়ে দরজার দিকে গেল। গেট পেরোবার আগেই, দোতলার আলো জ্বলে উঠল, আর একটা লোহার ডান্ডা ওপর থেকে কেউ ছুঁড়ে দিল। মাথায় বা গায়ে না লেগে, অশোকের পায়ের পাতায় সেটা লাগল। তবু থামল না। যেখানে গাড়ি রেখেছিল, সেদিকেই দৌড়ে গেল। যেতে, যেতে কেবল মুখ ফিরিয়ে, গলা তুলে বলল, 'চন্দ্রকান্ত নাদিম, আপনি পার পাবেন না।'

দৌড়ে গিয়ে ও গাড়িতে স্টার্ট দিল। যেতে যেতে ওর মনে পড়ল, নীতিশ দত্তর টেপ-রেকর্ডারের কথা। জিনা অস্পষ্ট স্বরে, নাদিম সম্পর্কে বলেছিল, 'ভাইপার, গ্রিডি, ও মনে করে, ওকে দেখে সব মেয়েই মজে যাবে।'

নীতিশ দত্তর টেপ-রেকর্ডারে জিনার এই কথা কয়টি যখন ও শুনেছিল, তখন জিনার গলা যে শুধু অস্পষ্ট শুনিয়েছিল, তাই নয়। কথাগুলো যেন অস্পষ্টতার মধ্যেও, বিদ্বেষ ও বিদ্রূপের সুরে শুনিয়েছিল, এবং অনেকটা স্বগতোক্তির মতো। যার অর্থ, নাদিম সম্পর্কে বলতে গিয়ে জিনা বেশ উত্তেজিত হয়েছিল, একটা জেদ টের পাওয়া যাচ্ছিল। সেই সঙ্গেই নাদিমের চরিত্রের যেটা বৈশিষ্ট্য, নিজের সম্পর্কে নাদিমেব অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, যে-কোনও মেয়েই তাকে দেখলে মজে যাবে, সেটাও ধরা পড়েছিল এবং জিনার অস্পষ্ট গলার বিদ্বেষ ও বিদ্রূপের সঙ্গে নাদিমকে বিষাক্ত সাপের মতো খল এবং লোভী বলার মধ্যে, আর একটা কথা ফুটে উঠেছিল। তা হল, নাদিমের আত্মবিশ্বাস কোনও রকমে আহত হলে, সে ভাইপারের মতো ক্রূর আর নীচ হয়ে উঠতে পারে। নাদিমের ব্যাপারে যেন জিনার কোথায় একটা চ্যালেঞ্জ ছিল।

আর নাদিম যে ক্রূর এবং নীচ হয়ে উঠতে পারে, সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। জিনাকে সে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিল। এখন একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, নাদিম বেবি, রীতা, জিনা, কারওকেই ছাড়েনি, সবাইকেই তার আকর্ষণের ফাঁদে এক বার না এক বার পড়তে হয়েছে। খুন হবার আগেও বেবি সে কথা বলেছিল, নাদিমের একটি বিশেষ আকর্ষণ মেয়েদের কাছে ছিল। নাদিম সুপুরুষ, স্বভাব-প্রেমিক। মেয়েরা অনেকটা পতঙ্গের মতোই ওর রূপের আগুনে পুড়ে মরে। কিন্তু তার ভিতরে একটা পশু অবস্থান করছে, যে ক্রূর, খল এবং নীচ, এটা জিনা জানতে পেরেছিল। সন্দেহ নেই, এক সময়ে জিনা নাদিমের প্রেমের ফাঁদে পড়েছিল। কিন্তু জিনার মধ্যে এমন একটা ক্ষমতাও ছিল, সেই ফাঁদ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে। যে ক্ষমতা রীতা বা বেবির ছিল না। জিনা ফাঁদ কেটে বেরিয়েই আসেনি, নাদিমের প্রতি তার এমন একটি চ্যালেঞ্জ ছিল, লোকটাকে ও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। এবং সেটা ও পেরেছিল। হয়তো ও নাদিমকে সকলের সামনেই নিষ্ঠুর ঠাট্টা বিদ্রূপে জর্জরিত করত, অন্য পুরুষদের সঙ্গে এমনভাবে মিশত, আচরণ করত, নাদিমের মতো আত্মম্ভরী লেডিকিলারের পক্ষে সেটা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এবং জিনা যে কথাটা জানত না, তা হল, নাদিম ওর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল। তবে সেই চ্যালেঞ্জটা বড় মর্মান্তিক। নাদিম এক দিকে জঘন্য যৌন অনাচারী, এবং সেই অনাচারই তাকে, ঈর্ষা-কাতর হিংস্র করে তুলেছিল। আর তা তুলেছিল এত দূর, জিনার মসৃণ নরম সুন্দর গলা টিপে ওকে খুন করেছে। অশোক বিন্দুমাত্র বিস্মিত হবে না, যদি এটা জানা যায়,

জিনার দেহ ভোগ করতে করতেই, আদর করতে করতেই, সে জিনাকে হত্যা করেছে। কারণ, এই খুনটাও, নাদিমের কাছে একটা সুখের মতোই। সে মানসিক দিক থেকে এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছিল, জিনা ছাড়া বোধহয় আর কিছু ভাবতে পারত না।

কিন্তু জিনা কেন নাদিমের সঙ্গে গিয়েছিল? সেটা নাদিমের কৃতিত্ব। বেপরোয়া বিমুখ জিনাকে সে নিশ্চয়ই এমন কোনও মন্ত্র দিয়েছিল, যে মন্ত্রে বশীভূত হয়ে ও পিকনিক গার্ডেন থেকে নাদিমের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। জিনারও যথেষ্ট সাহস ছিল। তবে এই পরিণতির কথাটা ও নিশ্চয়ই ভাবেনি। হয়তো ভেবেছিল, নাদিম বড়জোর পায়ে ধরে কান্নাকাটি করবে, বা ওকে একটু জ্বালাতন করবে। কিন্তু বাঘ তখন শিকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

জিনার সেই অস্পষ্ট স্বরই অশোকের চিন্তাকে প্রথম মিঃ চন্দ্রকান্ত নাদিমের দিকে ফিরিয়েছিল। তারও আগে, আর একটি অস্পষ্ট স্বরের হঠাৎ ফুঁসে ওটা শুনেও নাদিম সম্পর্কে একটা চকিত ঝিলিক হেনে গিয়েছিল অশোকের মনে। সেই স্বর ছিল বেবির, অরূপের টেপ-রেকর্ডারে শোনা। মিসেস নাদিম সম্পর্কে সে বলে উঠেছিল, 'আই হেট হার।' কেন, বেবির এত ঘৃণা কেন মিসেস নাদিমের প্রতি, মিসেস নাদিমই বা কেন বেবির গানের সময়, গান না শুনে উঠে গিয়েছিলেন?

সেখানেও নিশ্চয়, মূলে মিঃ নাদিম। কারণ একটাই, বেবিকে মিসেস নাদিম, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভাবতেন। জিনা চন্দ্রকান্ত নাদিমের প্রতি বিরূপ, সব মেয়েই তাকে দেখে মজে না, অন্তত জিনা যে মজে না, এইরকম একটা চ্যালেঞ্জ ছিল।

জিনা আর বেবির অস্পষ্ট স্বরের সঙ্গে যখন এই ব্যাপারগুলো মেলাতে পেরেছিল অশোক, তখনই ওর মনে একটা অশুভ ভাবনা ও উদ্বেগ জেগে উঠেছিল। জিনার পরিণতি সম্পর্কে অশুভ চিন্তার থেকে, তৎক্ষণাৎ ওর মনে হয়েছিল, তা হলে সেই পরিণতি আরও কারুর হতে পারে, এবং বেবির খুন দিয়েই সেটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। তখন আর অশোকের মনে প্রায় কোনও সন্দেহ ছিল না, জিনা কোথায় আছে। অর্থাৎ জিনা যেখানেই থাক, নাদিমের অদৃশ্য হাত সেখানে আছে। টেলিফোন নাম্বারটা বিশেষভাবে ওর মাথায় বিঁধেছিল। যে কারণে অশুভ আশঙ্কার পরেই, টেলিফোনের হদিশটা ও জানতে চেয়েছিল, এবং স্থির করেছিল, সেই ঠিকানায় এক বার হানা দিতেই হবে।

সব ঘটনাগুলোই যেন একটা দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করছিল। রবিবার পিকনিক, শনিবার থেকেই চন্দ্রকান্ত নাদিমের ছুটি নেওয়া। শনিবার থেকে কেউ ছুটি নেয় না। কারণ রবিবারের মতো একটা ছুটির দিন কেউ ফালতু নষ্ট করতে চায় না। একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে। একটা প্রশ্ন মনে এসেছিল অশোকের, মিসেস নাদিম কি

পিকনিকের জন্য, স্বামীর সঙ্গে ইচ্ছে করেই কলকাতায় যাননি? নাকি মিঃ নাদিম, মিসেস নাদিমকে বুঝিয়েছিল, স্ত্রীকে পিকনিকে যোগদান করার জন্য? সম্ভবত তাই বুঝিয়েছিল, এবং মিসেস নাদিম কলকাতায় তার সঙ্গে গেলে, মিঃ নাদিমের জিনা হরণের পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যেত।

জিনাকে সহজে হরণ করা যায়নি। নিশ্চয়ই নাদিম জিনাকে কাতরভাবে কিছু বুঝিয়েছিল, অন্তত এক বার তার সঙ্গে জিনা কলকাতায় যাবে এবং পিকনিক শেষ হবার সময় অনুযায়ী বাড়ি ফিরে আসবে। টাইপ-করা চিরকুটের কাতর প্রার্থনাও তাই। জিনা যাকে 'ভাইপার' বলেছিল, সেই লোককেই সে বিশ্বাস করেছিল। যার অর্থ, মৃত্যু তখন জিনাকে সম্মোহিত করেছিল বোধহয়, তা না হলে, এমন ভুল ও করবে কেন। নাদিম সমস্ত ব্যবস্থাই করেছিল সুপরিকল্পিত চিন্তার দ্বারা। এমনকী, কোন রাস্তা দিয়ে সে গাড়ি নিয়ে আসবে, এবং সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে জিনাকে নিয়ে চলে যাবে, সেটাও পূর্ব-পরিকল্পিত। দিঘির ধারে গাড়ির চাকার দাগ, সেই দিকেই ইঙ্গিত করে।

কিন্তু অ্যাকসিলারেটারে যেন পা রাখতে পারছে না অশোক, অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে, হাড় ভেঙেছে কি না বুঝতে পারছে না, তবে ফুলে উঠেছে নিঃসন্দেহে। তথাপি, গাড়ির গতি আশি কিলোমিটারের কম নয়। পিছন দিকে সে নিশ্চিন্ত, কোনও গাড়ি তাকে অনুসরণ করছে না।

এখন কাঞ্চনবউদির কথা অশোকের আবার মনে পড়ল। কাঞ্চনবউদিই ওকে প্রথম বলেছিল, জিনার যাই ঘটে থাক, সেটা বাইরের ব্যাপার নয়, ভিতরের ব্যাপার। অর্থাৎ জিনা যেখানে বাস করে, যাদের সঙ্গে সবসময়ে মেলামেশা করে, সেই ওয়াইলডেভের চৌহদ্দির মধ্যেই জিনার অন্তর্ধানের খেই খুঁজে নিতে হবে। খুব ঠিক কথা বলেছিল বউদি।

মৃত জিনাকে আর একজনই দেখেছেন, সম্ভবত খুন হতেও দেখেছেন, তিনি মিসেস সুশীলা নাদিম। আজ সকালেই মিসেস নাদিম কলকাতায় এসেছিলেন। সন্ধ্যার পরে মিঃ নাদিম বেবিকে খুন করতে গিয়েছিল, সেই ফাঁকেই মিসেস নাদিম প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেন। অশোক যখন খাটের তলায়, মিঃ নাদিম তখন দু জায়গায় ফোন করেছিল। একটা ওয়াইলডেভের তার নিজের কোয়ার্টারে, আর একটা কলকাতায়, বোধহয়, কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে। সুশীলা নাদিমকে খুঁজছিল, কোনও জায়গা থেকেই কিছু সংবাদ পায়নি। মিসেস নাদিম বুদ্ধিমতীর পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, বা নাদিম সাহেব নিজেই হয়তো তাঁকে বলে গিয়েছিল, বেবিকে সে সরিয়ে দিতে যাচ্ছে, কেন না, বেবি মুখ খুললে তার সঙ্গে জিনার যোগাযোগ প্রকাশ হয়ে পড়বে।

অতএব, বেবির পরে আর মাত্র একজনই জিনা-হত্যার সাক্ষী থেকে যায়, স্বয়ং

মিসেস নাদিম। মিঃ নাদিম, তাঁকেও ছেড়ে দেবে না, এটা অনুমান করেই মিসেস পালিয়েছিলেন, এবং বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে গিয়েছেন।

সুপুরুষ অহংকারী প্রেমিক চন্দ্রকান্ত নাদিম, তার ঈর্ষা আর হতাশার শিকার জিনা এবং বেবি।

অশোক নিজেদের শহরে ফিরে, ওয়াইলডেভের ভেহিকেলের গ্যারেজে গিয়ে মিঃ তরফদারের গাড়ি ঢুকিয়ে দিল। পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। গাড়ি থেকে নেমে, কোনও রকমে লেংচে, দু পা এগোতেই শ্যামাপদ যেন অন্ধকার থেকে জেগে উঠল। তার সঙ্গে দুজন কনস্টেবল। একজন এস আই। পিছনে পিছনে আরও কয়েকজন ফ্যাক্টরির অফিসার এবং স্বয়ং তরফদার। তিনি উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসু চোখে এগিয়ে আসতেই, শ্যামাপদ অশোকের হাত চেপে ধরল, বলল, একটি কথাও না, থানায় চলো, আমি তোমাকে অ্যারেস্ট করছি।'

অশোক ক্লান্ত, ব্যথায় কাতর। এক বার সে করুণ চোখে মিঃ তরফদারের দিকে তাকাল, তারপরে বলল, 'মিসেস নাদিম কোথায়?'

শ্যামাপদ হুমকে উঠল, 'সে খোঁজে তোমার দরকার নেই, এই জিপে ওঠো। মিঃ তরফদার আমার সঙ্গে আসুন।'

অশোক বলল, 'কিন্তু আমার পায়ের অবস্থা—'

শ্যামাপদ বলল, 'ব্যবস্থা হবে।'

অশোক আর মিঃ তরফদার শ্যামাপদর জিপে উঠল। এল সোজা থানায়। শ্যামাপদ প্রথমেই ফোন করে একজন ডাক্তারকে ডাকল, তারপরে অশোকের মুখোমুখি বসে, বাঘের মতো তাকিয়ে বলল, 'সমস্ত কথা না-জানা পর্যন্ত, এবং আসল কালপ্রিট না-ধরা পড়া পর্যন্ত তোমাকে আমি ছাড়ব না। তুমি বলবে সব, নাকি হাজতে ঢুকবে?'

অশোক বলল, 'হাজতেই যেতে ইচ্ছা করছে, তবু একটু বিশ্রাম হত, কিন্তু যা উকুন আর ছারপোকা আপনারা পোষেন, তার চেয়ে কথা বলাই ভাল।'

তারপর অশোক আবার বলল, 'আমি একটা ফোন করতে চাই।'

শ্যামাপদ গর্জে উঠল, 'কাকে, কোথায়?'

অশোক বলল, 'ওয়াইলডেভ ফ্যাক্টরি কোয়ার্টারে, মিসেস নাদিমকে।'

শ্যামাপদর একই রকম গর্জিত প্রশ্ন, 'কেন?'

'দু-একটা কথা জানা বিশেষ দরকার।'

শ্যামাপদ বলল, 'আমাকে বলো, আমি জিজ্ঞেস করছি।'

অশোক বলল, 'আপনার সামনে আমিই জিজ্ঞেস করব, গোপন করার কিছু নেই।'

শ্যামাপদ চোয়াল শক্ত করে একটু ভাবল। রিসিভার দেখিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, করো।'

সে আরক্ত চোখে অশোকের দিকে তাকিয়ে রইল। অশোক নাদিমের কোয়ার্টারের ফোন নম্বর জানত। এক্সচেঞ্জকে নম্বর দিতে বলল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই, ও পার থেকে মিসেস নাদিমের উদ্বিগ্ন স্বর শোনা গেল, 'হ্যালো!'

অশোক বলল, 'মিসেস নাদিম, আমি অশোক বলছি।'

ও পার থেকে মিসেস নাদিমের উচ্ছ্বসিত গলা শোনা গেল, 'ওহ্, অশোক, অশোক তুমি কোথা থেকে বলছ?'

মিসেস নাদিম ইংরেজিতে কথা বলছে, শ্যামাপদ বা মিঃ তরফদার তার কথা শুনতে পাচ্ছে না। অশোক ইংরেজিতেই বলল, 'থানা থেকে। আপনি যে এখানে নিরাপদে পৌঁছুতে পেরেছেন, খুবই ভাগ্যের কথা। আমি আপনার জন্য খুব ভয় পাচ্ছিলাম।'

মিসেস নাদিমের ভয়-ত্রস্ত গলা শোনা গেল, 'আমাকে ভগবান বাঁচিয়েছে, তা না হলে আমারও—।'

মিসেস নাদিমের গলা থেমে গেল, কেঁপে গেল। অশোক চকিতে এক বার মিঃ তরফদারকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সেই দৃশ্য দেখেছিলেন?'

মিসেস নাদিম দ্রুত বলে উঠল, 'না না, মোটেই না, কিন্তু আমি জানি, ছাদের চিলেকোঠায় ও কী বীভৎস কাণ্ড করেছে। ওর চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, যদিও ও আমাকে সাবধান করে বলেছিল, আমি যেন ছাদের চিলেকোঠায় না যাই।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'আপনি লেক রোডে পৌঁছুবার আগেই কি মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে গেছিল?'

জবাব এল, 'না, আমি যাবার পরে, তবে আমার সামনে নয়।'

অশোক বলল, 'সেটা তো স্বাভাবিক। সময় তখন ক'টা বলতে পারেন?'

'বেলা প্রায় চারটে।'

অশোক এক মুহূর্ত চুপ করে ভাবল। তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মিসেস নাদিম, সংযুক্তা কাউর কে?'

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে জবাব এল, 'আমার ছোট বোন।'

'বিবাহিতা?'

'হ্যাঁ, কিন্তু চন্দ্রকান্তের হাতেরই শিকার। কলকাতায় গেলে নাদিম ওখানেই যেত, থাকত। তবে সংযুক্তা এখন দিল্লিতে আছে।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কলকাতা থেকে কখন আপনার পালাবার কথা মনে হল?'

জবাব এল, 'যখন আমার মনে হল, আমিও হয়তো রেহাই পাব না। জিনাকে খুন করে ও খুব ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যায়। বুঝতে পারিনি, তখন ও বেবিকে মারতে যাচ্ছে। আমাকে বলে যায়, আমি যেন বাড়ি থেকে কোথাও না যাই। কিন্তু ও বেরিয়ে যাবার পরেই, আমি বাড়িতে তালা লাগিয়ে সোজা শিয়ালদহে চলে যাই।'

অশোকের মনে আছে, নাদিমকে তালা ভাঙতে হয়েছিল। ও বলল, 'আপনি সবই ঠিক করেছেন মিসেস নাদিম, শুধু একটা ভুল করেছেন। শিয়ালদহে চলে আসবার আগে, লালবাজারে যদি একটা ফোন করে দিতেন, তবে ভাল হত।'

মিসেস নাদিম টেলিফোনে বলল, 'সে কথা আমার এক বারও মাথায় আসেনি অশোক।'

অশোক তা বুঝতে পারছে। মিসেস নাদিমের তখন প্রাণের ভয়। ও বলল, 'আচ্ছা, এখন ছাড়ছি।'

মিসেস নাদিম বলল, 'অশোক, তোমার সঙ্গে আমি একটু সামনাসামনি কথা বলতে চাই।'

অশোক বলল, 'পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল। দেখল, শ্যামাপদ রুক্ষ উৎসুক মুখে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তরফদারের চোখে উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা।

অশোক, মিঃ তরফদারের দিকে এক বার তাকিয়ে, ওর নিজের ধারণা অনুযায়ী, সমস্ত ঘটনা বলতে লাগল। ওর বলা যখন শেষ হল, তখনই লালবাজার থেকে ফোন এল, মিঃ চন্দ্রকান্ত নাদিম গাড়ি নিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। জিনার বডি ছাদের চিলেকোঠাতেই ছিল। মর্গে পাঠানো হয়েছে, তার আগে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ফটোগ্রাফ সবই নেওয়া হয়েছে। নাদিম জিনার বডি ছেড়ে দিয়েই পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। কলকাতা পুলিশ অনুমান করেছিল, নাদিম দূরে কোথাও পালাবার চেষ্টা করবে। সেজন্য হাওড়া স্টেশন, জি টি রোড, বম্বে রোড এবং ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর অফিসে জাল পেতেছিল। ধরা পড়ে বম্বে রোডে, শিবপুর পেরিয়ে যাবার মুখে।

মিঃ তরফদার শিশুর মতো কাঁদছিলেন। সান্ত্বনা দেবার কিছু না থাকলেও, অশোক ওঁর একটি হাত টেনে নিল। তিনি কান্নাভাঙা স্বরে বললেন, 'অশোক, তুমি না থাকলে বোধহয় কোনও দিন জিনার খোঁজও পাওয়া যেত না।'

অশোক বলল, 'তা কেন। পাপ কখনও চাপা থাকে না। অপরাধ কোথাও না কোথাও তার দাগ রেখে যায়।'

শ্যামাপদ অশোককে ধমক দিয়ে বলল, 'তুমি স্টেশন লিভ করবে না।'

ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে অশোকের পা দেখেছেন। বলেছেন, ফ্র্যাকচার হয়নি।

তবে একটু ক্র্যাক করেছে, মাংস থেঁতলে গিয়েছে। এখন কিছুদিন একেবারে শয্যা-বিশ্রাম। অশোক বলল, 'এ পা নিয়ে আর কী করে স্টেশন লিভ করব বলুন!'

শ্যামাপদ তেমনি ধমক দিয়ে বলল, 'তোমাকে আমি একটুও বিশ্বাস করি না। যে এ রকম একটা কাণ্ড করতে পারে, তাকে আমি একেবারেই বিশ্বাস করতে পারি না।'

এ সময়েই একজন সিপাই অশোকের ওষুধ আর প্রেসক্রিপশন এনে দিল। অশোক বলল শ্যামাপদকে, 'আপনি আবার এ সব আনাতে গেলেন কেন। আমার কাছেই তো টাকা ছিল।'

শ্যামাপদ খেঁকিয়ে বলল, 'আমার তো ঠাকুরবাড়ির মরচে পড়া টাকা নেই।'

অশোক সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না, দেদার সরকারি টাকা আছে আপনার।'

শ্যামাপদ হাত তুলে গর্জাল, 'মারব এক থাপ্পড়।'

বলেই অশোকের হাত ধরে টেনে তুলে বলল, 'নাও, আমার কাঁধে ভর দাও। চলো, জিপে তুলে দিয়ে আসি, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।'

অশোক মনে মনে হাসল, কিছু বলল না। রুক্ষ দারোগা লোকটির স্পর্শ এখন কোমল স্নেহার্দ্র। বাড়ি এসে যখন পৌঁছুল তখন রাত্রি পৌনে দুটো।

অশোক বাড়ি এসে দেখল, কাঞ্চনবউদি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। অশোক বলল, 'এ কী, শুতে যাওনি?'

কাঞ্চন বলল, 'যেতে আর দিলে কোথায়! জিনার খোঁজ পেলে?'

'পেলাম।'

'বেবি খুন?'

'হ্যাঁ। একই লোকের কাজ।'

'তার মানে?'

'জিনাকে যে মেরেছে, বেবিকেও সে-ই।'

'যাক, তা হলে ফ্যাক্টরির ভিতরেরই ব্যাপার?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু খোঁড়াচ্ছ কেন, পায়ে কী হল?'

কাঞ্চনের স্বরে উদ্বেগ। অশোক বলল, 'খুনির শেষ মার। তবে, ডাক্তার বলেছে, ফ্র্যাকচার হয়নি, মাংসের ওপরে আঘাত, সেরে যাবে তাড়াতাড়ি।'

কাঞ্চন এক বার অশোকের চোখের দিকে তাকাল। চোখ নামিয়ে, একটা নিঃশ্বাস ফেলল। অশোককে নিয়ে কাঞ্চনের উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল তাতে। বলল, 'ঘরেই খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছি, খেয়ে শুয়ে পড়ো।'

অশোক বলল, 'তা পড়ছি। কিন্তু দেখো বউদি শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল, মেয়েরা

বড় বোকা। তা না হলে, জিনা নাদিমের ফাঁদে পা দিত না।'

কাঞ্চন বলল, 'কাল সকালে সব শুনব। তবে মেয়েরা তো বোকাই।'

সে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াল, অশোক বলে উঠল, 'তুমি তো বটেই। দেখো তো, সবাই কেমন পটাপট খুন করছে, আর তুমি সুন্দরী যুবতী, বিকলাঙ্গ স্বামীকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে পার না?'

কাঞ্চন ফিরে তাকাল। ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। বলল, 'পারতাম, কিন্তু তোমার চোখ ফাঁকি দিয়ে কি বাঁচব?'

অশোক হেসে উঠল। কাঞ্চন ধমকে বলল, 'হেসো না, গা জ্বলে যায়।'

বলতে বলতেই, কাঞ্চনের চোখ ভিজে উঠল, সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

অশোকের মুখখানিও করুণ হয়ে উঠল।

জীবনকে যারা সহজভাবে গ্রহণ করেছে, তাদের প্রাণে কী অসীম শক্তি!

ম্যাকবেথ : রঙ্গমঞ্চ কলকাতা

স্থান : কলকাতার একটি অভিজাত ক্লাব। সময় : রাত্রি দশটা বেজে কয়েক মিনিট। ইংরেজিতে যাকে বলে 'পিক আওয়ার' সম্ভবত ক্লাবের রাত্রের পক্ষে, এখন সময়টা সেইরকম তুঙ্গে। যদিও রাত্রি বারোটার আগে, সভ্যদের ফেনিলোচ্ছল, নানা বর্ণবাহারি সুরার পাত্র শূন্য হয় না। তথাপি এখন এই রাত্রি দশটা বেজে যাওয়া সময়টি সব ঘরে, লনে, বারান্দায়, আসর জমজমাট। বিলিয়ার্ড ঘরে, তাসের আড্ডায়, দাবার ছকে, প্রতিটি টেবিলেই নানা কথা, হাসি, তর্কবিতর্ক, ক্ষেত্রবিশেষে উত্তেজনা, সব মিলিয়ে গোটা ক্লাব বাড়ি বাগান মশগুল। বিশেষ বিশেষ ঘর, যেগুলোতে বিভিন্ন পার্টির ব্যবস্থা এবং আসর, নাচ গান বাজনায় এখন ঝংকৃত। মদিরেক্ষণাদের কটাক্ষের ঘায়ে অনেকেই অন্তরে শরাহত। পুরুষের চুম্বক দৃষ্টিতেও কোনও কোনও রমণী অতিমাত্রায় চঞ্চল। 'লজ্জা' নামক অনুভূতিটির বিষয় এখন এখানে আপাতত অনেকের মধ্যেই, খুব স্বাভাবিকভাবেই অনুপস্থিত। তার অর্থ এই না, নরনারী নির্বিশেষে সকলেই নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে। লনের আবছায়াতে কোনও কোনও টেবিলে কোনও কোনও রমণী পুরুষেরা কামাতুর আচার-আচরণ গোপন রাখতে পারছে না। তবে, 'দোষ কারও নয় গো মা/আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।' সকলই দ্রব্যগুণের প্রকাশ মাত্র।

লনের এক প্রান্তে একটি টেবিলে দুইজন আসীন। দুজনের সামনেই হুইস্কির পাত্র, সোডা আর জলের বোতল। সসেজের এবং নুন গোলমরিচের পাত্র। প্লেটে অর্ধভুক্ত ভাজা মাছ, সেদ্ধ মটরশুঁটি, বিন, গাজর, আলুভাজা, কাঁচা পেঁয়াজ এবং দু-এক টুকরো শসা, দুটি কাঁটা চামচ।

একজন মধ্যবয়স্ক, অপরজন যুবক। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি স্যুটেড বুটেড, রোগা লম্বা। মাথার চুল লম্বা, অনেক দিন ডাই না করার জন্য, বাদামি সাদা আর কালোয় মেশামেশি রং। চোপসানো গাল, কিন্তু সমস্ত দাঁত বর্তমান। ছোট আর ঘোলা চোখের বর্ণে এখন রক্তাভা। লোকটি কালো, এবং চেহারা যাই হোক, এখন তাকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। গোলাপি নেশা এখন জবার রূপ ধারণ করছে। হাসবার সময় তাঁব দাঁতগুলো সব বেরিয়ে পড়ছে। কোনও কোনও দাঁতের গোড়া ক্ষয়ে গেলেও, বেশ ধারালো।

যুবকের চেহারাটি সম্পূর্ণ বিপরীত। ফরসা না, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, দীর্ঘ শরীর।

মাথার মাঝারি মাপের চুলে বাঁদিকে সিঁথি, ডানদিকের কপাল খানিকটা ঢাকা। তার মুখের যুবোচিত কমনীয়তা তেমন নেই, কিন্তু চোখে মুখে একটি ধারালো ভাব আছে। আছে গভীর ও তীক্ষ্ণ চোখের কোলে ক্লিন্নতা। মদ্যপান করা সত্ত্বেও, তাকে কেমন অসুখী দেখাচ্ছে। তার মুখে হাসি নেই। বয়স্ক লোকটির কথা যে সে মনোযোগ দিয়ে শুনছে, এমন না। বরং অন্যমনস্ক বিরক্তি তার মুখে। দ্রব্যগুণে স্বভাবতই তার চোখ লাল, তবু কোনওরকম আচ্ছন্নতা নেই। ফুলস্লিভ শার্টের ওপরে, একটি সামান্য হাতকাটা উলেন সোয়েটার গায়ে। বাঁ হাতের মণিবন্ধে সাবেকি ধরনের চৌকো ছোট ঘড়ি।

মধ্যবয়স্ক লোকটি তার গেলাসে চুমুক দিয়ে, হেসে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'আয়াম হ্যাপি স্যার। হ্যাপিয়েস্ট বলতে পারেন। রায়চৌধুরি ইন্টারন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারারস প্রাইভেট লিমিটেড-এ আমি সামান্য মাইনেতে ঢুকেছিলাম। বলতে গেলে স্যার, তখন আমি একটা অশিক্ষিত ছেলে। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের আগের কথা. আমি একটা থার্ড ডিভিশনের ম্যাট্রিকুলেট। রায়চৌধুরি ম্যানুফ্যাকচারারস তখন ইন্টারন্যাশনাল হয়নি, ন্যাশনাল ছিল। স্বাধীনতার পর ইন্টারন্যাশনাল হয়েছে। ইস্ট জার্মান আর চেকোশ্লোভাকিয়ার কোলাবরেশনে, লক্ষপতিরা এখন কোটিপতি। তবে হ্যাঁ, বলতে পারেন, সোশ্যালিস্ট কান্ট্রির কোলাবরেশনে এত বড় ম্যানুফ্যাকচারারস হয়েও. রায়চৌধুরিরা পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক জগতের মানুষ।' লোকটি হেসে উঠল, 'সেটাই স্বাভাবিক। এটা তো আর সোশ্যালিস্ট দেশ না, কী বলেন স্যার।'

'নতুন কথা কিছু থাকে তো বলুন মিঃ পাকড়াশি।' যুবক এক চুমুকে গেলাস শূন্য করে দিল, 'রায়চৌধুরি ম্যানুফ্যাকচারারস-এর ও সব কথা আমার জানা আছে।'

মধ্যবয়স্ক লোকটি, মিঃ পাকড়াশি হাত তুলে বলে উঠল, 'আহা, স্যার আস্তে আস্তে খান। একটা লার্জ পেগের অর্ধেকের ওপর ছিল। এক চুমুকে মেরে দিলেন? ওতে কিন্তু স্যার নেশাও হয় না, মেজাজও আসে না।'

'আপনি ভালই জানেন, দু-চার পেগ হুইস্কিতে আমার নেশা হয় না।' যুবক বলল, 'আমি আপনাদের মতো পেঁচি মাতাল নই।'

মিঃ পাকড়াশি হাসল। অদূরের এক টেবিলের সামনে বেয়ারাকে হাত তুলে ডাকল, 'ব্যায়রা, সস। ইধার পেগ লাগাও, লার্জ।'

বেয়ারা মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল, 'আভি লাতে সাব।'

পাকড়াশি বেয়ারার জবাব শোনবার অপেক্ষায় ছিল না, বলল, 'আমি কিন্তু স্যার আপনাকে নতুন কথাই শোনাতে যাচ্ছিলাম। রায়চৌধুরিদের কোম্পানির কথা আপনাকে আর আমি কী বলব। মায়ের কাছে মাসির গল্প হয়ে যাবে।'

'তাও সত্যি না।' যুবক বলল, 'রায়চৌধুরিদের বিজনেসের কথা আপনি আমার

থেকে ভাল জানেন, কিন্তু ও সব শুনতে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। নতুন কথা কী শোনাবেন বলছিলেন?'

পাকড়াশি কাঁটা চামচেয় এক টুকরো মাছ ভাজার সঙ্গে গাজর বিঁধিয়ে মুখে দিয়ে বলল, 'মাছ ভাজা খান স্যার। আপনি আবার ড্রিঙ্কের সঙ্গে কিছুই খেতে চান না। দিস ইজ ব্যাড স্যার, গার্ড য়োর লিভার। নতুন কথা মানে, আপনি একজন ব্রিলিয়ান্ট স্কলার। ইকনমিকস-এ ফার্স্ট ক্লাস এম-এ। আজকালকার ছোকরাদের মতো, টুকলিফাই করা ভুয়া না। তা নইলে এক চান্স-এ ল' পাশ করতে পারতেন না। আজকাল যা ঘটছে, শাকরেদরা পাহারা দিয়ে, চার হাতে পেপার লিখে সাবমিট করে পাশ! দলবাজিতেই ও সব হয়। আমাদের মিঃ জুনিয়র ডাইরেকটর আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

'কিন্তু আপনি যাকে জুনিয়র ডাইরেকটর বলছেন, মানে আপনাদের ম্যানেজিং ডাইরেকটর প্রদীপ রায়চৌধুরি, তাঁর বিদ্যেয় দৌড় তো স্কুল ফাইনাল পাশও না।' যুবক বলল, 'একটা আদ্যন্ত অসচ্চরিত্র, লম্পট, স্কাউন্ড্রেল...।'

পাকড়াশি বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'সস্‌স্‌, এ সব বলবেন না স্যার, মানে, আমার সামনে আপনার নিজের ভগ্নিপতির সম্পর্কে—তাও একমাত্র ভগ্নিপতি—বলা উচিত না। ম্যানেজিং ডাইরেকটরের প্রতিভার কথাটা ভাবুন—একজন দুর্ধর্ষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, নিশ্চয় মানবেন? আমি মানছি, ওঁর অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন নিল, কিন্তু দেখুন, কী দারুণ ইংরেজি লেখেন, বলেন। এমনকী জার্মান ভাষাটাও অনেকখানি মেরে এনেছেন।'

'ও সবের কোনও দাম আমার কাছে নেই।' যুবক বলল, 'ও সব দেখে আপনারা চার্মড হতে পারেন, কিন্তু প্রদীপ রায়চৌধুরি আদৌ ভাল ইংরেজি বলতে লিখতে জানে না। আর ডয়েটস? ও সব স্টান্টবাজি আপনাদের কাছেই চলে। আর চলে প্যারিসে, নিউ ইয়র্কে ফুর্তি মারতে গিয়ে। হিজ মানি ইজ হিজ জিনিয়াস।'

এই সময় বেয়ারা দুটো গেলাসে হুইস্কি আর দুটো সোডার বোতল এনে টেবিলে রাখল। পাকড়াশি জিজ্ঞেস করল, 'ডয়েটস কী স্যার?'

বেয়ারা সোডার বোতলের ছিপি খুলে গেলাসে ঢেলে দিল। যুবক বলল, 'জার্মান ভাষাকে ডয়েটস বলে।'

পাকড়াশি বলল, 'একেই বলে স্যার স্কলার! আমরা এ সবের কিছুই জানি না। জার্মান ভাষাকে আমরা জার্মান ভাষা বলেই জানি। তবু স্যার, ইয়ে—মানে আমাদের ম্যানেজিং ডাইরেকটর আপনার একমাত্র ভগ্নিপতি।'

'হোয়াট ড্যুয়ো মিন, একমাত্র ভগ্নিপতি?' যুবক গেলাস তুলে চুমুক দিল।

পাকড়াশি যেন বিব্রত হয়ে উঠল, 'একমাত্র মানে, আই মিন স্যার, ওনলি য়োর

ওনলি ব্রাদার-ইন-ল।'

'আমার বোনের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কী?' যুবক কঠিন মুখে বলল, তার ঠোঁটের কোণে ঝলকিয়ে ওঠা ছুরির মতো একটু হাসি দেখা দিল, 'মাসের মধ্যে এক-আধদিন গাল টিপে দেওয়া? নয়তো ল্যাংটো করে রেপ করা, আর পারভারশনের চূড়ান্ত। একমাত্র স্বামীটি ছাড়াও আমার বোনের আরও কেউ থাকতে পারে।'

পাকড়াশি দু হাত দিয়ে কান চেপে ধরে, খুবই যেন আহত অস্বস্তিতে বলে উঠল, 'ছি ছি ছি, ও সব কথা আমার শুনতে নেই স্যার, আফটার অল শি ইজ রেসপেকটেড ওয়াইফ অব মাই ফাদার অ্যান্ড মাদার ম্যানেজিং ডিরেকটর।'

'আপনাদের আদরের মিঃ জুনিয়র ডাইরেকটর।' যুবক গেলাসে চুমুক দিল।

পাকড়াশি নিজের গেলাসে চুমুক দিয়ে বিলিতি রাজা মাপের সিগারেটের প্যাকেট খুলে যুবকের দিকে বাড়িয়ে দিল, 'আপনি স্যার অ্যাংরি জেনারেশনের ছেলেদের মতো কথা বলছেন। অবিশ্যি আমাদের ম্যানেজিং ডাইরেকটরই বলেন, অল কালচারড ইয়ংমেন আর অ্যাংরি, সেটাই নাকি স্বাভাবিক। উনি স্যার আপনাকে খুব ভালবাসেন, আপনার ইনটেলিজেন্সির খুব প্রশংসা করেন। বলেন, আপনার মধ্যে নাকি একটা ইয়ে আছে—ওই যে কী বলে স্যার, সু-সুপ্ত প্রতিভা।'

'প্রদীপ রায়চৌধুরি তার খাঁটি জার্মান অ্যালসেসিয়ানটার সম্পর্কেও ওইরকম বলে।' যুবক সিগারেট ধরিয়ে, গেলাসে চুমুক দিল।

পাকড়াশি অপ্রস্তুত অসহায়ভাবে হাসল, 'আপনি কী যে বলেন স্যার। আপনি হলেন ওঁর সম্বন্ধী।'

'ও সব জানা আছে।' যুবক আবার গেলাসে চুমুক দিল, 'গত সপ্তাহে বোনের কাছ থেকে এক হাজার টাকা নিয়েছিলাম বলে, আমাকে সকলের সামনেই, সোয়াইন সানোফাবিচ বলেছিল। অথচ টাকাটা আমি ধার হিসাবেই নিয়েছিলাম।'

পাকড়াশি কুণ্ঠিত হেসে বলল, 'ওঁর মেজাজ তো ওইরকমই, মুখে যা আসে, তাই বলে ফেলেন। আর ইয়ে—আপনি তো বেকার—মানে, ইয়ে, ওঁর কাছে হাত পাতলেই তো আপনি টাকা পান, তাই—।'

'কী বলতে চান আপনি?' যুবকের চোখমুখের মতোই, গলার স্বর রুক্ষ।

পাকড়াশি তাড়াতাড়ি দু হাত জোড় করে বলল, 'অন্যায় কিছু বললে মাফ করে দেবেন স্যার। আমি মানে—ইয়ে, আপনাকে কোনওরকম হার্ট করতে চাইনি। আই হ্যাভ গট এ গ্রেট রেসপেকট অ্যান্ড অ্যাফেকশন ফর য়ু স্যার।'

'আসলে ওটা পিটি।' যুবকের ঠোঁটের কোণে আবার সেই ধারালো বাঁকা হাসি দেখা দিল, 'দয়া, করুণা। রায়চৌধুরিদের বাড়িতে, আর অফিসে ঘন ঘন যাতায়াত করি বলে, আপনারা হয়তো আমাকে মনে মনে ঘেন্নাও করেন।'

পাকড়াশি আবার হাত জোড় করে, কিছুটা উদ্বিগ্ন ব্যগ্র স্বরে বলল, 'অন গড বলছি স্যার, আমি আপনাকে কখনও সেই চোখে দেখি না। আপনি আমার সঙ্গে ক্লাবেট্‌লাবে আসতে চাইলে, কী অন্য কোথাও যেতে চাইলে, আমি কী রকম খুশি হই, আপনি নিজেই ভাল জানেন স্যার। ইন দ্যাট ফ্ল্যাট—।' পাকড়াশি রক্তাভ চোখে ইশারা করল, আর ঝোঁকের মাথায় এক চুমুকে গেলাস শূন্য করে দিয়ে বলল, 'ক্যামাক স্ট্রিটের সেই ফ্ল্যাটে আমি আপনাকেই একমাত্র নিয়ে যাই। অবিশ্যি আপনি—আপনার ও ব্যাপারে কোনও লোভ নেই। মেয়েদের ব্যাপারে—।'

'আমার যথেষ্ট লোভ আছে।' যুবক বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু আপনার ওই সব স্টাফ অব উওমেন—প্রসটিটিউটস অ্যান্ড বিচেস—ও সব মেয়েদের সঙ্গে শোবার জন্য আমি জন্মাইনি। আমার টারগেটে কলকাতার সমাজের যে সব মেয়ে মহিলারা আছে, তারা শুধু সুন্দরী না, সব দিক দিয়ে নারী সমাজের শ্রেষ্ঠ।'

পাকড়াশি বলল, 'জানি তো স্যার, জানি বইকী, আর সেইজন্যই তো আপনাকে আমি এত রেসপেক্ট করি।'

'কিন্তু আপনাদের ওই প্রদীপ রায়চৌধুরি—।' যুবক গেলাসে চুমুক দিল, 'যা পায় তা-ই, নর্দমার জলখেকো—তা সে বম্বে প্যারিস হামবুর্গ নিউ ইয়র্ক, যেখানেই হোক—'

পাকড়াশি তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বলল, 'ওটা বলবেন না স্যার। আমার ছোট মুখে বড় কথা বলা উচিত না, আপনাকে বলেই বলছি, আমরা যা কিছু করি, সব মর্তের মেয়েছেলে নিয়ে। উনি স্যার, ওই স্বর্বেশ্যা যাদের বলে, তাদের নিয়ে। নর্দমার জল ঘাঁটা যদি বলেন, তবে স্যার আমরাই ঘাঁটি। মিঃ জুনিয়র ডাইরেকটর স্যার—কী বলব, ওঁর করবার একেবারে উর্বশী মেনকা রম্ভাদের নিয়ে। মানে স্বর্গের অপ্সরীদের নিয়ে।'

'সারা গায়ে একদিন ফুটে বেরোবে স্বর্গের অপ্সরীদের রঙের রাঙা শিমুল।' যুবকের ঠোঁটের কোণে তেমনি বাঁকা হাসি, 'এতদিনে ফুটেছে কি না, তাই বা কে জানে? হয়তো ট্রাউজারের নীচে তা ঢাকা পড়ে আছে! স্বর্গ সম্পর্কে আপনাদের কনসেপশনটা কী, শুনি মশাই? আকাশের ওপরে কোথাও?'

পাকড়াশি বিব্রত বিনয়ে বলল, 'এই তো স্যার আপনি মুশকিল করলেন। আমরা স্যার সাধারণ মানুষ, স্বর্গের কনসেপশন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন? তবে ইয়ে, আপনার ওই স্বর্গের অপ্সরীদের রক্তের রাঙা শিমুলের কথাটা বোধ হয় ধরতে পেরেছি। আপনি বোধ হয় ভেনেরাল ডিজিজের কথা বলছেন, তাই না?'

'হুইস্কির অর্ডার দিন।' যুবক সিগারেটে টান দিল।

পাকড়াশি টেবিলের ওপর দুটো শূন্য গেলাসের দিকে দেখে নিয়ে, হাত তুলে

দূরবর্তী বেয়ারাকে জিভের শব্দ করে ডাকল, দুটো আঙুল দেখিয়ে ইশারা করল। বেয়ারা মাথা ঝাঁকাল। যুবক আবার বলল, 'রাঙা শিমুলের কথাটা দেখছি ঠিকই বুঝেছেন। আপনার শরীরের কোথাও কি শিমুলের কুঁড়ি দেখা দিয়েছে?'

পাকড়াশি উদ্বিগ্ন ব্যস্ততায় মাথা নাড়ল, 'আপনাদের আশীর্বাদে স্যার এখনও এই ডিজিজটি হয়নি। আপনি বললেন বটে স্যার, আমাদের কারবার প্রসটিটিউটস আর বিচেসদের নিয়ে, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি খুব পারটিকুলার স্যার। বাছবিচার না করে এন্ট্রি দিই না। আপনি তো কোনওদিন হাত বাড়ালেন না, কী আর বলব, তবে আমাদের ম্যানেজিং ডাইরেকটরের বিষয়ে যা বললেন—' পাকড়াশি হাত জোড় করল, 'এটা স্যার অসম্ভব। সেইজন্যই স্বর্গের ইয়েদের কথা বলছিলাম।'

'আর সেইজন্যই আমি আপনার স্বর্গের কনসেপশনের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।' যুবক সিগারেটের অবশিষ্টাংশ পায়ের নীচে দূর্বাঘাসের ওপর ফেলে, জুতো দিয়ে চেপে দিল।

বেয়ারা নতুন হুইস্কির পেগ আর সোডার বোতল নিয়ে এল। সোডার বোতলের মুখ খুলে দিয়ে, খালি গেলাস বোতলগুলো নিয়ে চলে গেল। পাকড়াশি সোডার বোতল থেকে যুবকের গেলাসে খানিকটা ঢালতেই, যুবক বাধা দিয়ে বলল, 'ব্যস ব্যস! জিনিসটা জলো করে দেবেন না।'

পাকড়াশি বলল, 'আর একটু বেশি ডায়লুট করে নেওয়া ভাল স্যার। এ তো প্রায় নিট! আপনার লিভারটা স্যার আপনারই।'

'আমার সব কিছুই আমার।' যুবক গেলাসে চুমুক দিল, 'আফটার মাই বার্থ। যতদিন মাতৃগর্ভে ছিলাম, ততদিনই ভাল ছিলাম।'

পাকড়াশি কৌতুক বোধ করে হাসল, 'সত্যি স্যার, আপনি এমন অদ্ভুত সব কথা বলেন।'

'অদ্ভুত নয়, সত্যি।' যুবক সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে চাপাল। 'আমার মা এখনও কী বলেন, জানেন? ছেলেমেয়েরা যতদিন পেটে থাকে, ততদিন মায়েরা নিশ্চিন্ত। পেট থেকে বেরোবার পরেই তাদের জন্য যত দুশ্চিন্তা আর যন্ত্রণা।'

পাকড়াশি বেশ খানিকটা মুগ্ধ হয়ে বলল, 'চমৎকার! এর মধ্যে একটা ভাববার ব্যাপার আছে, তাই না স্যার? সত্যিই, পেট থেকে বেরোলেই যত দুশ্চিন্তা আর যন্ত্রণা। অসুখ-বিসুখ, মানুষ করা, কী তাদের ভবিষ্যৎ, এ সবই তো আসলে মা বলতে চেয়েছেন?'

'অনেকটা বুঝতে পেরেছেন দেখছি।' যুবকের ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি।

পাকড়াশি যুগপৎ খুশি ও বিব্রত। বলল, 'কিন্তু স্বর্গের কথাটা যেন কী বলছিলেন

স্যার?'

'আপনার কনসেপশন।'

'আমাদের কনসেপশন বললাম তো স্যার, আমরা সাধারণ মানুষ। স্বর্গ মানে স্বর্গ—হেভেন! আর সেখানকার বেশ্যারা স্বর্বেশ্যা, নহ মাতা নহ কন্যা! সিফিলিস গনোরিয়া তাদের কখনও হয় না।'

পাকড়াশি জিভ কাটল, 'স্বর্গের বেশ্যা বলে কথা স্যার, তাদের ও সব রোগ—মানে, ভাবাই যায় না।'

'সেই স্বর্গটা কোথায় বলুন তো?'

'এই তো স্যার বিপদে ফেললেন, আমাদের মতো লোক কি কখনও তা বলতে পারে?'

'কেন, আপনাদের ছেলেবেলায় কি ওই কবিতাটা পড়তে হয়নি. "কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহু দূর?"

'পড়েছি বইকী স্যার! "মানুষেরি মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতেই সুরাসুর।" কিন্তু ও সব তো স্যার ইয়ে, মানে আপ্তবাক্য, কবির নিজের মনের কথা।'

'এক দিক থেকে ভুল বলেননি। তবে আসল স্বর্গের ঠিকানা হল পূর্ব তুরকিস্থান!'

পাকড়াশি গেলাসে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেল, 'কী বললেন? তুরকিস্থান?'

'পূর্ব তুরকিস্থান।' যুবক বলল, 'বেদ পুরাণ ইতিহাস, কিছুই তো পড়েননি। দেশের পণ্ডিতরা কী বললেন, কী লিখলেন, কোনও খবরই রাখেন না। এদিকে আর সি ইন্টারন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারারস প্রা. লিমিটেডের পাবলিক রিলেশনস অফিসার হয়ে বসে আছেন।'

'কিন্তু স্যার, আমার মাথায় কিছুই ঢুকল না। স্বর্গ মানে ইস্ট তুরকিস্থান।'

'হ্যাঁ, স্বর্গের আর এক নাম ইলাতবর্ষ। ওখান থেকে দেবতারা পাহাড় ডিঙিয়ে ভারতবর্ষে এল, তখন তাদের নাম হয়ে গেল মনু বংশের মানুষ। আসলে মানুষ সবাই।'

পাকড়াশি বিষম খেল, 'মানে বলছেন, দেবতা আর মানুষ সবাই এক?'

'হ্যাঁ। আর দেবতাদের পাবলিক রিলেশনস অফিসার ছিলেন ঋষিরা। আপনি যেমন কোম্পানি আর কোম্পানির কর্তাদের পাবলিসিটি দিয়ে বেড়াচ্ছেন, ঋষিরাও তেমনি কাঠখড় পুড়িয়ে যজ্ঞ আর হবি করে ইন্দ্রদের গুণকীর্তন করতেন।'

'ইন্দ্রদের? সেটা আবার কী স্যার? ইন্দ্র তো একজনই আছেন।'

'স্বর্গের রাজা।' যুবক হাসল, 'যত রাজা, তত ইন্দ্র। ইলাতবর্ষের রক্ষক রাজাদের ইন্দ্র বলা হত।'

পাকড়াশি অসহায়ভাবে বলল, 'কিছুই বুঝলাম না স্যার, আমার মাথাটাই খারাপ

হয়ে গেল।'

'দরকার নেই বোঝায়।' যুবক গেলাসে চুমুক দিল, 'আপনার নিজের কথা কী বলছিলেন, তাই বলুন।'

পাকড়াশি বলল, 'সে সব কথা স্যার ভুলেই গেছি। কী যে বলছিলাম, কিছুই মনে নেই।'

'এই যে কী সব বলছিলেন, ম্যাট্রিক পাস করে এই কোম্পানিতে সামান্য কাজে লেগেছিলেন।'

'ওহ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার আসলে আপনার জন্যই ও কথাটা পেড়েছিলাম।'

'আমার জন্য?'

'হ্যাঁ। দেখুন স্যার, সামান্য তিরিশ-চল্লিশ টাকার মাইনেতে ঢুকে—।'

'এখন তিন হাজারি মনসবদার।' যুবক গেলাসে চুমুক দিয়ে পানীয় প্রায় শেষ করে আনল, 'গাড়ি ড্রাইভার ফ্ল্যাট ভাড়া সব কোম্পানির। তা ছাড়া চুরির হিসেব তো আলাদা।'

পাকড়াশি ছোট চোখ পিটপিট করে, দাঁত দিয়ে জিভ কেটে বলল, 'ছি ছি, কী যে বলেন স্যার, চুরিটুরির মধ্যে—।'

'আমাকে ঘাঁটাবেন না মিঃ পাকড়াশি।' যুবক এবার গেলাসটা শূন্যই করে দিল, 'আপনাদের কোম্পানিতে চাকরি করতে না পারি, কিন্তু কোথায় সোনার খনির লুকোনো গুপ্ত দরজা-টরজাগুলো আছে, যেখানে হাত বাড়ালেই চুরির মাল বেরিয়ে আসে, ও সব আমার নখদর্পণে আছে। আপনি যদি—।'

পাকড়াশি তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বলল, 'দোহাই স্যার, আপনাকে আমি মোটেই ঘাঁটাতে চাই না। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'আপনিও আমাকে ভুল বুঝবেন না।' যুবক বলল, 'মালের অর্ডার দিন, তারপরে আমার জন্য কী কথা পেড়েছিলেন, তা বলুন।'

পাকড়াশি লাল ছোট চোখ গোল করল, কপালে অনেকগুলো আঁকাবাঁকা রেখা পড়ল, 'আরও খাবেন স্যার? দিস ইজ য়োর ফিফথ লার্জ!'

'ক্লাবের পেগ তো মশাই একটু ছোটই হয়।' যুবক কাঁটায় গেঁথে এক টুকরো ঠাণ্ডা মাছ ভাজা মুখে দিল, 'এটা নিয়ে থার্ড অ্যান্ড হাফ অথবা ফোর্থ বলতে পারেন।'

পাকড়াশি হাত তুলে, জিভ বের করে আবার বেয়ারাকে ডেকে, তর্জনী দেখিয়ে এক পেগ হুইস্কি দিতে ইশারা করল। বলল, 'স্যার শরীরটা খারাপ করবেন না।'

'শরীরটা আমার।' যুবক বলল, 'কী বলছিলেন, বলুন।'

পাকড়াশি কিছুটা তোয়াজের ভঙ্গিতে বলল, 'বলছিলাম স্যার, আপনি আমাদের তুলনায় এ বয়সেই কত বেশি জানেন। আমাকে আপনি তিন হাজারি মনসবদার

বললেন বটে, কিন্তু আপনি যদি এ কোম্পানিতে জয়েন করেন—আসলে কোম্পানি তো আপনার ভগ্নিপতিরই, আপনার অধিকার আছে। ভাবুন, তা হলে আপনি কোথায় উঠতে পারেন। তিন হাজার তো অনেক দূরের কথা।'

'কিন্তু মিঃ পাকড়াশি', যুবক বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার মুখেই তো একদিন শুনেছিলাম, জন-জামাই-ভাগনা, তিনি নয় আপনা।'

পাকড়াশি বিব্রত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, তা বলেছিলাম বটে। কিন্তু মানে ইয়ে—।'

'তা ছাড়া আপনাদের ম্যানেজিং ডাইরেকটর আমাকে নিজে থেকে কোনও দিন কিছু বলেনি।' যুবক বাধা দিয়ে বলল, 'বলবেও না। কারণ প্রদীপ রায়চৌধুরি, আর তার দাদা দিলীপ রায়চৌধুরি ভালই জানে, আমার এলেম তাদের থেকে বেশি। আমাকে কোম্পানিতে ঢোকাতে ওরা ভয় পায়। জন-জামাই-ভাগনা যেমন অপনা নয়, তেমনি শালা সম্বন্ধীদেরও কেউ আপন ভাবে না। আর আমার বোনের কথার মূল্য? আপনাদের ম্যানেজিং ডাইরেকটরের স্বর্বেশ্যাদেব তুলনায় আমার বোন তো তার কাছে মর্ত্যের বেশ্যা থেকে বেশি কিছু না।'

পাকড়াশি তাড়াতাড়ি দু হাত দিয়ে কান চাপল, 'ছি ছি স্যার, এ সব কথা বলবেন না, আমার শুনতে বড় খারাপ লাগে। শত হলেও তিনি আপনার বোন।'

'আর তাই নির্মম সত্যি কথাটা আমার থেকে কারোর বেশি জানা নেই!' যুবকের কঠিন মুখে ঘৃণা আর ক্রোধ, এক ধরনের হাসির ভঙ্গিতে ঝলকিয়ে উঠল, 'যাক, বোনের কথা থাক, আপনার ওই কাজের কথাই বলা যাক। আপনি বলছিলেন না, আপনাদের ম্যানেজিং ডাইরেকটর আমার শিক্ষা-দীক্ষা কালচারের প্রশংসা করে? প্রশংসাটা কী রকম, সেটাই বোঝাবার জন্য ওদের বাড়ির অ্যালসেসিয়ানের কথা বলছিলাম। ওরা জানে আমি বেকার। কিন্তু সে কথাটা ঘুণাক্ষরেও তোলে না। বরং আমি যে ওদের বাড়ি যাতায়াত করি, সেটাও ওরা চায় না। সামনা সামনি আত্মীয়তার খাতির যেটুকু দেখায়, তার মধ্যে একটুও আন্তরিকতা নেই, রাস্তার কুকুরকে রুটি ছুড়ে দেবার মতো। মনে মনে বলে, দূর হ্যাটো। ওরা জানে, আজকের কলকাতায় আমার থেকেও ট্যালেন্টেড ছেলে ওরা তু বলে ডাকলেই পাবে। কারণ টাকা! টাকা টাকা টাকা!'...

পাকড়াশি কিছু একটা বলবার উদ্যোগ করতেই যুবক হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে, টেবিলের ওপর অনেকখানি ঝুঁকে এল। তার লাল চোখের তারা দুটো ঝকঝক করছে। মুখের আর গলার সমস্ত পেশিগুলো ফুলে উঠল। নিচু স্বরে বলল, 'আপনাকে কিছু বলতে হবে না। এখুনি—এই মুহূর্তে আমার একটা কথার জবাব দিন। প্রদীপ রায়চৌধুরি আপনাকে আমার বিষয়ে বলে রাখেনি, আমি একটু মদটদ খেতে চাইলে,

বা এদিকে ওদিকে যেতে চাইলে, আপনি তা করবেন? বলুন, সত্যি করে বলুন, আপনার ছেলেমেয়েদের নামে শপথ করে বলুন।'

পাকড়াশি যেন রুদ্ধ স্খলিত স্বরে বলল, 'মা—মানে স্যার—আ—আপনি—আপনাকে উনিই নিশ্চয়ই কথাটা কানে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অথচ অন গড বলছি আমাকে কিন্তু কথাটা গোপন রাখতেই বলেছিলেন।'

'না, আমার কানে কেউ কথা ঢোকায়নি। যা বোঝবার আর বলবার তা আমিই বললাম।' যুবক গেলাসে দ্রুত চুমুক দিল।

পাকড়াশির চোখে মুখে উদ্বেগ আর বিস্ময় ফুটে উঠল, 'আপনি নিজেই বুঝেছেন?'

'আপনি কোনও সাফাই গাইবার চেষ্টা করবেন না।' যুবক আবার গেলাসে চুমুক দিল, 'আর আপনার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের বিষয়ে আমাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবেন, আয়াম দ্য ইয়ং সৌল অব দ্য রানিং এজ।'

পাকড়াশির উদ্বেগ বিস্ময়ে বিব্রতভাব, 'আমি স্যার ব্যাপারটা এতখানি তলিয়ে দেখিনি, মানে আপনার কাজ নেবার ব্যাপারটা।'

'আপনি কী করে দেখবেন, ওটা তো আমার তলিয়ে দেখার কথা।' যুবক বলল, 'ক্রাইসিসটা তো আমার। অথচ লোকে জানে, কলকাতার কত বড়লোক আমার ভগ্নিপতি। আর আমি—।' যুবক কিছুটা উন্মাদের মতোই হেসে উঠল, 'আর আমিও মিটিমিটি হাসি, ভাবখানা, তোমার গরবে গরবিনী হব। তা ছাড়া কী উপায় আছে আমার? আপনাদের সমাজ পরিবেশ এমনই জঘন্য, সকলের সামনে চুপ করে আমাকে হাসতে হয়, আর সবাই মনে মনে আমাকে হিংসা করে। দ্যাটজ সামথিং ইটারনাল, এই হিংসা। মানুষের জন্মের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত—য়ো স্টার্ট ফ্রম বেদাস—।' যুবক চুমুক দিতে শূন্য গেলাস তুলে ভুরু কোঁচকাল, 'ড্রিঙ্ক অর্ডার করুন।'

'স্যার, য়োর হেলথ। এটা নিয়ে সিকসথ হল।'

'আমার হেলথ-এর কথা ছাড়ুন। আপনি তো বিলের পাই পয়সাটি পর্যন্ত পাবেন।'

'অন গড বলছি স্যার, তা হলে সত্যি কথাটা শুনুন। আপনার থার্ড লার্জ পেগের পর বিল হলে, সেটা আমার পকেট থেকে দিতে হয়। আমি ছেলেমেয়েদের নামে শপথ করে বলছি। তবে আপনি যখন বলছেন—' পাকড়াশি হাত তুলে শব্দ করে বেয়ারাকে এক পেগ দিতে ইশারা করল।

যুবক ঠোঁটের কোণে হেসে বলল, 'আর চুরির টাকাটা?'

পাকড়াশি এবার একটু হাসল, 'স্যার, আপনার কি ধারণা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আমাদের অল্পবিস্তর উপরি পাওয়ানার বিষয়ে জানেন না?'

'জানবেই বইকী। সেই উপুরিটা হল সরকারকে ফাঁকি দেওয়ার মালের বখরা।' যুবক এবার শব্দ করে হাসল, 'আমি অন্য গুপ্ত দরজার কথা বলছিলাম।'

বেয়ারা পেগ এনে টেবিলে রাখল। সোডার বোতল খুলে দিয়ে বাকি খালি গেলাস বোতল তুলে নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হল। পাকড়াশি বলে উঠল, 'ব্যায়রা, বিল লে আনা।'

'উসকে আগে, অওর দু লার্জ লানা।' যুবক আদেশ দিল।

বেয়ারা চলে গেল। পাকড়াশি অসহায়ভাবে ছটফট করে উঠল। কিছু বলতে চাইল, পারল না। তারপর হঠাৎ দাঁত ঝলকিয়ে হেসে বলল, 'স্যার, সবুরে ম্যাওয়া ফলে। আপনি এত অস্থির কেন?'

'তার মানে কী?'

'তার মানে, আপনার কীসের অভাব স্যার? আজ না হোক কাল, হয়তো আপনার হাতে অনেক কিছু আসবে।'

'মানে? পরিষ্কার করে বলুন।'

'পরিষ্কার মানে, একটা কথার কথা। ধরুন, ভগবান না করুন, ম্যানেজিং ডাইরেকটরের যদি একটা কিছু ঘটে যায়, তা হলে আপনার বোনই তো সব কিছুর মালিক।'

'হোয়াট!' যুবকের মুখে এক গভীর বিস্ময় নেমে এল, গেলাস এক চুমুকে শূন্য করে দিল, আর মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল।

পাকড়াশি ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'কী করলেন স্যার! নিট খেয়ে ফেললেন?'

যুবকের কানে যেন কথাগুলো ঢুকল না, সে বিড়বিড় করে বলল, 'হোয়াট দাই আটারড! হোয়াট দাই আটারড!'

পাকড়াশি মাথা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলছেন স্যার?'

যুবক নিজের মনেই বিড়বিড় করল, 'মনে হচ্ছে, হাজার হাজার হুইস্কির পেগ আমার মাথায় তোলপাড় করছে। আই সি দ্য উইচেস ফ্রন্ট অব মাইন। বিজলি হানা ঝড়ের বুকে—ওরা ওরা চিৎকার করছে, এ ড্রাম! এ ড্রাম। ম্যাকবেথ ডথ কাম।'...

বেয়ারা দুটো লার্জ পেগ এনে টেবিলে রাখল। পাকড়াশি তাড়াতাড়ি একটা গেলাস নিজের দিকে টেনে নিয়ে, বেয়ারাকে চলে যেতে ইশারা করল, 'এবার মাথায় উঠে গেছে, সেন্স নেই, বিড়বিড় করছে। স্যার—স্যার...।'

যুবক যেন ভূতগ্রস্ত, আপন মনেই বিড়বিড় করে চলেছে, 'অল হেইল, ম্যাকবেথ। হেইল টু দী, দেইন অব গ্লামিস!...অল হেইল, ম্যাকবেথ, দ্যাট শ্যাল্ট বি কিং হিয়ার আফটার!'...

'স্যার, আপনি কি আমার ওপর রেগে গেলেন?' পাকড়াশি গেলাসে চুমুক দিল।

যুবক ফিরে তাকাল না। আচ্ছন্নের মতো বলল, '...দ্যাট শ্যাল্ট বি কিং হিয়ার আফটার। দ্যাট শ্যাল্ট বি কিং...'

'আমি যেন কেমন মড়ার গন্ধ পাচ্ছি। তুমি পাচ্ছ?' অশোক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল। গন্ধ শোঁকার ভঙ্গিতে ওর নাসারন্ধ্র স্ফীত, কিন্তু ঠোঁটের কোণে হাসি।

কাঞ্চন যেন সত্যি শবের গন্ধ পেল, এমনিভাবে নাক কুঁচকে, ভ্রূকুটি করে বলল, 'উঁহু, পিশাচ! তুমি একটা পিশাচ।'

অশোক সাবেকি আমলের উঁচু আর বিশাল খাটের পাশে, পুরনো ডিম্বাকৃতি টেবিলের ওপর চায়ের কাপ রেখে, সিগারেটের প্যাকেট টেনে নিল। একটা সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিল, আর ওর কথার সঙ্গে সিগারেটটা নাচতে লাগল, 'কথাটা নেহাত মিথ্যে বলোনি। একমাত্র পিশাচসিদ্ধরাই মড়ার গন্ধ পেয়ে থাকে। কিন্তু—।'

অশোকের কথা শেষ হবার আগেই, কাঞ্চন কুপিত বিরাগে, খোলা চুলে ঝাপটা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। পা বাড়াল দরজার দিকে। অশোকের কোমর থেকে পা পর্যন্ত এখনও লেপের তলায় ঢাকা। তাড়াতাড়ি কোলের কাছ থেকে লেপটা সরিয়ে, সামনে ঝুঁকে পড়ল, আর সম্প্রতিকালের একটা সস্তা সিনেমার গানের কলি বলে উঠল, 'আরে আরে চললে কোথায় সুন্দরি।'

'মারব টেনে এক থাপ্পড়!' কাঞ্চন মাঝপথেই রোষকশায়িত মুখে ফিরে দাঁড়াল, 'বউদিকে সুন্দরি বলে ডাকা?' আবার ফিরতে উদ্যত হয়ে বলল 'সাতসকালে তোমাকে চা খাওয়াতে এসে তোমার এই সব অলক্ষুণে পিশাচের কথাবার্তা আমি শুনতে চাই না।'

অশোক পাজামা পরা পা লেপমুক্ত করে বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা, আর বলব না। এই কান মুলছি, নাক মুলছি।' ও সত্যি সত্যি নাক কান মুলল, 'তোমার আনা চায়ের কাপে মাত্তর এক চুমুক দিয়েছি।'

কাঞ্চন দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল। বিরক্ত চোখে তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। তবে, তাকে সুন্দরি সম্বোধন আদৌ মিথ্যা বা বিদ্রূপাত্মক না। সুন্দরীর লক্ষণগুলো তার সারা শরীরে, চোখে মুখে মিলিয়ে নেবার মতো। নাতিদীর্ঘ মেদহীন, আর অনেকটা ম্লান কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং। স্বর্ণাভ অথচ ম্লানতা এ সৌন্দর্য আলাদা, ব্যতিক্রম শ্বেতাঙ্গিনীদের বর্ণের সঙ্গে। কালো টানা ভুরু, আয়ত চোখ, টিকোলো নাক, স্বাভাবিক রক্তাভ পাথর প্রতিমার মতো ঠোঁট। সিঁথির মাঝখানে সদ্য আঁকা সিঁদুরের রেখা, কপালে টিপ, এবং এখনও খোলা চুল কিছুটা ভেজা। হাতে শাঁখা চুড়ি, কানে ছোট পাথরের ফুল, গলায় সরু সোনার হার। সকালের স্নান শেষে, পাট ভাঙা চওড়া নীল নকশি পাড়ের তাঁতের শাড়ি। লাল জামার দিকে তাকিয়ে এক পলকেই বোঝা যায়, ভিতরে কোনও অন্তর্বাস নেই। ঈষৎ নম্র বুক যেন এখনও স্পর্শহীন। কটির ক্ষীণতার নীচে কোমরের স্ফীতি বুকের তুলনায় কিঞ্চিৎ বেশি। খালি পায়ে বাসি আলতার দাগ। এই আটপৌরে বেশবাস আর বিন্দুমাত্র প্রসাধন না-করা কাঞ্চনের মধ্যে কোথায়

একটা অসামান্য স্নিগ্ধতা জড়ানো, যা ওর জীবনের সঙ্গে মেলে না। গোবিন্দ, অশোকের জ্ঞাতি ভাই, কাঞ্চনের স্বামী, ধনধান্যে লক্ষ্মীর বরপুত্র, কিন্তু বিকলাঙ্গ, ভাষার উচ্চারণ ব্যঞ্জনবর্ণহীন। চলতি কথায় যাকে বলে হাবা। বোবা না। কাঞ্চনের এখন অনধিক প্রায় তিরিশ বছর। দশ বছর আগে গোবিন্দর সঙ্গে ওর বিবাহের একমাত্র কারণ বংশ রক্ষা, যা এখন নিঃসন্দেহে অসম্ভব প্রমাণিত। অন্যতম কারণের মধ্যে, গোবিন্দর অর্থবিত্তের প্রতি, কাঞ্চনের গরিব বাবার গভীর প্রত্যাশা, ব্যস্ত প্রতীক্ষা। কাঞ্চনের চোখ দুটো সেই জন্যই বোধ হয় ছায়া-ঢাকা দিঘির মতো। অথচ বিতৃষ্ণায় জ্বলবারই কথা।

অশোকদের নিজেদের বাড়ি চকমিলানো বিশাল এবং চওড়া, ভিতরে যথেষ্ট শক্ত তবু পুরনো। উত্তরের খিড়কি দিয়ে কাঞ্চনদের বিশাল, প্রায় পোড়ো বাড়িতে যাতায়াত চলে। কলকাতার উপকণ্ঠে ভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির সীমানায়, ওদের খানকয়েক বাড়ি, মন্দির, বৈঠকখানা বাড়ি। সবই ঠাকুরবাড়ি নামে পরিচিত। অশোকদের পদবিতে পরিচয় ঠাকুর।

অশোকের বয়স কাঞ্চনের থেকে বেশি না, কমও না, সমবয়সি বলা যায়। দুই বাড়ির উঠোন চত্বর চক পেরিয়ে এই দোতলায় আসতে, কাঞ্চনকে প্রায় একটা পাড়া হেঁটে আসতে হয়। দু বেলা দু কাপ চা অশোককে তার নিজে এসে খাইয়ে যাওয়া কোনও চুক্তির ব্যাপার না। কবে থেকে যে এটা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, এখন বোধ হয় ওদের দুজনের আর তা মনে নেই। বিষয়টি লক্ষ করে দেখবার মতো, লোকও দুই বাড়িতে নেই বললেই চলে, কিছু ঝি চাকর ছাড়া।

অশোকরা তিন ভাই পিতৃমাতৃহীন। ও সকলের ছোট। বড়দার বয়স চল্লিশের ওপর। কিছু কম মেজদা। কেউ বিয়ে করেনি। বড়দা অবনী অতিমাত্রায় সংগীতসাধক। ধ্রুপদ ধামার ছাড়া কোনও কিছুতে নেই। নীচের বাইরের বাড়ি থেকে তানপুরা আর পাখোয়াজের গম্ভীর তালের সঙ্গে অবনীর সকালবেলার চড়াস্বরের প্রাত্যহিক রেওয়াজের শব্দ এ ঘরেও ভেসে আসছে। পাশে আর এক ঘর থেকে প্রায়ই নানা চিৎকার হুংকারের ছিটেফোঁটাও যে ভেসে না আসছে, তা না। সেখানে মেজদা অচিন্ত্যর ঘরে চলছে জ্যোতিষী চর্চা। পেশাগত কোনও ব্যাপার নয়, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে নানা জনের কোষ্ঠী চর্চা। সেখানে শনি মঙ্গল রাহু লগ্ন নক্ষত্রাদির জটিল অবস্থান নিয়ে, বিতর্কের ঝড় সকাল থেকেই শুরু হয়।

নীচে, বাইরের বাড়ি সংলগ্ন লম্বা রোয়াক, বড় বড় দুটি শিব মন্দির, একটি মন্দির সিদ্ধেশ্বরীর। চারটি গুদামঘরের মতো বিরাট ঘর। তিন ভাইয়ের বন্ধুবান্ধব নিয়ে গান জ্যোতিষী থেকে সমসাময়িক রাজনীতি, শহরের ঘটনাবলী এবং অশোকের ঘরে বিশেষ করে অপরাধতত্ত্বের গল্প নিয়ে আড্ডা বসে। দেশ বিভাগের পরে, অনেক

ব্যবসায়ী অনেক সাধ্যসাধনা করে বিরাট অঙ্কের সেলামি দিতে চেয়েও রাস্তার ওপর ঘরগুলো তিন ভাইয়ের কাছ থেকে পায়নি। এই ঘরগুলোই তাদের প্রাণ, এবং সহাবস্থানেরও কোনও অসুবিধা আজ অবধি হয়নি।

বাড়ির ভিতরে তিন ভাইয়ের মাথার ওপরে আছেন একমাত্র বিধবা পিসিমা। তিনিই রান্নাবান্না করেন, যদিও বয়স যথেষ্ট হল। বাকি দেখাশোনা পুরনো আমলের বয়স্ক দাসী ভৃত্যদের ওপর। অর্থকরী দিক দেখাশোনা করার জন্য পুরনো আমলের দপ্তরহীন নায়েব মশাই আছেন। এই শহরের আশেপাশে এবং মধ্যে, এবং কোনও কোনও জেলায় ঠাকুরদের জমিজমা সম্পত্তির তিনি তদারকি করেন। যা কিছু হিসাবপত্র সবই তাঁর হাতে। তিনি যা হাতে ধরে দেন, তা-ই তিন ভাইয়ের সম্বল। তবে সম্বলটা কিছু কম না। নিজেদের মতো করে চলে যাচ্ছে। বেকার কারোকেই বলা যাবে না, তবে কার্যকরী কিছু না। সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে এরা বনের মোষ তাড়ানো ছাড়া কিছু করে না। চলে যাচ্ছে? চলে যাক। এমনকী বাড়িতে একটা টেলিফোনও আছে। অশোকের বাবা টেলিফোন নিয়েছিলেন, কারণ তাঁর যজমান ছড়িয়ে ছিল সারা ভারতে। তিন ভাইয়ের প্রণামি কিছু জুটলেও, পেশায় নেই।

কাঞ্চন সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়েই বলল, 'তুমি তো নিজেকে বলো স্নিফিং ডগ। যেখানেই অপরাধের গন্ধ, সেখানেই শুঁকে শুঁকে বেড়াও। মড়ার গন্ধের কথা আসছে কেন?'

অশোক হেসে, ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে, চায়ের কাপে চুমুক দিল। বলল, 'তার মানে, তুমি বলতে চাইছ, পিশাচের থেকে কুকুর ভাল?'

কাঞ্চন ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে, ভুরু কুঁচকে তাকাল, 'তার মানে?'

'তার মানে, তুমিই তো বলছ, মড়ার গন্ধ পিশাচে পায়। কুকুর পায় অপরাধের গন্ধ।' অশোক বলল।

কাঞ্চন ফুঁসে ওঠার মতো বলল, 'আমি মোটেই তা বলিনি। আমি তোমাকে পিশাচ কুকুর কিছুই বলিনি। তা বলে সাতসকালে কেউ যদি মড়ার গন্ধ পায়, তার সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না।' সে আবার মুখ ফিরিয়ে পা বাড়াতে উদ্যত হল।

'কিন্তু আমি তো আসলে এখন একটা দারুণ সুন্দর মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি।' অশোক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'একটা নামী মাথার তেলের গন্ধ, তার সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাস দার্জিলিং চায়ের ফ্লেবার।'

কাঞ্চন দরজার চৌকাঠের বাইরে এক পা রেখে ফিরে দাঁড়াল। চোখে সন্দিগ্ধ অনুসন্ধিৎসা। অশোক ওর কপালের ওপরে পড়া চুলসুদ্ধ মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে বলল, 'সত্যি। একটা বাজে কথা বলে, তোমার সকালবেলার মুডটা একটু টেস্ট করে

দেখছিলাম।'

কাঞ্চন যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, সেইভাবে দাঁড়িয়েই বলল, 'তাই মড়ার গন্ধ পাবার কথা বলতে হয়, না? আমার মুড জানবার তোমার কোনও দরকার নেই। এ সব হল ভাগাবার ফন্দি।'

'মাইরি না।' অশোক বলল।

কাঞ্চনের মুখের বিরক্তি, চোখের সন্দেহ অনেকটা অপসারিত। বলল, 'সকালবেলা শুধু শুধু আর মিথ্যে দিব্যি গেলো না।'

'বাইরে দাঁড়িয়ে না, যা বলবার তা ঘরের মধ্যে এসে বলো।' অশোক বলল, 'তোমার আনা চা খাওয়া এখনও শেষ হয়নি।'

কাঞ্চন চৌকাঠের বাইরে থেকে ঘরের ভিতরে দু পা এসে বলল, 'আমার আনা চা না খাওয়া পর্যন্ত আমাকে তোমার ঘরে থাকতে হবে, এমন কোনও লেখাপড়া নেই।'

অশোক চায়ের কাপে চুমুক দিল, 'লেখাপড়া করে চুক্তির ব্যাপারটা যে কী, তাই আজ পর্যন্ত বুঝতে পাবলাম না। তবে ভালবাসা বলে একটা—।'

'থাক।' কাঞ্চন ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে হাত জোড় করল, ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি, 'ওই কথাটা বাদ দিয়ে আর যা বলবার বলো। ওই মিথ্যে কথাটা আমার সহ্য হয় না।'

অশোক এক মুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'তুমি তো আবার এ ব্যাপারে বিশ্বাসই কর না।'

'করি না-ই তো।' কাঞ্চন ঘাড়ে একটা ঝটকা দিল, কিন্তু খাটের কাছে আরও দু পা এগিয়ে এল।

অশোক চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, 'শুনলে খুব কষ্ট হয়। আমার দিকে তাকিয়ে কথাটা বলো।'

'এই তো, তোমার দিকে তাকিয়েই বলছি।' কাঞ্চন অশোকের চোখের দিকে তাকাল।

অশোকও তাকাল। কয়েকটি মুহূর্ত, কাঞ্চনের মুখে চকিতেই রক্তাভা ফুটল, চোখের পাতা নত হল। দু হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিয়ে, পিছন ফিরে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অশোক এবার আর তাকে ডাকল না, বাধা দিল না। করুণ হাসিতে যদি আবেগের সংমিশ্রণ ঘটে, তবে ওর ঠোঁটে সেইরকম হাসি ফুটল।

সকাল প্রায় নটা, এখনও মিউনিসিপালিটি বা থানা থেকে সাইরেন বেজে ওঠেনি। অশোক নীচের বৈঠকখানা বাড়িতে ওর ঘরে যখন ঢুকল, তখন ওর জনা চারেক বন্ধু ইংরেজি আর বাংলা দুটো দৈনিকের পাতা ভাগ করে গভীর মনোযোগ সহকারে

পড়ছিল। চার জনই বেকার। কাজের বন্ধুরা রবিবার ছাড়া সকালে কেউ আসে না। বিরাট ঘরটার কোথাও টেবিল চেয়ার নেই, গোটা মেঝে জুড়ে সরু কাঠির মাদুর পাতা। গোটা কয়েক বিবর্ণ আর পুরনো অ্যাসট্রে এখানে সেখানে ছড়ানো। দেশি বিদেশি কিছু সাপ্তাহিকও, অ্যাসট্রের মতোই ছড়ানো ছিটানো। গোটা কয়েক মাটির চায়ের ভাঁড় দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বন্ধুরা ইতিমধ্যেই মোড়ের দোকান থেকে আনিয়ে এক রাউন্ড চা শেষ করেছে। ঘরের মধ্যে স্যান্ডেল বা জুতো পরে প্রবেশ নিষেধ।

বেকার চার বন্ধুর মধ্যে দুজন আইনের ছাত্র, একজন অডিটিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস-এর, অন্যজন নাটক পাগলা, বিভিন্ন কন্ট্রাক্টরি চালের কারবারি অথচ রাজনীতিকের ছেলে! কলকাতার উপকণ্ঠে, ছোট শহরের ছেলেবেলার বন্ধু সবাই।

অশোকের গায়ে এখন কনুই পর্যন্ত হাতা, কণ্ঠা অবধি ঢাকা উলেন সোয়েটার, পরনে ডোরাকাটা হলুদ কালো ট্রাউজার। মাথার চুল আঁচড়ানো, কিন্তু দাড়ি কামায়নি, স্নানও করেনি। ও সব হল দ্বিপ্রাহরিক পর্ব। দাড়ি কামানো, স্নান করা, এবং স্নানের পরেই খাওয়া, পাট চুকতে বেলা আড়াইটা থেকে তিনটা বাজে। বাড়ির মধ্যে অশোকই সব থেকে বেলায় বিছানা ছাড়ে। তারপরে মুখ ধুয়েই পিসিমার কাছে জলখাবার খেতে যেতে হয়। পরোটা বা লুচি তরকারি এবং দুধ হল আবশ্যিক, তারপরে মিষ্টি এবং কলা—যাকে বলে ফলাহার। ওর দুই দাদার প্রাতরাশ প্রাতঃকালেই সাঙ্গ হয়। কারণ, এখনও ধ্রুপদ ধামার তানপুরা ও পাখোয়াজ সহযোগে, জ্যোতিষীর আদি থেকে বর্তমান বৃত্তান্ত নিয়ে যুক্তি তর্কের চিৎকার যা সমানে চলছে, এর শুরু হয় প্রাতঃকাল থেকেই। রক্ষা এই, বড়দা মেজদা, দুজনের ঘরের দরজাই বন্ধ থাকে। জানালাগুলোও আধ ভেজানো। যদিও তাতে স্বর সুর তর্কের শব্দ-প্রাবল্য কিছুমাত্র কমজোরি শোনায় না।

অশোক পায়ের স্যান্ডেল খুলে ঘরে ঢুকতেই বন্ধুরা ওর দিকে তাকাল। একজন বলল, 'নটা বাজিয়ে এলি?'

'এখনও কয়েক মিনিট বাকি।' অশোক ট্রাউজার সুদ্ধ পা ছড়িয়ে বসল, 'তোদের দেখছি এক রাউন্ড চা হয়ে গেছে। আর এক রাউন্ড হোক তা হলে।'

এক বন্ধু বুক চেপে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। বলল, 'ঘরে ঢোকবার আগে, বিষ্টুদাকে একটা আওয়াজ দিয়ে এলেই পারতিস।'

অশোক দাঁড়াবার উদ্যোগ করল। আর এক বন্ধু বলল, 'থাক, বোস। আমি বিষ্টুদার দোকানের খেতু ছোকরাকে আওয়াজ দিচ্ছি। তুই ততক্ষণে তোর লাল-হলুদ মার্কা সিগারেটের প্যাকেটটা বের কর দেখি।' সে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ঠাকুর বাড়ির বাইরের উঁচু রক থেকে, গলির মোড়ের বিষ্টুবাবুর চায়ের দোকানে হাঁক দিলেই শোনা যায়। অশোকের বন্ধুর ডাকে 'খেতু' নামে ছোকরার জবাব শোনা

গেল, সে চা নিয়ে আসছে। অশোক ওর কিংসাইজ সিগারেটের প্যাকেট খুলে সব বন্ধুকেই একটা করে এগিয়ে দিল। ওর কোনও বন্ধুই এতটা দামি সিগারেট খায় না। বাড়ির তিন ভাইয়ের মধ্যে অশোকই একমাত্র ধূমপায়ী।

'দেশটা শালা বন্ধ্যা হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে।' এক বন্ধু খবরের কাগজ ভাঁজ করে পাশে সরিয়ে রেখে বলল।

অশোক সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'হবেইতো। ভাল সারের অভাব।'

'তার জন্য বলছি না।' বন্ধু বলল, 'খবরের কাগজে তেমন গরম খবরই নেই।'

অশোক বলল, 'ওই একই কথা হল। মানুষের জীবনই অসার হয়ে যাচ্ছে, গরম খবরের মতো কাজ করছে কে?'

'আসলে গরম খবর তো চাকরির খবর।' অন্য এক বন্ধু বলল, 'একটা তেমন চাকরির খবরই নেই ওয়ান্টেড কলামে।'

অশোক বলল, 'কিন্তু মিনিমাম দুটো খুন, একটা সাসপিসাস ডেথ-এর খবর আছে নিশ্চয়।'

'শালা, যার যেদিকে তাল।' আর এক বন্ধু এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল।

অন্য বন্ধু বলল, 'কিন্তু কথাটা মিথ্যা না। দুটো সাসপিসাস ডেথ আর একটা মার্ডারের খবর আছে। স্বামীর দ্বারা স্ত্রী হত্যা। একজনকে মৃত অবস্থায় ঘরের মধ্যে ঝুলতে দেখা গেছে, পুলিশের অনুমান এটা আত্মহত্যা। আর এক জায়গায় একটি যুবককে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, কিন্তু তার দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি, পোস্টমর্টেমে পাঠিয়েছে।'

'আসলে যত সার সব পুলিশের মাথায় ঢুকে রয়েছে।' অশোক বলল।

অন্যান্যরা হাসল, এবং একজন বলল, 'দেশে পাগল আর খুনির সংখ্যা কি বেড়ে যাচ্ছে?'

তার কথা শেষ হবার আগেই, বাড়ির বৃদ্ধ প্রাচীন কাজের লোক, অশোকরা যাকে হরেরামদা বলে, সে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। কোনও রকম ভূমিকা না করেই সে বলল, 'ছোট খোকা, তোমার একটা টেলিফোন এয়ছেল, আমি বলে দিইছি, তুমি বৈঠকখানায় আছ। তিনি আসছেন।' বলেই সে পিছন ফিরে চলে যেতে উদ্যত হল।

অশোক তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, 'আরে শোনো শোনো হরেরামদা, কে আসছেন? কে টেলিফোন করেছিলেন।'

হরেরামদা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'এই যে গো তোমাদের সি আই সাহেব না কী বলে, তিনি বললেন, তিনি আসছেন, তুমি যেন বাড়ি থেকে বার হয়ো না।' বলে সে চলে গেল।

'আহ্ হরেরামদা আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না, আর মিথ্যে কথাও বলতে

পারবে না।' অশোক বলল, 'সাতসকালেই জ্বালাতন।'

বন্ধুরা সকলেই নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল। একজন বলল, 'হয়ে গেল। সকালের আড্ডা এখানেই খতম। তার ওপরে ওই শ্যামাপদ ভটচাজ। চলি বাবা।'

আর একজন বলল, 'শালা কাঁচাখেগো অফিসার, এসেই চোখ পাকিয়ে তাকাবে। কেটে পড়ি।'

সকলেই উঠবার উদ্যোগ করল। অশোক বলল, 'আরে বোস না। সবে টেলিফোন করেছে, ওঁর আসতে এখনও দেরি আছে।'

অশোকের কথা শেষ হবার আগেই, ধ্রুপদ ধামারের চড়া সুর, পাখোয়াজের নিনাদ, জ্যোতিষীর তর্ক ছাপিয়ে গলির মোড়ে জিপের এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। তারপরেই ঘন ঘন হর্নের সঙ্গে, জিপের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল। অশোকের চার বন্ধুই লাফিয়ে উঠল, এবং সমস্বরে বলে উঠল, 'এঁর নাম শ্যামাপদ ভটচাজ। টেলিফোন করেই জিপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।'

অশোক হাসল, বলল, 'তোদের এত ব্যস্ত হবার কী আছে? বোস না।'

'তোর হাসি দেখলে গা জ্বলে যায়।' এক বন্ধু বলল, 'এখুনি এসে মস্তান বেকার ফেকার বলে আমাদের চিপটেন কাটতে আরম্ভ করবে। দরকার নেই বাবা।'

ওদের কথা শেষ হবার আগেই, শ্যামাপদর ভারী জুতোর শব্দ বারান্দার ওপর দিয়ে এগিয়ে এল। বন্ধুরা ঘর থেকে বেরোবার আগেই সে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। লম্বায় চওড়ায় দশাশয়ী শ্যামাপদ ভটচাজ, বয়স পঞ্চাশের কিছু নীচে। মাথার চুল কাঁচা পাকা। গোঁফ দাড়ি কামানো চওড়া মুখ যেমন ভারী তেমনি শক্ত। অথচ তার চোখ দুটি রীতিমতো বড়, শাণিত নাসা। খাকির ইউনিফর্ম তার গায়ে। এ অঞ্চলে সে অনেকগুলো বছর থানার অফিসার ইনচার্জ ছিল। মাস ছয়েক হল, দুটো থানার সার্কেল ইনসপেক্টরের পদ পেয়েছে। এ শহরের সঙ্গে তার একটা মোটামুটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সে অবিবাহিত এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। কোনও রকমের নেশা করে না। কিন্তু আশ্চর্যরকম ভাবে তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, সে থিয়েটারে অভিনয় করতে ভালবাসে। শহরের রকবাজ আর যত অসামাজিক প্রকৃতির যে কোনও বয়সের পুরুষদের কাছেই সে হৃৎকম্প।

শ্যামাপদ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়েই মোটা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'এই যে, জমিদারের মোসাহেব সব, তোমাদের গাঁজার আড্ডাটা ভেঙে দিলাম, না?'

'কে জমিদার আর কাদেরই বা আপনি মোসাহেব বলছেন?' অশোক গম্ভীর স্বরে প্রতিবাদ করল, 'আর গাঁজার আড্ডাটাই বা কোথায় দেখলেন?'

শ্যামাপদ ঈষৎ হেসে বলল, 'বেকারদের আড্ডাকে আমি গাঁজার আড্ডাই বলি।

আর যে বেকার তোফা খেয়েদেয়ে আড্ডা মারে, বন্ধুদের চা সিগারেট খাওয়ায় তাকে আমি জমিদার বলি, তার সাঙ্গোপাঙ্গদের মোসাহেব বলি।'

'এইখানেই হচ্ছে সাধারণ ভদ্রলোকের সাধারণ বুদ্ধির সঙ্গে পুলিশের বুদ্ধির তফাত!' অশোক হাসল, 'আপনারা মনে করেন, আপনারা যা বোঝেন, তার ওপরে আর বোঝার কিছু নেই।'

শ্যামাপদর নাকের পাটা ফুলে উঠল, 'তার মানে?'

'তার মানে ওটাই আপনাদের পুলিশি আদত।' অশোকের হাসি আরও বিস্তৃত হল, 'তা না হলে এখন অনায়াসে আমাকে আর আমার বন্ধুদের, তাও আবার আমারই বাড়িতে দাঁড়িয়ে অপমান করতে পারতেন না।'

শ্যামাপদ শক্ত মুখে ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপ করো হে ছোকরা, তোমার কাছে আমি উপদেশ শুনতে আসিনি। নেহাত কিছু ক্রাইম অ্যাফেয়ার ডিসক্লোজ করে, জেলার কর্তৃপক্ষের কাছে নাম কিনে ফেলেছ তা নইলে তোমাকেই আমি ফাটকে বন্ধ করে দিতাম।'

'চমৎকার! এই তো পুলিশের মতো কথা।' অশোক সশব্দে হাসল।

শ্যামাপদ গর্জন করল, 'ফের পুলিশ পুলিশ করছ?'

'তা হলে কি সাধু সাধু বলব?' অশোক তেমনি হেসে বলল।

শ্যামাপদর মুখ রাগে স্ফীত হল, কিন্তু হঠাৎ কোনও কথা খুঁজে পেল না। অশোক জানে, শ্যামাপদ মনে মনে ওকে স্নেহ করে এবং ওর অপরাধ উদ্ঘাটনের ব্যাপারে একটি বিস্ময়কর সমীহ বোধও আছে। কিন্তু সে অশোকের বেকার বন্ধুদের পছন্দ করে না। অশোককে মনে মনে স্নেহ করলেও, ওর এই অলস জীবনকে সে একটা বড়লোকের বেকার ছেলের বিলাসিতা ভেবে, মেজাজ খারাপ করে। আর মেজাজ খারাপ হলেই, সে যা মুখে আসে তাই বলতে আরম্ভ করে এবং বললও তাই, 'এক এক সময় ইচ্ছে করে, এক ঘুষিতে তোমার চোয়াল ভেঙে দিই।'

অশোক চোখ বুজে সিগারেটে টান দিল। জানে, ওর এই ভঙ্গিটা শ্যামাপদকে আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে, চোখ খুলে বলল, 'তা অবিশ্যি আপনি পারেন। তবে তার দায়িত্ব আপনারই। জুতো খুলে ভেতরে আসবেন, না আমি বাইরে যাব? মনে হচ্ছে কোনও কাজের কথা বলতে এসেছেন।'

অশোকের এই দ্রুত বিষয়ান্তরে চলে যাওয়ায়, শ্যামাপদর আবার কথা আটকিয়ে গেল। সে অশোকের বন্ধুদের অপ্রস্তুত অথচ হাসি হাসি মুখগুলোর দিকে এক বার তাকিয়ে দেখল। তারপরে বলল, 'কাজের কথা নয় তো কি আমি তোমার মোসাহেবি করতে এসেছি?'

'আচ্ছা সার্কল ইন্সপেক্টরবাবু', অশোক বলল, 'ধরুন আমার এই বন্ধুদের মধ্যে

কেউ হয়তো এস পি হয়ে একদিন আপনার সামনে দাঁড়াবে। তখন আপনি কী করবেন?'

শ্যামাপদর শক্ত মুখটা নরম হয়ে আসছিল। আবার শক্ত হয়ে উঠল, 'তার মানে?'

'বলছিলাম, বেকার যুবকদের প্রতি এতটা অবিচার করবেন না।' অশোক অমায়িক হাসল।

শ্যামাপদ ধমকিয়ে উঠল, 'বুঝেছি। ও সব বেকার যুবকদের এলেম আমার জানা আছে। কিন্তু তুমি আমাকে সার্কল ইনসপেক্টরবাবু বললে কেন?'

'ওহ্ সরি। সাহেব বলা উচিত ছিল।' অশোক কুণ্ঠিত হয়ে বলল।

শ্যামাপদ খেঁকিয়ে বলল, 'কিছুই বলবে না, শুধু মিঃ ভট্টাচার্য ছাড়া। আগে যখন তুমি আমাকে বড় দারোগাবাবু বলতে, তখনও তোমাকে এ কথা বলেছি। আমি কি বুঝি না, তুমি আমাকে টিজ করার জন্য ওই রকম বলো?'

'মাইরি—।'

'শাট আপ।' শ্যামাপদ চিৎকার করে উঠল। 'ও সব ছোটলোকদের মতো মাইরি ফাইরি শুনতে আমি একদম পছন্দ করি না।'

'ঠিক আছে, আর বলব না।' অশোক অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, 'আমি কি আপনার জুতোর ফিতে খুলে দেব?'

শ্যামাপদর মুখ প্রকাণ্ড তপ্ত হাঁড়ির মতো হয়ে উঠল। অশোকের বন্ধুরা বোধ হয় হাসি চাপবার জন্যই শ্যামাপদর পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শ্যামাপদ তার বড় বড় জ্বলন্ত চোখে তাদের দিকে দেখল। তারপরেই ঘাড়ে একটা ঝটকা দিয়ে অশোকের দিকে ফিরল। তার স্বর শোনাল, চাপা অথচ তীক্ষ্ণ বাঘের গর্জনের মতো, 'দ্যাখো অশোক, তুমি নিজেকে যতই সেয়ানা ভাব, আর ডিসট্রিকটের কর্তারা তোমাকে যতই এলেমদার ক্রিমিনোলজিস্ট ভাবুন, মনে রেখো তুমি আমার থানার আন্ডারে বাস কর। তোমার বিরুদ্ধে যে কোনও দিন, যে কোনও চার্জ দিয়ে তোমাকে গারদে পুরে দিতে পারি। এ ধরনের অপমান আমি কখনও সহ্য করব না।'

অশোক বুঝল, আপাতত শ্যামাপদর ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করতে চলেছে। তবুও না বলে পারল না, 'তার মানে, পুলিশ অফিসার হিসাবে স্বৈরতন্ত্র চালাতে চান। তা হয়তো আপনি পারেন কিন্তু—।'

শ্যামাপদ ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে কিছু বলে ওঠবার উদ্যোগ করতেই, অশোক বাধা দিল, 'আমার কথাটা শুনে নিন। কিন্তু আমি বা আমার বন্ধুরা, আমরা কেউ আপনাকে অপমান করিনি, করতেও চাই না। আপনিই বরং কয়েকজন শিক্ষিত বেকার যুবককে অকারণ মোসাহেব টোসাহেব বলে অপমান করলেন। আমি সেটা চাই না। আমার বন্ধুরা আপনাকে মনে মনে পছন্দ করে—মানে, মানুষ হিসাবে আপনাকে একজন

সৎ লোক ভাবে। ওদের চুপচাপ চলে যাওয়াকে আপনি হয়তো ভাবছেন, ওরা অপরাধী। আদৌ তা নয়, ওরা অত্যন্ত ভদ্র। কিন্তু যাই হোক, এ সব কথা বলে, সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। আপনি কি জুতো খুলবেন, না আমি বাইরে যাব?'

অশোকের মুখ গম্ভীর, তবু একটু হাসি লেগে আছে।

শ্যামাপদ কম করে প্রায় মিনিট খানেক অশোকের চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে দেখল। তারপরে বিশাল শরীরটাকে নুইয়ে, দ্রুত হাতে জুতোর ফিতে খুলে, জুতো বাইরে রেখে ঘরের ভিতরে ঢুকল। তার নাসারন্ধ্র স্ফীত হল, ঠোঁট উলটে বলল, 'একে পুরনো দেয়াল, তায় সিগারেটের গন্ধে ভরতি।'

অশোক হাসল, কোনও জবাব দিল না। শ্যামাপদ ঘরের চারদিকে অসন্তুষ্ট চোখে দেখল, অস্বস্তির সুরে বলল, 'কোনও মানে হয়? গোটা ঘরটা জুড়ে কেবল মাদুর পাতা। টেবিল চেয়ার করাতে পার না?'

'কী করব বলুন?' অশোক হেসে বলল, 'বাপ পিতামহ যেরকম ব্যবস্থা করে গেছেন, সেই রকমই চলছে।'

শ্যামাপদ রীতিমতো কসরত করে, খাকি ট্রাউজারসহ পা ছড়িয়ে, হাতের ওপর ভর রেখে মাদুরের ওপর বসতে বসতে বলল, 'যাক, বাপ পিতামহের ব্যবস্থার কথা আর বলো না, তোমার মুখে ও সব মানায় না। তাঁরা ছিলেন দেশের নামকরা পণ্ডিত আর শাস্ত্রজ্ঞানী। এ বাড়িতে কতজন নৈয়ায়িক জন্মেছিলেন, কতজন বাচস্পতি তর্কচূড়ামণি ব্যাখ্যা-টীকাকার, সে ইতিহাস তোমার থেকে আমার কিছু কম জানা নেই।' সে অশোকের আপাদমস্তক এবং সিগারেটের প্যাকেটের দিকে দেখল।

অশোক বুঝল, শ্যামাপদ অতঃপর কী বলতে চায়। অশোক এ বাড়িতে একটি মূর্তিমান বিপরীত চেহারা নিয়ে বসে আছে। শ্যামাপদ তার বুক পকেট থেকে একটি খাম বের করে, তার ভিতর থেকে দুটি চিঠি টেনে বের করল। দুটি চিঠিরই ভাঁজ খুলে দেখল। একটি চিঠি এগিয়ে দিল অশোকের দিকে। অশোক চিঠি নিয়ে ওপরের লেটারহেড আর নীচের সই দেখেই বুঝল, এস্ পি-র চিঠি। ইংরেজিতে টাইপ করা, যার বাংলা মানে করলে দাঁড়ায়, 'শ্রীঅশোক ঠাকুর : প্রিয় মহাশয়, একটি বিশেষ প্রয়োজনে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আপনার সাহায্যপ্রার্থী এবং সেই কারণে তিনি আমাকেই আপনার নিকট প্রস্তাবক হিসাবে একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বিষয়টি একজনের মৃত্যুকেন্দ্রিক, যে-মৃত্যু এখনও রহস্যাবৃত এবং আমাদের যথাসাধ্য তদন্ত চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনি সহযোগিতা করলে আমি অত্যন্ত সুখী হব। আপনাদের থানার সার্কল ইনসপেক্টর শ্রীভট্টাচার্যকে আমার অফিসে ডেকে সব কথাই বলেছি। আজ তাঁকে এবং আপনাকে এক সঙ্গে চিঠি পাঠালাম। আমি খুবই সুখী হব, যদি আপনি অবিলম্বে এক বার আমার সঙ্গে সাক্ষাতে সম্মতি দেন। যদি দেন, তবে

আমার অফিসে কবে কখন আপনি আসতে পারেন, শ্রীভট্টাচার্যকে জানালে, উনি আমাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেবেন। আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করার আছে। আন্তরিক ধন্যবাদান্তে, আপনার বিশ্বস্ত...।'

অশোক চোখ তুলে শ্যামাপদর দিকে তাকাল। শ্যামাপদ বলল, 'চিঠির একেবারে ওপরে লাল অক্ষরে আন্ডার লাইন করে কী লেখা আছে, সেটা দেখেছ?'

'দেখেছি। অত্যন্ত জরুরি।' অশোক বলল।

শ্যামাপদ বলল, 'এখন সেই ভেবে বলো, তুমি কখন এস পি সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে। আমি এখুনি গিয়ে টেলিফোনে ওঁকে সে কথা জানাব।'

অশোক আবার চিঠিটার দিকে দেখল, যদিও ও আদৌ চিঠি দেখছে না। ভেবে নিচ্ছে, কবে কখন ও এস পি-র সঙ্গে দেখা করবে। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি, সন্দেহ নেই। দেখা করার জায়গা আলিপুর। অশোক যদি আজকের বিকালের ট্রেনেই যায়, আজই সন্ধ্যায় দেখা হতে পারে। কিন্তু—একটিই মাত্র কিন্তু, আলিপুর থেকে ও কখন, কত রাত্রে বাড়ি ফিরে আসতে পারবে। তবে এস পি-র অনুরোধ যদি রক্ষা করতেই হয়, বাড়ি ফেরার সময়ের কথা ভেবে কোনও লাভ আছে?

নেই। অশোক নিজেই মনে মনে জবাব দিল। মড়ার গন্ধ কি ও সত্যি সকালে ঘুম থেকে উঠে পেয়েছিল নাকি? কাঞ্চনের মুখ মনে পড়ল, আর মনে মনে হাসল। অবিশ্যি এরকম পিশাচসিদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ ঘটেছে এই শহরে। লোকটিকে এক শ্রেণীর উঞ্ছ প্রকৃতির বলা যায়। ব্রাহ্মণ। নোংরা জামাকাপড় পরে থাকে। কোনও নেশায় ঘাট নেই। চুলে তেল জল পড়ে না, গায়ে দুর্গন্ধ, চোখ সব সময়েই রক্তবর্ণ। বলতে গেলে, বস্তিবাসী, কখনও শ্মশানবাসী। শোনা যায়, স্ত্রীলোকঘটিত দোষ আছে। এই ঘরে বসেই কথা বলতে বলতে, হঠাৎ মুখ তুলে, কুকুরের মতো নাক ঠোঁট কাঁপিয়ে বলে উঠেছিল, 'উঁহু মড়ার গন্ধ পাচ্ছি। দেখুন তো, কাছে পিঠেই কেউ মরল নাকি?'

বুজরুকি! অশোক মনে মনে বলেছিল। কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে, ও লোকটিকে একটি সিগারেট বাড়িয়ে দিয়েছিল। ঠিক পাঁচ মিনিট পরে, ওর এক বন্ধু ঘরে এসে ঢুকেই বলেছিল, 'সদ্‌গোপ পাড়ার বিষ্টুদার মা মারা গেল। চায়ের দোকানের ঝাঁপ পড়ে গেল।'

অশোক অতিমাত্রায় বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে উঠেছিল। বিচলিত হয়ে ওঠার কারণ, সদ্‌গোপপাড়া ওদের বাড়ির পিছন দিকের গলির নাম। বিষ্টুদা চায়ের দোকানদার হলেও, ওর প্রতিবেশী। বিস্ময়ের কারণ পিশাচসিদ্ধ লোকটির অদ্ভুত ঘোষণা। লোকটি এ শহর থেকে দশ মাইল দূরের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী। এ শহরের সদগোপপাড়া, বিষ্টুর বাড়ি বা তার মায়ের কথা তার জানবার কোনও কারণই ছিল না। তবু অশোক

সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'সদগোপপাড়ায় বিষ্টু বিশ্বাসের বাড়ি আপনার যাতায়াত আছে নাকি?'

লোকটি চোখের তারা ঘুরিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বলেছিল, 'ওই তো মশাই, যেই দেখলেন, কথাটা ফলে গেল, অমনি সন্দেহ করে বসলেন। তা করুন, আমি তো আর আপনার কাছে পয়সা চাইতে আসিনি, ঠকাবারও কোনও কথা নেই। ডেকেছিলেন, দেখা করতে এসেছি। কোথায় মশাই আপনাদের সদগোপপাড়া, আর কে বিষ্টু বিশ্বাসের মা, আমার বাপপিতামোও জানত না। গন্ধ পেলাম, তাই বলে দিলাম। কাছে পিঠে হলেই পাই, বেশি দূরে হলে পাই না।'

'কী করে পান?' অশোকের উদ্যত জিজ্ঞাসা মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

লোকটি তেমনি করেই চোখ ঘুরিয়ে হেসে বলেছিল, 'ওখেনেই তো মুশকিলে ফেললেন মশাই। এ কথার কি কোনও জবাব আছে? আপনি শুনেছি ছায়ার মতন ঘুরে ঘুরে খপ করে চোরাগোপ্তা খুনিদের চেপে ধরেন। এও সেই রকমই।'

অশোক কিঞ্চিৎ লজ্জা পেয়েছিল, বলেছিল, 'কিন্তু আমার কোনও মন্ত্রতন্ত্র নেই, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলে দিতে পারি, জবাবও দিতে পারি। আপনার কোনও জবাব নেই কেন?'

লোকটি চোখের তারা শিবনেত্র করে বলেছিল, 'জবাব আমারো আছে, নেই তা নয়। তবে আপনার থেকে একটু পৃথক। আমারটা হল নিছক প্রবৃত্তি, শেয়াল কুকুরের মতন বলতে পারেন। এতে অঙ্ক নেই, তবে রপ্ত করতে হয়। কিন্তু কাজটা ভাল নয়, আপনার এ সব দরকার নেই। আপনি কেন ও সব পিশাচবৃত্তি করতে যাবেন?'

'তা হলে সহজেই চোরাগোপ্তা খুনিদের নাগাল পেতাম।' অশোক বলেছিল।

লোকটি অবিশ্বাসের হাসি হেসে, মাথা নেড়েছিল, 'না না মশাই। আপনার কাজ আপনার মতন, আমারটা আমার মতন।'

লোকটি এর বেশি আর মুখ খুলতে চায়নি। সত্যি বলতে, অশোক নিজেও ঠিক ওরকম পিশাচ প্রবৃত্তি পছন্দ করেনি, যদিও নিজের বেলায় ও বলে থাকে, 'অপরাধের কথা শুনলেই আমি যেন গন্ধ পাই।'

'কী ব্যাপার হে অশোক!' শ্যামাপদ আর চুপ করে থাকতে পারল না। বেশ কয়েক মিনিট সে অশোককে একেবারে নিঝুম আর নিশ্চুপ হয়ে থাকতে দেখে, ক্রমেই অবাক হয়ে উঠছিল। এবার মুখ খুলতেই হল, 'এস পি সাহেবের চিঠি পড়ে তুমি যে একেবারে ধ্যানস্থ হয়ে গেলে? এখনও তো তুমি ঘটনার কথা কিছুই জানো না।'

অশোক সচকিত লজ্জায় হেসে বলল, 'সরি, কিছু মনে করবেন না, আমি অন্য কথা ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছি।'

'অন্য কথা?' শ্যামাপদর মুখের মাংসে ঢেউ খেলল, 'এস পি সাহেবের চিঠি হাতে নিয়ে অন্য কথা! কী কথা?'

অশোকের চোখের সামনে আর এক বার কাঞ্চনবউদির মুখ ভেসে উঠল। তাড়াতাড়ি বলল, 'কিছু নয়—মানে, আপনাকে বলবার মতো নয়। শুনুন—।'

'দয়া করে বলো।' শ্যামাপদ বিরক্ত হয়েছে, 'যত সব পাগল নিয়ে কাজ! এখন কী করবে বলো, আমাকে উদ্ধার করো।'

অশোক বলল, 'আমি আজই, এস পি-র সঙ্গে দেখা করব। সন্ধে ছটা থেকে সাড়ে ছটা নাগাদ। তবে দেখাটা ওঁর বাংলোয় হলেই ভাল হয়, আমি অফিসে যেতে চাই না। এটা হল এক নম্বর! দু নম্বর হল, আপনি যখন টেলিফোনে জানাবেন, তখন আমার নামটা উল্লেখ করবেন না, কিন্তু ওঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে, আপনি আমার কথাই বলছেন। তিন নম্বর হল...।'

'আরে দাঁড়াও হে ছোকরা।' শ্যামাপদ ঠ্যাং ছড়ানো অবস্থায় দু হাত তুলে অশোককে থামাল, 'খুব তো নম্বরওয়ারি হুকুম জারি করে যাচ্ছ। হুকুমের মর্মটা আগে বুঝতে দাও।'

অশোক জিভ কেটে বলল, 'ছি ছি, আমি আপনাকে হুকুম দেব? কী যে বলেন সার্কল ইন্সপেক্টর—থুড়ি মিঃ ভট্টাচার্য।'

শ্যামাপদ ভুরু কুঁচকে, সন্দিগ্ধ চোখে, কয়েক মুহূর্ত অশোকের দিকে দেখল, তারপর বলল, 'তুমি আজই সন্ধে ছটা সাড়ে ছটায় যাবে, অফিসে না, এস পি সাহেবের কুঠিতে। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু তোমার নামটা বলব না কেন?'

'নামটা এখন না-ই বা জানাজানি হল।' অশোক বলল।

শ্যামাপদ অবাক হয়ে বলল, 'আমি তো বলব টেলিফোনে, কে শুনতে আসছে?'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমাদের এখানকার টেলিফোন ম্যানুয়াল।' অশোক বলল, 'অটোমেটিকেই আড়ি পাতবার মতো ব্যবস্থা আছে, ম্যানুয়াল লাইনের তো কথাই নেই, তার ওপরে আবার আপনাদের থানার টেলিফোন।'

শ্যামাপদ তার মোটা ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিজের মনেই মাথা ঝাঁকাল, 'বেশ। কিন্তু কী ভাবে বোঝাব, আমি তোমার কথাই বলছি?'

'এ তো খুব সহজ ব্যাপার।' অশোক বলল, 'আপনি এস পি-র চিঠির কথা উল্লেখ করে বললেন, উনি যাকে দেখা করতে বলেছেন, সে আজ সন্ধে সাড়ে ছটায় ওঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করবে।'

শ্যামাপদ বিস্ময়কর ভাবে হাসল, 'একেই বলে অতি চালাকের গলায় দড়ি। বুদ্ধু তুমি এটা বুঝলে?'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ম্যানুয়াল লাইনে কেউ যদি আড়ি পাতেই, তবে সে সন্ধে সাড়ে ছটায় এস পি সাহেবের কুঠির কাছে পিঠে থেকে ঠিক নজর রাখবে, কে লোকটি দেখা করতে যাচ্ছে।'

অশোক বিমূঢ় বিস্ময়ে শ্যামাপদর দিকে ঝুঁকে পড়ল, 'মিঃ ভট্টাচার্য, আপনার পায়ের ধুলো দিন। আমি সত্যি একটা বুদ্ধু।'

'এই ছোকরা, ইয়ার্কি রাখো।' শ্যামাপদ পা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'এখন বলো, এস পি সাহেবকে তোমার কথাটা কী করে বোঝাব।'

অশোক চিন্তিতভাবে বলল, তা হলে এভাবে বলুন, 'স্যার, আপনার চিঠি পেয়েছি, সেই অনুযায়ী আজ সন্ধে সাড়ে ছটায় আপনার বাংলোয় যাচ্ছি।'

'আমি? কিন্তু আমাকে তো উনি ডাকেননি।'

'সে তো বটেই। উনিও বলবেন, আপনি কেন আসবেন? কিন্তু আপনি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলবেন, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আপনার চিঠির কথা মতোই সব হচ্ছে, সন্ধে সাড়ে ছটায় আপনার বাংলোতে। আপনাকে আমি গিয়ে বলব, কেন এর বেশি এখন কিছু বলতে পারছি না।'

শ্যামাপদ আবার বিস্ময়কর রকমে হাসল, 'তোমাদের বুদ্ধি যে কত অবাস্তব, আমাদের ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে, তোমাদের কোনও ধারণাই নেই। আমি যদি এস পি সাহেবকে ওই ভাবে কথা বলি, উনি ভাববেন, আমি যা-তা আজেবাজে কথা বলছি। টেলিফোনে আমার শ্রাদ্ধ করে ছাড়বেন।'

'ছাড়বেন না।' অশোক বলল, 'আমাদের এস পি মিঃ মিত্র যেই তাঁর চিঠির কথা শুনবেন, তখনই সব বুঝে নেবেন। মিঃ মিত্র অসম্ভব চিন্তাশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আপনি পরীক্ষা করেই দেখুন।' ও একটা সিগারেট ধরাল, 'আপনার তো এ সব আবার চলবে না।'

শ্যামাপদর মুখে আবার কঠিন গাম্ভীর্য নেমে এল। তার কারণও অশোক জানে। শ্যামাপদ আদৌ পছন্দ করে না, অশোক তার সামনে সিগারেট টানবে। কিন্তু অশোকের কাছে, কারোকে শ্রদ্ধা দেখানোর এ পদ্ধতিটা মোটেই খাঁটি মনে হয় না।

'ও সব ছাইপাঁশ আমার কোনওকালেই চলে না।' শ্যামাপদ গম্ভীর স্বরে বলল, 'কেউ খায়, তাও আমি পছন্দ করি না। যাই হোক, তোমার তিন নম্বর কথাটা কী, শুনি?'

অশোক এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল, 'হ্যাঁ, মিঃ মিত্রর চিঠিতে দেখছি, সপ্তাহখানেক আগে, তাঁর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছিল—মানে, যে মৃত্যুর বিষয়ে তিনি লিখেছেন। আপনি কি আমাকে একটু বলবেন, ঘটনাটা কী? আর আপনাকে এখান থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কেন তিনি সব কথা বলেছেন?'

'কেন আবার?' শ্যামাপদ বিরক্ত স্বরে বলল, 'সব কথা মানে, তোমার কথা। তোমাকে দরকার হতে পারে, এ নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আমি বলেছি, তুমি রাজি হবে।'

অশোক হাসল, 'ঘটনাটা কিছুই জানেন না?'

'জানি বই কী?' শ্যামাপদ তার নিজস্ব ভঙ্গিতে বলল, 'এস পি সাহেব যতটুকু বলেছেন, ততটুকুই জানি। আর উনি আমাকে যতটুকু বলেছেন, তার সবটাই খবরের কাগজে বেরিয়েছে।'

অশোকের চোখর পাতা নিবিড় হল, দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা, 'কোন খবরটা বলুন তো?'

'তা হলে এমন খবরও আছে, তোমার চোখ এড়িয়ে যায়!' শ্যামাপদর ঠোঁট বেঁকে উঠল।

'রায়চৌধুরি ইন্টারন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারারস-এর নাম শুনেছ?'

অশোকের ডান হাত মুহূর্তের মধ্যে শূন্যে উঠল, 'প্রদীপ রায়চৌধুরির মৃত্যু?'

'বাহ, এই তো বেশ মনে পড়ে গেছে দেখছি।'

'পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গেছে, পেটে মদ আর খাদ্যের সঙ্গে আর্সেনিক ছিল।'

'রাইট।'

'উনি বোধ হয় কোনও ক্লাবে বন্ধুদের সঙ্গে ড্রিঙ্ক করতে করতে গল্প করছিলেন, আর সেখানেই অসুস্থ বোধ করায় তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে বাড়ি ফিরেছিলেন।'

'কারেক্ট!'

'কিন্তু বাড়ি অবধি কোনওরকমে পৌঁছেই গাড়ি ব্রেক কষে তিনি স্টিয়ারিং-এর ওপরই এলিয়ে পড়েন।'

'একজাক্টলি।'

'অসম্ভব ক্ষমতা বলতে হবে।'

শ্যামাপদ অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে? খবরের কাগজে এ কথা লিখেছিল নাকি?'

'না, আমি নিজেই বলছি।' অশোক বলল, 'তদন্তকারী ডাক্তারের অভিমত অনুযায়ী যে পরিমাণ বিষ প্রদীপ রায়চৌধুরির পেটে পড়েছিল, তখনই কাটা পাঁঠার মতো যন্ত্রণায় ছটফট করার কথা। কিন্তু উনি সেই অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। এক-আধ ছিটে বমিও বোধ হয় করেছিলেন গাড়ির মধ্যে।'

'ঠিক। পরেও একটু-আধটু করেছিলেন।'

'শেষ রাত্রে হসপিটালে মারা যান।'

'রাইট। যাদের সঙ্গে ক্লাবে বসে ছিলেন, তাদের অন্তত তিনজনের নামও করে গেছেন।'

'কিন্তু কারোকেই প্রদীপ রায়চৌধুরির শত্রু বলে আইডেন্টিফাই করা যায়নি, যদিও পুলিশ তাদের টারগেট হিসাবে রেখেছে।'

'কারেকট!'

'তিনজনকেই পুলিশ সেই রাত্রেই জিজ্ঞাসাবাদ করে। তিনজনেই বেশ মাতাল ছিলেন, তিনজনেই নামকরা ব্যবসায়ী, আর কারোর সঙ্গেই রায়চৌধুরি ম্যানুফ্যাকচারারস-এর কোনও যোগাযোগ নেই—অর্থাৎ কোনও ব্যবসায়িক স্বার্থের সংঘাত নেই।'

'রাইট! ঠিক পড়েছ।'

কিন্তু তিনজনই বলেছেন, 'একটা সময় তাঁদের টেবিলে বেশ কয়েকজন ভিড় করেছিল, যাদের মধ্যে দু-একজনের ছাড়া কারোর নাম কেউই মনে করতে পারেননি।'

'ঠিক ঠিক। তোমার মগজ খুলছে।'

অশোক হাসল, 'এমনকী প্রদীপবাবুও বলে গেছেন, তাঁর টেবিলে একসময়ে কিছুটা গ্যানজাম হয়েছিল, তিনিও সকলের নাম বলতে পারেননি।'

'হুঁম। কিন্তু গ্যানজামটা কী?'

'গ্যানজাম মানে গ্যানজাম, ভিড় আর হইহট্টগোল। ক্লাবে বারে ওরকমটা কিছু কিঞ্চিৎ হয়ে থাকে।'

শ্যামাপদর মুখ ফুলে উঠল, 'খুন মানেই মদ, মাতাল, আর তারপরেই দেখবে একটা মাগি।'

'একটু—মানে এক চিমটি অশালীন কথা বলে ফেললেন।' অশোক হাত তুলে চিমটি কাটার ভঙ্গি করল। চোখ নাক কোঁচকাল, 'মহিলা বা নারী বা রমণী, নিদেন মেয়েমানুষ।'

'আরে রাখো তোমার ও সব ভদ্রলোকি বাত।' শ্যামাপদ মুহূর্তে একজন সার্কেল ইন্সপেক্টর হয়ে উঠল, 'আমি তোমাকে বাজি ফেলে বলতে পারি, এর মধ্যে কোনও মেয়েমানুষ নিয়ে আকচাআকচি আছে। সমাজের চরিত্রহীন লম্পটদের চিনতে আমার বাকি নেই।'

'আপনার তা হলে নির্ঘাত বিশ্বাস, এই ঘটনার মধ্যে কোনও নারী আছে?'

'নিশ্চয়।'

'আপনি বাজি ধরতে রাজি আছেন?'

'অ্যাঁ? মানে?' শ্যামাপদ থতিয়ে গিয়ে হঠাৎ রেগে উঠল, 'বাজির কথা আসছে

কী করে?'

অশোক বিনীত হেসে বলল, 'আপনিই বলেছিলেন, তাই বললাম।'

শ্যামাপদ শক্ত মুখে কয়েক সেকেন্ড অশোকের চোখের দিকে তাকাল, 'বাজি ধরার কথা আমি মোটেই বলিনি। আমরা ডিউটি করি, বাজি ধরি না, উই আর নট গ্যাম্বলারস।'

'তবে অবিশ্যি আপনার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।' অশোক শান্তভাবে বলল, 'হয়তো থাকতেও পারে কোনও মহিলার হাত। আমি জোর করে কিছুই বলতে পারি না।'

শ্যামাপদ উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আরে বুঝতে পারছ না, একটা লোক মদ খায়। আমি খবর পেয়েছি, প্রদীপ রায়চৌধুরির আরও সব এদিক ওদিক করা অভ্যাস আছে। এখন ওদের ফার্মের কোটি কোটি টাকার বিজনেস। আর সি আই এম-এর স্কাইস্ক্র্যাপার বিল্ডিংটা দেখেছ? চৌরঙ্গির কাছে কোনও বাঙালি ইনডাসট্রিয়ালিস্ট তো এত বড় বিল্ডিং তুলতে পারেনি। দশতলার ওপরে ফরেনার্স অতিথিদের থাকার জায়গা। অতিথি মানে সকলেই আর সি আই এম-এর সহযোগী আর উপদেষ্টা। সেখানে কী ঘটে, তাও কিছু কিছু শুনেছি। তবে সেটা দিলীপ রায়চৌধুরির হাতে। প্রদীপ রায়চৌধুরি নাকি প্রত্যেক মাসেই এক বার ইওরোপ আমেরিকা ছোটে। কাজ তো ওদের সমাজতন্ত্রী জার্মান আর চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে, ও সব দেশে যাবার মানে কী? বদমাইশি, স্রেফ লাম্পট্য। আমি সবই শুনেছি, কেবল মাগিবাজি।'

'ওহ, আর একটু লেস লোকেল—মানে, ক্রিয়াপদের শালীনতা।' অশোক হেসে, আবার হাত তুলে দুই আঙুলে চিমটির ভঙ্গি করল, 'ব্যবসার বর্ণনা যা দিলেন, এ তো বাঙালির গৌরবের কথা। আর সি আই এম-এর বিষয়ে আমিও কিছু কিছু শুনেছি।'

শ্যামাপদ শূন্যে হাত ছুড়ে মাদুরের ওপর নামিয়ে এনে চাপড় মারল। ধুলা উড়ল এক গাদা। বলল, 'আরে রাখো তোমার লেস লোকেল আর শালীনতা। বাঙালির ব্যবসার গৌরবের কথা তুমি আর আমাকে শুনিও না। আচার্য পি সি রায় হলে অন্য কথা ছিল. দম চাই, বুঝলে? এত বড় বিজনেস, কিন্তু শত্রুর বিষে খুন হতে হল। আর এর মূলে নির্ঘাত—।'

'কোনও স্ত্রীলোক।' অশোক ঝটিতি জুড়ে দিল।

শ্যামাপদ বাধা পেয়ে থতিয়ে গেল, 'অ্যাঁ? অ! হ্যাঁ, ওই যাই বলো আর কী। শুধু স্ত্রীলোক নয়, মেমসাহেব, বুঝলে? প্রদীপ রায়চৌধুরি বিদেশে গেলেই একটা করে নতুন মেমসাহেব ছুড়ি সঙ্গে করে নিয়ে আসে, আর ইন্ডিয়া দেখিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এই মার্ডারের পেছনে বিদেশের হাত থাকা কিছুমাত্র আশ্চর্য না।'

'মানে, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বলছেন?' অশোকের ঝকঝকে চোখে কৌতুকের

ছটা, কিন্তু ও হাসল না।

শ্যামাপদ বলল, 'হ্যাঁ, আমার খুবই সন্দেহ হয়।'

'কিন্তু প্রদীপ রায়চৌধুরি কি বিবাহিত ছিলেন না?' অশোক অনুসন্ধিৎসু হল।

শ্যামাপদ বলল, 'বিবাহিত বইকী! তবে ওদের বিয়ে, আর বউ! একটা বিয়ে করতে হয়, করেছিল। সেটা বোধ হয় বাপ বেঁচে থাকতেই দিয়ে গেছলেন। ছেলেপিলেও বোধ হয় আছে। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? এ সব বাড়ির বউয়েরা কেমন হয়, তাও জানা আছে। দ্যাখো গিয়ে, সে হয়তো একগুচ্ছের পুরুষ বন্ধু নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।'

'থাক, হয়তো দিয়ে কোনও মহিলার বিচার না করাই ভাল।' অশোক একটা সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে দিল, 'আপনাকে একটু চা খাওয়াতে পারতাম, কিন্তু—।'

'কোনও দরকার নেই।' শ্যামাপদ সামনে ঝুঁকে দু হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কোমরের চওড়া বেলট আর রিভলভারটা পেটের কাছে টেনে তুলল, 'তা হলে সাড়ে ছটায় তুমি এস পি সাহেবের কুঠিতে যাচ্ছ।'

'হ্যাঁ, কিন্তু টেলিফোনে—।'

'জানি, আর বলতে হবে না।' শ্যামাপদ দরজার বাইরে গিয়ে দু পায়ে জুতো পরল, কিন্তু নিচু হয়ে ফিতে বাঁধল না। চলে যেতে উদ্যত হয়ে, আবার অশোকের দিকে ফিরল, গলা খাঁকারি দিল, 'ইয়ে—মানে, উইশ য়োর ইয়ে—মানে, তুমি এখন সত্যি আমাদের একজন ইয়ে। একটু খেটেখুটে—হ্যাঁ? চলি।' সে পিছন ফিরে জুতোর ভারী শব্দ তুলে চলে গেল।

অশোক সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে হাসল। শ্যামাপদ কখনওই প্রাণ খুলে ওকে প্রশংসা করতে পারে না, অথচ তাঁর বড় বড় চোখ দুটিতে প্রীতির কিরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটাকে বোধহয় পুলিশি কমপ্লেকস বা কুসংস্কার বলা যায়। ও ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির ভিতর গেল। দুই উঠোন পেরিয়ে খিড়কি দিয়ে পাশের বাড়ি ঢুকল। ভিতর বাড়িতে ঢুকে, অন্দরের উঠোনের পাশে চওড়া বারান্দা দিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল। এ বাড়িও নিঝুম, কেবল পায়রার বকবকম শোনা যায়। কলতলায় একটি ঝি কাজ করছিল। সে নির্বিকার চোখে অশোককে দেখল, কিন্তু ঘোমটা টানতে ভুলল না।

অশোক রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। রান্নার ডেয়ো ঢাকনা বাসনপত্র আশেপাশে গুছিয়ে রাখা। খালি উনোনে লাল অঙ্গার গনগন করছে। কাঞ্চন গালে হাত দিয়ে বসে আছে। মুখ ফেরানো বাগানের খোলা জানালার দিকে। দেখে মনে হয়, এই বিশাল বাড়ির ছোট সংসারের রান্না তার ইতোমধ্যেই শেষ। এরপরে সে যাবে তার বিকলাঙ্গ স্বামীকে স্নান করিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে, খাওয়াবে নিজের

হাতে। কিন্তু আপাতত খালি উনোন কেবল পুড়ে যায়। কাঞ্চন বাগানের দিকে তাকিয়ে কী ভাবে?

অশোকের চোখের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য বিষণ্ণ দেখাল। তারপরই হেসে বলে উঠল, 'আমার আখার আগুন জ্বলে যায়, না হয় কোনও ব্যঞ্জন।'

'কে?' অশোকের কথার মাঝখানেই কাঞ্চন চমকিয়ে উঠল, মুখ ফিরিয়ে তাকাল। অশোককে দেখেই তার ভুরু কুঁচকে উঠল। ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি দিল, 'ব্যঞ্জন না হোক, পুড়ছে তো কিছু বটেই।'

অশোক বলল, 'সে তো দেখতেই পাচ্ছি, মন জ্বলে যায়, প্রাণ পুড়ে যায়, কিন্তু সে কথাটা আর বললাম না। বাগানের দিকে অমন করে কী দেখছিলে?'

'মরণকে।' কাঞ্চন ঘাড়ের ওপর খসে যাওয়া ঘোমটা একটু টানবার চেষ্টা করল মাত্র, 'তা কী ব্যাপার, খবর নেই কিছু নেই, পা টিপে টিপে একেবারে অন্দরমহলে রান্নাঘরের দরজায়?'

অশোক বলল, 'আমি মোটেই পা টিপে আসিনি, রীতিমতো স্যাণ্ডেল ফটফটিয়ে এসেছি। গনগনে উনোনের ধারে বসে কেউ যদি বাগানের দিকে তার মরণকে দেখতে থাকে, তার পক্ষে কিছুই শোনা সম্ভব নয়। তবে মরণ কি তোমার সত্যি বাগানে, না কি অন্য কোথাও?'

'না, রান্নাঘরের দরজায়।' কথাটা বলেই কাঞ্চন মুখটা দ্রুত ফিরিয়ে নিল। অশোক জানে, উনোনের আগুনের থেকেও এখন হয়তো কাঞ্চনের মুখ গাঢ় লাল। তার লজ্জাটা কাটাবার জন্যেই ও সহজভাবে হেসে বলল, 'আমি শেষটায় তোমার মরণ হলাম?'

'জানি না।' কাঞ্চন এবার সত্যি মাথার মাঝখান অবধি ঘোমটা টেনে দিল, 'এখন আগমনের হেতুটা বলো তো? আবার চায়েব জন্য গলা শুকিয়েছে? না কি গাঁজার আড্ডার সঙ্গীরা সব বেপাত্তা হয়ে গেছে?'

অশোক বললে, 'কোনওটাই নয়। সেই মড়ার গন্ধের কথাটাই আবার বলতে এসেছি।'

'ফের?' কাঞ্চন চোখ পাকাল।

অশোক বলল, 'সত্যি বলছি। তা মড়াটা প্রায় সতেরো দিনের পুরনো। পোড়ানো হয়ে গেছে। গন্ধটা লাগল আজ সকালে।'

কাঞ্চনের চোখে ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা। অশোক বলল, 'বলছি। সেই ফাঁকে তুমি বরং এক কাপ জল দিয়ে কেটলিটা উনোনে বসিয়ে দাও। শুধু শুধু পুড়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।' ও স্যান্ডেল জোড়া দরজার বাইরে খুলে রেখে ভিতরে ঢুকল।

'তাই বলো, এত ভণিতা কীসের?' কাঞ্চন উঠে একটা আসন ঘরের মাঝামাঝি

পেতে দিল।

অশোক বসল। কাঞ্চনের জল ভরে কেটলি বসানো দেখল, 'মড়াটার নাম প্রদীপ রায়চৌধুরি। বিরাট বড়লোক, আর সি আই এম-এর মালিক।'

'খবরের কাগজে পড়েছিলাম মনে হচ্ছে।' কাঞ্চন ঘাড় কাত করে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে বলল, 'ক্লাব থেকেই অসুস্থ হয়ে ভদ্রলোক নিজে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি এসেছিলেন। শেষ রাত্রে হাসপাতালে মারা যান। পেটে বিষ পাওয়া গেছল, তাই তো?'

অশোক অবাক মুগ্ধ স্বরে বলল, 'দারুণ! একটা অক্ষরও ভুল বলোনি। শ্যামাপদ ভটচাজ এসেছিল এস পি-র মেসেজ নিয়ে।'

'বিষদাতাকে অশোক ঠাকুর খুঁজে বের করবে।' কাঞ্চন কেটলির দিকে দেখল।

অশোক বলল, 'সেটা পরের কথা। মড়ার গন্ধটা কেন পেয়েছিলাম, সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। এখন বলো তো, খবরটা যখন পড়েছ, আর আমি মুখ না খুলতেই, মড়ার পরিচয়টাও বলে দিলে, খবরের মধ্যে সিগনিফিকেন্ট কিছু চোখে পড়েছিল!'

'আমি বিষ খাইনি।' কাঞ্চন ফুঁসে ওঠা কেটলি আঁচল চেপে ধরে নামাল। কাছেই একটি কৌটো ছিল, টেনে নিয়ে মুখ খুলে, হাতের আন্দাজে চায়ের পাতা ঢেলে দিল কেটলির মুখ খুলে।

অশোকের চোখে বিস্ময়ের ঝিলিক, 'আশ্চর্য, শ্যামাপদবাবুর সঙ্গে এত কথা হল, এই আসল কথাটাই হয়নি, যার থেকে ব্যাপারটা পরিষ্কার, ইটজ এ কেস অব মার্ডার!'

'তা তো বটেই।' কাঞ্চন চায়ের কাপ ডিস ছাঁকনি সাজাতে সাজাতে বলল, 'তা না হলে প্রদীপ রায়চৌধুরি মরবার আগে, ওই স্টেটমেন্ট দিয়ে যাবে কেন, আমি বিষ খাইনি। কিন্তু কে তাকে বিষ দিয়েছে, সে কথা সে বলতে পারেনি, কারোকে সন্দেহ করেনি।' সে ছাঁকনিতে চিনি আর দুধ দিল। কেটলির মুখ খুলে, চামচ দিয়ে ঘেঁটে আবার বন্ধ করল।

অশোক চিন্তান্বিত আর অনুসন্ধিৎসু হল, 'আর গোলমালটাও বোধ হয় সেখানেই। প্রদীপ রায়চৌধুরি কারোকে সন্দেহ করবার মতো খুঁজে পায়নি। তার মানে, জ্ঞানত সেখানে তার কোনও শত্রু ছিল না। যারা ছিল, সকলেই বন্ধু। তা হলে কে বিষ দিতে পারে?'

'মনে পড়ছে খবরের কাগজে পড়েছিলাম', কাঞ্চন কেটলি তুলে, কাপের মুখে ছাঁকনিতে চা ঢালতে লাগল, 'প্রদীপ রায়চৌধুরি আর তার বন্ধুদের টেবিলে এক সময়ে কয়েকজন বন্ধু এসে ভিড় করেছিল।' সব চাটুকু ঢেলে, কেটলি নামিয়ে রাখল। ছাঁকনি তুলে, চামচ দিয়ে কাপের মধ্যে নেড়ে চেড়ে কাপ এগিয়ে দিল অশোকের কাছে। বলল, 'আমি আবার এ সব বুঝি না। আমি কখনও কোনও ক্লাবে যাইনি।

সেখানকার চেহারা কেমন, কী রকম কী ঘটে, কিছুই জানি না।'

অশোক বলল, 'আমি জানি। আমাদের এদিককার চটকল কুঠিগুলোর ক্লাব যেরকম সেরকমই হবে। তবে প্রদীপ রায়চৌধুরি মরবার দিন যে ক্লাবে গেছল, কলকাতায় সেটা হল টপ অ্যারিস্টোক্র্যাটদের, খুব নামকরা ক্লাব। নানা রকমের খেলা, সুইমিং পুলে সাঁতার কাটা, এ সব থাকলেও, সারা দিন পরে, বেশির ভাগ মহিলা পুরুষই যায় মদ খেতে। যেমন প্রদীপ রায়চৌধুরি গেছল তার তিন বন্ধুর সঙ্গে। তাদের আসর যখন জমে উঠেছিল, হয়তো তখন আর একদল চেনা বন্ধু এসে ক্লাবে ঢুকে, নিজেদের কোনও টেবিলে বসবার আগে অথবা ক্লাব থেকে চলে যাওয়ার সময় প্রদীপবাবুদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এটা একটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, ক্লাবে বা পরে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এরকমটা ঘটেই থাকে।'

'চটকল কুঠির ক্লাবের অভিজ্ঞতা তোমার ভালই আছে।' কাঞ্চন ঘাড় কাত করে চোখের কোণে তাকাল। স্বাভাবিক রক্তাভ ঠোঁট বেঁকে উঠল, 'খবরের কাগজে পড়েছিলাম, যারা এসে ভিড় করেছিল, তাদের সকলের নাম পরিচয় জানা যায়নি এমনটা কি হতে পারে?'

অশোক চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিল, 'খুবই হতে পারে। নির্ভর করছে, প্রদীপবাবু এবং তার বন্ধুদের অবস্থার ওপর। তাঁরা হয়তো তখন বেশ হাই—মানে, যাকে বলে মাতাল হয়ে উঠেছিলেন। যারা এসে ভিড় করেছিল, তারাও হয়তো মাতাল ছিল। হয়তো কোনও হাসি বা মজার কথাবার্তায় সকলেই খুব মেতে উঠেছিল। কিংবা তাদের মাঝখানে কোনও মহিলা থাকতে পারে—মানে, ছিল। অথবা আশেপাশের টেবিলে মদিরেক্ষণা রূপসীদের ভিড় ছিল। আমি পরিস্থিতিটার কথা বলছি। ক্লাবের আসরে, এ সবই খুব স্বাভাবিক। ওরকম অবস্থায় ভিড়ের মধ্যে সবাইকে চিনে রাখা, এটা সম্ভব নাও হতে পারে।'

'তা হলে বোধহয় সেই অসম্ভবের মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটেছে।' কাঞ্চন পিছন ফিরে, একটা লোহার শিক দিয়ে, উনোনের আগুন খুঁচিয়ে দিল, 'মনে হচ্ছে, ওই ভিড়ের ভেতর থেকেই জাল দিয়ে ছেঁকে তুলতে হবে সেই মানুষটিকে, যে সকলের মাতামাতির ফাঁকে প্রদীপবাবুর গেলাসে বিষ ঢেলে দিয়েছিল।' সে অশোকের দিকে ফিরে তাকাল।

অশোকও কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে ছিল। দুজনের মধ্যে এরকম আলোচনা নতুন না। ইতিপূর্বের অনেক ঘটনা নিয়েই দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। অশোক জানে, কাঞ্চনের চিন্তার মধ্যে কোনও অসাধারণ জটিলতা থাকে না। বরং তার সাধারণ ভাবনার মধ্যেই অসাধারণ ইঙ্গিত অনেক বার ও পেয়ে গিয়েছে। এখনও কাঞ্চনের কথার মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই অসাধারণ ইঙ্গিত যেন ফুটে উঠল। তথাপি ও

বলল, 'প্রদীপবাবু যে তিন জন বন্ধুর সঙ্গে বসেছিলেন, তাদের কারোর ওপর তোমার সন্দেহ হয় না?'

'সন্দেহের কথা আলাদা।' কাঞ্চন বলল, 'কিন্তু বিচার ভাবনা অন্য কথা। যে তিন বন্ধুর সঙ্গে প্রদীপবাবু বসেছিলেন, তারা তো দেখছি নিজেদের কোনওরকম অস্পষ্ট রাখেনি। তাদের মধ্যে কেউ যদি বিষ দিত, তা হলে সে হয় বোকা, না হয় দুঃসাহসী। ইংরেজিতে তোমরা যাদের ডেলিবারেট বলো, এই তিনজনের মধ্যে সেরকম কেউ ছিল বলে আমার মনে হয় না। কারণ তারা নিশ্চয় জানত, ওভাবে বন্ধুকে মারা মানে নিজের বিপদ ডেকে নিয়ে আসা, তাই না?'

অশোক অন্যমনস্ক মুখে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল। 'বোধহয় ঠিকই বলেছ। তা ছাড়া, মোটিভের কথা ভুললে চলবে না। প্রদীপবাবুর এই তিন বন্ধুর কোনও মোটিভিটি খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্তত ব্যবসার ব্যাপারে। শ্যামাপদবাবু অবিশ্যি সোজাসুজি স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে চলে গেছেন। তাঁর বক্তব্য, এরমধ্যে নিশ্চয়ই কোনও স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার জড়িয়ে আছে। কারণ, প্রদীপবাবু স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে একটু বেশি হৃদয়বান পুরুষ ছিলেন।'

'ওরকম মানুষকে হৃদয়বান পুরুষ বলে বুঝি?' কাঞ্চনের ঠোঁটের কোণে ঢেউ লাগল, চোখের তারায় বাঁকা ঝিলিক, 'জানা ছিল না। তা হলে অবিশ্যি তিন বন্ধুর কারোর মধ্যে কোনও মতলব থাকলেও থাকতে পারে। মেয়েরাও তো অনেক সময় ভয়ংকর সর্বনাশ ঘটিয়ে দিতে পারে!'

অশোকের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ও প্রায় লাফ দিয়ে উঠে, কাঞ্চনের কাছে গিয়ে দু হাত বাড়িয়ে দিল, 'এ জন্যই তোমাকে আমার এত ভাল লাগে। মেয়ে হয়ে এমন কথা কেউ বলতে পারে না। এসো, তোমাকে একটু আদর করে দিই।'

'এসো।' কাঞ্চন ঝটিতি আগুন খোঁচানো লোহার শিকটা তুলে নিল।

অশোক আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মাথার ওপর দু হাত তুলল। চোখে কপট উদ্বেগ ফুটিয়ে বলল, 'তা বলে ওই লোহার শিকটা দিয়ে পেটাবে?'

'পেটাব!' কাঞ্চন উঠে দাঁড়িয়ে উনোনের পাশে লোহার শিকটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে, অশোকের চোখের দিকে তাকাল, 'যা পারবে না, তা নিয়ে ভাঁড়ামি আমার ভাল লাগে না।' সে দ্রুত দরজার কাছে গিয়ে থমকিয়ে দাঁড়াল। পিছন ফিরে আবার অশোকের দিকে তাকাল। ওর চোখ দুটো ঈষৎ আরক্ত, একটু বা ছলোছলো। নিচু তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'আদর করতে হলেও মুরোদ থাকা চাই, বুঝেছ?' ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে, আগের মতোই দ্রুত চলে গেল।

অশোকের একটি দীর্ঘশ্বাস নির্গত হল।

আলিপুর। এস পি-র বাংলোর বন্ধ গেটের সামনে এসে অশোক দাঁড়াল। সশস্ত্র সান্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল গেটের কাছে। গেটের পাশেই ছোট একটি দরজা। তার পাশে একটি চেয়ারে বসেছিল একজন সাদা পোশাকের লোক। অশোককে দেখেই সে উঠে দাঁড়িয়ে কাছে এল, নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি অশোক ঠাকুর তো?'

'হ্যাঁ।' অশোক গেটের আলোয় কবজি তুলে ঘড়ি দেখে বলল, 'সাড়ে ছটায় আমার আসবার কথা ছিল।'

লোকটি বলল, 'জানি। আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। আসুন, ভেতরে যাই। সাহেবও আপনার জন্যই অপেক্ষা করছেন।'

গেটের পাশে ছোট দরজা খুলে লোকটি বলল, 'চলুন ভেতরে। সাবধানে ঢুকবেন, মাথা ঠোকে না যেন।'

অশোক মাথা বাঁচিয়ে ভিতরে ঢুকল। পিছনে ঢুকল লোকটি, দরজা টেনে বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'চলুন।'

লন, বাগান, গাড়ি বারান্দা, কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠেই একটি হলঘর। অশোক লোকটিকে অনুসরণ করে, ডান দিকের একটি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল। লোকটি দরজায় দু বার টোকা দিয়ে পাল্লা খুলে ভিতরে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'স্যার, অশোক ঠাকুর এসেছেন।'

ভিতরে মিঃ মিত্রর ভারী আর ব্যস্ত স্বর শোনা গেল, 'আসতে বলো, আসতে বলো।'

লোকটি দরজা খুলে ধরল। অশোকের সেই মুহূর্তেই চোখে পড়ল, লোকটির ট্রাউজারের পকেটে একটি রিভলভারের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ও ভিতরে ঢুকল। পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মিঃ মিত্র তাঁর সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ডাকলেন, 'আসুন, অশোকবাবু বসুন।'

'হ্যাঁ বসছি।' অশোক অমায়িক হাসল। দেখল, আর একজন স্যুটেড বুটেড মাঝবয়সি ভদ্রলোক একটি চেয়ারে বসে, ওকেই লক্ষ্য করছেন। অশোক একটা চেয়ারে বসল।

মিঃ মিত্র দাঁড়িয়েই, ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, 'পরিচয় করিয়ে দিই। দিলীপ রায়চৌধুরি, প্রদীপবাবুর দাদা।'

অশোক কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করল, 'ওহ্, আপনি!'

দিলীপ রায়চৌধুরিও কপালে দু হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন। অশোক লজ্জিত ব্যস্ততায় বলল, 'দাঁড়ালেন কেন, বসুন।'

'বসছি।' দিলীপ রায়চৌধুরী বসলেন, 'কিন্তু আপনাকে দেখে আমি খুব অবাক হচ্ছি। এত ছেলেমানুষ!'

মিঃ মিত্র হেসে উঠে নিজের চেয়ারে বসলেন, 'অ্যাটমিক যুগের ব্যাপার কিনা, সবই ছোটখাটো. কিন্তু ভয়ংকর রকমের বিধ্বংসী।'

অশোক বিনীত ব্যস্ততায় বলল, 'না না, আমি কিছুই ধ্বংস করতে পারি না।'

'পারেন পারেন।' মিঃ মিত্র কৌতুক করে বললেন, 'আপনি ধ্বংসকারীদের ধ্বংস করতে পারেন।'

দিলীপবাবু তাঁর ফরসা মেদবহুল শরীর কাঁপিয়ে একটু হাসলেন, 'চমৎকার বলেছেন। কিন্তু সত্যি বলছি, মিঃ মিত্র যদি পরিচয় করিয়ে না দিতেন, তা হলে মিঃ টেগোরকে আমি একটা চ্যাংড়া ছেলে ছাড়া কিছুই ভাবতাম না।'

অশোক মিঃ মিত্রর সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসল। দিলীপ বললেন, 'সত্যি বলছি। আর আপনি এইটুকু জীব মশাই, এত সব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন?'

'না না, কাণ্ড আবার কী করব।' অশোক কুণ্ঠিত হাসল।

দিলীপ বললেন, 'আপনি বললে হবে কেন? এই তো মিঃ মিত্রর সঙ্গে আপনাকে নিয়েই কথা হচ্ছিল।'

অশোক মিঃ মিত্রর দিকে তাকিয়ে হাসল। দিলীপ রায়চৌধুরির দিকে ফিরে বিনীতভাবে বলল, 'কিন্তু আমি মিঃ টেগোর নই, আমাকে ঠাকুরই বলবেন। অশোক ঠাকুর।'

মিঃ মিত্র হেসে বললেন, 'এটা কি কোনও কমপ্লেক্স নাকি?'

'না। টেগোর বললেই একটা গৌরবের বিষয় এসে যায়।' অশোক হাসল, 'সে গৌরবের ভাগটা নিতে চাই না। সব ঠাকুরেরা টেগোর হয়ে গেলে তো মুশকিল!'

মিঃ মিত্র আর রায়চৌধুরি হেসে উঠলেন। মিঃ মিত্র বললেন, 'ওয়েল সেড! এদিকে, ও বেলা শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের টেলিফোনের কথা শুনে, আমি তো প্রথমে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। খালি বলে, স্যার আপনার চিঠির কথা মতো, আমি সাড়ে ছটায় আপনার কুঠিতে যাচ্ছি। যত বারই আপনার নাম করতে যাই, ততই চিৎকার করে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি স্যার, সব ঠিক আছে। আমি আপনার কুঠিতে সাড়ে ছটায় যাচ্ছি, অফিসে যাবার একটু অসুবিধে আছে। বেশ খানিকটা কথা কাটাকাটির পরে, আমি টেলিফোনটা ধরেই মিনিটখানেক চুপ করে ভাবলাম, তারপরে বুঝলাম, 'আপনার কোনও সাজেশন আছে।'

'হ্যাঁ। আমি যত সম্ভব. নিজেকে অচেনা রাখতে চাই।' অশোক বলল, তাকাল রায়চৌধুরির দিকে।

রায়চৌধুরি বললেন, 'মিঃ মিত্রও এরকমই কিছু অনুমান করছিলেন, আপনি নিজেকে আড়ালে রাখতে চাইছেন।'

'অশোকবাবু, তার আগে আমি আমার কর্তব্যটা সেরে নিই।' মিঃ মিত্র বললেন,

'মিঃ রায়চৌধুরি তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে, আপনার সাহায্য চান। আপনার কথা আমিই ওঁকে বলেছিলাম। আমাদের কিছু লিমিটেশনের ব্যাপারটা আমি বুঝি। অতএব আমরা এখানে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারি। এখন, অশোকবাবু, আপনার কী জিজ্ঞেস করার বা বলবার আছে, বলুন।'

অশোক ওর উলেন শার্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করল, 'আমি একটা সিগারেট খাচ্ছি।'

'নিশ্চয়ই খাবেন।' মিঃ মিত্র অশোককে সিগারেটের প্যাকেট তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিতে দেখে বললেন, 'আমি তো স্মোক করি না।'

'আমিও না।' রায়চৌধুরি একটু কাশলেন, 'একটা অ্যাটাক হয়ে যাবার পরেই ডাক্তারের বারণ হয়ে গেছে।'

অশোক সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল, 'আচ্ছা, মিঃ রায়চৌধুরি, আপনার ভাই মারা যাবার পরে আপনাদের ইনডাসট্রির ভেতরে কি কোনওরকম সংকট বা অসুবিধে দেখা দিয়েছে?'

রায়চৌধুরিকে ওপর থেকে দেখলে সহসা শোকগ্রস্ত বা উদ্বিগ্ন মনে হয় না। কিন্তু তাঁর ধূসর অবিন্যস্ত চুল, চোখের কোলে কালি, কপালের গভীর রেখা, গলার টাই বেঁকে যাওয়া, ইত্যাদি থেকে তাঁর অন্যমনস্ক চিন্তাচ্ছন্নতা ধরা যায়। বললেন, 'ক্রাইসিস বলতে যা বোঝায়, তা হল প্রদীপের অ্যাবসেন্স। ম্যানেজিং ডাইরেকটর হিসাবে ও যে সব কাজ দেখাশোনা করত, বুঝতেই পারেন, সে সব ঠিকমতো হতে পারছে না।'

'সেটা তো খুব স্বাভাবিক।' অশোক সিগারেটে টান দিল, 'আমি জিজ্ঞেস করছি, প্রদীপবাবুর মৃত্যুর জন্য আপনাদের ব্যবসায়ে বড় রকমের কোনও পরিবর্তন ঘটেছে কি না? কিংবা সেরকম কোনও আশঙ্কা আপনি বা আপনার অফিসাররা করছেন কি না?'

রায়চৌধুরি গম্ভীর এবং চিন্তিত হলেন, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আমি তো এখনও সেরকম কিছু দেখছি না, বুঝতেও পারছি না। অফিসাররাও আমাকে তেমন কিছু বলেননি। প্রদীপের অফিস ঘরে আমি এখন বসছি, কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখছি। কোথাও কোনও গোলমাল পাইনি। এরকম একটা সন্দেহ আমারও হয়েছিল, সেই কারণেই ওর সিক্রেট কাগজপত্র ফাইলও আমি দেখেছি। সিক্রেট বলতে আমি বিজনেস সিক্রেটের কথা বলছি।'

'বুঝেছি।' অশোক বলল, 'তা হলে, আপনার অনুমানটা কী? কে আপনার ভাইকে বিষ দিতে পারে, কেনই বা দেবে? এ বিষয়ে কিছু ভেবেছেন?'

রায়চৌধুরি মাথা ঝাঁকালেন, 'সে ভাবনার তো শেষ নেই মশাই। কিন্তু ভেবেও তো আমি কুলকিনারা পাচ্ছি না। ওকে বিষ দিয়ে মারতে পারে, এমন কোনও শত্রুর

চেহারাও আমি মনে করতে পারছি না।'

'কিন্তু সেরকম শত্রু ওঁর নিশ্চয় ছিল।' অশোক হাসল, 'ঘটনায় তারই প্রমাণ।'

রায়চৌধুরি এক বার মিঃ মিত্রকে দেখে নিলেন, 'তা তো বটেই, কোনও সন্দেহ নেই, প্রদীপের শত্রু ছিল। হয়তো মানুষ মাত্রেরই শত্রু থাকে। আমারও আছে। প্রদীপেরও ছিল! কিন্তু সেটা সাধারণ অর্থে। প্রদীপকে খুন করবার মতো শত্রুর কথা আমি তো জানতামই না, ও নিজেও কখনও কিছু বলেনি।'

'আপনাকে বলেননি, হয়তো আর কারোকে বলেছিলেন।' অশোক মিঃ মিত্রর মনোযোগী এবং উৎকর্ণ মুখের দিকে একবার দেখল, 'হয়তো ওঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন।'

রায়চৌধুরি যুগপৎ হতাশ বিস্ময়ে বললেন, 'বউমাকে? অ্যাবসার্ড! বাড়ির একটা মেড সার্ভেন্টকে যদিও বা বলত, বউমাকে কখনওই বলেনি।'

'এটা একটু আশ্চর্যের বিষয়।' অশোক হাসল, কিন্তু ওর চোখের দৃষ্টি তীব্র হল, 'বাড়ির মেড সার্ভেন্টকে বলতে পারতেন, অথচ নিজের স্ত্রীকে বলতে পারতেন না, কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

মিঃ মিত্রও বলে উঠলেন, 'সত্যি, ভেরি স্ট্রেঞ্জ!'

রায়চৌধুরি একটু বিষণ্ণ হাসলেন, 'কথাটা হঠাৎ শুনলে অবিশ্যি সেইরকমই মনে হয়। আসলে বউমা একটি সুন্দর পুতুলের মতো মেয়ে। সংসারের বিষয় কিছুই বোঝে না, জানে না। প্রদীপেরও একটা দোষ ছিল, নিজের স্ত্রীকে ও কোনও দিন নিজের ঠিক সঙ্গিনী করে তুলতে পারেনি। আপনাদের সামনে কোনও কথা গোপন করার মানে হয় না। সত্যি বলতে কী, প্রদীপ ওর স্ত্রীকে অবহেলাই করেছে। আমার মনে হয়, পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে, ওদের মধ্যে কোনও সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি। আমি কী বলছি, বুঝতে পারছেন?'

'খুব পারছি।' মিঃ মিত্র গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, 'আপনি যেমন কোনও কথা গোপন করছেন না, আমারও করা উচিত না। ইনভেসটিগেশন করতে গিয়ে, আপনার ভাইয়ের চরিত্র সম্পর্কে যে সব খবর প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে, তা এক কথায়, হি ওয়াজ এ ম্যাড ডগ আফটার দ্য বিচেস।' তাঁর মুখ শক্ত হয়ে উঠল।

রায়চৌধুরি বিব্রত অস্বস্তিতে মিঃ মিত্রর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন, অশোকের দিকে একবার দেখে, মাথা নামিয়ে ঘাড় ঝাঁকালেন। মিঃ মিত্র আবার কিছুটা সহজ হয়ে উঠলেন, 'কথাগুলো অবিশ্যি আমি সেরকমভাবে বলতে চাইনি। আপনার কথার প্রমাণস্বরূপই বলে ফেললাম। এরকম লোকের পক্ষে, স্ত্রীর সঙ্গে কোনও সম্পর্কই গড়ে উঠতে পারে না।'

'অবহেলিত মানে কী?' অশোক জিজ্ঞেস করল, 'প্রদীপবাবুর স্ত্রী কি স্বামীর সঙ্গে বাইরে কোথাও যাতায়াত করতেন না?'

রায়চৌধুরি বিমর্ষভাবে মাথা নাড়লেন, 'কখনওই না। অবিশ্যি আমাদের বাড়ির আবহাওয়াও তেমন লিবারেল নয়। বাড়ির বউরা সচরাচর পুরুষদের সঙ্গে বেরোয় না। সামাজিক ক্রিয়াকলাপে কিছুটা চলে, ক্লাবে বা ওই জাতীয় কোনও জায়গাতেই যাতায়াত নেই। প্রদীপ অবিশ্যি বউমাকে নিয়ে কোথাও যেত না। সেইজন্যই বলছিলাম, নিতান্ত কথার ছলে, সে বাড়ির মেড সার্ভেন্টকে যদি বা বলত, বউমাকে কখনওই নয়।'

অশোকের সঙ্গে একবার মিঃ মিত্রর চোখাচোখি হল। ও জিজ্ঞেস করল, 'প্রদীপবাবুর স্ত্রী লেখাপড়া কতদূর করেছেন?'

'হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ।' রায়চৌধুরি বললেন, 'তারপরেই বিয়ে! বাবা এই বিয়ে দিয়ে গেছলেন। তা নইলে হয়তো এ বিয়ে হত না।'

অশোক হাসল, 'অথচ বলছেন, আপনার বউমা একটি সুন্দর পুতুলের মতো।'

'মিথ্যা বলিনি।' রায়চৌধুরি বললেন, 'আপনি কখনও গেলেই দেখতে পাবেন। প্রকৃত রূপসী বলতে যা বোঝায়, বউমা ঠিক তাই।'

অশোকের চোখে অনুসন্ধিৎসা, 'কখনও কি আপনারা ভেবে দেখেছেন, সুন্দরী বউ পেয়েও, আপনার ভাই কেন তাকে দূরে সরিয়ে রাখলেন?'

'তার কারণ, বিয়ের অনেক আগেই, প্রদীপ রায়চৌধুরি চরিত্র নামক বস্তুটি পুড়িয়ে খেয়ে ফেলেছিলেন।'

মিঃ মিত্র বললেন।

রায়চৌধুরি মাথা নেড়ে, কিছুটা গম্ভীরভাবে বললেন, 'মিঃ মিত্র, আপনার কথা সত্যি বটে, তবে সবটুকু না। আমার ভাইয়ের হয়তো পারভারসন ছিল, ছিল গ্রিড ওব উওম্যান ফ্লেশ, কিন্তু ও যেভাবে মানুষ হয়েছিল, বড় হয়েছিল, যে সব সোসাইটিতে আর দেশ-বিদেশে ওর যাতায়াত ছিল, ওর বিয়ে হওয়া উচিত ছিল, কোনও এনলাইটেণ্ড মেয়ের সঙ্গে। যে ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত। কিন্তু বাবার মাথায় ছিল, দুর্গা প্রতিমার মতো পুত্রবধূর কনসেপশন। আমার ভাইয়ের ক্ষমতা ছিল না, বাবার মতের বিরুদ্ধে যায়। এ হচ্ছে তারই পরিণতি। বউমা খুবই ভাল, কিন্তু আমার ভাইয়ের দিকটাও বিবেচনা করা দরকার।'

'আমি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা।' অশোক মিঃ মিত্রর দিকে তাকাল, তারপরে আবার রায়চৌধুরির দিকে, 'আমি ধরেই নিচ্ছি, আপনার বিয়ের বেলায়ও, আপনার বাবার একই কনসেপশন ছিল?'

রায়চৌধুরি হাসলেন, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি আমার ছোট ভাইয়ের থেকে কিছুটা রক্ষণশীলভাবে মানুষ হয়েছিলাম। তবে, স্বীকার করা দরকার, আমিও ক্লাবে-ট্লাবে গিয়ে থাকি, আমার বন্ধু-বান্ধবী আছে, কিন্তু তার মানে এই না যে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে

আমার কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।'

'মিঃ রায়চৌধুরি বোধহয় আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।' মিঃ মিত্র কুণ্ঠিত হাসলেন।

রায়চৌধুরি বললেন, 'না, ঠিক তা নয়। তবে, প্রদীপ চরিত্রহীন ছিল কিংবা লম্পট ছিল, আমার মনে হয়, আপাতত এসব কথা অবান্তর।'

'কথাটা ঠিক।' অশোক তাকাল মিঃ মিত্রর দিকে, তারপরে রায়চৌধুরির দিকে, 'কিন্তু প্রদীপবাবুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করা দরকার। তাতে সুবিধে এই, আমরা তাঁর হত্যার বিষয়ে, কিছু চিন্তাভাবনা করতে পারি। চরিত্র বিচারের উদ্দেশ্য, প্রদীপবাবুকে ছোট করা নয়। ধরা যাক, আমরা কি এমন সম্ভাবনার কথা উড়িতে দিতে পারি, এই হত্যার মূলে রয়েছেন হয়তো কোনও মহিলা?'

অশোকের সঙ্গে মিঃ মিত্রও রায়চৌধুরির মুখের দিকে তাকালেন। রায়চৌধুরির মুখে কয়েকটি রেখা এঁকেবেঁকে উঠল, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে, আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন, 'না, একেবারে তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে এইটুকু বলতে পারি, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে প্রদীপের কোনও রকম লুকোছাপা ছিল না, আর সোকল্ড চরিত্রবতী মেয়েদের নিয়েও ওর বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না।'

'মিঃ রায়চৌধুরি, মেয়েরা মেয়েই, তাদের চরিত্র নিয়ে কথা তুলে লাভ নেই।' অশোক সিগারেটে শেষ টান দিয়ে, ছাইদানিতে গুঁজে দিল, 'খুব সাধারণ মেয়েই, কখন যে কার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, হিংসা জাগিয়ে তোলে, কিছুই বলা যায় না। যায় কি?'

রায়চৌধুরি হাসলেন, 'কথাটা খুব সত্যি, কিন্তু আপনার মুখে অকালপক্কের মতো লাগছে। আপনি এ বয়সে এত সব জানলেন কী করে?'

মিঃ মিত্রও হেসে উঠলেন, 'যা বলেছেন মিঃ রায়চৌধুরি। অশোকবাবুকে বয়সের তুলনায়ও অনেক ছোট দেখায়।'

'আর মেয়েদের চরিত্রবতী বা চরিত্রহীনার মতোই, ছেলেদের বয়সের তুলনায় কেমন দেখায়, এটা দিয়ে কোনও বিচার করা যায় না।' অশোক হাসল।

মিঃ মিত্র ও রায়চৌধুরি হেসে উঠলেন। মিঃ মিত্র বললেন, 'ওয়েল সেড, ওয়েল সেড অশোকবাবু।'

'আমি আপনাদের বাড়িতে একবার যাব।' অশোক রায়চৌধুরির দিকে তাকাল, 'বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে কথা বলা যাবে তো?'

রায়চৌধুরি বললেন, 'নিশ্চয়ই। আপনি আমাদের পরিবারকে এতটা রক্ষণশীল ভাববেন না যে, মেয়েরা বাইরের পুরুষদের সঙ্গে কথা বলেন না। তারা আমাদের সঙ্গে ক্লাবে পার্টিতে যাওয়া আসা করে না বটে, নিজেদের ইচ্ছা মতো সিনেমা থিয়েটারে

জলসায় বা মার্কেটিং-এ রেগুলার যায়। তবে আপনার যাবার দিনটা জানলে সুবিধে হয়, ছোট বউমাকে বাড়ি থাকতে বলব।'

'কেন, তিনি কি খুব বেশি বাইরে বাইরে ঘোরেন নাকি?' অশোকের ভুরু কুঁচকে উঠল।

রায়চৌধুরি বললেন, 'না না, তা নয়। প্রদীপ মারা যাবার পরে, বউমা বেশিরভাগ সময় তার বাপের বাড়িতেই কাটায়। স্বাভাবিক, সেখানে সে তার মায়ের কাছে থাকছে। এ সময়ে সেটা বোধহয় দরকার। আমরা কোনও আপত্তি করি না।'

'বাপের বাড়ি কলকাতার মধ্যেই তো?' অশোক জিজ্ঞেস করল।

রায়চৌধুরি বললেন, 'হ্যাঁ, শ্যামবাজারে।'

'আপনারা কতদূর এগিয়েছেন?' অশোক মিঃ মিত্রর দিকে তাকাল।

মিঃ মিত্র বললেন, 'জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া আমরা দুজনকে আপাতত অ্যারেস্ট করেছি।'

'অ্যারেস্ট! কাদের?' অশোক উৎসুক হল।

মিঃ মিত্র বললেন, 'যে ক্লাবে ড্রিঙ্ক করে প্রদীপবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, সেই ক্লাবের বারম্যান, আর প্রদীপবাবুদের টেবিলে যে ব্যায়রা ড্রিঙ্ক সার্ভ করেছিল তাকে।'

অশোক একমুহূর্ত ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'প্রদীপবাবুদের ড্রিঙ্ক টেবিলের গেলাস বা সোডার বোতল কিছু পেয়েছেন?'

'না!' মিঃ মিত্র বললেন, 'সেটা সম্ভব ছিল না। মাঝ রাত্রের পর পুলিশকে জানানো হয়, প্রদীপবাবুকে তখন হসপিটালাইজড করা হয়েছে। ক্লাব তখন বন্ধ হবার মুখে। তবু লোকাল থানার অফিসার ছুটে গিয়েছিলেন, কিন্তু গেলাস তখন ধোয়া মোছা হয়ে গেছে। গেলাস বা খালি সোডার বোতল দেখে চেনবার কোনও প্রশ্নই ছিল না। এমনকী টেবিলও মোছা হয়ে গেছল।'

'সে তো যাবেই। ওটা তো ক্লাবের শিডিউল ওয়ার্ক।'

অশোক বলল, 'আর প্রদীপবাবুর সেই তিন বন্ধু? তাঁদের কী খবর?'

মিঃ মিত্র বললেন, 'বারম্যান আর ব্যায়ারার পরেই, প্রদীপবাবুর তিন বন্ধুর প্রতিই আমাদের সন্দেহ সব থেকে বেশি। তবে আমরা তাঁদের কারোকে অ্যারেস্ট করিনি। তাঁদের কলকাতা ত্যাগ করতে বারণ করা হয়েছে, গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। সমাজে এঁরা তিনজনেই যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। এঁদের হঠাৎ অ্যারেস্ট করা হলে, হইচই গড়িয়ে পড়ত অনেক দূর।'

'অবিশ্যি সেরকম প্রমাণ না পেলে, অ্যারেস্ট করার কোনও যুক্তি নেই।' অশোক রায়চৌধুরির দিকে তাকাল।

রায়চৌধুরি বললেন, 'প্রদীপ ওর এই তিন বন্ধুর সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যায় আড্ডায় বসত। তিনজনেই ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তিনজনেই সেলফ মেড ম্যান, ছোট অবস্থা

থেকে বড় হয়েছে।

'ওঁদের বিষয় আমার মোটামুটি শোনা আছে। অশোক বলল, 'আমি পরে ওঁদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলব—মানে, বলতেই হবে। বাকি যে একদল বন্ধু ভিড় করেছিল, তাদের কী খবর? তাদের সকলের পরিচয় জানা গেছে কি?'

মিঃ মিত্র মাথা নাড়লেন, 'না। সেই দলে যে কতজন ছিল, তারও সঠিক কোনও হদিস করা যায়নি। চারজনকে জানা গেছে। প্রদীপবাবুর তিন বন্ধু, পরের দলের চারজন, কেউই ঠিক বলতে পারেননি, তাঁরা কতজন ছিলেন। দলটি বিকাল থেকেই ক্লাবে ড্রিঙ্ক করছিল। রাত্রি নটার মধ্যে তাঁদের টেবিলে অনেক বন্ধু যাতায়াত করেছে। যার যত খুশি ড্রিঙ্ক করেছে। তার কারণ, দলের একজন আগের সপ্তাহে রেসে জ্যাকপট পেয়েছিলেন, ক্লাবে তারই সেলিব্রেট চলছিল। সেই ভদ্রলোকের কাছে আমরা বিলও পেয়েছি, ক্লাবের ডুপ্লিকেট বিল বইয়ের সঙ্গে মিলিয়েও নিয়েছি। খাবারে আর মদে, টোটাল বিল উঠেছিল ছ শো সাত টাকা। কতটা মদের শ্রাদ্ধ হয়েছিল, বুঝতেই পারছেন। এই দলটি বেরিয়ে যাবার সময়ে, প্রদীপবাবুদের টেবিলে ভিড় করেছিল, আর জ্যাকপট উইনার ভদ্রলোক আবার সেখানে এক রাউণ্ড হুইস্কি অর্ডার করেছিলেন। ব্যায়রাদের অর্ডার করা হয়েছিল, আরও চেয়ার সেখানে দেবার জন্য। সেই রাত্রে, সে সময়ে যাঁরা ক্লাবে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমার বিশেষ পরিচিত কয়েকজন ডাক্তার আর গণ্যমান্য ভদ্রলোক কোনও কোনও টেবিলে ছিলেন। আমি তাঁদের সঙ্গেও কথা বলেছি। তাঁদের বক্তব্য, জ্যাকপট উইনারের দলটির সঙ্গে, মিনিমাম আট ন'জন ছিলেন। ব্যায়রা স্টুয়ার্ড হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিল সেই টেবিলটাকে সামলাতে।'

'সেটা খুব স্বাভাবিক।' অশোক কিছুটা অধৈর্যভাবে বলে উঠল, 'ভিড়, চেয়ার টানাটানি, হিমশিম খেয়ে যাওয়া এটা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। আমার কানে লেগে আছে, আপনার একটি কথা, জ্যাকপট উইনার ভদ্রলোক আবার সেখানে এক রাউণ্ড হুইস্কি অর্ডার করেছিলেন। আপনারা ভদ্রলোকের বিল পেয়েছিলেন, ক্লাবের ডুপলিকেট বিলের সঙ্গে মিলিয়েও নিয়েছিলেন। এখন বলুন, প্রদীপবাবুদের টেবিলে, জ্যাকপট উইনার তাঁর রাউণ্ডে কত পেগ হুইস্কি অর্ডার করেছিলেন?'

মিঃ মিত্র হাত তুলে তর্জনী নেড়ে বললেন, 'আপনি ঠিক জায়গায় পয়েন্ট করেছেন, আর গোলমালটাও এখানেই।'

'গোলমাল?' অশোকের ভুরু কুঁচকে উঠল।

মিঃ মিত্রর তর্জনী নেমে এল তাঁর টেবিলের মোটা কাচের ওপর, 'হ্যাঁ, কারণ জ্যাকপট উইনার অর্ডার দিয়েও সেই বিল তিনি পেমেন্ট করেননি—করেননি মানে, ইচ্ছা করে করেননি, তা নয়। পেমেন্টের সুযোগ ঘটে ওঠেনি। এক রাউণ্ডের পরে

তিনি আর এক রাউণ্ড অর্ডার করেছিলেন, আর দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিলে আসার পরেই প্রদীপবাবু গেলাসে শেষবার চুমুক দেন এবং অসুস্থ বোধ করে উঠে দাঁড়ান। তিনি বিদায় নিতে চাইলেও বন্ধুরা তাঁকে ছাড়তে চাননি, কারণ তখনও সকলেরই ধারণা, তাঁর অসুস্থতা সাময়িক। প্রদীপবাবু প্রচুর ড্রিঙ্ক করতে পারেন, এরকম একটা সুনাম বলুন, আর দুর্নাম বলুন, চেনা মহলে সকলেরই জানা ছিল। তবু তিনি নাকি বলেন, 'আমার পেট আর বুকের মধ্যে জ্বলে যাচ্ছে, আমি এখুনি বাড়ি যাব।' বলে বুক আর গলা চেপে তিনি বেরিয়ে যান। তাঁর তিন বন্ধুর একজন, রজত ধাড়া তাঁর সঙ্গে গাড়ির পার্কিং অবধি যান। রজতবাবুর সামনেই, প্রদীপবাবু নিজে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যান। এদিকে ভিতরে টেবিল ঘিরে তখন প্রদীপবাবুর অসুস্থতা নিয়ে সকলেই নানারকম কথা বলছিল, দু-একজন নাকি অবিশ্বাস করে হাসি ঠাট্টাও করছিল, এই ভেবে, প্রদীপবাবুর নিশ্চয়ই কোনও গার্ল ফ্রেন্ডের কাছে যাবার অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছল। শরীর খারাপ একটা অছিলা। কিন্তু জ্যাকপট উইনার মিঃ রুকনুদ্দিন—ইনি নামকরা ট্রোজান গ্যারেজের মালিক, বলেছিলেন প্রদীপ তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। একটা মেয়ের জন্য তিনি কখনও তাঁকে ছেড়ে যেতে পারেন না, কারণ তিনি আর প্রদীপবাবু একসঙ্গে অনেক মেয়ের সঙ্গে মিট করেছেন। মিঃ রুকনুদ্দিনের মন খারাপ হয়ে যায়, তিনি আসর ছেড়ে উঠে পড়েন। এসব কথাই পুলিশের জেরায় বেরিয়ে এসেছে। মিঃ রুকনুদ্দিন বিল পেমেন্ট না করেই সদলবলে বেরিয়ে যান। ব্যায়রা তাঁকে সেই মুহূর্তে বিল ধরিয়ে দিতে সাহস পায়নি, অবিশ্যি সেটা কোনও বড় কথা নয়। মিঃ রুকনুদ্দিন অনেক সময়েই নাকি পেন্ডিং বিল পরেও পেমেন্ট করেন। তথাপি ব্যায়রা রজতবাবুদের সেই বিল পেশ করেছিল, যদি তাঁরা পেমেন্ট করে দেন। সই সাবুদ ছাড়া, এ ধরনের বিল ব্যায়রারা নিজেদের দায়িত্বে রাখতে চায় না। রজতবাবুরা অবিশ্যি—।'

'এটা হল স্টোরি অব পেমেন্ট।' অশোক মনে মনে অধৈর্য আর অস্বস্তি বোধ করলেও, হাসল, 'আমি জানতে চাইছিলাম, মিঃ রুকনুদ্দিনের অর্ডারে কত পেগ হুইস্কি সার্ভ কবা হয়েছিল।'

মিঃ মিত্র বিব্রত আক্ষেপে বললেন, 'সরি, আমিই পয়েন্ট থেকে ডিভিয়েট করেছি। তেরো পেগ। দু বারে, ছাব্বিশ পেগ। ইট মিনস টোটাল তেরো জন টেবিলে বসে এবং দাঁড়িয়ে ছিলেন। মিঃ রুকনুদ্দিন অবিশ্যি বলেছেন, তিনি মাথা গুনে ড্রিঙ্কস অর্ডার করেননি। ব্যায়রাই লোক গুনে ড্রিঙ্কস নিয়ে এসেছিল।'

তার মানে আনলাকি থার্টিনের একটা হিসাব পাওয়া গেল।' অশোক আবার একটা সিগারেট ধরাল, 'ব্যায়রা কি পুলিশের জেরায় তাই বলেছে?'

মিঃ মিত্র মাথা ঝাঁকালেন, 'হ্যাঁ। সে বলেছে রুকনুদ্দিন সাহেব অর্ডার করেছেন

সবাইকে পেগ দিতে। ব্যায়রা লোক গুনে বারম্যানের কাছে পেগ চেয়ে নিয়েছে।'

'এই তেরোজনের মধ্যে আটজনের পরিচয় পাওয়া গেছে, ইনক্লুডিং প্রদীপবাবু।' অশোক সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল, 'প্রদীপবাবু আর তাঁর তিন বন্ধু। মিঃ রুকনুদ্দিন এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের আরও তিনজন, তাই তো?'

মিঃ মিত্র ঘাড় ঝাঁকালেন, 'ঠিক তাই। তবে মিঃ রকনুদ্দিন আলি আহমেদের মন খারাপ হলেও, দলবলসহ সেই রাত্রে তিনি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটি ব্রথেলে গেছলেন। এটা শুধু পুলিশের খবর না, তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন। সে বাড়িটা একরকমের খালি কুঠি, বেশ্যালয়—নতুন নতুন মেয়ের আনাগোনা সেখানে রোজই হয়।'

'তা হোক গিয়ে।' অশোক সিগারেটের ছাই ঝাড়ল, 'হিসাবের পাঁচটি লোককে নিয়ে এখন আমাদের মাথা ব্যথা, তাই না?'

রায়চৌধুরি বলে উঠলেন, 'আমি ঠিক এ কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম।'

মিঃ মিত্র সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন, 'ঠিক ঠিক! আমি অশোকবাবুকে লোকগুলোর চরিত্র সম্পর্কে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করছি।'

'যদিও খুব আশ্চর্যের ব্যাপার, বাকি পাঁচজনের নাম পরিচয় কেউ বলতে পারছেন না।' অশোক চিন্তিত হয়ে উঠল।

রায়চৌধুরি বললেন, 'প্রদীপও বলতে পারেনি। রুকনুদ্দিনের সঙ্গে যারা ছিল, তাদের মাত্র দুজনকে ও চিনতে পেরেছিল, নামও বলে গেছে, নিশীথ কর্মকার আর রেসের বুকি টমাস।'

মিঃ মিত্র বললেন, 'এদের সকলকেই পুলিশ জেরা করেছে। রুকনুদ্দিন নিজে তাঁর তিন সঙ্গীর নাম বলেছেন, কারণ, সেই তিনজন তাঁর সঙ্গে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে গেছল। বাকিরা যে কারা ছিল, তা তিনিও মনে করতে পারছেন না।'

'ড্রিঙ্ক করে এতটা ব্ল্যাকআউট, একটু বেশি বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে।' অশোক সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল মুখ উঁচু করে, 'ব্যায়রা আর বারম্যানকে যে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে, এ কথাটা খবরের কাগজে জানানো হয়নি। কিন্তু এ লোক দুটোর কী মোটিভ থাকতে পারে? প্রদীপবাবুকে মেরে তাদের লাভ?'

মিঃ মিত্র টেবিলের কাচে আঙুল ঘষলেন, 'মোটিভ পরোক্ষে একটিই থাকা সম্ভব। খুনির এজেন্ট হিসাবে, তারা প্রদীপবাবুর মদে বিষ মিশিয়ে দিতে পারে। পুলিশ এই অনুমানেই এই দুজকে অ্যারেস্ট করেছে, ইন্টারোগেশান চালিয়ে যাচ্ছে।'

'রেজাল্ট?' অশোক ঘাড় কাত করে তাকাল।

মিঃ মিত্র বললেন, 'জিরো। এখনও পর্যন্ত দুজনে একই কথা বলে যাচ্ছে, তারা বিষ দেয়নি, এ ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও তারা জানে না, তারা কিছু অনুমান করতেও পারে না।'

'এরা দুজনেই নামকরা ক্লাবটির পুরনো কর্মচারী।' রায়চৌধুরি বললেন, 'ক্লাব সেক্রেটারি আর কমিটি মেম্বাররা সকলেই এক বাক্যে বলেছেন, ওই দুজন কর্মচারীই বিশ্বস্ত। স্বয়ং প্রদীপও নাকি এই দুজনকে খুব পছন্দ করত। বারম্যান লোকটিকে প্রদীপ বিশেষ অকেশনে প্রেজেন্টেশন দিয়েছে, ব্যায়রাকে প্রচুর টাকা টিপস দিত।'

'এদের বিষয়ে আমার আর একটি জিজ্ঞাসা।' অশোক মিঃ মিত্রর দিকে তাকাল, 'তেরো জনের সম্পর্কে এদের কী বক্তব্য? এরা কি সবাইকে চিনত না?'

মিঃ মিত্র বললেন, 'পুলিশ সে কথা ওদের জিজ্ঞেস করেছে। ওদের বক্তব্য, সেদিন মিঃ রুকনুদ্দিনের টেবিলে অনেকে এসেছে গেছে। কিছু লোক ছিল, যাদের তারা ক্লাবে কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না। টমাস বা নিশীথ কর্মকার বা শহীদুল হক, রুকনুদ্দিনের এই তিন সঙ্গীকে এরাও চেনে। টমাস ক্লাবের মেম্বার নয়, কিন্তু রুকনুদ্দিনের সঙ্গে প্রায়ই আসে। নিশীথ কর্মকার, শহীদুল হক, দুজনেই ক্লাবের মেম্বার।'

'বাকিরা কার গেস্ট ছিল?' অশোক এখনও ঘাড় কাত করে তাকিয়ে আছে।

মিঃ মিত্র বললেন, 'রুকনুদ্দিনেরই। গেস্ট চার্জ তিনিই দিয়েছেন। মুশকিল হল, গেস্টদের নাম লেখার কোনও নিয়ম এ ক্লাবে নেই। প্রদীপবাবুর মৃত্যুর পর থেকেই, ক্লাব কর্তৃপক্ষ সেটা চালু করেছেন। প্রত্যেক গেস্টের নাম ধাম পরিচয় এবং মেম্বারের সিগনেচার।'

'তাতে আর এখন আমাদের কিছু যায় আসে না।' অশোক হাসল, কবজির ঘড়ি দেখল, 'আপনাদের অনেক সময় নিয়ে নিলাম।'

মিঃ মিত্র আর রায়চৌধুরি ব্যস্তভাবে দুজনেই বললেন, 'কিছু মাত্র না।'

'আমি পুলিশের সম্পর্কে আর একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।' অশোক মিঃ মিত্রর দিকে তাকাল, 'যদিও আমি এখনও ইনভেস্টিগেটর অফিসারদের সঙ্গে কোনও কথাই বলিনি। এই ঘটনায় পুলিশের ইমপ্রেশনটা কী?'

মিঃ মিত্র এক হাতে মাথার চুল টানলেন, আর এক হাতে টেবিলে টোকা মারলেন, লোকাল থানার অফিসার লোকেশ তালুকদারকে আমি অন্য ঘরে বসিয়ে রেখেছি। আপনি ইচ্ছে করলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেন, বোধহয় বলা উচিত। অল্পবয়সি বুদ্ধিমান ছেলে। ওর ইমপ্রেশন যদি শুনতে চান, ডেকে পাঠাতে পারি।'

'মিঃ তালুকদারের সঙ্গে আমি পরে কথা বলব।' অশোক রায়চৌধুরির দিকে তাকাল, 'আপনি আমাকে একটা কথা বলুন, প্রদীপবাবু কি কোনও উইল করেছিলেন?'

রায়চৌধুরি মাথা নাড়লেন, 'সেরকম কিছু না। তবে পৈতৃক ব্যবসা ও সম্পত্তির সে অর্ধেক মালিক, বাকি অর্ধেক আমার। এটা বাবার উইলেই আছে। কোম্পানি অ্যাক্ট অনুসারে, আমাদের যা কিছু ভাগাভাগি, শেয়ারের সবই আমাদের স্ত্রীদের আর

আমাদের দু ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করা আছে। কিছু আছে আমার ছেলে এবং মেয়ের নামে। আমার মেয়ে শুধুই শেয়ার হোল্ডার, ডিভিডেন্ড পায়। গত মাসেই ওর বিয়ে হয়েছে। ও পার্টনার নয়। আমার স্ত্রী একজন ডিরেকটর।'

'আর আপনার বউমা?' অশোকের চোখ রায়চৌধুরির চোখের ওপরে।

রায়চৌধুরি কিছুটা বিব্রতভাবে বললেন, 'বউমারও একজন ডিরেকটর হবার কথা, কিন্তু প্রদীপ তা চায়নি।'

'বউমা কখনও চেয়েছিলেন?' অশোকের দৃষ্টি অপলক।

রায়চৌধুরি মাথা নাড়লেন, 'আমি কখনও শুনিনি, কেউ কখনও বলেওনি। বউমা এ সব বিষয়ে রীতিমতো ক্যালাস—আই মিন, নিস্পৃহ। তবে আমি ভাবছি, এবার বউমাকে ডিরেকটর করতেই হবে।'

'প্রদীপবাবুর ইনসিওর নিশ্চয় কিছু আছে?' অশোকের চোখ রায়চৌধুরির চোখের ওপর।

রায়চৌধুরি ঘাড় ঝাঁকালেন, 'দু লাখ। নমিনি বউমা।'

'যাক, তা হলে অন্তত একটা ক্ষেত্রে তিনি স্ত্রীর ওপর সুবিচার করে গেছেন।' অশোক হাসল, 'আচ্ছা মিঃ রায়চৌধুরি, আপনার ধারণায় প্রদীপবাবুর মৃত্যুতে কে সব থেকে বেশি লাভবান হচ্ছেন?'

রায়চৌধুরি কিছুটা স্তম্ভিত বিস্ময়ে বললেন, 'মানে?'

'মানে প্রদীপবাবুর অর্ধেক মালিকানা স্বত্বের মালিক এখন কে হবেন?'

'ওবভিয়াসলি বউমা।'

'কিন্তু সেই নিঃসন্তান মহিলাটি তো এ সব কিছুই বোঝেন না। তাঁকে ফাঁকি দেওয়া তো মোটেই কঠিন নয়?' অশোক হাসল।

রায়চৌধুরির গাল এবং কোল-বসা চোখ আরক্ত হয়ে উঠল, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আমি বউমাকে ফাঁকি দেব?'

'রাগ করবেন না।' অশোক বলল, 'আপনাকে কোনওরকম অপমান করার ইচ্ছেই আমার নেই। তা ছাড়া, আপনিই আমাকে ইনভেস্টিগেশনের জন্য চেয়েছেন। এগুলো হল সাধারণ এনকোয়ারিজ। আপনি ছাড়াও আপনার বউমাকে কেউ ফাঁকি দেবার মতলব করতে পারে, বিশেষ করে তিনি যখন একটি রূপসী পুতুল মাত্র। এ বিষয়ে আপনাদেরও সাবধান থাকা উচিত।'

রায়চৌধুরির চোখমুখের রক্তের ছটা সহজে কাটল না, বললেন, 'আমি জানি না, কে বউমাকে ফাঁকি দিতে পারে, সে বিষয়ে আমি সব সময় লক্ষ রাখব। তবে আপনাকে এটুকু বলতে পারি, প্রদীপকে হারানো মানে, আমাদের ফ্যামিলি এবং ব্যবসার দুইয়েরই গ্রেট লস। আমার ছেলে এখনও অনেক ছোট। এখনও আমার চোখের সামনে এমন

কেউ নেই, যাকে দিয়ে প্রদীপের রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে। আমার ভাই মাতাল লম্পট যাই হোক, আর সি আই এম-এর পরিচালনা ওকে ছাড়া কীভাবে চলবে, বুঝতে পারছি না। অ্যাকাউন্টস থেকে শুরু করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ফরেন কোলাবরেশনের লেনদেন, সবই ওর নখদর্পণে ছিল। সত্যি বলতে, পাবলিসিটি অ্যাণ্ড সেল—মানে, যাকে বলে দোকানদারি, তা ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না। একটা এত বড় ইণ্ডাস্ট্রি চালানো আর দোকানদারিতে অনেক তফাত, নিশ্চয়ই বোঝেন। আমি জানি না, কে আমার এত বড় সর্বনাশ করেছে। আমার যা কিছু বিলাস আর নিশ্চিন্তি, সবই ছিল প্রদীপ। আমি এতই দিশেহারা হয়ে পড়েছি, বুঝতে পারছি না, আর সি আই এম আর কতদিন চালানো যাবে। কী তার ভবিষ্যৎ। এখন আমার ডান হাত নেই। মনে হচ্ছে, বাঁ হাতও নেই।' রায়চৌধুরির আরক্ত অসহায় চোখের কোণ দুটি চিকচিক করছে।

'আপনার কাছে থেকে এ সব শোনা আমার দরকার ছিল।' অশোক একবার মিঃ মিত্রকে দেখল, আপনি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি তা পালন করবার চেষ্টা করব। এবার আমার কয়েকটি অনুরোধ। এক: আপনি আগামীকালই, কোম্পানির নাম দিয়ে একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার চেয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিন। দুই: সাতদিন বাদে আপনি আমাকে সেই পদে বহাল করুন। তিন: এ বিষয়ে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানবে না। ঠিক আছে?'

রায়চৌধুরি আর মিঃ মিত্র অবাক দৃষ্টি বিনিময় করলেন, এবং অবাক চোখেই দুজনে অশোকের দিকে তাকালেন। অশোক হাসল, 'তখন আমার নাম অশোক ঠাকুর থাকবে না। যদিও আমার বিশ্বাস, আমি তেমন একটা পরিচিত লোক হয়ে উঠিনি, তথাপি নাম পরিচয়টা আপনাদের অফিসে গোপনই থাকবে। ধরুন আমার নাম হবে ইন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। নামটা আপনি এখনই নোট করে নিতে পারেন। আশা করি, মাসখানেকের বেশি আমাকে এই পদে আপনাকে রাখতে হবে না, তার মধ্যেই আমার কাজ আমি করে নিতে পারব। আর চাকরিটা হবে অবৈতনিক, কিন্তু সেটা লিখিত পড়িত নয়, বরং আপনি সবাইকে জানিয়ে আমাকে মোটা মাইনেতেই বহাল করবেন। আমাকে প্রদীপবাবুর কাগজপত্র ফাইল দেখবার সুযোগ দেবেন। আপনাদের কারখানা কোথায়?'

রায়চৌধুরির স্বরে বিস্ময়ের ঘোর, 'উল্টোডাঙা।'

'আমাকে সেখানে যাবার সুযোগ দেবেন?' অশোক হেসে মিঃ মিত্রর দিকে তাকাল।

মিঃ মিত্রর চোখ মুখ কুঁচকে উঠেছিল। অশোকের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হেসে উঠলেন, 'এই জন্যই আপনি প্রথম থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখতে চাইছিলেন?'

'হ্যাঁ। আর সি আই এম-এ যাবার আগে, দিন সাতেক আমি লোকেশ তালুকদারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করব।'

অশোক হাসল, 'আমি আমার কাজকে কয়েক ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। আর সি আই এম, প্রদীপবাবুর বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, আর ক্লাব। হ্যাঁ, মিঃ মিত্র, আপনি আপনার সেই ডাক্তার বন্ধুদের কারোর সঙ্গে আমার একটু যোগাযোগ করিয়ে দেবেন, যাঁরা সেই রাত্রে ক্লাবে ছিলেন। আমি কার গেস্ট হয়ে ক্লাবে যেতে পারি?'

রায়চৌধুরি বলে উঠলেন, 'আমার গেস্ট হয়ে যাবেন, আমিও ক্লাবের মেম্বার, যদিও তেমন যাওয়া আসা নেই।'

'না, আপনার সঙ্গে যাবার কোনও উপায়ই নেই।' অশোক বলল, 'আপনি কি আমার আর সি আই এম-এ জয়েন করার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন?'

রায়চৌধুরি হাসলেন, 'প্রথমটায় পারিনি, খুবই অবাক হয়েছিলাম। এখন একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি আগামীকালই ইংরেজি দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেব।' বলেই তিনি পকেট থেকে একটি ছোট নোটবই বের করে কলম দিয়ে লিখতে লিখতে অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, 'ইন্দ্র ভট্টাচার্য।' অশোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু অশোকবাবু, আমাদের একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আছেন, এমনকী তাঁর একজন অ্যাসিস্ট্যান্টও বহাল আছে। তবে প্রদীপ কিছুকাল ধরে একজন নতুন ডেভেলপমেন্ট অফিসারের কথা ভাবছিল। পুরনো অফিসারকে ওর পছন্দ ছিল না, অথচ বিদায় করতেও পারছিল না। তার ওপরে একজন এক্সপার্টকে বসাতে চেয়েছিল।'

'তা হলে তো রাস্তা পরিষ্কারই আছে।' অশোক আবার সিগারেট ধরাল, 'ওই পোস্টেই দিয়ে দিন। মাসখানেকের বেশি বোধহয় লাগবে না। আপনার স্ত্রী কি অফিসে বসেন?'

রায়চৌধুরি মাথা নাড়লেন, 'না। ও বাড়িতে বসেই দরকার মতো কাগজপত্র সই করে।'

'তা হলে সাতদিনের মধ্যেই আমি আপনাদের বাড়ি একদিন যাচ্ছি।' অশোক বলল, 'আমার অনুরোধ, আমাকেই যে অফিসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছেন, এ কথা আপনার স্ত্রীকে বা বউমাকে বলবেন না। আপনার বাড়িতে আমি অশোক ঠাকুর হিসাবেই যাব। পরশু সন্ধ্যেবেলাতেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকল।' অশোক মিঃ মিত্রর দিকে তাকাল, 'কলকাতায় আমার থাকবার আস্তানাটা আপনি ঠিক করে দেবেন।'

মিঃ মিত্র হাসলেন, 'নিশ্চয়ই দেব। আপনাকে আমি একটা ছোট অ্যাপার্টমেন্ট দেব, কাজ করার জন্য। সর্বক্ষণের একটি লোক দেব, কোনও অসুবিধা হবে না। খরচটা মিঃ রায়চৌধুরিকে—'

'ছি ছি, এটা আবার বলবার দরকার করে নাকি?' রায়চৌধুরি হাসলেন।

অশোক বলল, 'এবার মিঃ রায়চৌধুরিকে ছেড়ে দেওয়া যাক। লোকেশ তালুকদারের সঙ্গে কথা শেষ করে নিই।'

রায়চৌধুরি নিজে থেকেই তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ম্লান হাসলেন, 'তার মানে আমাকে এবার যেতে বলছেন।'

'সেরকম ভাবে ঠিক কিছু বলছি না।' অশোক হেসে নিয়ে মিত্রকে একবার দেখল, 'লোকেশ তালুকদার না হয় না-ই দেখলেন, আপনার সঙ্গে আমি এতক্ষণ কথা বলছিলাম।'

মিঃ মিত্র ব্যস্তভাবে, 'কিন্তু মিঃ রায়চৌধুরি, অশোকবাবু কলকাতার বাইরে থেকে এসেছেন। ওঁর কলকাতায় কোনও গাড়ি নেই। কোনও ব্যবস্থা—।'

'আমি একটা গাড়ি আর ড্রাইভার আজই ওঁর জন্য এখানে পাঠিয়ে দিতে পারি।' রায়চৌধুরি ব্যগ্র স্বরে বললেন।

'অসম্ভব!' অশোক সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল, 'আপনাদের কারোরই গাড়ি ড্রাইভার আমি ব্যবহার করব না। গাড়ি আমি চালাতে জানি, আমার লাইসেন্সও আছে, কিন্তু সেরকম কোনও ব্যবস্থায় আমি যাব না। দরকার মতো বাসে ট্রামে ট্যাক্সিতেই এই সাতদিন আমি ঘুরব। অবিশ্যি আমি যখন আর সি আই এম-এর ডেভলপমেন্ট অফিসার হব, তখন তো একটা গাড়ি পাবই, তাই না?'

রায়চৌধুরি দু হাত ঘুরিয়ে বললেন, 'আউট অব কোয়েশ্চেন! নিশ্চয় গাড়ি পাবেন, ওটা তো কোম্পানির ইজ্জতের ব্যাপার।'

মিঃ মিত্র বললেন, 'তা হলে আপাতত এই সাতদিনের ঘোরাফেরার জন্য অশোকবাবুকে কিছু টাকা পয়সা দিন—।'

'কোনও দরকার নেই।' অশোক সিগারেটসহ হাত তুলল, 'সেরকম দরকার হলে, আমি চেয়ে নেব।'

রায়চৌধুরি তথাপি কুণ্ঠিত চোখে মিঃ মিত্রর দিকে তাকালেন। অশোক বলল, 'আপনি এখন আসুন মিঃ রায়চৌধুরি। পরশু সন্ধ্যে ছটায় আপনার বাড়ি যাচ্ছি।'

রায়চৌধুরি কুণ্ঠিতভাবেই, অগত্যা বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মিঃ মিত্র অবাক চোখে অশোকের দিকে তাকালেন, 'লোকেশ তালুকদারের সামনে আপনি রায়চৌধুরিকে থাকতে দিলেন না কেন বলুন তো? তালুকদার তো জানেই, আমরা তিনজন এখানে কথা বলছি, দরকার হলেই তাকে ডেকে পাঠানো হবে।'

'তালুকদার জানুক।' অশোক মিটমিট করে হাসল, 'মিঃ রায়চৌধুরিকে একটু অস্বস্তিতে রাখা গেল, এই আর কী।'

মিঃ মিত্র গলা খুলে হেসে উঠলেন, 'আপনাদের ব্যাপারস্যাপার সব আলাদা। তা হলে তালুকদারকে ডাকা যাক?'

'নিশ্চয়ই।'

মিঃ মিত্র তাঁর পায়ের নীচে রাখা কলিং বেলে জুতো চাপলেন। দরজা খুলে গেল

তৎক্ষণাৎ। সেই সাদা পোশাকের লোকটির মুখ দেখা গেল। মিঃ মিত্র বললেন, 'তালুকদারকে ডেকে দাও।'

'এই দিলীপ রায়চৌধুরি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?' অশোক জিজ্ঞেস করল।

মিঃ মিত্র বললেন, 'এমনিতে তো কিছু বোঝবার উপায় নেই। দেখে মনে হয়, ভাইয়ের মৃত্যুতে খুবই আঘাত পেয়েছে। তবে যদি চরিত্র সম্পর্কে বললেন, দু ভাই উনিশ আর বিশ। প্রদীপের ব্যাপার ছিল খোলামেলা, কিছুটা ডেসপারেট। ইনি একটু আড়াল করে, সামলে সুমলে চলেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে, এমন কারোকেই আমরা সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখি না। দিলীপ রায়চৌধুরিকেও রাখিনি। কিন্তু এঁদের মালিকানার দলিলপত্র যা দেখেছি, তা ক্লিন, কোথাও কোনও খিচ নেই।'

মিঃ মিত্রর কথা শেষ হতে না হতেই, দরজায় টোকা পড়ল। মিঃ মিত্র আওয়াজ দিলেন, 'ইয়েস!'

দরজা খুলে গেল। বেঙ্গল পুলিশ অফিসারের পোশাক পরা একজন প্রায় তরুণ, রোগা লম্বা ব্যক্তি মুখ বাড়াল, 'আসব স্যার?'

'আসুন মিঃ তালুকদার।' মিঃ মিত্র মাথা ঝাঁকিয়ে ডাকলেন।

লোকেশ তালুকদার ঢুকল, একবার তাকাল অশোকের দিকে। অশোকও তাকিয়েছিল। তালুকদারের হাতে একটি ছোট ব্যাগ। মিঃ মিত্র পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি অশোক ঠাকুর।'

নমস্কার, প্রতি-নমস্কার, হাসি বিনিময়। মিঃ মিত্র বললেন, 'বসুন মিঃ তালুকদার। নতুন কোনও খবর আছে নাকি? অশোকবাবুর সামনে সবই বলতে পারেন।'

'হ্যাঁ স্যার, নতুন একটি সংবাদ আছে।' তালুকদার ঝকঝকে দাঁতে, মুখে সমীহ ফুটিয়ে হাসল, 'মিঃ রুকনুদ্দিন আহমেদ সাহেবের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের আর একজনের খবর পাওয়া গেছে, দেখাও হয়েছে।'

অশোক মনে মনে চকিত হল। মিঃ মিত্র জিজ্ঞেস করলেন, 'মিঃ রুকনুদ্দিনই পাত্তা করলেন নাকি?'

'না স্যার।' তালুকদার বলল, 'রেসের বুকি টমাস আমাকে নিজে টেলিফোন করে আজ বিকেলে জানিয়েছিল। তার নাকি হঠাৎ মনে পড়ে যায়, সেই রাত্রে তাদের সঙ্গে পিরুবকস নামে একজন ছিল, ঠিকানাও সে-ই দিল। পিরুবকস একবালপুরে থাকে। ট্রান্সপোর্ট বিজনেস আছে। খবর পেয়েই আমি পিরুবকস-এর কাছে গেছলাম, দেখাও পেয়েছি।

'সে যে মিঃ রুকনুদ্দিনের সঙ্গে ক্লাবে গেছল, প্রচুর খাওয়া দাওয়া করেছে, ফুর্তি করেছে, কোনও কথাই চাপেনি। কিন্তু সে যে প্রদীপবাবুদের টেবিলে গিয়েছিল, বা কখন মিঃ রুকনুদ্দিনের টেবিল ছেড়ে উঠেছিল, আর কার সঙ্গে কীভাবে বাড়ি গিয়েছে,

সে সব কিছুই মনে করতে পারছে না। পিরুবকস মিঃ রুকনুদ্দিনের বিশেষ বন্ধু। কিন্তু ক্লাবে-ট্লাবে যাতায়াত নেই। পুলিশ দেখে—মানে, আমাকে দেখে খুবই অবাক হয়েছিল। আমি বললাম, সে পরে যখন শুনল ক্লাবে একটা মার্ডার হয়ে গেছে, তবু কেন কোনওরকম যোগাযোগ করেনি? মার্ডারের কথা শুনে, লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে নাকি কোনও খবরই জানে না। সে বাংলা বা ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ে না। মাঝে মধ্যে উর্দু সংবাদপত্রে চোখ বুলিয়ে থাকে। এত দিনের মধ্যে মিঃ রুকনুদ্দিনের সঙ্গে তার আর কোনও যোগাযোগ হয়নি। দুজনের মধ্যে এমনি যোগাযোগ বিশেষ হয় না, রেসের মাঠে ছাড়া। কিন্তু পিরুবকস দু সপ্তাহ রেসের মাঠে যায়নি, সে আসামে তার নিজের কাজে গেছল। গতকাল সকালে সে নিজেরই একটি মাল ভরতি ট্রাকে গৌহাটি থেকে ফিরেছে। টমাসের সঙ্গে তার পরিচয়ের কথা স্বীকার করেছে। আমার অনুমতি নিয়ে, আমার সামনেই সে মিঃ রুকনুদ্দিনকে টেলিফোন করেছিল। দু-এক কথার পরেই সে রিসিভার আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, মিঃ রুকনুদ্দিন তাঁর গ্যারেজ থেকে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। রুকনুদ্দিন সাহেব আমার গলা পেয়েই বললেন, তাঁরও মনে পড়েছে সেই রাত্রে তাঁর সঙ্গে পিরুবকস ছিল। আর কে কে ছিল, মনে করতে না পারায় তিনি এখনও খুব অশান্তি বোধ করছেন। তবে তাঁর বিশ্বাস, খোদা নিশ্চয়ই সকলের হদিস মিলিয়ে দেবেন।' তালুকদার একদমে কথাগুলো বলে কয়েক সেকেণ্ড থামল, তারপরে আবার বলল, 'আমি পিরুবকসকে বলেছি, সে যেন কলকাতা ছেড়ে কোথাও না যায়। যেতে হলে অবিশ্যিই থানায় জানাতে হবে। আমি একবালপুর লোকাল থানায় খবর দিয়ে বলেছি।'

অশোকের সঙ্গে মিঃ মিত্রর চোখাচোখি হল। অশোক বলল, 'হারিয়ে যাওয়া পাঁচজনের একজনের সন্ধান পাওয়া গেল। এটাকে অগ্রগতি বলা চলে।' ও তালুকদারের দিকে তাকাল, 'যে রাত্রে প্রদীপবাবুকে বিষ দেওয়া হয়েছিল সে রাত্রে আপনি কখন খবর পান?'

'রাত তখন পৌনে বারোটা হবে।' তালুকদার বলল, 'আমি হসপিটাল থেকে টেলিফোন পেয়ে, প্রথমেই হসপিটালে গেছলাম। সেখান থেকে ক্লাবে পৌঁছুই প্রায় সাড়ে বারোটায়। ক্লাবে তখন ভাঙা হাট। অধিকাংশ টেবিলই ধোয়া মোছা হয়ে গেছে, গেলাস বোতলও। বার কাউন্টার বন্ধ হয়ে গেছল। এদিকে ওদিকে দু-একটা টেবিলে তখনও কিছু লোক ছিল। বারম্যান, অ্যাকাউন্টেন্ট, কয়েকজন ব্যায়রা ছাড়া কেউই ছিল না।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'বারম্যান আর ব্যায়রাকে অ্যারেস্ট করলেন কি তখনই?'

'না, পরের দিন।' তালুকদার বলল, 'সেই রাত্রেই কোনও ডিসিশন নিতে পারিনি।'

অশোক মিনিট খানেক চুপ করে রইল, আবার একটা সিগারেট ধরাল, ওর মুখে

সংকোচের হাসি ফুটল, 'মিঃ তালুকদার, আপনি বোধহয় আমার কথা সবই শুনেছেন?'

'অনেকটাই।' তালুকদার হাসল, শিষ্টাচারের হাসি, 'স্যারের কাছে আপনার কথা শুনে, আপনাকে দেখবার খুব কৌতূহল ছিল।'

অশোক হাসল। তালুকদারের চোখের হতাশা ও স্পষ্ট পড়তে পারল, 'জিজ্ঞেস করছিলাম, এ ঘটনায় আপনার ইমপ্রেশনটা কী?'

'ডেলিবারেট মার্ডার বলেই তো মনে হয়।' তালুকদার জবাব দিল।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'যাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে আপনার কীরকম ধারণা হয়েছে?'

'সন্দেহের বাইরে কেউ-ই নেই।'

'দিলীপবাবুব স্ত্রী এবং প্রদীপবাবুর সদ্যোবিধবা সম্পর্কে?'

লোকেশ তালুকদার এক মুহূর্তের জন্য থমকিয়ে গেল, কয়েক সেকেণ্ড যেন জবাব খুঁজল, 'রুমা রায়চৌধুরির বিষয়ে আমি একটু কনফিউসড, মানে, প্রদীপবাবুর বিধবার সম্পর্কে। তিনি প্রত্যেকটি কথার জবাবে কেবলই কেঁদেছেন, প্রায় কিছুই বলতে পারেননি। উনি খালি বলেছেন, 'আমি কি স্বামীর সঙ্গে কোথাও যাই? আমাকে কি উনি কিছু বলতেন? আমি কিছুই জানি না।' তালুকদার চুপ করল।

অশোক বুঝতে পারল, তালুকদারের কনফিউশন আসলে. রুমা রায়চৌধুরির বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া। সে রুমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে। সম্ভবত ঠিকই করেছে। তালুকদার আবার বলল, 'দিলীপবাবুর স্ত্রী দীপ্তি রায়চৌধুরিকে খুবই বুদ্ধিমতী মনে হয়েছে। তাঁর আর তাঁর স্বামীর জবানবন্দিতে বিশেষ তফাত নেই। তাঁরা কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না, খুনিকে খুঁজে বের করা হোক, এই হল তাঁদের মোদ্দা কথা। মিসেস দীপ্তি রায়চৌধুরির কাছে শুনে, রুমার বাপের বাড়িও আমি গেছি।'

'রুমার বাপের বাড়ি' অশোক মিঃ মিত্রকে এক বার দেখল, 'সেখানকার কথা দীপ্তি রায়চৌধুরি কী বললেন, কেন বললেন?'

লোকেশ তালুকদার বলল, 'দীপ্তি রায়চৌধুরি কাথায় কথায় বলেছিলেন, গৌতম ঘোষাল, রুমা রায়চৌধুরির দাদা, প্রায়ই নাকি দিলীপবাবুর কাছে অফিসে যেতেন। তাঁদের বাড়িতেও আসতেন। দীপ্তি রায়চৌধুরি বলেছিলেন, গৌতমের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখতে পারেন, সে হয়তো কিছু বলতে পারে।'

'পেরেছিল?' অশোক সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল।

তালুকদার মাথা নাড়ল, 'না, উলটে খানিকটা মেজাজ দেখালেন ভদ্রলোক। নিজের ভগ্নিপতি সম্পর্কে যা-তা অশালীন মন্তব্য কবলেন—অশিক্ষিত লম্পট মাতাল, ও সব লোক ওভাবেই মরে। তাঁর বক্তব্য, প্রদীপবাবু তাঁর বোনের জীবনটা নষ্ট করেছেন। আর তাঁর সঙ্গেও মোটেই ভাল ব্যবহার করতেন না। প্রদীপবাবুর কাছে

অফিসে তিনি যেতেন বটে, কিন্তু ভগ্নিপতি তাঁকে কখনই নাকি তেমন পাত্তা দিতেন না।'

'গৌতম ঘোষাল কী করেন, বয়স কত?' অশোক মুখ উঁচু করে ধোঁয়া ছাড়ল।

তালুকদার বলল, 'বেকার—শিক্ষিত বেকার। ইকনমিকস-এ এম এ, ল' পাশ করেছেন, সি এ-তে অ্যাপিয়ার হতে যাচ্ছেন। বয়স বোধহয় আপনার আমার মতোই হবে।' তালুকদার হাসল।

অশোক হাসল। তাকাল একবার মিঃ মিত্রর দিকে, 'গৌতমবাবুদের বাড়িতে আর কে কে আছেন?'

'বিধবা মা, আরও দুটি বেকার ভাই।'

'অবস্থা কেমন?'

'সাধারণ মধ্যবিত্ত। শ্যামবাজার অঞ্চলে পৈতৃক বাড়ি, পুরনো বড় বাড়ি। একসময়ে অবস্থা ভালই ছিল। এখন সেই বাড়ির বেশিরভাগ অংশ ভাড়া দিয়ে, সংসার খরচ চলে।'

অশোক তাকাল মিঃ মিত্রর দিকে, 'আগেকার লোকদের ধারণা একটু অন্যরকম ছিল। পুত্রবধূটি কেবল দুর্গা প্রতিমার মতো হলেই হবে না গরিবের মেয়ে হওয়া চাই।'

'কারণ গরিবের মেয়েরা নিরহংকারী ভদ্র আর শান্ত হয়।' মিঃ মিত্র হাসলেন, 'কিন্তু তার সঙ্গে বনেদিয়ানাটাও চাই।'

অশোক ঘাড় বাঁকাল, 'নিশ্চয়। শ্যামবাজারের ঘোষালবাড়িও নিশ্চয়ই সেইরকম বনেদি।' ও হেসে তালুকদারের দিকে তাকাল, 'এখন আপনার কাছে আমি কিছু লোকের নাম ঠিকানা চাই। সম্ভব হলে ফোন নাম্বারও। যেমন ধরুন, প্রদীপ রায়চৌধুরির তিন বন্ধু। মিঃ রুকনুদ্দিন এবং তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের, যাঁদের জানা গেছে।' ও পকেটে হাত দিয়ে একটা নোটবই বের করল।

'আমি আপনাকে সকলের নাম ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার সহ, একটা করে কার্ড দিতে পারি।' তালুকদার তার নিজের ব্যাগের মুখ খুলল, 'কার্ড নেই শুধু টমাসের।'

অশোকের চোখে খুশির ঝিলিক, 'চমৎকার, পিরুবকস-এরও কার্ড আছে নাকি?'

'আছে।' তালুকদার ব্যাগের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে অনেক কয়েকটা কার্ড বের করে টেবিলের ওপরে রাখল, আর তা থেকে একটি একটি করে বেছে অশোকের দিকে এগিয়ে দিল, 'এই নিন রজত ধাড়া, মনোহর খৈতান, নীরেন বসু। এই তিনজন প্রদীপবাবুর টেবিলের বন্ধু।'

'বাহ্, সুন্দর।' অশোক মিঃ মিত্রর দিকে তাকিয়ে হাসল, নোটবুকের ভাঁজে তিনটি কার্ড রাখল।

তালুকদার আরও কার্ড এগিয়ে দিল, 'এই নিন, মিঃ রুকনুদ্দিন আহমেদ, নিশীথ কর্মকার, পিরুবকস-এর কার্ড।'

অশোক এই তিনটি কার্ড নোটবুকের অন্য ভাঁজে রাখল। তালুকদার বলল, 'আমি বলছি আপনি টমাসের ঠিকানাটা লিখে নিন।'

অশোক পকেট থেকে ডট পেন নিয়ে, গোড়া টিপে তার ফলা বের করল। তালুকদার টমাসের ঠিকানা বলল, ও টুকে নিল। বলল, 'খুব ভাল। এবার আপনাদের দুজনের কাছে আমার একটা আবেদন আছে।' অশোক মিঃ মিত্রর অবাক জিজ্ঞাসু মুখের দিকে তাকাল, 'ক্লাবের বারম্যান আর ব্যায়রাকে, আজ রাত্রে সম্ভব না হলে, কাল সকালেই ছেড়ে দিন। অবিশ্যি আর সকলের মতো ওদের ওপরও নির্দেশ দিন, কলকাতা ছেড়ে কোথাও আপাতত যাওয়া চলবে না, আর নজর যা রাখার তা রাখুন।'

মিঃ মিত্র তাকালেন লোকেশ তালুকদারের দিকে। তালুকদারও তাকাল তাঁর দিকে বিভ্রান্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে। মিঃ মিত্র বললেন. 'ছেড়ে দেওয়া যায় না এমন নয়, সেদিক থেকে কাজটা খুবই সহজ, কিন্তু মশাই এই খবরের কাগজগুলো যে অস্থির করে মারে। ইনভেস্টিগেশন বলতেই তারা বোঝে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার, ধরপাকড় না হলেই পুলিশ ব্যর্থ হয়ে গেল। শহরে এক একটা খুন হচ্ছে, খবরের কাগজগুলো তার সঙ্গে পুরনো খুনের অমীমাংসিত মামলাগুলোর কথাও ফলাও করে ছেপে দিচ্ছে। যা ঘটেছে এই প্রদীপ রায়চৌধুরির বেলাতেও। যেন পুলিশ ইচ্ছে করেই মামলাগুলোর নিষ্পত্তি করছে না বা অপরাধীদের ধরতে পারছে না।'

'খবরের কাগজগুলোকে অবিশ্যি খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না।' অশোক ঠোঁট টিপে হাসল, 'ইদানীংকালে বেশ কয়েকটি রহস্যময় খুন বা আত্মহত্যা সম্পর্কে, তারা জনসাধারণের কৌতূহল মেটাতে পারেনি—মানে, পুলিশই পারেনি—একদম চেপে যান না।'

মিঃ মিত্র অবাক শব্দ করলেন, 'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ আমি কোনও অসাধুতার কথা বলছি না।' অশোক হাসল, 'আপনার মতো একজন এস পি কখনও অসাধুতা করতে পারে না। আমি বলছি, অল্প একটু খুঁচিয়ে দেওয়ার থেকে, একেবারে আসল রহস্য ফাঁস করা পর্যন্ত বেমালুম সব চেপে যান।'

মিঃ মিত্র হেসে বললেন, 'ওটা আমরা পারি না। যে কোনও অপরাধের ঘটনা আমাদের কাছে নথিবদ্ধ হলেই, পাবলিককে তা জানাতেই হয়। অবিশ্যি দেশের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে আলাদা কথা। যাই হোক, আমার মনে হয় বারম্যান আর ব্যায়রাকে আপাতত ছেড়ে রাখা যায়।' তিনি লোকেশ তালুকদারের দিকে তাকালেন।

লোকেশ তালুকদার তার কবজি উলটে ঘড়ি দেখল, 'রাত্রি এখন নটা। ওরা দুজনেই আছে আলিপুরের সাব জেলে। কাল সকালেই রিলিজ করে দেওয়া যাবে।

কিন্তু খবরটা সংবাদপত্রে—।'

'থাক না এখন।' অশোক তালুকদারের অসন্তুষ্ট মুখের দিকে তাকাল, 'এ দুজনের কারোর ওপর থার্ড ডিগ্রি অ্যাপ্লাই করা হয়েছে নাকি?'

তালুকদার চকিতে একবার মিঃ মিত্রর দিকে দেখল, 'ব্যায়রা সাবিরের ওপর মাইল্ড অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, কারণ ওড়িয়া মুসলমান ব্যায়রাটি বড় বেশি এলোমেলো কথা বলছিল।'

'তা হলে ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপনি একটু কথা বলে নেবেন।' অশোক মিঃ মিত্রর দিকে তাকাল, 'যাতে তারা আবার কোনও পালটা অ্যাকশন না নিতে যায়।'

মিঃ মিত্র বললেন, 'সেটা করা যাবে। এখন আপনার ওপর আমাদের অনেকটা ভরসা করতে হবে।'

'আমার দিক থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি হবে না।' অশোক শান্তভাবে বলল, 'মিঃ তালুকদার আর আপনাদের সহযোগিতা পেলেই হবে।' ও মিত্রর দিকে তাকাল, 'এবার আপনি বলুন, আমি কার গেস্ট হয়ে ক্লাবে যাব। বোধহয় আপনার সেই ডাক্তার বন্ধুদের কারোর গেস্ট হয়ে যাওয়াই ভাল। তবে যে কোনও একজনকে বেছে নেবেন, আর তাঁকে আপনি আমার পরিচয়টাও দিয়ে দেবেন।'

মিঃ মিত্র ভুরু কুঁচকে ভাবলেন, তারপরে তালুকদারকে একবার দেখে অশোককে বললেন, 'তা হলে তালুকদারকে এখন ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে?'

'নিশ্চয়।' অশোক তালুকদারের দিকে তাকাল, 'আমি প্রয়োজন মতো আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব।'

তালুকদার উঠে দাঁড়াল, দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল। মিঃ মিত্র তাঁর টেবিলের এক পাশ থেকে একটি নোটবই তুলে নিলেন, পাতা ওলটালেন। বাঁ দিকে দুটো টেলিফোনের একটার রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করলেন এবং নিজের কবজির ঘড়ি দেখে নিলেন। কয়েক সেকেণ্ড পরেই তাঁর মুখে হাসি ফুটল, 'কে, ডাক্তার মুখার্জি নাকি?...হ্যাঁ। ক্লাবে যাননি?...সেইদিন থেকে ভয়ে আর যাননি? কেন, আপনাকেও কেউ বিষ দিয়ে মারবে নাকি?' অশোকের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'কিন্তু ক্লাবে আপনাকে যেতে হবে, আমি ভরসা দিচ্ছি কোনও ভয় নেই।...হ্যাঁ, একটু ফেভার করতে হবে। আমার একজন লোককে আপনার গেস্ট হিসাবে নিয়ে যেতে হবে।...ছেলেমানুষ—আই মিন, ইয়ংম্যান। নাম?'...মিঃ মিত্র অশোকের দিকে তাকালেন।

'অশোক ঠাকুর' অশোক তাড়াতাড়ি বলল 'তবে ক্লাবে নাম পরিচয় লেখা হবে ইন্দ্র ভট্টাচার্য।'

মিঃ মিত্র ঘাড় ঝাঁকালেন, 'আগামীকাল সন্ধ্যে সাতটায় আপনি আমার কাছে

চলে আসবেন। ভদ্রলোক এখানেই থাকবেন। এখান থেকেই দুজনে ক্লাবে যাবেন।' তিনি অশোকের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে ঘাড় কাত করলেন।

অশোক ঘাড় ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। মিঃ মিত্র বললেন, 'না না সেরকম কিছু না। কিন্তু একটা কিনারা তো করতে হবে।...কোনও ভয় নেই, আমি আছি আবার আঠারো ঘা কীসের? উপায় থাকলে আমিও আপনার সঙ্গে যেতাম, টেকনিকাল অসুবিধে আছে।...হ্যাঁ আমি আবার ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস, গেলাসেও চুমুক দিতে শিখলাম না, সিগারেটও ঠোঁটে নিতে পারলাম না।...ঠিক আছে, আপনি বাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে বসে ড্রিঙ্কস এনজয় করুন, গুডনাইট।' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

'হয়ে গেল। আপনাকে না বলেই, ডাঃ মুখার্জিকে আগামীকালের সময়টা জানিয়ে দিলাম।'

'কোনও অসুবিধে নেই।' অশোক সিগারেটের প্যাকেট নাড়াচাড়া করল, 'আমি কাল দুপুরের মধ্যেই সেই অ্যাপার্টমেন্টে চলে আসতে চাই।'

মিঃ মিত্র বললেন, 'চলে আসুন। অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা আমার এই বাংলোর পেছনেই পাঁচতলা বাড়ির একটি ছোট ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট নাম্বার ফাইভ বি। সবকিছুই সেখানে আছে, এমনকী একটা টেলিফোনও। আপনি কেবল আপনার জামাকাপড় নিয়ে চলে আসবেন।'

'আমার সঙ্গে একজন বন্ধু থাকতে পারে।' অশোক সিগারেটের প্যাকেট পকেটে ভরল।

মিঃ মিত্র বললেন, 'সেটা আপনার ব্যাপার। দরকার হলে নিশ্চয়ই থাকবে। আগামীকাল দুপুরে আমি ওখানে থাকব না, তালুকদার আপনার জন্য থাকবে। আপনাকে কি আমি এখনই বিল্ডিংটা দেখিয়ে দেব?'

'দরকার হবে না।' অশোক উঠে দাঁড়াল, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিল্ডিংটা তৈরি হয়েছিল, ব্রিটিশ পূর্বাঞ্চলীয় সমর বিশারদদের জন্য. তাই না?'

মিঃ মিত্রর চোখে মুখে তীব্র বিস্ময় ফুটে উঠল, 'সে তো মশাই আপনার জন্মের আগের ব্যাপার। আপনি জানলেন কী করে?'

'পড়াশোনাটা কলকাতায়ও করেছি।' অশোক হাসল, 'আর তখন বেলভেডিয়ার চিড়িয়াখানা সব মিলিয়ে আলিপুরের এ সব অঞ্চলে বেড়াতে আসতে ভালই লাগত। আমাদের ছাত্রাবস্থায় ও বিল্ডিংটাও চিনে নিয়েছিলাম, ইতিহাসটা জেনে নিয়েছিলাম।'

মিঃ মিত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাসলেন, 'চমৎকার। শুনে ভারী সুখী হলাম। আপনি অনেক কিছুর খোঁজ রাখেন।'

'ও কিছু না।' অশোক লজ্জিত হাসল, 'তা হলে আজকের মতো চলি।'

মিঃ মিত্র এগিয়ে এলেন, 'চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিই।' তিনি আগে

দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

সকাল সাতটায় অশোক ওর শোবার ঘরে সাবেকি গোল টেবিলের ওপরে রীতিমতো বড় সুটকেসটাকে চাবি বন্ধ করে পরীক্ষা করে দেখছিল। কাঞ্চন ঢুকল ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে। ভেবেছিল, তন্দ্রাচ্ছন্ন অশোককে ডেকে তুলে চা খাওয়াতে হবে। তার বদলে, ওকে স্যুটকেস গোছাতে দেখে, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? বাইরে যাচ্ছ নাকি?'

'ওহ্, তুমি এসে পড়েছ?' অশোক ঘুরে দাঁড়াল। পায়জামা আর গেঞ্জি ওর গায়ে। বলল, 'হ্যাঁ, অনেক দূরে যাচ্ছি। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, সুটকেসটা গুছিয়ে দেবে বলে। তা নিজেই সব ব্যবস্থা করে নিয়েছি।'

কাঞ্চনের চোখে মুখে বিস্ময়ের ঘোর গাঢ়তর হল, 'অপেক্ষা মানে কী? আমি তো অন্য দিনের তুলনায় দেরি করে আসিনি!' সে চায়ের কাপটা রাখল, টেবিলের ওপর সুটকেসের পাশে, 'হঠাৎ অনেক দূরে, মানে, কোথায় চললে?'

'সে অনেক দূর।' অশোক হাত তুলে দূরত্বের পরিমাণ বোঝাবার চেষ্টা করল, 'পাতালে সগর রাজার ছেলেদের ঘোড়া খোঁজার মতো, পাতালের অন্ধকারে, যেখানে বিষের হাত লুকিয়ে আছে।'

কাঞ্চনের ভুরু কুঁচকে উঠল। তার ভেজা খোলা চুল থেকে তেলের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে। বলল, 'বিষের হাত?'

'হ্যাঁ, অতি ভয়ংকর প্রাণঘাতী বিষের হাত!' অশোক চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিল, 'হয়তো সেই হাতের পাঞ্জা চৌকো থ্যাবড়া লোমশ।'

'অথবা শিল্পীর মতন সুন্দর হাত, নরম আর ঝকঝকে, আঙুলে জড়োয়ার আংটি।' কাঞ্চন বলে উঠল বাধা দিয়ে, ঠোঁটে বাঁকা হাসি, 'পাতালে না, বলো কলকাতায়। এর বেলায় তো দেখছি অশোক ঠাকুর খুব কাজের লোক। সাতসকালে উঠে, নিজের জামাকাপড় গুছিয়ে রেডি। বেরোতে হবে কখন?'

'চান করে, পিসিমার হাতে জল খাবার খেয়েই।' অশোক আবার চায়ের কাপে চুমুক দিল, 'আজ রাত্রি দশটা নাগাদ আমাদের সিঁড়ির নীচে টেলিফোনের কাছে থেকো, কলকাতার আস্তানার টেলিফোন নাম্বারটা দিয়ে দেব।'

কাঞ্চনের বাঁকা হাসি ইতোমধ্যেই অপসারিত, স্নান করা ধোয়া মুখে ম্লানতা নেমে এসেছে, 'আমার বয়ে গেছে, এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় ঢুকে, মাঝরাত্রে টেলিফোনের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে।'

'মাঝরাত্রে না, দশটায়।' অশোক চায়ের কাপে চুমুক দিল।

কাঞ্চন অশোকের মুখের দিকে তাকাল, 'রাত দশটা আমার কাছে মাঝরাত্রির। তাছাড়া দরকারই বা কী? এখান থেকে গিয়ে যখন কাজ করা যাবে না, কলকাতায়

থেকে কাজ করতে হবে, তখন আমার সঙ্গে কথা বলবার দরকারই বা কী?' অভিযোগ আর অনিচ্ছা তার চোখে একবার জেগেই মিলিয়ে গেল।

'কাল রাত্রে ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গেছল, তাই তোমাকে খবর দেওয়া হয়নি।' অশোক চায়ের কাপ রেখে, টেবিলের এক পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই টেনে নিল, 'বেশি রাত্রে তোমার কাছে গেলে, পাছে তোমার মন খারাপ হয়ে যায়, সেই ভেবেই যাইনি।'

কাঞ্চনের ভুরু কুঁচকে উঠল, 'ন্যাকামি। মন খারাপ হতে যাবে কোন দুঃখে? যাওনি ভালই করেছ। ও সব আজেবাজে কথা শুনে আমার লাভ কী?'

'লাভ, এইমাত্র যেমন বিষের হাতের একটা দারুণ বর্ণনা দিলে?' অশোক সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। 'বুঝতেই পারছ, আমার মতো অলস লোক. বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকছে। নিতান্ত বাধ্য না হলে এমনটি হয় না।'

কাঞ্চন একবার অশোকের চোখের দিকে তাকাল, কোনও কথা বলল না। অশোক আবার চায়ের কাপে চুমুক দিল, 'বিষের হাতের এরকম একটা চেহারা তোমার মনে এল কেন, বলো তো?'

'জানি না।' কাঞ্চন ঘাড়ে একটা ঝটকা দিল, খোলা চুল গালে ঝাপটা খেল, 'কিন্তু একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে নাকি? বিষের হাতটা কলকাতায় অশোক ঠাকুরের পেছনেও ছায়ার মতন ফিরতে পারে।'

অশোক সিগারেটে টান দিল, 'সেটা ভেবেছি, ভেবে একটা পন্থাও ঠিক করেছি। বাইরের কাজ দিন সাতেকের মধ্যে সেরেই, অন্যখানে গুম হয়ে যাব। সাতদিনের মধ্যে চেষ্টা করব, ক্লাবের ভিড়ের মধ্য থেকে তোমার কথা মতো জাল দিয়ে আসল মাছটাকে ছেঁকে তোলা। বিষের হাতটা নিশ্চয়ই সেখানে ছিল, কিন্তু আসল হত্যাকারী সে-ই কি না, অথবা খালি ডিউটি করে গেছে, সেটা এখনও কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

'যাই হোক অশোক ঠাকুর একেবারে গুম না হয়ে গেলেই হল।' কাঞ্চনের গম্ভীর মুখে উদ্বেগের ছায়া গোপন করা সম্ভব হচ্ছে না, 'চা খাওয়া হয়ে গেছে? কাপ নিয়ে চলে যাব, আমার কাজ আছে।'

অশোক বলল, ফটিককে আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

কাঞ্চনের চোখে নিরুদ্বেগ বিস্ময়ের ঝলক লাগল। অশোক হাসল, 'ফটিকটার বুকের পাটা আর কবজির জোর আছে, তাই না? আর বুলডগের মতো তেজ আর জেদও আছে।'

'যাক, ঘটে তা হলে এটুকু বুদ্ধি আছে।' কাঞ্চন শূন্য চায়ের কাপে হাত বাড়াল।

অশোক কাঞ্চনের কাঁধে একটা হাত রাখল। কাঞ্চনের শরীর এক মুহূর্তের জন্য শক্ত হল, ম্লান স্বরে বলল, 'আমার জীবনের কোনও দাম নেই জানি। তবু স্বস্তি আর

শান্তি কে না চায়?'

'একটু ভরসা রাখো, একটু নিশ্চিন্ত থাকো।' অশোকের নিচু স্বরে কিঞ্চিৎ আবেগের সুর, ওর মুখ নেমে এল।

কাঞ্চন মুখ ফিরিয়ে খোলা দরজার দিকে দেখল, তারপরে অশোকের দিকে। এখন দু জোড়া চোখেই ঝলক, দৃটি মুখেই রক্তের ছটা। অশোক ডাকল, 'কাঞ্চন।'

কাঞ্চন তার কাঁধ থেকে অশোকের হাতটা ধরে নামাল, 'বউদি বলতে পারো না? নাম ধরে ডাকা হচ্ছে?' অশোকের রুক্ষু চুলের ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিল, এবং এক পা সরে দাঁড়াল।

'আর একটু মারবে না?' অশোকের স্বরে কাতরতা।

কাঞ্চন মাথা নাড়ল, চোখের কোলে হাসি চিকচিক করছে, 'এখন না। কলকাতা থেকে ঠিক ঠিক মতন সব কাজ করে এস্রো, তখন খুব মারব।' তার মুখে জবা ফুলের ছটা লেগে গেল, নত হল চোখের পাতা।

'তা হলে তাই।' অশোক ঢোক গিলল, সিগারেটে টান দিয়ে, দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়া ছাড়ল। 'আজ রাত্রে দশটায় তা হলে টেলিফোনের কাছে থাকছ?'

কাঞ্চন মাথা নাড়ল, 'বলতে পারি না। একটা কথা রেখো, পিসিমার হাতে জলখাবার খেয়ে, আমার কাছ থেকে দুধ খেয়ে যেয়ো।'

'ওহ্, একটা দারুণ কথা মনে পড়িয়ে দিলে।' অশোক সিগারেটে টান দিল, 'দুলাল সাপুড়ে আমাকে সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্র শিখিয়েছিল, বলেছিলাম, মনে আছে!'

কাঞ্চন ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে তাকাল, 'মনে আছে।'

'কিন্তু দুলালের একটা বিশেষ নির্দেশ ছিল।' অশোক বলল, 'বলেছিল, ঠাকুর, বিষ যখন ঝাড়তে যাবে, যাবার আগে মায়ের হাতে এক পাত্তর দুধ খেয়ে যেয়ো। যেনার বিষ ঝাড়তে যাবে, তেনার প্রাণে ধাক্কা লাগে তো। তেনার বিষের ছোবল যাতে তোমার না লাগে, তাই মায়ের হাতে দুধ খেয়ে যেতে হয়।'

কাঞ্চনের ভুরু-কোঁচকানো চোখ হঠাৎ ছলছলিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ ডিস নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অশোক কিছু বলতে উদ্যত হল। ওর ব্যাকুল চোখের সামনে, দরজায় ফটিক দেখা দিল, যার ভাল নাম অয়স্কান্ত রায়। সাপের মতো হিলহিলে, স্টিলের শরীর। কলকাতার এক ক্লাবে জুডো শিখতে যায়। বি কম অনার্স, সি এ পড়ছে।

'এসে গেছিস্?' অশোক মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলিয়ে নিল, 'তোর সুটকেস কোথায়?'

ফটিক বলল, 'তোর বাইরের ঘরে রেখে এসেছি। দেখতে এলাম, তোর কদ্দুর।'

'আমি এখুনি চান করতে যাব।' অশোক বলল, 'তুই নীচে গিয়েই বোস। ব্যাঙ্ক না

খুললে, বেরোতে পারব না, কিছু টাকা তুলতে হবে।'

ফটিক টেবিলের সুটকেস দেখিয়ে বলল, 'এটা ভরা হয়ে গেছে?'

অশোক ঘাড় ঝাঁকাল। ফটিক বলল, 'দে তা হলে নীচে নিয়ে যাই।' ও অশোকের সুটকেস নিয়ে নীচে নেমে গেল।

অশোক কলকাতায় ওর জন্য নির্দিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টে এসে লোকেশ তালুকদারের দেখা পেল। আর একজনও দেখা দিল, একজন অবাঙালি যুবক। রং ফরসা, গায়ে ধুতির সঙ্গে পাতলা পাঞ্জাবি, যার ফাঁক দিয়ে চওড়া বুকের ওপর পৈতা দেখা যাচ্ছে। দেখলেই কুস্তিগির বলে মনে হয়। সামনে এসে অশোক আর ফটিকের উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করল। লোকেশ তালুকদার পরিচয় করিয়ে দিল, 'এর নাম রামজনম। আপনাদের ঘরসংসার রান্নাবান্না সবই এ দেখবে। আপনাদের দুপুরের রান্নাও ও করে রেখেছে। দরকার হলে. আপনি অন্য কাজেও ওর সাহায্য নিতে পারেন।'

অশোক রামজনমকে এক পলক দেখেই বুঝল, রামজনম নিতান্ত ভৃত্য বা পাচক না, তার চেয়ে বেশি কিছু। বর্তমান ভূমিকাটা বোধহয় ছদ্মবেশ। হয়তো একজন সাদা পোশাকের পুলিশ, কোমরে রিভলভার থাকা কিছুমাত্র আশ্চর্যের না। এর থেকে অশোক একটা সিদ্ধান্তই নিতে পারল, রামজনমকে দিয়ে অন্য কোনও কাজ না হোক, আশ্রয়টা নিরাপদ। ও বলল, 'আপনাকে দেখে খুবই ভাল লাগল রামজনমবাবু।'

'হামকো বাবু কহতে হ্যায় ক্যায়া?' রামজনম হেসে প্রতিবাদ করল।

অশোক বলল, 'ঠিক আছে, আপনি রামজনম।' অশোক তালুকদারের সঙ্গে ফটিকের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'গতকাল রাত্রে মিঃ মিত্রকে একটা কথা বলতে একেবারে ভুলে গেছি। এস পি-র একটা পরিচয়পত্র আমার চাই। অচেনা লোককে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে, সেটা দেখাতে হবে, অবিশ্যি যেখানে দরকার হবে। সেই পরিচয়পত্রটা আমার এখনই চাই। মিঃ মিত্র এখন কোথায় আছেন?'

'অফিসে। আমি এখুনি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' তালুকদার বলল।

অশোক হাত তুলল, 'আপনি না। আপনি বরং আর আমার এখানে আসবেন না।' ও হাসল, 'বুঝতে পারছেন কেন বলছি? আপনি আর থানার গাড়ি এখানে ঘন ঘন এলে সকলেরই চোখে পড়তে আরম্ভ করবে, ফ্ল্যাটগুলোর বাসিন্দা দারোয়ান লিফটম্যান, সকলের কৌতূহল বাড়ানো হবে।'

'তবে কি মিঃ মিত্রর কাছে আপনি যাবেন?' তালুকদার তার অসন্তুষ্টি সবটুকু গোপন রাখতে পারল না।

অশোক হাসল, 'না। আমি মিঃ মিত্রকে টেলিফোনে বলে দিচ্ছি। রামজনম গিয়ে

নিয়ে আসবে। কাছেই তো।'

ও রামজনমের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'রামজনমজি ভাই, টেলিফোনটা কোথায়?'

'বেডরুমে আছে।' রামজনম বাংলায় বলে বেডরুমের দিকে গেল।

একটাই বেডরুম, ড্রইং আর ডাইনিং স্পেস বিরাট। দক্ষিণ দিকে চওড়া বারান্দা, সবুজ লন আর গাছপালা। অশোক শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে তালুকদারকে বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি আসছি। ফটিক, তুই মিঃ তালুকদারের সঙ্গে গল্প কর।' ও ভিতরে গিয়ে দেখল, ডানলোপিলোর গদি আঁটা জোড়া খাটের মাথার কাছেই নীল রঙের টেলিফোন। রিসিভার তুলে, ডায়াল করে মুখ তোলার পরে, ও মুখোমুখি ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের মুখটা দেখতে পেল। দু সেকেণ্ডের মধ্যেই মিঃ মিত্রর গম্ভীর স্বর শোনা গেল। অশোক বলল, 'আমি অশোক ঠাকুর বলছি।'

'কোথা থেকে?' মিঃ মিত্রর ব্যস্ত উৎসুক স্বর ভেসে এল।

অশোক বলল, 'অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। মিঃ মিত্র, একটা কাজ একটু বাকি রয়ে গেছে। আপনার নামাঙ্কিত একটি পরিচয় আর আদেশপত্র।'

'এখুনি করে দিচ্ছি।' মিঃ মিত্রর স্বর ভেসে এল, 'করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

অশোক বলল, 'কারোকে পাঠাবেন না। আমি রামজনমজিকে পাঠাচ্ছি, ওর হাত দিয়েই পাঠিয়ে দিন।'

'রামজনম!' মিঃ মিত্রর চিন্তিত অন্যমনস্ক স্বর ভেসে এল, এবং পরমুহূর্তেই, 'ওহ হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। দিন, ওকেই পাঠিয়ে দিন। সন্ধ্যে সাতটায় আমার বাংলোয় আসছেন, মনে আছে তো?'

অশোক জানাল, 'আছে।'

'ঠিক আছে, রামজনমকে পাঠিয়ে দিন।' মিঃ মিত্র লাইন কেটে দিলেন।

অশোক রিসিভার নামিয়ে রেখে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা রামজনমকে বলল, 'আপনি একবার এস পি সাহেবের অফিসে চলে যান।'

'উ তো বুঝে নিয়েছি।' রামজনম বলল, 'আপলোগ কি এখন খানা খাবেন?'

অশোক মাথা নাড়ল, 'না, আপনি ফিরে আসুন তারপরে।'

রামজনমের পিছনে পিছনে অশোক ড্রয়িংরুমে এল। ফটিক আর তালুকদার, দুটো সোফায় বসে সিগারেট খাচ্ছে। অশোক ফটিকের পাশের সোফায় বসে বলল, 'রীতিমতো বিলাসবহুল ফ্ল্যাট। একে অ্যাপার্টমেন্ট বলা যায় না।'

তালুকদার বলল, 'দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়ালে, ডকের ভিউ পাবেন।'

'সব দেখব।' অশোক তালুকদারের দিকে তাকাল, 'আচ্ছা, মিঃ তালুকদার,

পিরুবকস-এর সঙ্গে কথা বলে, আপনার মনে কোনও সন্দেহ হয়নি যে সে আসামে গেছল কি না?'

তালুকদার অবাক হল, একটু বা চমকাল, কিন্তু হঠাৎ কিছু বলল না। অশোক তার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তালুকদার ভুরু কোঁচকাল, বার কয়েক ডান হাতের মুঠি খুলল, বন্ধ করল, 'না, আমি তো কোনওরকম সন্দেহ করিনি। এখন আপনার কথা শুনে, নিজেই মন ঠিক করতে পারছি না। একে আর এক বার জেরা করে আসব নাকি?'

অশোক হাত তুলল, 'তার দরকার নেই। পিরুবকস-এর কথার সত্যি মিথ্যা জানবার জন্যে আর কোনওরকম খোঁজখবর করেছিলেন কি? আসামে কোথায় কোথায় গেছল, কোথায় ছিল, আসামে কাদের জিজ্ঞেস করলে তার সঠিক খবর পাওয়া যাবে, এ সব জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

তালুকদারের মুখ যেন চুপসিয়ে গেল, অপ্রস্তুতভাবে মাথা নাড়ল। অশোক মাথা ঝাঁকাল, 'অবিশ্যি, অনেক ভেবেও পিরুবকস-এর কোনও মোটিভিটি বোঝা যায় না। লোকটার ব্যবসার অবস্থা কেমন?'

'সে সব খোঁজ নিয়েছি।' তালুকদার ব্যগ্রভাবে বলল, 'অল ইন্ডিয়া পারমিটের চারটে বড় বড় ট্রাক—কোনওটাই বসে থাকে না। দুটো ট্যাক্সি, দুটো অল বেঙ্গল লরি, ছটা টেম্পো। সবগুলোই চালু আছে।'

অশোক ঘাড় ঝাঁকাল, 'তা হলে তো অবস্থা বেশ ভালই বলতে হবে। গ্যারেজের কাজকর্ম নিশ্চয়ই সব ট্রোজানে হয়?'

'হ্যাঁ, রুকনুদ্দিন সাহেবের গ্যারেজ।' তালুকদার তার পুড়ে যাওয়া সিগারেট ছাইদানিতে গুঁজে দিল।

অশোক সিগারেট ধরাতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল, 'পিরুবকস-এর কথা আপনাকে টমাস জানিয়েছিল। না?' জবাবের প্রত্যাশা না করেই, ও পকেট থেকে ছোট নোটবুকটা বের করে, পাতা উলটে দেখল, 'হুঁ, কিন্তু টমাসের ব্ল্যাক আউট কাটতে দু সপ্তাহের ওপর লেগে গেল। এটাই একটু আশ্চর্যের।' ও হাসল, ফটিকের দিকে তাকাল।

'যত ভদ্রলোকই হোক, ঝাড় না দিলে কথা বেরোবে না।' ফটিক গরগর করে উঠল।

অশোক ভুরু কোঁচকাল, 'পুলিশের মতো কথা বলিস না।' তালুকদারের দিকে ফিরে হাসল, 'আপনার কী মনে হয়? তেরোজন লোকের মধ্যে একজন বিষ খেয়ে মরল। বাকি বারোজন এতই হাই ছিল, চারজনের কথা এখনও তারা কিছুতেই মনে করতে পারছে না, এটা একটু অবাস্তব ব্যাপার।'

তালুকদার চিন্তিতভাবে ঘাড় ঝাঁকাল, 'ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু

অন্যরকম। একজন জ্যাকপট পেয়ে দু হাতে টাকা ছড়িয়ে সবাইকে মদ খাওয়াচ্ছে। মাতালের দল এরকম সুযোগ পেলে, সচরাচর ছাড়ে না। কত লোক যে ভিড় করেছিল, আর তারা কারা, এর হদিস করা একটু মুশকিলেরই কথা।'

অশোক মনে মনে ভাবল, কিন্তু ক্লাবটা হেঁজিপেঁজি ক্লাব না, সেখানে হরির লুট লুটে নেবার মতো যে সে গিয়ে ভিড় করতে পারে না। কিন্তু ভাবনাটা ও ভাষায় প্রকাশ করল না। রামজনম এসে ঢুকল। অশোক অবাক হল, 'এত তাড়াতাড়ি এলেন কী করে?'

রামজনম হাসল। শীতের দিনেও সে ঘামছে, 'সাইকেল চালিয়ে গেছলাম।' পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি মুখ-বন্ধ খাম অশোকের দিকে এগিয়ে দিল।

অশোক খামের মুখ খুলে, অশোকস্তম্ভের ছাপ মারা, এস পি-র অফিসের স্ট্যাম্প মারা, সই করা চিঠিটা দেখল। ভাঁজ করে রাখল নিজের নোটবুকের মধ্যে। তাকাল লোকেশ তালুকদারের দিকে, 'আপনাকে আর এই দুপুরে আটকে রাখব না। দরকার হলেই আপনার সঙ্গে কনট্যাক্ট করব।' ও উঠে দাঁড়াল।

তালুকদারকেও উঠে দাঁড়াতে হল, 'হ্যাঁ, আপনারা এবার খাওয়া দাওয়া করে একটু বিশ্রাম করুন। এখানে থাকার কোনও অসুবিধে হলেও, আমাকে জানাবেন।'

'নিশ্চয়ই।' অশোক দরজার দিকে এগিয়ে গেল, 'পিরুবকস কি বাংলায় কথা বলে?'

তালুকদার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভাঙা ভাঙা বাংলা। হিন্দিই ভাল বলে, কিছু ইংরেজির মিশেল আছে, তবে সেগুলো ভুল মিশেল।' বলে হাসল।

'আর রুকনুদ্দিন সাহেব বা টমাস?' অশোক দরজার বাইরে পা দিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল।

তালুকদারও এগোল, 'হ্যাঁ, পরিষ্কার বাংলা। রুকনুদ্দিন সাহেব ভাল ইংরেজিও বলতে পারেন। উনি সেন্ট জেভিয়ার্স-এ পড়াশোনা করেছেন।'

অশোক লিফটের বোতাম টিপল। ইন্ডিকেটর জ্বলল। লিফট উঠে এল। তালুকদার বিদায় নিয়ে লিফটে উঠল। অশোক তাড়াতাড়ি ফিরে এসেই ফটিককে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, তালুকদার থানায় গিয়েই পিরুবকস-এর কাছে যাবে, হুমকি দিয়ে কথা আদায়ের চেষ্টা করবে, সব গোলমাল হয়ে যাবে। ভুলটা আমিই করলাম, তালুকদারকে কিছু না বলে, নিজেরই চলে যাওয়া উচিত ছিল। এখন আর সে কথা ভেবে লাভ নেই। আমি পিরুবকস-এর ঠিকানায় চলে যাচ্ছি। তুই খেয়ে নিয়ে ওখানেই চলে আয়, কিন্তু তুই যাবি অসমিয়া কাস্টমার হিসাবে। মিথ্যা পরিচয় দিবি, লাগে তাক, না লাগে তুক, বুঝলি?'

'তা বুঝলাম।' ফটিক বলল, 'মিথ্যা পরিচয়টা কী দেব?'

অশোক এক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'তুই গৌহাটির বি এন দত্তবরুয়া অ্যাণ্ড কোং থেকে আসছিস, তোর নাম অয়স্কান্ত দত্তবরুয়া, রাইট? ধরেই নিবি, পিরুবক্স তোকে চিনতে পারবে না, সন্দেহও করতে পারে, তবু তুই ইনসিস্ট করবি, গত কুড়ি দিনের মধ্যে তোর বাবা বীরেন্দ্রনাথ দত্তবরুয়া, পিরুবক্স-এর কাছে চিঠি পাঠিয়েও কোনও জবাব পায়নি।'

'দাঁড়া দাঁড়া, বাপের নাম পর্যন্ত তো ভুলিয়ে দিলি।' ফটিক দু হাত তুলে বাধা দিল, 'কিন্তু দত্তবরুয়া অ্যাণ্ড কোং-এর বিজনেসটা কীসের?'

অশোক হেসে উঠে দাঁড়াল, 'কীসের আবার, চায়ের! টি মার্চেন্ট, ঠিক আছে? যাতে ও তোকে বিশ্বাস করে, সেভাবেই বলবি। অর্থাৎ গত কুড়ি দিনের মধ্যে ও যে আসাম যায়নি, এ কথাটা ওর মুখ থেকে বের করে নেওয়া। তাছাড়া লোকটার চরিত্র সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই, সেজন্যই তোকে আরও বিশেষ করে চলে আসতে বলছি।'

'পিরুবক্স আদমি খুব সুবিধার না আছে।' অশোক আর ফটিককে অবাক করে দিয়ে ডাইনিং টেবিলের কাছ থেকে রামজনম বলে উঠল, 'আপনি ওর কাছে খুব হুঁশিয়ার হয়ে যাবেন। বোলেন তো আপনার সাথ আমি যেতে পারি।'

অশোক নিজের ধারণার প্রতিই চমৎকৃত হল। ও রামজনমকে যা ভেবেছিল, সে ঠিক তাই। ও হাসল, 'বহুত্ ধন্যবাদ রামজনমজি। আপনাকে এখন আমার সঙ্গে যেতে হবে না'। আপনি সব সময়ে ঘরে থাকবেন, আপনাকে দরকার হলে আমি টেলিফোনে ডাকব। আপনি আমার বন্ধুকে জলদি খাইয়ে দিন, আমি বেরোচ্ছি।'

'তোকে পেছু ডাকব না, একটা কথা বলে যা।' ফটিক বলল, 'আমার বাবা বীরেন্দ্রনাথ দত্তবরুয়া, পিরুবক্সকে চিঠিতে কী লিখেছিল?'

অশোক দরজার দিকে এগোল, 'কী আবার? গৌহাটি থেকে কলকাতা রিটার্ন বুকিং কেন দেওয়া হচ্ছে না। কলকাতার অর্ডার সাপ্লাই করা যাচ্ছে না, হিউজ অর্ডার জমে আছে।'

ফটিক অশোকের সঙ্গে দরজার দিকে এগোল, 'বি এন দত্তবরুয়া অ্যাণ্ড কোং নামে সত্যি কোনও কোম্পানি আছে নাকি?'

'কে জানে।' অশোক দরজার বাইরে পা দিল, 'খবরের কাগজে এ ধরনের একটা নাম চোখে পড়েছিল। চায়ের বিজনেস না হয়ে, সেটা বইয়ের পাবলিশিং কনসার্নও হতে পারে।' ও কব্জি উলটে ঘড়ি দেখল, 'বারোটা বেজে গেছে। দরজাটা বন্ধ করে দে।' ও লিফটের দিকে এগিয়ে গেল, 'মনে রাখিস, একবালপুর পিরুবক্স ট্রান্সপোর্ট।'...

অশোক দশ মিনিটের মধ্যে পিরুবক্স ট্রান্সপোর্টের সামনে, ট্যাক্সি নিয়ে এসে দাঁড়াল। মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে, ট্যাক্সি থেকে নামল। উঁচু টিনের ছাউনি দেওয়া,

কাঁচা মাটির মেঝে, মস্ত লম্বা ঘর। ভিতরে একটা টাটা ট্রাক আর দুটো টেম্পো দাঁড়িয়ে। কাঁচা মাটির মেঝের ওপরে ডিজেল মবিল পেট্রলের আর জলের দাগ। ছাউনির ভিতর দিকে কাঠের পার্টিশন দেওয়া একটা বক্সরুম দেখা যাচ্ছে। ড্রাইভার বা ক্লিনার জাতীয় দু-তিনজন লোক একটা খাটিয়ার ওপর বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। তারা অশোকের দিকে একবার নির্বিকার চোখে দেখল মাত্র। অশোক অনুমান করল, ছাউনির শেষ প্রান্তে, কাঠের বক্স রুমটা পিরুবক্স-এর অফিস ঘর। ও ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়ে নোটবুকটা একবার স্পর্শ করল। ছাউনির ভিতরে ঢুকল। খাটিয়ার ওপর লোকগুলো আর একবার ওর দিকে দেখল। একজন দশাশয়ী চেহারার লোক হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, 'কার খোঁজ করছেন?'

'পিরুবকস সাহেব।' অশোক ওর স্বরে ও ভঙ্গিতে গাম্ভীর্য অথচ একটা সমীহের ভাব ফুটিয়ে তুলল।

লোকটি কাঠের ঘরের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, 'চলে যান ওখানে।'

লোকটা অশোককে নিশ্চয়ই একজন বিজনেস পার্টির লোক ভেবেছে। কাঠের ঘরটার কাছাকাছি হতেই, ও গলার স্বর শুনতে পেল। ডানদিকে ঘুরে ভিতরে যাবার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দুজন বসেছিল স্টিলের চেয়ারে। সামনের টেবিলে কয়েকটা বিয়রের বোতল। দুটো গেলাসে বিয়রের কিছু অবশিষ্ট। দুজনেই অশোকের দিকে তাকাল। অশোক পিরুবকস-এর চেহারার বর্ণনাটা জেনে আসেনি। কিন্তু পুরো হাতা বিলিতি সিনথেটিক নীল রঙের হাইনেক গেঞ্জি পরা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, মাথার চুল ছোট করে কাটা লোকটিকেই পিরুবকস মনে হল। অন্য লোকটির গোঁফ দাড়ি কামানো, ট্রাউজার আর শার্ট পরা। অশোক দরজার সামনে গিয়ে, অপ্রস্তুত হাসল, 'পিরুবকস সাহেব—।'

'হ্যাঁ আমি।' ফ্রেঞ্চকাট হাইনেক গেঞ্জি বলল, 'আপনি কে, কোথা থেকে আসছেন?'

অশোক ইংরেজিতে বলল, 'আমি সুপারিনটেণ্ডেন্ট সাহেবের কাছ থেকে আসছি।'

পিরুবকস যেন না বুঝতে পেরে, তার সঙ্গীর দিকে মোটা ভুরু কুঁচকে তাকাল। লোকটি একে অশোকের কথা হিন্দিতে তর্জমা করে বলে দিল। বিয়রের ছটায়. পিরুবকস-এর চোখ লাল। বিরক্ত স্বরে হিন্দিতে বলল, 'সেটা বুঝেছি। নিশ্চয়ই সেই বিষ খেয়ে মরা ক্লাবের ব্যাপারেই আমাকে আবার এ লোকটাকে দিয়ে জ্বালাতন করতে পাঠিয়েছে।' সে অশোকের দিকে রুষ্ট চোখে তাকাল।

অশোক অমায়িক হাসল, 'মাফ করবেন পিরুবকস সাহেব।' ও হিন্দিতে বলল, 'বুঝতে পারছি আমি অসময়ে এসে পড়েছি। আমি আপনার পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নেব না।' ও পকেট থেকে এস পি-র দেওয়া পরিচয়পত্রটা বের করল, 'আমি কি ভিতরে আসতে পারি?'

পিরুবকস মাথা ঝাঁকাল। বিয়রের গেলাসে চুমুক দিল। অশোক ভিতরে ঢুকল, কিন্তু দুজনের কেউ ওকে বসতে বলল না। ও পরিচয়পত্রটা পিরুবকস-এর দিকে এগিয়ে দিল। পিরুবকস সেটা নিয়ে, ঠোঁট নেড়ে নেড়ে নিঃশব্দ উচ্চারণে পড়ে, ফেরত দিয়ে বলল, 'ও তো আমি বুঝেছি, আপনি কি জাশুস?'

'বলতে পারেন।' অশোক দুজনের দিকে তাকিয়েই হাসল, 'আমি দিলীপ রায়চৌধুরির হয়ে ইনভেস্টিগেট করছি।'

পিরুবকস বিয়রের গেলাসে লম্বা চুমুক দিয়ে শূন্য করল, 'আপনি যার খুশি হয়ে ও সব করতে পারেন, আমার কিছু যায় আসে না। সেদিন ক্লাবে দলের মধ্যে যারা ছিল, তাদের নতুন আর কারোর নাম আমি মনে করতে পারছি না। সে কথা তো তালুকদার সাহেবকে বলেই দিয়েছি।'

পিরুবকস-এর শূন্য গেলাস, অন্যজন বিয়রে পূর্ণ করে দিল। অশোক খালি চেয়ারগুলোর দিকে দেখল। স্টিলের হালকা চেয়ার, চওড়া নাইলনের ফিতে দিয়ে মোড়া। ও বলল, 'তালুকদার সাহেব আমাকে সে কথা বলেছেন। গোলমাল হয়ে গেছে আপনার আসাম যাবার ব্যাপার নিয়ে।'

'আসাম যাবার ব্যাপার নিয়ে গোলমাল?' পিরুবকস-এর ফ্রেঞ্চকাট গোঁফ দাড়িতে ঢেউ লাগল, দাঁত দেখা গেল, ভুরু কুঁচকে উঠল, চোখ আরও রক্তাভ হল। সে আকাশ থেকে পড়ার ভঙ্গিতে সঙ্গীর দিকে তাকাল।

অশোক একটা চেয়ার টেনে বসল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি একটু বসছি।'

'কিন্তু আসাম যাবার ব্যাপাবে গোলমালটা কীসের?' পিরুবকস-এর সঙ্গী পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল।

অশোক জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'আপনার নামটা জানতে পারলাম না।'

'কোনও দরকার নেই ওর নাম জানবার।' পিরুবকস হিন্দিতেই বলল, 'আসাম যাওয়ার ব্যাপারে গোলমালটা কী হয়েছে, তাই শুনি?'

অশোক বাঙালি সঙ্গীটির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, পিরুবকস-এর লাল চোখে চোখ রাখল, 'গোলমালটা আর কিছুই নয়, আসাম থেকে যা খবর এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, আপনি আসাম যাননি।'

'মতলব?' পিরুবকস কাঠের ঘর কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ও সব জাশুসগিরি আমাকে দেখাবেন না। আমি তা হলে মিথ্যা কথা বলছি?'

অশোক কপট শঙ্কা ও সম্ভ্রমের ভঙ্গিতে জিভ কাটল, 'ছি ছি পিরুবকস সাহেব, আমি কখনও তা বলতে পারি? আপনি কেন মিথ্যে কথা বলবেন? আসাম থেকে যা খবর এসেছে, আমি আপনাকে তাই বললাম।'

বাঙালি সঙ্গীটি বাংলায় বলে উঠল, 'এই পিরু, ডোন্ট বি একসাইটেড।'

'আরে কিষ্ট, তুই কী বলছিস?' পিরুবকসও বাংলায় বলল, 'এরা আমার মাথা খারাপ করে দেবে। যে লোকটা জহর খেয়ে মরেছে, তার সঙ্গে আমার জিন্দেগিতে জানপহচন ছিল না, আর পুলিশ আমাকে নিয়ে টানাটানি করছে। খোদা যে আমাকে কী মর্জি দিয়েছিল, আমি রুকনুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে সেদিন ক্লাবে চলে গেলাম। আমি কি উসব জায়গায় যাই?'

অশোক নরম করে হাসল, 'সে খবরও আমি জানি পিরুবকস সাহেব।' ও এবার বাংলায় বলল, 'আমি নিজে পুলিশকে বলেছি, এই খুনের পিছনে পিরুবকস সাহেবের কোনও হাতই থাকতে পারে না। কিন্তু গোলমালটা করেছে আসামের খবর।'

'ক্যায়া গোলমাল হো সকতা?' পিরুবকস আবার চিৎকার করে, টেবিলে ঘুষি মারল, 'কোন শালা বলেছে আমি আসামে যাইনি? আমি তার জান খেয়ে নেব।'

অশোক যেন খুবই অসহায় চোখে, পিরুর বাঙালি সঙ্গীটির দিকে তাকাল। বাঙালি সঙ্গীটি আবার বলল, 'এই পিরু, চেঁচামেচি করছিস কেন?'

দুজন লোক দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। অশোক মুখ ফিরিয়ে তাকাল, খাটিয়ার সেই লোকদের দুজন। চিৎকার চেঁচামেচি শুনেই এসেছে। পিরুবকস তথাপি চিৎকার করে বলল, 'চিল্লাবো না তো কী করব? আমি জানতে চাই, কোন শালা বলেছে, আমি আসাম যাইনি? আমি তার জিভ উপড়ে নেব।'

অশোক ফ্যালফ্যাল করে তাকাল, 'আসাম পুলিশ খবরটা পাঠিয়েছে।'

'আসাম পুলিশ?' পিরুবকস যেন থতিয়ে গেল।

অশোক বলল, 'হ্যাঁ, তারা তন্নতন্ন করে খোঁজ নিয়েছে, কিন্তু আপনি যে আসামে দু সপ্তাহ ছিলেন, তার কোনও প্রমাণ তারা পায়নি। আপনি তাদের শালা বলতে পারেন, জিভ ছিঁড়ে ফেলতে পারেন, আমার কিছুই করার নেই। আমার কাছে খবরটা গোলমেলে লাগল বলেই, জানতে এসেছিলাম।'

'কী জানতে এসেছিলেন?' পিরুবকস মোটা নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল।

অশোক হাসল, 'আপনি কেন মিথ্যা কথা বলেছেন।'

'আমি মিথ্যা কথা বলেছি!' পিরুবকস হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, বাইরের লোক দুটোর দিকে তাকাল। লোক দুটো ঘরের ভিতরে ঢুকে, অশোকের দু পাশে দাঁড়াল। অশোক সিগারেট বের করে ধরাল, শান্তভাবে বলল, 'আপনি আমাকে মিছিমিছি গরম দেখাচ্ছেন।' ওর হাতে সিগারেট কাঁপছে, বুকের মধ্যেও, তথাপি কথা থামল না। 'আপনি আসামে যাননি। ক্লাবে খুনের কথাও আপনি আগেই জানতেন। আপনার কোনওই স্বার্থ নেই, তবু আপনি কেন মিথ্যা কথা বলেছেন, এটাই আশ্চর্য!'

'শোনো তা হলে জাশুস, পিরুবকস প্রমাণ ছাড়া কোনও কাজ করে না।' পিরুবকস চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমার গৌহাটির অফিসে সবাই জানে, সেখানে আমি দু

সপ্তাহ ছিলাম। তুমি এস পি-র কাগজ নিয়ে এসে আমাকে ভড়কি দিচ্ছ, আমি তোমারই খোপরি উড়িয়ে দেব।' সে একটা বিয়রের বোতল হাতে চেপে ধরল।

অশোক তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো নিঝুম হয়ে গেল, ঈষৎ ঘাড় উঁচু করে বলল, 'যা আপনার মর্জি। আপনি যে আপনার গৌহাটি অফিসে ট্রাংক কল করেছিলেন, সেটাও ধরা পড়ে গেছে।'

'এই তো শালা তুমি ধরা পড়ে গেছ।' পিরু রক্তাক্ত চোখে, নির্মম হাসল, একটা উচ্চারণের অযোগ্য খিস্তি দিল, 'ট্রাঙ্কল! এ রকম কাঁচা কাজ পিরুবকস করে না।'

অশোক হালকাভাবে বলল, 'তা হলে কি চিঠি দিয়েছিলেন?'

খাটিয়ার সেই দশাশয়ী লোকটা এবার ঘরে ঢুকে খপ করে অশোকের শার্টের পিছনের কলার চেপে ধরল, 'শালা হারামি বেমালুম গুল মেরে যাচ্ছ?'

ঠিক এ সময়েই পিরুবকস রক্ত চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে, ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করল, 'কে? কী চাই?'

জবাবে ফটিকের গলা শোনা গেল, 'মিঃ পিরুবকস?'

'ইয়েস।' পিরু জবাব দিল।

ফটিকের ইংরেজি কথা শোনা গেল, 'আমি গৌহাটি থেকে আসছি, বি এন দত্তবরুয়া অ্যাণ্ড কোম্পানি থেকে। আমাকে বোধহয় আপনি চিনতে পারছেন না? আমি বীরেন্দ্রনাথ দত্তবরুয়ার ছেলে, অয়স্কান্ত।'

'কে শালা'দত্তবরুয়া অ্যাণ্ড কোম্পানি?' পিরুবকস হিন্দিতে খেঁকিয়ে উঠল, 'ও নামের কোনও কোম্পানির কথা আমি জানি না।'

ফটিক হিন্দিতে বলল, 'তাজ্জবের কথা! আমাদের চা বাগান আছে, আপনি আমাদের কলকাতার মাল নিয়ে আসেন। কুড়ি দিন আগে, বাবা আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন।'

পিরুবকসকে কেমন একটু বিভ্রান্ত দেখাল। সে তার লোকজনের দিকে তাকাল। ফটিক আবার বলল, 'আমি গতকাল কলকাতায় এসেছি অন্য কাজে। বাবা বলে দিলেন, আপনার সঙ্গে অনেক দিনের কারবার। একবার যেন দেখা করি। আমাদের কোম্পানির কলকাতার হিউজ অর্ডার জমে আছে। আপনার গৌহাটি অফিসের সঙ্গে কনট্যাক্ট করেছিলাম, তারা বলল, এখন আসাম থেকে ফিরতি ট্রানসপোর্টের অসুবিধা আছে। এখন কী করা যায় বলুন তো?'

'আমি তো দত্তবরুয়া কোম্পানির নামই মনে করতে পারছি না।' পিরুবকস, তার হাত থেকে বিয়রের বোতলটা টেবিলের ওপর রাখল, 'আপনার বাবার নাম কী বললেন?'

ফটিক দরজায় কাছে দাঁড়ানো লোকটির গা ঘেঁষে, ঘরের মধ্যে ঢুকল, 'বি এন

দত্তবরুয়া।'

ইতিমধ্যে দশাশয়ী লোকটার, অশোকের কলার ধরা হাতটা একটু শিথিল হয়েছিল। ফটিক সেই লোকটির পাশে দাঁড়িয়ে, চকিতে একবার অশোকের নির্বিকার মুখের দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'বাবা আপনাকে বিশদিন আগে একটা চিঠি দিয়েছেন।'

'আমি কোনও চিঠিই পাইনি।' পিরুবকস সন্দিগ্ধ স্বরে বলল।

অশোক দেখল, ফটিকের ওপরের ঠোঁটের ওপর মোটা একজোড়া নকল গোঁফ। ও হেসে ফটিকের দিকে তাকাল, 'কেন, পিরুবকস সাহেব তো দু-একদিন আগে, দু সপ্তাহ আসামেই ছিলেন।'

'দু সপ্তাহ আসামে?' ফটিক অবাক হবার ভান করল, দশাশয়ী লোকটার দিকে তাকাল।

পিরুবকস চিৎকার করে উঠল, 'এই শালা মাধো, মালকে চুপ করাতে পারছিস না?'

দশাশয়ী লোকটা এবার আবার অশোকের শার্টের কলার টেনে ধরে বের করে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করল।

অশোক বলল, 'পিরু সাহেব, আবার প্রমাণ হয়ে গেল, আপনি আসামে মোটেই যাননি। আমার কাছে সব স্বীকার করলে ভাল করতেন, নইলে পুলিশ-—।'

দশাশয়ী লোকটার হ্যাঁচকা টানে, অশোকের স্বর আটকিয়ে গেল। পিরু রুখে উঠে হুকুম দিল, মালকে ঝাড় খালাস করে দে।'

কিন্তু লহমার মধ্যে, ফটিকের এক লাথিতে বিয়রের বোতল সুদ্ধ টেবিলটা পিরুবকস-এর গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল আর তার হাতের একটা আঘাতে, দশাশয়ী মাধোর হাতটা অশোকের কলার থেকে ঝরে পড়ল, বলল, 'আপনারা এ সব কী করছেন? ঝাড় খালাস করবেন? ভদ্রলোক তো সত্যি কথাই বলেছে।'

ফটিকের কথা শেষ হবার আগেই, মাধো এবার তার দিকে মোষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফটিক এক লাফে পিরুবকস-এর পাশে সরে গিয়ে, তার বিয়রের বোতল তুলে নেওয়া হাতে বিদ্যুৎ বেগে আঘাত করল। মাধো ইতোমধ্যে হুমড়ি খেয়ে মেঝেয় পড়েছে। বিয়রের বোতলটা পিরুর হাত থেকে পড়ে যেতেই, ফটিকের একটা ঘুষি সাপের ছোবলের মতো, ঈষৎ বক্রভাবে, সপাটে কান সুদ্ধ চোয়ালে পড়ল। পিরুবকস কাঠের দেওয়ালের কোণে গিয়ে পড়ল। ফটিক দ্রুত মাধোর কাছে ফিরে এসে, তার বাঁ হাতের ওপর প্রচণ্ড জোরে একটি লাথি কষাল। ফলে তার দু হাতই অশক্ত হয়ে পড়ায়, ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা হল না। সমস্ত ব্যাপারটা এমনই আকস্মিক, দ্রুত, আর পিরুর কানে আর চোয়ালের আঘাতটা এতই কঠিন, সে ক্রমাগত মেঝেতে গড়িয়ে পড়তে লাগল। তার বাঙালি সঙ্গীটি ঘরের এক কোণে লেপটে গিয়েছিল,

দুচোখে আতঙ্ক। দরজার কাছে অন্য লোকটি সরে গিয়ে চিৎকার করছে, 'পিরু সাবকো মারডালা। পিরু সাবকো মারডালা।'

অশোক হাসল, ফটিককে বলল, 'কী যেন আপনার নাম বললেন? মিস্টার দত্তবরুয়া। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি বোধহয় জানে বেঁচে গেলাম, আর আসল সত্যিটাও জানা হয়ে গেল।' বলে, কোণঠাসা বাঙালিটির দিকে ফিরে বলল, 'আপনার নাম কেষ্টবাবু। এখন আমার মনে পড়ছে, সেদিন রুকনুদ্দিনের ক্লাবের পার্টিতে আপনিও ছিলেন। তাই ভাবছিলাম, কোথায় যেন আপনাকে দেখেছি।'

'কিন্তু বিশ্বাস করুন', কেষ্টবাবুর গলা কেঁপে উঠল, 'খুনের ঘটনা—মানে, বিষটিষ দেওয়ার মধ্যে আমি ছিলাম না। পিরু যে কেন বোকার মতো আসামে থাকার কথা বলল—।'

'বুঝেছি।' অশোকের দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ও হাত তুলে কেষ্টবাবুকে বাধা দিল, 'ঠিক আছে, আর বলতে হবে না। আমি জানি আপনি বিষ-টিষ দেননি। চলুন মিঃ দত্ত বরুয়া আমরা একসঙ্গেই যাই।' বলে পা বাড়াতে উদ্যত হয়েও, হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'কেষ্টবাবু আপার পদবিটা যেন কী?'

'ব্যানার্জি কৃষ্ণধন—।'

অশোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, পিছনে ফটিক। যে লোকটা চিৎকার করছিল, সে দৌড় দিল। আশেপাশে কিছু লোক ভিড় করছিল। তারা কৌতূহলিত ভীরু জনতা ছাড়া কিছু না। অশোক চলে যেতে যেতে তাদের উদ্দেশ্যে বলল, 'নিজেদের মধ্যে মাল খেয়ে মারামারি করছে, যান দেখুন গিয়ে।'

দুজনেই দ্রুত পায়ে খানিকটা হেঁটেই, একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে দাঁড় করাল। ট্যাক্সিতে উঠে অশোক বলল, 'আলিপুর পুলিশ কোর্ট।'

ফটিক অবাক চোখে অশোকের দিকে তাকাল। ট্যাক্সি ছাড়তেই, দেখা গেল, লোকেশ তালুকদারের জিপ ঢুকছে পিরুবকস-এর ছাউনির মধ্যে। অশোক হাসল, 'দ্যাখ, যা বলেছিলাম, ঠিক তাই। তালুকদার এসে গেছে।' বলে ইংরেজিতে বলল, 'পুলিশ কোর্ট থেকে অন্য অটোমোবাইল (ট্যাক্সি শব্দ উচ্চারণ করল না) নিয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে যাব।'

অশোক আর ফটিক খাবার টেবিলের মুখোমুখি। রামজনম এক পাশে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছে। অশোক খেতে খেতে মাথা নাড়ল, 'না, পিরুবকসকে গুণ্ডা বা খুনে পার্টি আমি মোটেই এখনও ভাবছি না। আসলে পিরু পুলিশের কাছে মিথ্যা স্টেটমেন্ট দিয়ে বিপদে পড়ে গেছে। আমার মুখ থেকে সত্যি কথাটা শুনে, ও ভয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, আর এরকম ভয়ে মরিয়া হয়ে উঠলে, একজন তার শত্রুকে

মেরে ফেলতেও পারে। সেটাকে ডেলিবারেট মার্ডার বলা যাবে না। আজকের সব থেকে বড় লাভ হল, জালে আর একজনকে ছেঁকে তোলা গেল, কৃষ্ণধন ব্যানার্জি। বাকি রইল তিন। রিসক নেবার এটাই লাভ। কিন্তু রুকনুদ্দিন পিরুর ব্যাপারটা জানেন বলে মনে হচ্ছে।' ও খাবার মুখে দিল।

'কিন্তু পিরুর মিথ্যা স্টেটমেন্টের কারণটা কী?' ফটিকের ভুরু কুঁচকে উঠল।

অশোক হাসল, 'ভয়! স্রেফ ভয়ে মিথ্যা স্টেটমেন্ট দিয়েছে, এখনও আমার তাই ধারণা। অবিশ্যি মিথ্যাও হতে পারে। কিন্তু ও যদি ভয়ে মিথ্যা স্টেটমেন্ট দিয়ে না থাকে, তা হলে ভাবনার কথা। তা হলে আমাকে ভাবতে হবে, স্বয়ং খুনিকে ও চেনে, অর্থাৎ যে প্রদীপ রায়চৌধুরির গেলাসে বিষ দিয়েছে, আর পিরু তাকে আড়াল করতে চাইছে। ক্রাইমের ভাষায় যাকে কভার করা বলে, কিন্তু—।' ও চুপচাপ খানিকক্ষণ খাওয়ায় মনোযোগ দিল, 'রামজনমজি, আপনার হাতের রান্না চমৎকার! মাংসটা খুব ভাল হয়েছে।'

রামজনম লজ্জা পেয়ে হাসল, 'উ ঠিক বাত না। বাঙালি মাফিক পাকাতে আমি পারি না। বাঙালির খানা আমার খুব পসন্দ।'

'তা হলে তো আপনাকে একদিন বাঙালির রান্না খাওয়াতে হয়।' অশোক মাংসের হাড় থেকে মজ্জা শুষে নিল, 'আপনি বোধহয় খুব ভাল রিভলভারও চালাতে পারেন, না?'

রামজনম হঠাৎ চমকিয়ে উঠে এক মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই হেসে বলল, 'আমি নোকর চাকর আদমি রিভলভার কেয়সে চালাব?'

'দরকার হলে চালাতে পারবেন তো?' অশোকের দাঁতে হাসির ঝিলিক, চোখের দৃষ্টি রামজনমের চোখের ওপর।

রামজনম হেসেই বলল, 'আপনি বাতালে কৌসিশ করে দেখব।'

অশোক আর ফটিক চোখাচোখি করে হেসে উঠল। রামজনমও হাসল। অশোকের খাওয়া হয়ে গেলে হাত ধুয়ে ফটিকের সঙ্গে শোবার ঘরে যাবার আগে বলল, 'রামজনমজি, তালুকদার সাহেব আসতে পারেন। উনি যদি জিজ্ঞেস করেন, 'আমার এই বন্ধু বাইরে গেছল কি না, আপনি বলবেন, না। ঠিক আছে?'

রামজনম ঘাড় কাত করে হাসল। অশোক আর ফটিক ঘরে ঢুকল। দুজনেই সিগারেট ধরিয়ে ডবল বেড খাটে শুয়ে পড়ল। চুপচাপ কয়েক মিনিট সিগারেট খেল। অশোক কাত হয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। ডায়াল করল, কয়েক সেকেণ্ড পর ওপার থেকে জবাব এল, 'ইয়েস?'

'মিঃ মিত্র আছেন?' অশোক জিজ্ঞেস করল।

জবাবে জিজ্ঞাসা ভেসে এল, 'কে বলছেন?'

'অশোক ঠাকুর।'

জবাব এল, 'আজ্ঞে না, উনি একটু বেরিয়েছেন। এলে কিছু বলতে হবে? আমি ওঁর পি এ বলছি।'

'বলবেন, আমি টেলিফোন করেছিলাম।' অশোক রিসিভার নামিয়ে রাখল। টেলিফোনের পাশেই রাখা ছাইদানিতে সিগারেট গুঁজে দিয়ে চোখ বুজল।

ফটিক ইতোমধ্যেই নাক ডাকাতে আরম্ভ করেছিল। আধ ঘণ্টা সময়ও কাটল না, প্যাঁচার ডাকের মতো কলিং বেলের শব্দে অশোকের তন্দ্রাচ্ছন্নতা ভেঙে গেল। দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল, তারপরই তালুকদারের উত্তেজিত স্বর, 'অশোকবাবু কোথায়?'

রামজনমের স্বর, 'নিদ্ যাচ্ছেন।'

'আর তাঁর বন্ধুটি কোথায় গেছেন?' তালুকদারের স্বরে ঝাঁজ।

রামজনমের নিরীহ অবাক স্বর, 'জি. সে বাবু ভি নিদ্ যাচ্ছেন!'

'তাঁরা দুই বন্ধুতে কতক্ষণ আগে বেরিয়েছিলেন, কখন ফিরেছেন?' তালুকদারের ঝাঁজের স্বরে অফিসারসুলভ হুংকার।

রামজনমের অবাক স্বর, 'জি, উন্ দো বন্ধু তো বাইরে যাননি। অশোকবাবু বাহার গেইছিলেন, মগর উন্‌কো দোস্ত তো বাহার যাননি।'

'ওঁর দোস্ত বাইরে যাননি?' তালুকদারের বিস্ময়ে ফেটে পড়া স্বর, 'এক বারও না?'

রামজনমের অবিচলিত স্বর, 'জি, একদফেও না, উন্‌কো তো আমি খানা দিলাম, খেয়ে নিদ গেলেন।'

'স্ট্রেঞ্জ!' তালুকদারের কিছুক্ষণ বাক্‌রোধ হয়ে গেল, তারপরে হঠাৎ, 'আচ্ছা রামজনম, আমি একটা কথা কিছুতেই মনে করতে পারছি না। অশোকবাবুর দোস্তের কি গোঁফ আছে?'

রামজনমের অবাক স্বর, 'জি না তো! উনকো মোচ উচ কুছ নেই।'

আশ্চর্য।' আবার তালুকদার কিছুক্ষণ তাঁর বিস্ময় হজম করল।

অশোক গম্ভীর মুখে, চোখ ঘষতে ঘষতে শোবার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল, 'কী ব্যাপার মিঃ তালুকদার?'

তালুকদারের স্বর বদলিয়ে গেল, যথাসাধ্য অমায়িকভাবে বলল, 'আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম অশোকবাবু।'

'তাতে কিছু আসে যায় না।' অশোক একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বসল। রামজনমের সঙ্গে একবার চোখাচোখি করল, 'বসুন মিস্টার তালুকদার, খবর কী বলুন।'

তালুকদার বসেই অশোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি পিরুবকস-এর ওখানে গেছলেন?'

'গেছলাম।'

'আপনি যে যাবেন, আমাকে তা বলেননি তো কিছু?'

'কেন, সেখানে যেতে হলে কি আপনার অনুমতির দরকার ছিল?' অশোক ওর স্বর কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ করল।

তালুকদার তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলিয়ে নিল, 'না, না, ঠিক তা বলছি না। আপনি যে ওখানে যাবেন, আমি ভাবতে পারিনি। গেলেন যখন, আমাকে নিয়ে গেলেই পারতেন।'

'সেটা অবিশ্যি আমার ভুল হয়েছে।' অশোক ওর শার্টের পিছনের ফেঁসে যাওয়া কলার দেখিয়ে বলল, 'তা হলে আমার এই দুর্গতি হত না। আপনার ওই পিরু আর তার লোকেরা আমাকে মেরেই ফেলত।'

তালুকদার অবাক স্বরে বলল, 'ওরা আপনাকে মেরেছে? অথচ ওরা বলল, আপনি নাকি একটা গুণ্ডাকে সঙ্গে নিয়ে ওদেরই মারধোর করেছেন!'

'আমি গুণ্ডা নিয়ে মেরেছি?' অশোক হাসল, 'তবে হ্যাঁ, কোনও একজন অসমিয়া যুবক, কী নাম দত্তবরুয়া, পিরুবকস-এর কাছে বিজনেস অ্যাফেয়ারে এসেছিল। সেই ভদ্রলোকের কথাতেই জানলাম, পিরুবকস দু সপ্তাহের জন্য আদৌ আসামে যায়নি। ওটা আমি সন্দেহ করেছিলাম, আর সেটা কবুল করাবার জন্যই আমি গেছলাম। মাঝখান থেকে সেই দত্তবরুয়া ছেলেটি আসাতে সব ফাঁস হয়ে গেল, আর সেই রাগেতে পিরুবকস আর তার লোকেরা ছেলেটিকে যাচ্ছেতাই বলে অপমান করে। এমনকী মাধো নামে একটা লোক ছেলেটির গায়ে পর্যন্ত হাত তোলে। তখন ছেলেটি রেগে গিয়ে ওদের মারধোর করে। করে অবিশ্যি ভালই করেছে, তা না হলে ওরা আমাকেই বোধহয় মেরে ফেলত।'

তালুকদার বলল, 'কিন্তু সেই গুণ্ডা প্রকৃতির লোকটির সঙ্গেই আপনি পিরুবকস-এর ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন।'

'মিঃ তালুকদার, আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না।' অশোক গম্ভীর হল, 'ছেলেটি মোটেই গুণ্ডা প্রকৃতির ছিল না। হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গে বেরিয়েছিলাম বটে, কিন্তু আমরা দুজনে আলাদা ট্যাক্সিতে যে যার জায়গায় চলে গেছি। সত্যি কথা বলতে কী, তখন প্রাণ নিয়ে বাঁচবার কথা ছাড়া আমি কিছুই ভাবিনি, যে জন্য ছেলেটির সঙ্গে ভাল করে আলাপ করা গেল না।'

তালুকদার হতবাক, নিশ্চুপ, চিন্তিত, কপালে তার অনেকগুলো রেখা ফুটল। একটু পরে বলল, 'অথচ ওরাই উলটে আপনার নামে নালিশ করল। তা ছাড়া আমি

দেখলাম. পিরু আর মাধোকে রীতিমতো মারধোর করা হয়েছে। মাধোর একটা হাত ফ্রাকচার হয়ে গেছে। পিরু এক কানে শুনতেই পাচ্ছে না?'

'তা নিয়ে আপনার যা কর্তব্য আপনি করুন।' অশোক সিগারেট ধরাল. 'পিরু যে আসাম যায়নি, সে কথা কি সে আপনার কাছে স্বীকার করেছে?'

'না তো! ওখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সে কথা তো তুলতেই পারলাম না।'

'হুঁ। ওখানে কৃষ্ণধন ব্যানার্জি বলে কারোকে দেখলেন?'

'দেখলাম। ওঁকে আমি চিনি. চৌরঙ্গি পাড়ায় বিরাট ঘড়ির দোকানের মালিক।'

কিন্তু উনি কি আপনাকে বলেছেন, সেদিন রাত্রে ক্লাবে উনিও রুকনুদ্দিন সাহেবের দলে ছিলেন?'

তালুকদার কয়েক মুহূর্ত কথাই বলতে পারল না এবং তার খোলা ঠোঁটের ফাঁকে জিভ দেখা গেল। তারপরে হঠাৎ বিষম খাওয়ার মতো ভঙ্গি করে বলল, 'আপনাকে বলেছেন?'

'বলেছেন। কৃষ্ণধনবাবু নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন, উনি সেদিন রুকনুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে ছিলেন, আর এও বলেছেন. পিরু আসাম যাওয়ার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে ভুল করেছে।'

তালুকদার লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'বলেছে, বলেছে? সোয়াইনটাকে আমি এখুনি অ্যারেস্ট করব। ব্যাটা ঘুণাক্ষরেও ও সব কথা তোলেনি!'

'আসুন, একটা টেলিফোন করা যাক।' অশোক উঠে দাঁড়াল।

'কাকে?'

'মিঃ রুকনুদ্দিন আহমেদকে। আপনিই ফোন করে জিজ্ঞেস করুন, সে রাত্রে তাঁর সঙ্গে যে কৃষ্ণধনবাবু ছিলেন, তা তাঁর মনে আছে কি না। আসুন।'

অশোকের সঙ্গে তালুকদার শোবার ঘরে ঢুকল। সে প্রথমেই নিদ্রিত ফটিকের দিকে দেখল এবং যুগপৎ হতাশা আর বিস্ময় তার মুখে ফুটল। অশোক রিসিভার তুলে, কার্ড দেখে ডায়াল করল। রিসিভার এগিয়ে দিল তালুকদারের দিকে। তালুকদার ইংরেজিতে বলল, 'কে, মিঃ রুকনুদ্দিন আহমেদ বলছেন? ...আমি তালুকদার—ও সি তালুকদার বলছি। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। দয়া করে মনে করবার চেষ্টা করুন, সেই রাত্রে ক্লাবে আপনার সঙ্গে টাইম এন ফ্যানসি ঘড়ির দোকানের মালিক কৃষ্ণধন ব্যানার্জি কি ছিলেন? ...হ্যাঁ, মনে করবার চেষ্টা করুন। অ্যাঁ...ছিলেন। এখন আপনার মনে পড়ছে?...আশ্চর্য! ঠিক আছে, পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।' সে অবাক অন্যমনস্ক মুখে রিসিভার নামিয়ে রাখল, তাকাল অশোকের দিকে।

অশোক হাসল, 'চলুন বাইরে যাই।'

তালুকদার শোবার ঘরের বাইরে এসেই বলল, 'আমি এখুনি কেষ্ট ব্যানার্জির

কাছে যাব।'

'তা যান, তবে অ্যারেস্ট ফ্যারেস্ট এখনি করবেন না।' অশোক সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল, 'এদের সন্দেহের তালিকায় রাখা যায়, কিন্তু প্রদীপবাবুকে খুনের কোনও মোটিভিটি এদের মধ্যে এখনও তেমন দেখা যাচ্ছে না। আপনি কেষ্টবাবুর ঘড়ির দোকানে যাবেন না, থানায় ডেকে পাঠান। লোকটা ভিতু আছে, আত্মসম্মানের ভয়ও আছে, ওকে থানায় ডেকে চোখ রাঙান, বাকি তিনটি নাম জানবার চেষ্টা করুন। বোধহয় কিছু পেয়ে যাবেন।'

'ওককে!' তালুকদার ছিটকে দরজার কাছে চলে গেলেন।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'ক্লাবের বারম্যান আর ব্যায়রাকে ছেড়ে দিয়েছেন তো?'

'সকালেই রিলিজ করে দিয়েছি।' তালুকদার লিফটের দিকে এগিয়ে গেল।

রামজনম অশোকের দিকে তাকিয়ে হাসল, দরজা বন্ধ করল। টেলিফোন বেজে উঠল। অশোক শোবার ঘরে ঢুকে টেলিফোন ধরল, 'ইয়েস?'

'কে, অশোকবাবু?' মিঃ মিত্রর স্বরে গভীর উত্তেজনা, 'আমি মিত্র বলছি।'

'বলুন, আমি অশোক বলছি।'

'আমি এইমাত্র অফিসে আসতেই রুকনুদ্দিন সাহেবের টেলিফোন পেলাম।' মিঃ মিত্রর স্বরে তেমনই উত্তেজনা।

অশোক হাসল, 'উনি কি কৃষ্ণধন ব্যানার্জির কথা বললেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি জানলেন কী করে?' মিঃ মিত্রর স্বরে আকাশ থেকে পড়া বিস্ময়।

অশোক বলল, 'লোকটিকে আমিই আবিষ্কার করেছি, তালুকদারকে বলেছি, কৃষ্ণধনকে ডেকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করতে। হয়তো বাকি তিনটি নামের কোনও সন্ধান মিলতে পারে।'

'কিন্তু কী করে আবিষ্কার করলেন?' মিঃ মিত্রর স্বরে অধৈর্য উত্তেজনা।

অশোক শান্তভাবে বলল, 'আপনাকে সন্ধ্যেবেলায় সবই বলব। কৃষ্ণধনের কথা আপনাকে বলব বলেই ঘণ্টাখানেক আগে আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম। আপনার পি এ বললেন, আপনি বাইরে গেছেন। তালুকদার বোধহয় এতক্ষণে কৃষ্ণধনকে থানায় ডেকেছে। আপনি বরং হাতে সময় থাকলে, একবার থানায় কৃষ্ণধনের সামনে দেখা দিন, কাজ হতে পারে।'

'বলছেন? ঠিক আছে!' মিঃ মিত্র লাইন কেটে দিলেন।

অশোক রিসিভার নামিয়ে রাখতেই, ফটিক চোখ বুজেই বলল, 'তুই শালা সত্যি খচ্চর আছিস।'

'কেন?'

'কেষ্টধন লোকটাকে হঠাৎ এমন চার্জ করলি, স্রেফ গুলতাপ্পিতেই কাজ হয়ে গেল।' ফটিক চোখ না খুলে হাসল।

অশোক হাসল, 'লোকটা খাঁটি কেষ্টর ধন। রাখালের শান্ত আর ভীরু গাভী।' ও ফটিকের পাশে শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা রাত্রি সাতটা। মিঃ মিত্রর বাংলোর অফিস ঘরে, অশোক ফটিক ডাঃ মুখার্জি আর স্বয়ং মিঃ মিত্র। অশোক ফটিক দুজনেরই গায়ে লাউঞ্জ ড্রেস। ডাঃ মুখার্জি কোনওরকম ড্রেস করেননি, সাধারণ ট্রাউজার আর শার্ট পরা। অশোক মিঃ মিত্রকে পিরুবকস-এর অফিসের সব ঘটনাই বলল। কৃষ্ণধনের কথা জানাল। কেবল ফটিকের ছদ্মবেশ প্রসঙ্গ বাদ দিল।

'কিন্তু পিরুবকস থানায় আপনার নামে একটা ডায়রি করেছে।' মিঃ মিত্র বললেন।

অশোক হাসল, 'তার আগে, পিরুবকস কেন মিথ্যা স্টেটমেন্ট দিয়েছে, তার কৈফিয়ত দরকার।'

'সে তো বলছে, সে মিথ্যা বলেনি। সেই দত্তবরুয়া না কে, সে সব নাকি আপনারই সাজানো ব্যাপার।'

'কিন্তু আপনি তো জানেন মিঃ মিত্র, কৃষ্ণধন নিজে থানায় কনফেস করেছে, পিরু আসাম যায়নি। তাই না?' অশোক ঘাড় কাত করল।

মিঃ মিত্র মাথা ঝাঁকালেন। অশোক আবার বলল, 'কৃষ্ণধন শংকর সাহা নামে আরও একজনের নাম করেছেন, এটা একটা মস্ত লাভ। শংকর সাহাকেও খুঁজে পাওয়া গেছে, স্বীকারও করেছে, সে সেই রাত্রে রুকনুদ্দিনের গেস্ট ছিল। কারোরই মোটিভিটির কথা আমি এখনই তুলতে চাইছি না। কিন্তু পিরুবকস আমার মনে একটু খটকা লাগিয়ে দিচ্ছে।'

'তা হলে বলুন, ওকে এখনই অ্যারেস্ট করার অর্ডার দিই?' মিঃ মিত্রকে বিচলিত দেখাল।

অশোক বলল, 'এখন থাক। আমি রামজনমকে ওর পেছনে লাগিয়ে রেখেছি। হঠাৎ অ্যারেস্ট করলেই, গোটা ছবিটা বদলে যায়। সবাইকে নিজের নিজের মতো খেলতে দিন, তবেই সব স্পষ্ট হয়ে উঠবে।'

ডাঃ মুখার্জি এতক্ষণে মুখ খুললেন, 'চমৎকার! মশাই আপনার এই খুদে চেহারার মধ্যে এ সব আইডিয়া কোথায় লুকিয়ে থাকে বলতে পারেন?'

অশোক হাসল, কবজির ঘড়ি দেখল, 'চলুন, আমরা এবার ক্লাবে যাই।'

সকলের সঙ্গে মিঃ মিত্রও উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে চিন্তিত আর গম্ভীর দেখাচ্ছে। অশোক আর ফটিক বাইরে এসে ডাঃ মুখার্জির গাড়িতে উঠল। ডাঃ মুখার্জি নিজেই

গাড়ি ড্রাইভ করে চললেন। অশোক বলল, 'আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, মিঃ মিত্র এই রাত্রে এখনই হয়তো পিরুবকসকে অ্যারেস্টের অর্ডার দেবেন।'

'কী করে জানালেন?' ডাঃ মুখার্জি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

অশোক বলল, 'কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। আচ্ছা ডাঃ মুখার্জি, আমি গাড়িতেই দু-একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করে নেব?'

'নিশ্চয়ই, বলুন।' ডাঃ মুখার্জিকে উৎসাহিত মনে হল।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সে রাত্রে, প্রদীপবাবুর টেবিলের সামনে ভিড় করা দলের সবাইকে দেখলে চিনতে পারবেন?'

'সেটা ভাই আমি নিশ্চয় করে বলতে পারছি না।' ডাঃ মুখার্জি সামনের একটা গাড়িকে ওভারটেক করার জন্য আলোর সিগনাল করলেন, 'অবিশ্যি রুকনুদ্দিন আহমেদ, নিশীথ কর্মকার, এঁদের আমি আগে থেকেই চিনতাম। এঁরা দুজনেই ক্লাবের মেম্বার। প্রদীপ রায়চৌধুরিকে তো চিনতামই, তার তিন বন্ধু, রজত ধাড়া, মনোহর খৈতান, নীরেন বসুকেও চিনি। বাকিরা সকলেই আমার অচেনা। সত্যি কথা বলতে কী রুকনুদ্দিনের দলে যে কতজন ছিল, আমি তাও ঠিক বলতে পারব না। ক্লাবে ওরকম হামেশাই হয়।'

অশোক বলল, 'তা জানি। প্রদীপবাবুকে নিয়ে টোটাল তেরোজন ছিল, এটা অনুমান করা যাচ্ছে, ক্লাবের বিল থেকে আর ব্যায়রা বারম্যানের হিসাবে। এ ক্ষেত্রে ব্যায়রার হিসাবটাই সঠিক। তাকে সকলের জন্য ড্রিঙ্ক অর্ডার করা হয়েছিল, সে লোক গুনে ড্রিঙ্কস দিয়েছে।' অশোক ফটিককে সিগারেট দিয়ে নিজেও একটা ধরাল, 'আপনার কি মনে হয়েছিল, সকলেই খুব ড্রাঙ্ক ছিল?'

'তাই তো মনে হয়েছিল।' ডাঃ মুখার্জি বললেন, 'অবিশ্যি বুঝতেই পারছেন, আমিও মোটামুটি ভালই খেয়েছিলাম। প্রদীপদের টেবিলে হাসি হইহল্লা দেখেছি, বিশেষ কারোকে—।' ডাঃ মুখার্জি কথা থামিয়ে, রিয়ার ভিউ ফাইণ্ডারের দিকে তাকালেন। পিছন থেকে একটা গাড়ি তাঁকে সাইড দেবার জন্য সিগনাল দিচ্ছে। তিনি একটু বাঁয়ে চাপলেন, পিছনের গাড়িটা বেরিয়ে গেল। তিনি আবার বললেন, 'একজনকে অবিশ্যি আমার বিশেষভাবে মনে আছে। তার কারণ, রুকনুদ্দিন সাহেবদের দলের মধ্যে সে ছিল সবথেকে ছেলেমানুষ। ওই বয়সের ছেলে, ওরকম দলে একটু বেমানান লাগছিল।'

অশোক উদগ্রীব হল, 'কত বয়স হবে ছেলেটির? চেহারা কী রকম?'

'আপনাদের মতোই হবে। বয়স তিরিশের মধ্যেই মনে হয়েছিল।' ডাঃ মুখার্জি বললেন, 'চেহারার কথা আর বলবেন না। আজকালকার স্টাইল, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, আর তুঘলকি গোঁফ।'

অশোক হাসল, 'তুঘলকি গোঁফটা কী রকম?'

'আরে মশাই ওই যে আজকাল সব বিটকেলে গোঁফ রাখা হয়েছে না?' ডাঃ মুখার্জিও হাসলেন, 'ঠোঁটের দু পাশ দিয়ে নেমে প্রায় গোল করে চিবুকের কাছাকাছি থামানো। কী যে সব রুচি! ওই চুল গোঁফ আর বয়সের জন্যই, ছেলেটাকে মনে আছে। বেশ মাতাল ছিল।'

অশোক বলল, 'এখনও পর্যন্ত যে কজনকে জানা গেছে, তাদের কারোর চেহারাই এরকম না। বাকি দুজনের খোঁজ পেলে হয়তো ছেলেটিকে তার মধ্যেই পাওয়া যাবে। তবু এটা একটা ভাল খবর আপনার কাছে পাওয়া গেল। এ কথা কি আপনি মিঃ মিত্রকে বলেছিলেন?'

'না, এরকম কোনও প্রসঙ্গ ঠিক ওঠেনি।' ডাঃ মুখার্জি বললেন, 'আমরা ক্লাবের কাছে এসে গেছি।'

গাড়ি ক্লাবের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল। ডাঃ মুখার্জি গাড়ি পার্ক করলেন। পার্কিং-এর বাঁ দিকের লনে, এই ঠাণ্ডাতেও দুটি মহিলা পুরুষের দল, চেয়ার টেবিল নিয়ে বসেছেন। অশোক আর ফটিক ডাঃ মুখার্জির সঙ্গে রিসেপশনে এসে দাঁড়াল। সেখানে একটা নোটিশ ঝুলছে, 'মেম্বারস, প্লিজ রাইট ইন দ্য গেস্ট বুক অব ইয়োর গেস্টস নেম অ্যাণ্ড অ্যাড্রেস ইন ফুল।'

ডাঃ মুখার্জি গেস্ট বুক নিয়ে, অশোকের আর ফটিকের ভাল নাম জেনে নিয়ে লিখলেন। নিজের নাম সই করলেন দুটো খাতায়। রিসেপশনের ক্লার্ককে দশটি টাকা দিলেন গেস্ট চার্জ হিসাবে। বিল নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন, 'অশোকবাবু, ভেতরে বসবেন, না বাইরে?'

'ভেতরে, যেখানে প্রদীপবাবুরা বসেছিলেন।' অশোক বলল।

ডাঃ মুখার্জি ডাইনিং হলে ঢুকলেন, বললেন, 'বাহ্, ক্লাব দেখছি রীতিমতো ফাঁকা। বিষের ভয়ে না খুনের দায়ের ভয়ে, কে জানে?'

'দুটোই হবে হয়তো।' অশোক হাসল।

ডাইনিং হলের চেহারা অনেকটাই ফাঁকা। কিছু কিছু টেবিলে মহিলা পুরুষরা আছেন। একটা টেবিলের দিকে তাকিয়ে ডাঃ মুখার্জি হাত তুলে অভিবাদন করলেন। টেবিল থেকেও জবাব এল। অশোক বলল, 'প্রদীপবাবুরা যে টেবিলে বসেছিলেন, সেই টেবিলে চলুন।'

'কেন মশাই?' ডাঃ মুখার্জি হেসে ভুরু কোঁচকালেন, 'ওই অলুক্ষুণে টেবিলে কেন বসবেন?'

অশোক হাসল, 'আমার হয়তো একটু কাজ হয়ে যেতে পারে। যদিও আমি ওই কথাটা পুরোপুরি মানি না যে, খুনি অকুস্থলে এক-আধবার নাকি পাক দিয়ে যায়।'

'আপনাদের ভাই সবই বিদঘুটে ব্যাপার।' ডাঃ মুখার্জি হাসলেন, এবং একটি টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন, 'আসুন।'

'বসুন, এই সেই টেবিল। আর এই চেয়ারটায় প্রদীপ বসেছিল।'

অশোক সেই নির্দিষ্ট চেয়ারটিতেই বসল। ওর মুখোমুখি ডাঃ মুখার্জি, পাশে ফটিক। একজন বেয়ারা এগিয়ে এসে কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম জানাল। ডাঃ মুখার্জি অশোকের দিকে তাকালেন, 'কী নেবেন? হুইস্কি রাম জিন বা বিয়ার?'

'হুইস্কিই হোক।' অশোক ফটিকের দিকে তাকাল।

ফটিক মাথা নাড়ল, 'আমার সফট ড্রিঙ্ক চাই।'

ডাঃ মুখার্জি দুটো হুইস্কি, একটা অ্যাপেল জুস আর আইসড চিকেন অর্ডার করলেন। বেয়ারা চলে যেতেই, অশোক নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'এই বেয়ারাই কি সেই রাত্রে এই টেবিলে ড্রিঙ্ক সার্ভ করছিল?'

ডাঃ মুখার্জি মাথা নাড়লেন, 'না, এ নয়।' তিনি আশেপাশে তাকালেন, 'সেই ব্যায়ারাকে দেখতে পাচ্ছি না। তাকে তো অ্যারেস্ট করেছে শুনেছিলাম।'

'আজ সকালে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।' অশোক বলল, 'কিন্তু সেই ব্যায়রার সঙ্গে যে আমার একটু দেখা করা দরকার।'

ডাঃ মুখার্জি বললেন, 'তা হলেই তো মুশকিল করলেন। তাকে এখন কোথায় খুঁজব? দাঁড়ান, এ ব্যায়রাটা ড্রিঙ্কস নিয়ে আসুক, তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখি, জানে কি না। কে জানে, সেই ব্যায়রাকে হয়তো লনে কিংবা সুইমিং পুলে ডিউটি দিয়েছে।'

অশোক লক্ষ করল, দূরের কয়েকটি টেবিল থেকে, ওদের টেবিলটাকে অনেকে দেখছে, নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছে। কী বলাবলি করছে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রদীপ রায়চৌধুরির খুনের বিষয় ছাড়া এ টেবিলের দিকে তাকিয়ে আর কিছুই বলাবলির থাকতে পারে না। এইসময়ে স্টুয়ার্ড এগিয়ে এল, হাতে বিল বই আর পেনসিল। ডাঃ মুখার্জিকেই বিশেষ করে গুড ইভনিং জানিয়ে, জানতে চাইল, কোনও খাবারের অর্ডার হবে কি না। ডাঃ মুখার্জি জানালেন, বেয়ারাকে অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। স্টুয়ার্ড মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল। ডাঃ মুখার্জি বললেন, 'প্রদীপ মরে গিয়ে দেখছি ক্লাবটাকে কেমন ঝিমিয়ে দিয়ে গেছে।'

'সেটা সাময়িক।' অশোক হাসল, 'একটা ভয়ও আছে। তবে মানুষের ভুলতে বেশি সময় লাগে না। একটা ক্লাব-ডে ফাংশন হলেই দেখবেন, সবাই নাচে গানে মাতোয়ারা হয়ে যাবে।'

ডাঃ মুখার্জি মাথা ঝাঁকালেন, 'মিথ্যে বলেননি ভাই। আমরা তো এরকমই।'

বেয়ারা এল ট্রে-তে হুইস্কির আর অ্যাপেল জুসের গ্লাস নিয়ে। সোডার বোতল খুলে দিল। ডাঃ মুখার্জি জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই ব্যায়রা কোথায়, যে এখানে সার্ভ

করত?'

বেয়ারা একটু সন্দিগ্ধ চোখে সকলের দিকে দেখল, হিন্দিতে বলল, 'বসিরের কথা জিজ্ঞেস করছেন?'

'ওকে তো পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছল।' বেয়ারাটি বলল, 'আজ ছেড়ে দিয়েছে। ও অফিস সেক্রেটারির ঘরে কাজ করছে।'

ডাঃ মুখার্জি বললেন, 'ঠিক আছে।'

বেয়ারা যাবার আগে, একবার অচেনা অশোক আর ফটিককে দেখে নিল। অশোক চিয়ার্স করল, বলল, 'তা হলে যে আমাকে একবার অফিস সেক্রেটারির ঘরে যেতে হয়।'

'এই তো ভাই আপনি হুজ্জোত শুরু করলেন।' মিঃ মুখার্জি এবার সত্যিই অস্বস্তি বোধ করলেন, 'মনে হচ্ছে, ক্লাব অথরিটি ওকে ইচ্ছে করেই এখান থেকে সরিয়ে রেখেছে। কথা বলতে দেবে কি?'

'বলতে তো দিতেই হবে।' অশোক গেলাসে চুমুক দিল, 'সোজাভাবে না দিলে, একটু বাঁকা পথে আমাকে যেতে হবে, এই আর কী।'

'আপনারা মশাই ভারী খারাপ লোক।' ডাঃ মুখার্জি হাসলেন, 'ক্লাবের কর্তারা ভাববে, আমিও বুঝি পুলিশের লোক।'

অশোক হাসল, 'আমি তো পুলিশের লোক নই।'

'আরও মারাত্মক আপনি।' ডাঃ মুখার্জি গেলাসে চুমুক দিলেন, উঠে দাঁড়ালেন, 'বসুন আমি আসছি।' তিনি বেরিয়ে রিসেপশনের দিকে গেলেন।

ফটিক বলল, 'আমার শালা ভারী অস্বস্তি হচ্ছে।'

'কেন?'

'সবাই আমাদের দিকে দেখছে।'

'আমাদের ঠিক না, এই সর্বনেশে টেবিলটাকে দেখছে।'

ডাঃ মুখার্জি দ্রুত এগিয়ে এলেন, 'আসুন অশোকবাবু। আমি অফিস সেক্রেটারিকে বলেছি, আপনি বসিরকে মাত্র দুটো কথা জিজ্ঞেস করবেন। অবিশ্যি আপনার পরিচয়টা দিতে হয়েছে।'

'ওয়ান্ডারফুল।' অশোক উঠে দাঁড়াল, 'বোস ফটিক, আসছি।' ও ডাঃ মুখার্জির সঙ্গে বাইরে গিয়ে রিসেপশনের পাশের বন্ধ-দরজা ঘরের সামনে দাঁড়াল।

ডাঃ মুখার্জি দরজায় নক করে পাল্লা খুললেন, 'আসতে পারি?'

'আসুন।' ভিতর থেকে নীরস গম্ভীর স্বর ভেসে এল।

ডাঃ মুখার্জি মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, 'আসুন অশোকবাবু।'

অশোক ডাঃ মুখার্জির সঙ্গে ভিতরে ঢুকল। অফিস সেক্রেটারির ঘরটি রীতিমতো

প্রশস্ত। তাঁর নিজের বিরাট টেবিল বেষ্টিত কিছু গদি মোড়া চেয়ার, এক জোড়া টেলিফোন ছাড়াও আর এক পাশে পাশাপাশি দুটি মাঝারি সেক্রেটারিয়েট টেবিল রয়েছে। ডানদিকে পুশডোরের ফাঁক দিয়ে আরও একটি আলোকিত ঘর দেখা যাচ্ছে। তার পাশে আরও একাধিক ঘর থাকা অসম্ভব না। সেদিক থেকে কথাবার্তার টুকরো ভেসে আসছে।

অফিস সেক্রেটারির বিরাট টেবিলের ওপারে, যে ভদ্রলোক বসে ছিলেন, তাঁর গায়ে বাটিকের কাজ করা ফুলস্লিভ সার্ট, চওড়া নেকটাই, কিন্তু চেহারাটি বেশ ছোটখাটো। চোখে চশমা, মাথায় টাক, মুখের ভাব অনেকটা রামগরুড়ের ছানার মতো। ডাঃ মুখার্জি বললেন, 'মিঃ মজুমদার, ইনি অশোক ঠাকুর।' অশোকের দিকে ফিরে বললেন, 'ইনি ক্লাবের অফিস সেক্রেটারি মিঃ মজুমদার।'

অশোক দু হাত তুলে নমস্কার করল। মজুমদার অশোকের দিকে দেখলেন, ঘাড় বাঁকিয়ে নমস্কারের জবাব দিলেন। বাঁ হাত তুলে সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসুন।'

ডাঃ মুখার্জি বললেন, 'অশোকবাবু, আমি ভাই টেবিলে গিয়ে বসছি, আপনি আপনার কাজ সেরে আসুন।' তিনি দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

অশোক চেয়ারে বসল। মজুমদার মাথা নিচু করে কিছু কাগজপত্র দেখতে দেখতে বললেন, 'আপনি কি আমার সামনেই বসিরের সঙ্গে কথা বলবেন?'

'আপনার অসুবিধে না হলে বলতে পারি।' অশোক সিগারেট ধরাল।

মজুমদার অশোকের দিকে একবার দেখলেন, বাঁ হাত নীচে নামিয়ে বেল টিপলেন। কয়েক সেকেন্ড পরেই, পুশডোর ঠেলে পাশের ঘর থেকে ক্লাবের বেয়ারার য়ুনিফর্ম পরা একটি লোক এল। তাকাল একবার অশোকের দিকে, তারপরে মজুমদারের দিকে। অশোক বেয়ারাকে দেখল। মাঝবয়সি, ধূসর চুল, ফরসা রোগা চেহারা। ধূসর গোঁফ, দাড়ি কামানো। চেহারায় চাহনিতে লোকটিকে নিরীহ দেখাচ্ছে।

'বসির, এ সাহেব তোমাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করবেন।' মজুমদার হিন্দিতে বললেন, 'সেই বিষ খাওয়ার ঘটনা নিয়ে। তুমি পুলিশকে যা বলেছ, তার বেশি কিছু তোমার বলার নেই।'

অশোক মনে মনে হাসল। মজুমদার সরাসরি বসিরকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন, তাকে কী বলতে হবে। অশোক বসিরের দিকে তাকাল। বসিরও তাকিয়ে ছিল। তার চোখে দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং উদ্বেগ। অশোক হিন্দিতে ডাকল, 'কাছে আসুন বসির মিয়াঁ।'

বসির বোধহয় 'আপনি' সম্বোধন আশা করেনি। মজুমদার চকিতে একবার অশোককে দেখে নিল। বসির কাছে এগিয়ে এল।

'আপনাকে আমি চারটি কথা জিজ্ঞেস করব।' অশোক চেয়ারের হাতলে ভর

রেখে, বসিরের দিকে পাশ ফিরল, 'এক নম্বর, রুকনুদ্দিন সাহেব কি আপনাকে লোক গুনে তেরো পেগ হুইস্কি দিতে বলেছিলেন?'

বসির মাথা নাড়ল, 'জি না। তিনি রাউন্ড দিতে বলেছেন, আমি নিজে লোক গুনে তেরো পেগ হুইস্কি দিয়েছি।'

'আপনি কি সেই দলের সবাইকে দেখলে এখন চিনতে পারবেন?'

বসিরের চোখে দ্বিধা ফুটল, 'বোধহয় পারব, তবে গোলমালও হতে পারে।'

'আপনার কি মনে হয় ঠিক তেরোজনই ছিল? দু-একজন বেশিও থাকতে পারত?'

বসির মাথা নেড়ে বলল, 'জি না, আমি কয়েক দফে গুনে, তবে কাউন্টার থেকে পেগ এনেছিলাম।'

'আচ্ছা, দলেব মধ্যে কোনও অল্পবয়সি ছোকরা সাহেব ছিল, যার মাথার চুল লম্বা, আর নিচু দিকে নামিয়ে কাটা গোঁফ?'

বসির এক মুহূর্ত ভাবল, মাথা ঝাঁকাল, 'জি ছিল। নীল কোটে চাঁদির বড় বড় বোতাম ছিল।'

চাঁদি মানে রুপো, অর্থাৎ হয়তো স্টিলের বোতাম ছিল। অশোক উঠে দাঁড়াল, 'থ্যাঙ্কু মিঃ মজুমদার, ফর য়োর ফেভার।'

'নো নিড টু মেনশন। গুড নাইট।' মজুমদার একেবারে বিদায় করা বলতে যা বোঝায়, তাই করলেন।

অশোক দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ থামল, ফিরে তাকাল, 'আচ্ছা বসির মিয়াঁ, আর একটা কথা। প্রদীপবাবু আপনাকে খুব পেয়ার করতেন?'

'বহুত। বহুত জায়দা বখশিস প্রদীপ সাব আমাকে দিতেন।' বসির জবাব দিল।

মজুমদার জ্বলন্ত চোখে অশোকের দিকে তাকাল। অশোক হাসল, 'সরি ফর নামবার ফাইভ কোয়েশ্চেন!'

দরজা খুলে বেরিয়ে আবার দরজা টেনে দিল অশোক। ডাইনিং হলে নিজের টেবিলে এসে বসল। ডাঃ মুখার্জি বললেন, 'বাহ্, একেবারে সাহেবের মতো কথা রাখলেন দেখছি। পাঁচ মিনিটেই হয়ে গেল?'

'তা হল, সব মিলেও গেল।' অশোক ওর গেলাসে চুমুক দিল।

ডাঃ মুখার্জি চোখ বড় করে বললেন, 'কী মিলে গেল? খুনিকে?'

'না।' অশোক হাসল, 'যা যা শুনেছিলাম, সেই সব কথা মিলে গেল।' ও কবজি উলটে ঘড়ি দেখল, 'পৌনে আটটা বেজেছে!'

ডাঃ মুখার্জি ব্যস্তভাবে বললেন, 'কিছু ভাববেন না, রাত বারোটা অবধি ক্লাব খোলা আছে।'

অশোক হাসল, ফটিকের দিকে একবার দেখল। খাবারেব আলাদা বেয়ারা এসে

আইসড চিকেন আর তিনটি কাঁটা চামচ দিয়ে গেল। অশোক বলল, 'আমি সেজন্য সময় দেখিনি। অবিশ্যি বুঝতে পারছি, ঠিক আজ রাত্রে আমার করণীয় বিশেষ কিছু নেই। আমি এখন প্রদীপবাবুর জায়গায় বসে আছি, তাই তো ডাঃ মুখার্জি?'

'হ্যাঁ, তাই তো আছেন।'

'আপনার কি মনে আছে, রুকনুদ্দিন সাহেবের দলবল নিজেরাই এ টেবিলের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন, অথবা প্রদীপবাবুরাই কেউ তাঁদের ডেকেছিলেন?'

'এই আপনি আবার আমাকে ফ্যাসাদে ফেললেন।' ডাঃ মুখার্জি গেলাসে চুমুক দিলেন, 'এতটা তো খেয়াল করে দেখিনি। রুকনুদ্দিন সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে চলে যাবার সময় হয়তো প্রদীপবাবুরাই কেউ তাঁকে কংগ্রেচুলেট করেছিলেন, যে কারণে তাঁরা এই টেবিলের সামনে সবাই এগিয়ে এসেছিলেন। অথবা রুকনুদ্দিন সাহেব নিজেই এগিয়ে এসে, বন্ধুদের খুশি করবার জন্য ড্রিঙ্কস্ অর্ডার করেছিলেন। দুটোই হতে পারে। আমরা তো মজা দেখছিলাম।'

অশোক চিন্তিত হল, গম্ভীর ওর মুখ, 'দলটা কি গোটা টেবিলটা গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল?'

'না না, সবাই দাঁড়াবে কেন?' ডাঃ মুখার্জি অবাক স্বরে বললেন, 'ব্যায়রা যতগুলো সম্ভব চেয়ার এই টেবিলের আশেপাশে এগিয়ে দিয়েছিল। বোধহয় তিনটি কি চারটি। বাকিরা দাঁড়িয়েছিল।'

'কারা বসেছিল, আপনার খেয়াল আছে?'

'অসম্ভব! আমি আর আমার বন্ধুরা তো তখন মশাই মালই খাচ্ছিলাম।' ডাঃ মুখার্জি হাসলেন, 'তবে হ্যাঁ, মিঃ রুকনুদ্দিনের জ্যাকপট পাওয়া ভাগ্যের কথা বলাবলি করছিলাম। তারপরেই হঠাৎ দেখলাম প্রদীপ উঠে বেশ তাড়াতাড়ি চলে গেল। তার সঙ্গে রজত ধাড়াও গেল। কিন্তু আসলে কী ঘটেছে, আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি, পরের দিন সব শুনেছি।'

অশোক গালে হাত দিয়ে বসেছিল। ডাঃ মুখার্জির মুখ থেকে ওর চোখের অন্যমনস্ক দৃষ্টি সরে এসে টেবিলের ওপরে পড়ল, আর গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। ফটিকের সঙ্গে ডাঃ মুখার্জির একবার দৃষ্টি বিনিময় হল। অশোক সেই রাত্রের গোটা ছবিটা ভাবতে চেষ্টা করছে, এবং জানে, এখন বোধহয় কারোর পক্ষেই বলা সম্ভব না, প্রদীপের তিন বন্ধু ছাড়া বাকি দলটা কে কোথায় বসেছিলেন বা দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু প্রদীপের গেলাসে বিষ এখানেই দেওয়া হয়েছিল, হত্যাকাণ্ড এখানেই ঘটেছে এতে কোনও সন্দেহ নেই। যে বিষ দিয়েছিল, সে পরিকল্পনা করেই এসেছিল, এবং খুব সম্ভব দলের মধ্যে সে ছাড়া বিষ দেবার ব্যাপারে তার কোনও সঙ্গী ছিল না। যে বিষ দিয়েছে, এ ক্লাবে নিশ্চয়ই তার যাতায়াত ছিল, বা এখনও আছে, একান্ত অচেনা

জায়গা না। প্রদীপের তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কেউ যদি বিষ দিয়ে থাকে, তবে সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এবং সেই রাত্রের মাতালদের আর খুশির ফোয়ারার সুযোগটা কাজে লাগিয়েছিল। অথবা রুকনুদ্দিনের দলের কেউ যদি দিয়ে থাকে, তাকে সমস্ত পরিকল্পনাটাই করতে হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি। জ্যাকপট পাওয়ার পরের দিনের ঘটনা। রুকনুদ্দিন দিনের বেলা থেকেই অনেক বন্ধুদের খাইয়েছিলেন। কত লোক কখন তাঁর টেবিলে এসেছে, তা তাঁর ঠিক মনে নেই। না থাকুক। এই টেবিলে যখন এসেছিলেন, সেটাও কি খুনির পরিকল্পনা মতো ঘটেছিল? যদি রুকনুদ্দিন সদলবলে এই টেবিলে না আসতেন, তা হলে খুনির পক্ষে প্রদীপের গেলাসে বিষ মেশানো সম্ভব ছিল না। সেও কি নিতান্ত আশায় বুক বেঁধে সুযোগ নিতেই এসেছিল?

'কী মশাই, আপনার কি দু চুমুকেই নেশা হয়ে গেল নাকি?' ডাঃ মুখার্জি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না।

অশোক চকিত হল, হাসল, 'না। আমি খুনির ছায়াটা দেখতে পাচ্ছি—।'

'সর্বনাশ! কোথায়?' ডাঃ মুখার্জি টেবিলের আশেপাশে তাকিয়ে বলে উঠলেন।

অশোক বলল, 'কিন্তু ছায়াটাকে চিনে উঠতে পারছি না।' ও গেলাসে লম্বা চুমুক দিল।

ডাঃ মুখার্জি হাত তুলে বেয়ারাকে ডেকে হুইস্কি অর্ডার করলেন, 'ও সব আপনার মিসটিরিয়াস কথা আমি বুঝি না ভাই। ছায়া দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু চিনতে পারছেন না, মানেটা কী?'

'মানে সেই রাত্রে একটা হাত ঝটিতি প্রদীপবাবুর গেলাসে বিষ ঢেলে দিল, এটা দেখতে পাচ্ছি।' অশোকের মুখ শক্ত দেখাচ্ছে, 'কোনও সন্দেহ নেই, সেই রাত্রে এই টেবিলেই কেউ প্রদীপবাবুর গেলাসে মারণবিষ মিশিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু চেনা যাচ্ছে না। আচ্ছা ডাঃ মুখার্জি, প্রদীপবাবু কি খুব মাতাল ছিলেন?'

'প্রদীপ তো এমনিতেই খুব হইচই করার লোক ছিল। তা মাতাল ছিল বইকী, বেশ মাতাল ছিল।'

'মাতালরা কি মদে বিষের স্বাদও টের পায় না?'

'তা হলে আর মাতাল বলেছে কেন?' ডাঃ মুখার্জি হাসলেন, 'কথায় বলে দাঁতাল আর মাতাল। তাদের যেমন লোকে বিশ্বাস করতে পারে না, তারাও জানে না, কীসের বদলে কী খাচ্ছে। আপনি নিশ্চয় জানেন, মাতালরা এক সময়ে এমন অবস্থায় পৌঁছোয়, হুইস্কির বদলে রাম খাচ্ছে না ব্রাণ্ডি বা জিন খাচ্ছে, কোনও ঠিক থাকে না।'

'প্রদীপবাবু কি এতটাই মাতাল ছিলেন?' অশোকের স্বরে সন্দেহ, 'শুনেছি তারপরেও তিনি গাড়ি চালিয়ে বাড়ি গেছলেন।'

ডাঃ মুখার্জি বললেন, 'তা যাবে না কেন? ওটা অভ্যাসের ব্যাপার। আমি এমন

লোক দেখেছি, ডেডড্রাঙ্ক অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে রোজ গাড়ি গ্যারেজ করে তারপরে বাড়ির দরজা হাতড়ে বেড়ায়।'

'আপনার নিজের কথা বলছেন নাকি?' অশোক ফটিককে চোখ টিপে হাসল।

ডাঃ মুখার্জি হাত জোড় করলেন, 'না ভাই, আমার সে ক্ষমতা নেই। আমি তেমন মাতাল হতেও পারি না। মাতাল হলে গাড়িও চালাই না।'

অশোক শেষ চুমুক দিয়ে ওর গেলাস শূন্য করল, 'ডাঃ মুখার্জি, আমি রিসেপশনিস্টের সঙ্গে দু মিনিট কথা বলতে চাই।'

'আপনি মশাই জ্বালালেন দেখছি।' ডাঃ মুখার্জি উঠলেন, 'আসুন, দেখি।'

অশোক ফটিককে বলল, 'চারদিকে একটু চোখ রাখিস।' ও ডাঃ মুখার্জির সঙ্গে রিসেপশনে গেল।

রিসেপশনিস্ট একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মাঝবয়সি মোটাসোটা লোক। ডাঃ মুখার্জি অশোকের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'মিঃ মিলার, উনি আপনার সঙ্গে দু মিনিট কথা বলতে চান।'

মিঃ মিলার তাঁর ফোলাফোলা নির্বিকার চোখে একবার অশোকের দিকে দেখলেন, ইংরেজিতে বললেন, 'বলুন, কী জিজ্ঞেস করছেন?'

অশোক গেস্টদের পরিচয় লেখার সম্পর্কে নোটিশটা দেখিয়ে বলল, 'এই নোটিশটা টাঙাবার আগের কথা জিজ্ঞেস করছি। তখন গেস্টদের আসার কী নিয়ম ছিল?'

'কিছুই না। গেস্ট চার্জ দিয়ে দিলেই হত।'

'মেম্বারের সঙ্গে না এলেও?'

'সেরকম চেনা মুখ হলে মেম্বার ছাড়াও, গেস্ট চার্জ নিয়ে গেস্টকে অ্যালাও করা হত।'

'আচ্ছা মিঃ মিলার, আপনার কি সেই দিনের কথা মনে আছে, যেদিন মিঃ রুকনুদ্দিন তাঁর বন্ধুদের ঢালাও খাইয়েছিলেন?'

'মনে আছে বইকী।'

'সেদিন মিঃ রুকনুদ্দিনের কতজন গেস্ট এসেছিলেন, আপনি মনে করতে পারেন?'

'অসম্ভব। কারোর পক্ষেই তা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু আপনাদের নিশ্চয় নিয়ম আছে, গেস্টকে জিজ্ঞেস করা, তিনি কার গেস্ট?'

'নিশ্চয়ই। অবিশ্যি বিশেষ সেই দিনটিতে, যে এসে বলেছে, সে মিঃ রুকনুদ্দিনের গেস্ট, তাকেই আমি গেস্ট চার্জ নিয়ে ছেড়ে দিয়েছি।'

'গেস্ট চার্জের কোনও বিল থাকে না?'

'থাকে, ওটা তো হিসেবের ব্যাপার।'

'কিন্তু গেস্টের নাম লেখা থাকত না?'

'না। শুধু যাঁর গেস্ট, বিলটা তাঁর নামেই লেখা হত।'

'তার ডুপলিকেট কি আপনারা রেখেছেন?'

'রেখেছিলাম, সব কপিই পুলিশকে দেওয়া হয়েছে।'

অশোকের মুখে স্পষ্টত হতাশার ছায়া পড়ল, ম্লান হাসল, 'অনেক ধন্যবাদ মিঃ মিলার। আপনার সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত।'

'ধন্যবাদ।' মিঃ মিলার মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন।

অশোক আবার ভিতরে ফিরে এসে টেবিলে বসল। ইতোমধ্যে নতুন পেগ দেওয়া হয়েছিল। ও প্রায় এক চুমুকে গেলাস অর্ধেক করে দিল।

'এই অশোক, কী করছিস?' ফটিক ধমকিয়ে উঠল।

অশোক হাসল, 'দিমাকটা একটু সাফ করার চেষ্টা করছি। ক্লাব থেকে দেখছি, কারোর পাত্তা করাই মুশকিল। যদিও এখনও হাতে রয়েছে দুই। তার মধ্যে একজনের চেহারার একটা বর্ণনা পাওয়া গেছে। বাবরি চুল, তুঘলকি গোঁফ, স্টিলের বোতাম লাগানো নীল কোট।'

'স্টিলের বোতাম লাগানো নীল কোটের কথা তো আপনাকে আমি বলিনি!' ডাঃ মুখার্জি অবাক হয়ে বললেন, 'কিন্তু সত্যি ছোকরার গায়ে সেইরকম কোটই ছিল। এখন আমার মনে পড়ছে।'

অশোক আবার গেলাসে চুমুক দিল, 'বসির বলেছে।'

'এই অশোক, এত তাড়াতাড়ি খাচ্ছিস কেন?' ফটিক আবার ধমক দিল।

অশোক বলল, 'এই টেবিলের হাওয়া লেগেছে বোধহয়। হুইস্কি টানতে বেশ লাগছে।' হাসল, 'তুই খাবার খা না।'

'ঝাড় দেব।' ফটিক বলল।

ডাঃ মুখার্জি হাসলেন, 'বেশ বলেছেন ফটিকবাবু। আপনার জন্য আর একটু খাবার অর্ডার দিই।' বলেই হাত তুলে স্টুয়ার্ডকে ডাকলেন।

অশোক বলল, 'আমার জন্য আর একটা হুইস্কি বলুন।'

ফটিক কটমট করে অশোকের দিকে তাকাল। অশোক হাসল।

ক্লাব থেকে ফিরে পোশাক বদলিয়ে যথারীতি খাওয়া-দাওয়া করে, অশোক যখন টেলিফোনের সামনে দাঁড়াল তখন দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। ও রিসিভার তুলে তিনটি সংখ্যায় ডায়াল করল। কিছুক্ষণ পরে ওপার থেকে মহিলা কণ্ঠস্বর পেয়ে, ও এক্সচেঞ্জের কাছে তিন সংখ্যার একটি নাম্বার চাইল, এবং নিজের নাম্বার বলল। প্রায় দু মিনিট অপেক্ষা করার পরে, ওপার থেকে রিসিভার তোলার শব্দের সঙ্গেই কাঞ্চনের স্বর শোনা গেল, 'হুঁ, দাঁড়িয়ে আছি।'

'এখন দশটা বাজতে এক মিনিট বাকি।' অশোক বলল।

ওপারে কাঞ্চনের জিজ্ঞাসা, 'গলার স্বরটা মোটা শোনাচ্ছে কেন?'

'বোধহয় হুইস্কি খাওয়ার জন্য।'

'হুইস্কি?' কাঞ্চন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল, 'যা খুশি ছাইপাঁশ গেলো। আর সবদিক ঠিক আছে তো?'

'এখনও তেমন কোনও বিপদের ছায়া দেখছি না। কিন্তু চারিদিকে আঁধিয়ার, নাহি দেখি পথ আর।'

'জালে কি সব মাছ উঠেছে?'

'তিনজন বাকি।'

'হাঙরের দেখা পাওনি?'

'যেগুলো উঠেছে, সবগুলোকে এখনও দেখিনি, তবে খবর অনুযায়ী, কোনওটাকেই হাঙর বলে মনে হচ্ছে না।'

'দ্যাখো, এখনও তো তিনজন বাকি আছে। তোমার ভাষায় কোনও রমণীর ছায়া দেখা যাচ্ছে?'

'এখনও নয়।'

'আমি সারাদিন ভাবলাম।'

'কী বুঝলে?'

'দুটো কারণ ছাড়া কিছু মাথায় আসছে না। এক, টাকা পয়সা সম্পত্তি। দুই, তোমার ভাষায় রমণী। কিন্তু দুই নম্বরে তেমন জোর পাচ্ছি না।'

'আশ্চর্য! সমস্ত ব্যাপারটাকে একেবারে চিকেন কিউবের মতো ছোট আর ঠাস করে এনেছ। তোমাকে একটু আদর করতে ইচ্ছে করছে।'

'তার জন্যই, আমারও তোমায় চুল টেনে দিতে ইচ্ছে করছে।'

'আমার চুলগুলো শিউরে উঠছে।'

'তোমার নাম্বারটা এখনও বললে না।'

অশোক নাম্বারটা দুবার বলল, 'মনে থাকবে তো?'

জবাব এল, 'দেখি। শুয়ে পড়ো, সাবধানে থেকো।'

'কাঞ্চন, তোমাকে যেন ছুঁতে পাচ্ছি।'

'কষ্ট দিয়ো না। বউদি বলবে, ছাড়লাম।' ওপার থেকে লাইন কেটে গেল।

ফটিক পাশ ফিরে শুতে শুতে লম্বা আওয়াজ করল, 'হুঁউঁউঁ।'

অশোক শোবার ঘরের বাইরে গেল। রামজনম টেবিলে খেতে বসেছে। অশোক বলল, 'রামজনমজি, আমি শুতে গেলাম।'

'জরুর।' রামজনম ব্যস্তভাবে বলল।

অশোক ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমটা সারা রাত খুব খারাপ হল না, কিন্তু ক্লাবের টেবিলটা মাথায় যেন খোঁচার মতো বিঁধছিল। সকালে প্রাতঃকৃত্যাদি স্নান আর প্রাতরাশ সারার পরে, ও যখন ইংরেজি দৈনিকে আর সি আই এম-এর ডেভলপমেন্ট অফিসার চেয়ে বিজ্ঞাপনটা দেখছিল, লোকেশ তালুকদারের আবির্ভাব হল। অশোককে সে প্রথমেই ঘোষণা করল, 'আপনার কথাই ঠিক।'

'যথা?' অশোক ভুরু কোঁচকাল।

তালুকদার বলল, 'পিরুবকস আসাম যায়নি।'

'তার মানে গতকাল রাত্রেই মিঃ মিত্র আপনাকে অর্ডার দিয়েছেন, পিরুবকসকে অ্যারেস্ট করতে?'

তালুকদার অবাক হল, 'কী করে জানলেন?'

'হাওয়ার খবর।' অশোক গম্ভীর হল, 'কী বলল পিরুবকস?'

তালুকদার বাঁকা হাসল, 'সে নাকি এইসব খুনখারাপির ঝামেলার ভয়ে, মিথ্যে বলেছিল।'

'অসম্ভব নাও হতে পারে।'

'আপনি বলছেন এ কথা!' তালুকদারের স্বরে বিস্ময়, 'শংকর সাহাও একই কথা বলেছে। সে নাকি এ ঘটনায় জড়াতে চায়নি বলেই, চুপচাপ ছিল। আরও একটা নতুন খবর দিচ্ছি আপনাকে। শংকর সাহা—।'

'আরও অন্তত একজনের নাম বলেছে, তাই না?' অশোক বলে উঠল।

তালুকদারের আবার সেই বিস্ময় 'কী করে জানলেন?'

'অনুমান। সে যখন দেখল, নিজে ধরা পড়েছে, তখন আর অন্যের নাম চেপে রাখবে কেন? যা হবার সকলের একসঙ্গেই হোক। তা, কী নাম বলেছে, তাকে পেয়েছেন?'

তালুকদার বেশ উৎসাহ আর উত্তেজনায় বলল, 'নিশ্চয়ই, কাল রাত্রে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে।'

'আর কী ঘটনা?'

'আর ঘটনা মানে, শংকর সাহার কথা মতো, কাল রাত্রে গড়িয়াতে ছুটে গেছি। দেখলাম, অজিত ভট্টাচার্য—মানে শংকর সাহা যার নাম করেছিল, একজন মস্ত ধনী লোক। তারও একই কথা, মিঃ রুকনুদ্দিন তার বন্ধু, সে নিতান্ত বন্ধুর জ্যাকপট উইনিং সেলিব্রেট করতে গেছল। প্রদীপ রায়চৌধুরির মৃত্যু সংবাদের কথা পরের দিন শুনেছিল, কিন্তু ঝামেলায় জড়াতে চায়নি বলে, এত দিন চুপচাপ ছিল।'

'তা হলে বাকি রইল দুই।' অশোক ঘাড় কাত করে তাকাল, 'আপনার ওই শংকর সাহা আর অজিত ভট্টাচার্যের বয়স কত হবে?'

'তা পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে।'

অশোক ফটিকের দিকে তাকাল, তারপরে তালুকদারের দিকে, 'তা হলে দেখা যাচ্ছে মিঃ রুকনুদ্দিনের বন্ধুবান্ধব সকলেই প্রায় এক বয়সি। সকলেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত, কম বেশি ধনী। তা পিরুবকস, কৃষ্ণধন ব্যানার্জি, শংকর সাহা, অজিত ভট্টাচার্য, এরা এখন কোথায়?'

'সকলেই থানায়।' তালুকদার বলল, 'মিঃ মিত্রর ধারণা, এই চারজনের কাছ থেকে বাকি নাম দুটো পাওয়া যাবে!'

অশোক জানতে চাইল, 'জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু চারজনের কেউ-ই বাকি দুজনের কথা মনে করতে পারছে না।'

রামজনম দাঁড়িয়ে ছিল দক্ষিণের বারান্দায়। অশোক সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'রামজনমজি, আপনি আমাকে একটা ফুলস্কেপ কাগজ আর পেনসিল দিতে পারেন?'

'জরুর।' রামজনম শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল, এক মিনিটের মধ্যেই টাইপ করার সাদা কাগজ আর একটা পেনসিল এনে দিল।

অশোক অন্য একটা সোফায় বসে, সেন্টার টেবিলের ওপর কাগজ রেখে, পেনসিল দিয়ে খসখস করে একটা ছবি আঁকল।

আঁকার পরে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল। ফটিক রামজনম লোকেশ তালুকদার, তিনজনেই অবাক চোখে অশোকের এই কাণ্ড দেখছিল, আর নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল। ফটিকই প্রথম জিজ্ঞাসা করল, 'এ কি সেই তুঘলকি গোঁফ আর বাবরি চুলের মুখ আঁকা হল?'

'একটু চেষ্টা করলাম।' অশোক হাসল, 'দরকার আছে। তুই আজ সারাদিন খেয়ে ঘুমিয়ে আর রামজনমজির সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দে। দরকার হলে টেলিফোন করব। আমি এখন মিঃ তালুকদারের সঙ্গে বেরোচ্ছি। আপনার সঙ্গে গাড়ি আছে তো?'

তালুকদার রীতিমতো বিভ্রান্ত ও হতভম্ব। ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'আছে। আপনাদের কি মশাই ছবি আঁকতেও জানতে হয় নাকি? কিন্তু আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'চলুন, বুঝিয়ে দেব। তবে এটাকে ছবি আঁকা বলে না, একটা আইডিয়ার স্কেচ।' ও রামজনমের দিকে তাকাল, 'আমি দুপুরে বোধহয় খেতে আসতে পারব না। ফ্ল্যাটে থাকবেন, দরকার বলে টেলিফোন করব।' ও দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

তালুকদার বিভ্রান্ত মুখে ওকে অনুসরণ করল। দুজনে লিফটে নীচে এসে, জিপে উঠল। অশোক বলল, 'থানায় চলুন। চার ভদ্রলোককে কি রাত্রে লকআপে রেখেছিলেন নাকি?'

'না, অফিসেই রেখেছিলাম।'

'কিন্তু এঁদের তো আপনি ব্যক্তিগত জামিনেই ছেড়ে দিতে পারতেন।'

'মিঃ মিত্র বললেই ছেড়ে দিতে পারতাম। কিন্তু তিনি বললেন, ওঁরা চারজনেই ক্লাবে নিজেদের প্রেজেন্সের কথা চেপে গেছলেন। এটা একটা ইচ্ছাকৃত অপরাধ। ছেড়ে নিশ্চয়ই দেওয়া হবে, মিঃ মিত্রর ধারণা ওঁদের ওপর একটু মানসিক চাপ সৃষ্টি করা দরকার। বিশেষ করে পিরুবকস-এর ওপর। সে মিথ্যে কথা বলেছিল। আইনমাফিক ওঁদের চার জনকেই আমরা অ্যারেস্ট করতে পারি।'

অশোক মনে মনে বলল, একেই বোধহয় পুলিশি তৎপরতা বলে। অল্প সময়ের মধ্যেই জিপ থানায় ঢুকল। পুলিশ ভ্যান এবং অন্য জিপ ছাড়াও, গোটা কয়েক প্রাইভেট গাড়ি দেখা গেল। তালুকদার নামতেই, একজন সাব-ইন্সপেক্টর এগিয়ে এসে বলল, 'স্যার চারজনের বাড়ি থেকেই মহিলা পুরুষ সবাই এসে গেছেন। একজন উকিল আর একজন ব্যারিস্টারও এসেছেন।'

তালুকদার অশোকের দিকে তাকাল। অশোক বলল, 'চলুন, এখুনি ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওঁরা সবাই কি সামনের অফিস ঘরে আছেন?'

'হ্যাঁ।' সাব-ইন্সপেক্টর জবাব দিল।

অশোক বলল, 'আমি একটা আলাদা ঘরে বসে, চারজনের সঙ্গে আলাদা করে, সামান্য দু-একটা কথা বলতে চাই।'

'আপনি আমার নিজের কামরায় বসুন।' তালুকদার অশোককে নিয়ে বারান্দার অন্য পাশের সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটি ঘরের পরদা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল, 'আসুন অশোকবাবু।'

অশোক ভিতরে ঢুকল। বসল একটি চেয়ারে, বলল, 'মিঃ তালুকদার, আপনিও বসুন। আর আপনার এস আইকে দিয়ে প্রথমে পিরুবকসকে ডেকে পাঠান।'

এস আই দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। তালুকদার পিরুবকসকে ডাকতে বললেন। এক মিনিটের মধ্যেই পিরুবকস এল। অশোক মনে মনে বলল, বেচারি। এখনও বাঁ কানের নীচে চোয়াল ফোলা। সারা রাত্রি ঘুম হয়নি, চোখের কোল বসা। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির সে ঔজ্জ্বল্য নেই। বলল, 'আসুন পিরুবকস সাহেব, বসুন! আমি একটা কথাই আপনাকে জিজ্ঞেস করব।'

পিরুবকস সন্দিগ্ধ চোখে অশোককে দেখে, পাশের চেয়ারে বসল। অশোক পকেট থেকে স্কেচটা বের করে দেখাল, 'মনে করে দেখুন তো, সেই রাত্রে ক্লাবে এরকম চেহারার কোনও ছোকরা আপনাদের সঙ্গে ছিল কি না?'

পিরুবকস ঘাড় বাঁকিয়ে মনোযোগ দিয়ে স্কেচটা দেখল, তারপর আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ, ঠিক এরকম মুখ নয়, তবে এরকমই এক ছোকরা ছিল।'

'কার সঙ্গে এসেছিল? কী এর নাম?'

'তা বলতে পারব না। হয়তো রুকনুদ্দিন আহমেদ সাহেবেরই কোনও মেহমান হবে।'

অশোক তালুকদারকে একবার দেখল, 'ঠিক আছে পিরুবকস সাহেব। আপনি কি আর একজনের নাম মনে করতে পারলেন?' পিরুবকস করুণভাবে মাথা নাড়ল, 'না স্যার।' অশোক বলল, 'আপনি অফিসে গিয়ে বসুন।' এস আইকে বলল, 'শংকর সাহাকে ডেকে দিন।'

'এর সন্ধান কোথায় পেলেন?' তালুকদার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

অশোক হাসল, 'খুব কসরত করতে হয়নি। কান দুটো খোলা ছিল, সন্ধানটা পেয়ে গেলাম।'

শংকর সাহা ঢুকলেন। অশোক নিজেই ডাকল, 'আসুন শংকরবাবু, বসুন।'

শংকর সাহার কালো মেদবহুল চেহারা। ধুতি পাঞ্জাবি পরা। দু হাতের আঙুলের আংটিগুলোতে নানাবিধ রত্ন। তালুকদারের দিকে একবার দেখে, অশোকের পাশের চেয়ারে বসলেন। অশোক বলল, সারারাত খুব কষ্ট পেয়েছেন। আমি বেশিক্ষণ আটকাব না। দেখুন তো, এরকম কোনও ইয়ংম্যান সেই রাত্রে আপনাদের সঙ্গে ক্লাবে ছিল কি না?' স্কেচটা দেখাল।

শংকর সাহা পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে লাগালেন, স্কেচটা হাতে নিয়ে দেখলেন, 'হ্যাঁ, প্রায় এরকম চেহারার এক ছোকরা আমাদের টেবিলে এসে বসেছিল।'

'কার সঙ্গে এসেছিল, কী নাম?'

'তা তো বলতে পারব না। আমরা টেবিল ছেড়ে ওঠবার একটু আগে ছেলেটি এসে বসেছিল। ধরেই নিয়েছিলাম, রুকনুদ্দিন সাহেব বা অন্য কারোর চেনাশোনা হবে। নামটা তো মনে করতে পারছি না। আমার সঙ্গে এর কোনও কথা হয়নি।'

'এ কি খুব মাতাল ছিল?'

'তা বোধহয় ছিল।'

'আচ্ছা, আপনি অফিসে গিয়ে বসুন, আমার আর দরকার নেই।'

শংকর সাহা যেন এত তাড়াতাড়ি মুক্তির প্রত্যাশা করেননি। অবাক মুখে উঠে চলে গেলেন। এস আই নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করল, 'এবার কি অজিত ভট্টাচার্যকে ডাকব?'

'হ্যাঁ', অশোক ঘাড় ঝাঁকাল।

অজিত ভট্টাচার্য এলেন। সাদা ট্রাউজার আর শার্টের ওপর টেরিউলের কালো কোট। দীর্ঘ মেদহীন চেহারা, চোখে চশমা। অশোক নিজের পাশে ডেকে বসাল, 'আসুন, বসুন অজিতবাবু।'

অজিত ভট্টাচার্য বসলেন। অশোক স্কেচটা বের করে দেখিয়ে, একই কথা জিজ্ঞেস করল। অজিত ভট্টাচার্য দেখেই বললেন, 'হ্যাঁ, আমাদের টেবিলে ছিল। রুকনুদ্দিন সাহেবের মুখোমুখি বসে কী একটা বলেছিল। রুকনুদ্দিন সাহেব ঘাড় ঝাঁকিয়ে কিছু বলেছিলেন। সবই ইংরেজিতে। ছেলেটি হাত বাড়িয়ে, করমর্দন করেছিল, ড্রিঙ্কও করেছিল। ছেলেটি বোধহয় অবাঙালি ছিল। নামটা মনে নেই।'

'প্রদীপ রায়চৌধুরির টেবিলে, আপনাদের সঙ্গে এই ছেলেটিও ছিল?'

'খেয়াল করতে পারছি না, বোধহয় ছিল।'

'অনেক ধন্যবাদ মিঃ ভট্টাচার্য, আপনি অফিসে গিয়ে বসুন।'

মিঃ ভট্টাচার্য উঠলেন, তালুকদারের দিকে একবার দেখে বের হয়ে গেলেন। অশোক এস আইকে বলল কৃষ্ণধনকে ডেকে দিতে। কৃষ্ণধন এলেন, বসলেন, কিন্তু স্কেচ দেখে নতুন কিছু তো বলতেই পারলেন না, উপরন্তু সংশয় প্রকাশ করলেন, এ রকম চেহারার কোনও ছেলেকে দেখেছিলেন কি না। বরং তিনি নতুন কথা একটি শোনালেন, 'আর একজনের কথা আমার আবছা আবছা মনে পড়ছে, আপনারা একটু খোঁজ করুন। বারাকপুরে থাকে। ষষ্ঠীপদ গুপ্ত, বড় অফসেট প্রেসের মালিক। ক্লাবের মেম্বার, রুকনুদ্দিন সাহেবের বন্ধু। আমাদের সঙ্গেও পরিচয় আছে।'

অশোকের সঙ্গে তালুকদারের দৃষ্টি বিনিময় হল। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'প্রেসটা কোথায়?'

'বি টি রোডে।' কৃষ্ণধন একটা ঠিকানা বললেন।

অশোক পকেট থেকে নোটবুক বের করে দ্রুত হাতে নাম আর প্রেসের ঠিকানা লেখে নিল, 'ঠিক আছে কৃষ্ণধনবাবু। আপনি অফিসে গিয়ে বসুন।' কৃষ্ণধন বেরিয়ে গেলেন।

অশোক টেলিফোনটা দেখিয়ে বলল, 'মিঃ মিত্রকে এখন বাড়িতে টেলিফোন করলে বোধহয় পাওয়া যাবে?'

তালুকদাব কবজির ঘড়ি দেখে বলল, 'হ্যাঁ, এতক্ষণে বাংলোর অফিসে বসে গেছেন।'

'একবার রিং করে দেখুন না, একটু কথা বলি।'

তালুকদার রিসিভার তুলে ডায়াল করল, রিসিভার এগিয়ে দিল অশোকের দিকে, 'রিং হচ্ছে।'

অশোক রিসিভার নিল, ওপারে মিঃ মিত্রর স্বর শুনে বলল, 'সুপ্রভাত। অশোক ঠাকুর বলছি।'

জবাব এল, 'সুপ্রভাত। কাল রাত্রে ক্লাবে কেমন কাজ হল?'

'ভালই। একটু যেন আলো দেখা যাচ্ছে।'

জবাব এল, 'সত্যি! এদিকে গতকাল রাত্রে থানায়---'

'আমি থানা থেকেই বলছি।' অশোক বাধা দিয়ে বলল, 'সব শুনেছি, সকলের সঙ্গেই কথা বলেছি। আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?'

'বলুন।' মিঃ মিত্রর স্বরে বিস্ময়।

অশোক বলল, 'গতকাল রাত্রে থানায় যাঁদের আনা হয়েছিল, তাঁদের আপনি ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দিন।'

মিঃ মিত্রর স্বর কিছুক্ষণ শোনা গেল না। তারপরে বললেন, 'আপনি বলছেন?'

'হ্যাঁ, আমি সব দিক ভেবেই বলছি।' অশোক বলল।

মিঃ মিত্র বললেন, 'লাইনটা তালুকদারকে দিন।'

অশোক তালুকদারকে রিসিভার দেবার আগে বলল, 'আমি এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি। পরে কোনও এক সময়ে খোঁজ করে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব।'

'ওক্কে!' মিঃ মিত্র সহজ স্বরে বললেন।

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে রিসিভার এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আপনি মিঃ মিত্রর সঙ্গে কথা বলুন, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।'

হতভম্ব তালুকদারের হাতে রিসিভারটা ধরিয়ে দিয়ে অশোক যেন ছুটে বেরিয়ে গেল। পকেট থেকে নোটবুক বের করে পাতার ভাঁজ খুলে কয়েকটা কার্ড দ্রুত দেখল। মনে মনে অনুমান করল, মিঃ মিত্রর অনুমতি পেয়ে তালুকদার চারজনকেই ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দিয়ে প্রথমেই ছুটে যাবে বি টি রোডে, ষষ্ঠীপদ গুপ্তর প্রেসে। সম্ভবত ধরে নিয়ে আসবে থানায়। এই মুহূর্তে ষষ্ঠীপদকে নিয়ে ওর কোনও উৎসাহ নেই। একটা খালি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে উঠল, ঠিকানা বলল মধ্য কলকাতার। পকেট থেকে আবার নোটবুক বের করে পাতার ভাঁজ খুলে একটি কার্ড নিল। ট্রোজান গ্যারেজ এবং শো রুম, বাড়ি সহ তিনটি ঠিকানা ছাপা আছে। গ্যারেজ, না শো রুম? তিনটি টেলিফোন নাম্বার আছে। বাড়ি গ্যারাজ শো রুম! কবজি উলটে ঘড়ি দেখল। সাড়ে নটা। সাহেবের নাস্তা খাওয়া হয়েছে কি? বাড়ি যাওয়াই উচিত। রুকনুদ্দিন সাহেবের মতো লোক বোধহয় একটু বেশি বেলায় ঘুম থেকে ওঠেন!

অ্যাভিন্যুটি প্রশস্ত, দু পাশে গাছপালা। অশোক একটি তিনতলা বাড়ির সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ভাড়া মিটিয়ে নামল। সামনে ছোটখাটো একটি বাগান। গেটের দু পাশে দুটি পাম গাছ। পাশের গ্যারেজে কোলাপসিবল গেট বন্ধ, ভেতরে আইভরি রঙের বিদেশি গাড়ি। কুকুরের বিজ্ঞাপন নেই। অশোক ভিতরে ঢুকল। সামনে একটি ঘর খোলা। আসবাবপত্র অনেকটা অফিসের মতো। টেলিফোন রয়েছে টেবিলের ওপর। ঘরে কোনও লোকজন নেই, দরজার ডান পাশে কলিং বেলের বোতাম। হাত বাড়িয়ে টিপল। অনেক দূর পর্যন্ত পিয়ানোর বাজনার মতো বেজে উঠল। একটি

লুঙ্গিপরা, কামিজ গায়ে যুবক ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'রুকনুদ্দিন আহমেদ সাহেব আছেন?'

'কহাঁ সে আরাহেঁ? নাম বাতাইয়ে।' যুবক বাংলা কথার জবাবে হিন্দিতে জবাব দিল।

অশোককেও হিন্দিতে বলতে হল, 'বাতায়ে এস পি মিত্র সাহেব কি পাসসে আ রহুঁহুঁ।'

যুবক এক মুহূর্ত অশোককে দেখল, 'অন্দরে বসুন।'

অশোক ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসল। যুবক ভিতরে গেল। পাঁচ মিনিট বাদে একজন এলেন। সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরা, দীর্ঘাকৃতি, ফরসা রং, মাথার চুল কুচকুচে কালো, মুখের চেহারার সঙ্গে বেমানান, কিন্তু সুপুরুষ, পাঠান চেহারার মানুষ। অশোক উঠে দাঁড়িয়ে গুড মর্নিং করল, পকেট থেকে মিঃ মিত্রর দেওয়া পরিচয়পত্রটি এগিয়ে দিল। রুকনুদ্দিন দেখলেন, কাগজ ফিরিয়ে দিয়ে নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বাংলায় বললেন, 'বসুন। নতুন কিছু জিজ্ঞেস করবেন?'

'একটা-দুটো কথা।' অশোক বসল, 'ষষ্ঠীপদ গুপ্তকে নিয়ে আপনার সব বন্ধুকেই মোটামুটি জানা গেছে!'

রুকনুদ্দিনের ভুরু কুঁচকে উঠল, 'ষষ্ঠীপদ?' পরমুহূর্তেই তাঁর চোখ ঝলকিয়ে উঠল, 'ঠিক ঠিক, যষ্ঠীও সেই রাত্রে ছিল!'

'আমি আপনাকে নামগুলো কি একবার পড়ে শোনাব?'

'শোনান। অবিশ্যি ষষ্ঠী ছাড়া সকলের নামই আমার জানা হয়ে গেছে। দু-তিনজনের নাম আমি নিজেই বলতে পেরেছিলাম।'

'তা হলে আমি আর নামগুলো রিপিট করব না।' অশোক পকেট থেকে স্কেচটা বের করে এগিয়ে দিল, 'দেখুন তো, সেই রাত্রে এ রকম চেহারার কোনও ইয়ংম্যান আপনার টেবিলে ছিল কি না?'

রুকনুদ্দিন এক মুহূর্ত দেখেই বললেন, 'ওহ্ সিওর! ছেলেটা ওর নাম বলেছিল ভগৎ বোটানি। আমি যে ঘোড়ায় জ্যাকপট পেয়েছিলাম, এ নাকি সামান্য ভুলের জন্য সেটা খেলেনি। ও আমাকে ক্লাবে কংগ্রেচুলেট করতে এসেছিল, আমি ওকে টেবিলে বসতে বলেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কী, ছোকরার কথা আমার মনে তো ছিলই না, ওকে আমি আমার দলের মানুষ বলে ভাবিওনি।'

'সেটা তো খুব স্বাভাবিক। উটকো ছেলে, উড়ে এসে বসেছিল।'

'ঠিক তাই। কিন্তু আপনি এই ছবিটা পেলেন কোথায়?'

'এক ভদ্রলোকের কাছে বর্ণনা শুনে আমিই স্কেচটা এঁকে নিয়েছি, আপনাদের বোঝবার সুবিধের জন্য।'

'সাব্বাস! একেই কি আপনি খুনি বলে সন্দেহ করছেন?'

অশোক হাসল, 'আমি চেষ্টা করছি, যাতে আপনাদের সন্দেহের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া যায়।'

রুকনুদ্দিনের মুখ গম্ভীর হল। অশোক বলল, 'আর একটা কথা, আপনি কি মনে করতে পারেন, ক্লাব থেকে চলে আসার সময়, প্রদীপ রায়চৌধুরির টেবিলে কি আপনি নিজ থেকে গেছলেন, না ওঁরাই কেউ আপনাকে ডেকেছিলেন?'

রুকনুদ্দিন এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, 'হ্যাঁ মনে পড়েছে, আমাদেরই কেউ বলে উঠেছিল, দেয়ার ইজ গ্রেট প্রদীপ রায়চৌধুরি লুকিং টু ইয়ু। প্রদীপ আমার থেকে বয়সে কিছু ছোট ছিল, কিন্তু বন্ধুত্ব ছিল। যেই বলে থাক কথাটা, আমিই হইহই করে প্রদীপের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেছলাম। প্রদীপও খুব হইহই করে উঠেছিল, বলেছিল, তখন থেকে তোমার পার্টি দেখে যাচ্ছি, আমরা বাদ পড়ছি কেন? শুনেই আমি বেয়ারাকে ডেকে ড্রিঙ্কস অর্ডার করেছিলাম।'

'তারপর?'

'তারপর হঠাৎ যে প্রদীপের কী হল, ও উঠে চলে গেল।'

'আপনারা ওঁদের টেবিলে যাবার কতক্ষণ পরে এটা ঘটেছিল।'

'সেটা আমার হিসেব করা কঠিন। দশ পনেরো কুড়ি মিনিটও হতে পারে।'

'প্রদীপবাবু কি তাঁর সব পেগগুলোই খেয়েছিলেন?'

রুকনুদ্দিন অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে হাসলেন, 'তাও ঠিক বলতে পারছি না। তবে ও খুব তাড়াতাড়ি লঙ সিপ করছিল।'

'আচ্ছা মনে করতে পারেন কি, সে সময়ে ভগৎ বোটানি কোথায় দাঁড়িয়ে বা বসেছিল?'

রুকনুদ্দিন আগের মতোই মাথা নাড়লেন, 'না, ওর দিকে তখন আমার খেয়ালই ছিল না। সত্যি কথা বলতে কী, তখন আমরা মেয়েদের বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম, আর খুব হাসাহাসি করছিলাম।'

অশোক স্কেচটা পকেটে ভাঁজ করে রেখে বলল, 'আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।' ও উঠে দাঁড়াল।

'একটু চা বা কফি?' রুকনুদ্দিন ব্যস্তভাবে বললেন।

অশোক বলল, 'সময় নেই। ধন্যবাদ, আর একদিন হবে।' ও কপালে হাত ঠেকিয়ে বেরিয়ে চলে এল।

অশোক এর পরে, পর পর তিনজনের কাছে গেল। প্রদীপ রায়চৌধুরির বন্ধু রজত ধাড়া, মনোহর খৈতান, নীরেন বসুর কাছে। নতুন কথা কিছুই জানা গেল না।

তিনজনের কেউই ভগৎ বোটানির স্কেচ দেখে চিনতে পারলেন না, বা মনে করতে পারলেন না। তিনজনের কথার মধ্যেই স্তম্ভিত বিস্ময় আর বিমর্ষতার সূত্র। কেবল মনোহর খৈতান বলেছেন, 'প্রদীপকে যে বিষ দেওয়া হয়েছে, এটা যদি আমরা ক্লাবে থাকতে জানতে পারতাম, তবে নিশ্চয়ই ওর গেলাস আমরা দখল করতাম। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ বুঝেই ওঠা যায়নি।' তিনজনেরই ধারণা, প্রদীপ রায়চৌধুরি তাঁর সবগুলো পেগ শূন্য করেছিলেন।

অশোকেরও মনে এইরকম একটা ক্ষীণ ধারণা আছে। প্রদীপ যদি তাঁর হুইস্কির গেলাসগুলো শূন্য না করতেন, তা হলে ভুলক্রমে সে হুইস্কি অপরের পেটে যেতে পারত। যদি ধরে নেওয়া যায়, শেষের দুই পেগের প্রথমটিতেই সেই মারাত্মক বিষ মেশানো হয়েছিল, তা হলে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়, গেলাস শূন্য হয়েছিল। একেবারে শেষ গেলাসে বিষ মেশানো হয়ে থাকলে, আর তা যদি প্রদীপ শেষ না করতেন, এবং অপরে তা ভুল করে না খেলেও, সেই পানীয় গেল কোথায়? বেয়ারারা সাধারণত যে পদ্ধতিতে গেলাস ধোয়া মোছা করে, অন্যান্য গেলাসেও সেই বিষের ছিটেফোঁটা ছড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। আর তা যদি যেত, আরও কেউ কেউ অল্পবিস্তর অসুস্থতা বোধ করতে পারতেন। কিন্তু সেরকম কিছু শোনা যায়নি। অন্যথায় বেয়ারা বা বারম্যানকে সন্দেহ করতে হয়। বিষ মেশানো এবং নিপুণ হাতে গেলাস পরিষ্কার করা তাদের পক্ষে সম্ভব। পুলিশের সন্দেহ এক্ষেত্রে খুব অযৌক্তিক না। টাকাতে কী না হয়? কিন্তু কে সেই টাকা দিল?

প্রদীপবাবুর তিন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার পরেই, অশোক গিয়েছিল নিশীথ কর্মকার আর টমাসের কাছে। নতুন কথা কেউ বলেনি, একমাত্র ভগৎ বোটানি ছাড়া। ভগৎ বোটানিকে তাদেরও অল্পবিস্তর মনে আছে। নিশীথ কর্মকারের ধারণা ছিল, ভগৎ বুঝি রুকনুদ্দিনের পরিচিত। টমাসের বক্তব্য, পরের পয়সায় মদ খাবার জন্য যে সব ফুটানিওয়ালা ধান্দাবাজ ছোকরারা ক্লাবে বারে ঘুরে বেড়ায়, ভগৎ একজন সেই রকমের ছেলে।

ভগৎ বোটানিই শেষপর্যন্ত ভাবিয়ে তুলছে। ছেলেটার আবির্ভাব আর হারিয়ে যাওয়া, সবটাই কাকতালীয় নয় তো? রুকনুদ্দিনের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে যদি একটা ষড়যন্ত্রের কথা ভাবা যায়, তৎক্ষণাৎ রুকনুদ্দিনের মোটিভিটির প্রশ্ন এসে যায়। অশোক এইসব ভাবতে ভাবতে ট্যাক্সিতে যখন বি টি রোডে ষষ্ঠীপদ গুপ্তর অফসেট প্রিন্টিং প্রেসে এল, এবং তাঁর খোঁজ করল, দেখল সবাই ওর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছে। ম্যানেজার ওর সঙ্গে কথা বলল। জানাল, মিঃ গুপ্ত একটি বিশেষ কাজে বেরিয়েছেন। কখন ফিরবেন কোনও ঠিক নেই। অশোকের যদি কিছু বলবার থাকে, ম্যানেজারকে বলতে পারে।

অশোক বুঝল, মিঃ গুপ্তর বিশেষ কাজে বেরিয়ে যাওয়া মানে, তালুকদারের এত্তেলা। পুলিশ ডেকে নিয়ে গিয়েছে, ম্যানেজার সে কথা বলতে চাইলেন না। অশোকও ঘাঁটাল না। ঘড়িতে দেখল পৌনে তিনটে। পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে। ও বলল, পরে এসে যোগাযোগ করবে। সেখান থেকে বেরিয়ে ও সোজা এল মধ্য কলকাতায় মহিলাদের পরিচালিত একটি ভোজনালয়ে। এত বেলায় খাবার পাবার কথা না। কিন্তু কাউন্টারের দিদিমণির অশোককে দেখে কী দয়া হল, তিনি একটি মেয়েকে খাবার পরিবেশন করতে নির্দেশ দিলেন। খাঁটি দেশীয় খাবার পাওয়া যায়, অথচ পরিচ্ছন্ন, এ জায়গাটি সেই হিসাবে কলকাতার মধ্যে অতি বিরল। মুগের ডাল, ভাজা, পোস্ত আলুর তরকারি, মুড়িঘণ্ট, মাছের ঝাল আর অম্বল। এ সব খেয়ে সিগারেট ধরাবার পরে ঘড়িতে দেখা গেল সোয়া চারটে। সন্ধে সাড়ে ছটায় রায়চৌধুরিদের বাড়ি যাবার কথা। সেটাও আলিপুর অঞ্চলেই। অতএব ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে এখন ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রাম করা যায়। ও দাম মিটিয়ে মহিলা ভোজনালয় থেকে বেরিয়ে এল।

রায়চৌধুরি বাড়ির আভিজাত্য আর অভিনবত্ব, দুই-ই চোখে পড়ার মতো। গেট দিয়ে ঢোকার পরে, প্রথমেই বাগান, এবং ইংরেজ আমলের সাবেককালের বিরাট বাংলো বাড়ি। কত বড় কম্পাউন্ড, সেটা টের পাওয়া যায়, বাংলো বাড়ির পিছনে, ডানদিকে টেনিস লন, বাঁদিকে ব্যাডমিন্টন কোর্ট। মাঝখানে চওড়া লাল মোরাম ঢালা রাস্তা, সোজা গিয়েছে, আধুনিক আমলের বিশেষ আর্কিটেক্ট-এর আড়াইতলা বিল্ডিং-এর গাড়ি-বারান্দায়। অশোকের জন্য দিলীপ রায়চৌধুরি বাংলো বাড়িতেই অপেক্ষা করছিলেন। গেটের দারোয়ানকেও বলা ছিল। বাংলোর সামনের হলের বাঁদিকে বিলিয়ার্ড রুমটাও চোখে পড়ছিল। অভিনব চেহারার আড়াইতলা বাড়িটা। যেন কতগুলো সিমেন্টের চৌকো স্ল্যাব কাত হয়ে পড়েছে ব্যালকনির গায়ে। মন্দির মসজিদ ক্যাসল বা দুর্গ, কোনওটাই নয়, অথচ যেন একটা ম্যাসিভ ইমারত। নীচের ড্রইংরুমটা, একদৃষ্টিতে মনে হয়, কম করে ছশো স্কোয়ার ফুট। ডাইনিং তিনশো স্কোয়ার ফুট। ড্রইংরুমটি সাজানোও সেইরকমভাবে। বিচিত্র আসবাবপত্র, পিয়ানো, আর নানা রকমের পেন্টিং দেওয়ালে। মাঝখানে দুশো স্কোয়ার ফুট জুড়ে গালিচা পাতা। বাঁদিকের কোণে সিঁড়ি। ড্রইংরুমের দু পাশের ঘরগুলোর দরজায় মোটা পরদা।

দিলীপ রায়চৌধুরি অশোককে নিয়ে বসবার মুহূর্তেই, প্রায় অশোকেরই বয়সি, কিংবা দু-চার বছরের বড় এক যুবক, হাল ফ্যাশানের হাই হিল জুতোর শব্দ তুলে, সিঁড়ির দিক থেকে এগিয়ে এল। থামল না, একবার অশোকদের দিকে তাকিয়ে, বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। গায়ে ফুলস্লিভ পুলওভার আর বেলবট।

গোঁফদাড়ি কামানো, মাথার চুল প্রায় ক্রু কাট। এক লহমায় দেখেই বোঝা গেল, বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ চোখমুখ। একটু কি আত্মম্ভরি!

'ইনি কি আপনার ছেলে?' অশোক নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল।

দিলীপ বললেন, 'না না, ও ছোট বউমার দাদা গৌতম। ডাকব, কথা বলবেন?'

'না থাক।' অশোক নিস্পৃহভাবে বলল, 'পরে দেখা যাবে। উনি কি প্রায়ই আসেন?'

দিলীপবাবুর মুখ গম্ভীর হল। 'আগে তাই আসত। প্রদীপ মারা যাবার পরে বিশেষ আসে না। গৌতমই একটু আগে, ছোট বউমাকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এল। ইদানীং দেখছি, গৌতম একটু গম্ভীর হয়ে গেছে, আর ছোট বউমাকে ও এখানে থাকতে দিতে চায় না। ওদের বাড়ির কাছে একটা গ্যারাজ ভাড়া করেছে, ছোট বউমার জন্য একটা গাড়িও সেখানে নিয়ে গেছে। অশোকবাবু আপনাকে আর ঘরের কথা কী বলব। গৌতম নাকি পরিষ্কার বলেছে, ও চায় না, ওর বোন আর এ বাড়িতে থাকুক। কারণ, কে বলতে পারে, ওর বোনকেও কেউ প্রদীপের মতো খুন করতে পারে কি না! ভাবতে পারেন? নেহাত বেকায়দায় পড়েছি, নইলে আমি ওর ওই মুখ ভেঙে দিতাম।'

অশোক চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকাল, 'গৌতমবাবু কি জানেন, আমি কে, কী জন্য এসেছি?'

'মাথা খারাপ!' দিলীপ ধিক্কারের স্বরে বললেন, 'গৌতমকে আমরা আমাদের ঘরের কথা কিছুই জানাতে চাই না। ছোট বউমাকে বিশেষ প্রয়োজন, এই বলে লোক পাঠিয়ে খবর দিয়ে আনাতে হয়েছে। ওদের বাড়িতে তো ফোন নেই। তা আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম, ছোট বউমা নাকি এসেই বলেছে, সে কোনও কাগজপত্রে সই করবে না, তার দাদা, মানে, এই গৌতম বারণ করেছে। সইসাবুদ কিছু করতে হলে নাকি গৌতমের সামনেই করতে হবে।'

অশোক মনে মনে ভাবল, গৌতমের বক্তব্য খুব একটা অযৌক্তিক না। ছোট বোনের স্বার্থ সে দেখতেই পারে। জিজ্ঞেস করল, 'গৌতমবাবু কী করেন?'

'ঘোড়ার ঘাস কাটেন!' দিলীপবাবু ঠোঁট বাঁকালেন, 'অথচ দেখুন এম এ পাশ। ল পাশ করেছে। এখন সি এ-র জন্য তৈরি হচ্ছে!'

অশোক অবাক হল, 'তবু বেকার?' তারপরে নিজেই আবার বলল, 'অবিশ্যি আজকাল শিক্ষার স্বীকৃতিই বা কোথায় আর তেমন আছে? সি এ-টা পাশ করতে পারলে হয়তো কিছু করতে পারবেন, আপনারাই তো ওঁকে আপনাদের কাজে লাগাতে পারেন।'

'আমার তেমন অনিচ্ছা ছিল না।' দিলীপ বললেন, 'প্রদীপ কিছুতেই তা চায়নি। ও বলত, শ্বশুরবাড়ির লোকদের নিজেদের ব্যবসায় নেব না। এখন যদিও বা আমি

নিতে পারতাম, গৌতম নিজেই সেপথ নষ্ট করছে। প্রদীপ আর আমাদের ফ্যামিলির সম্পর্কে যা তা বলে বেড়াচ্ছে। শুধু বলেই বেড়াচ্ছে না। ছোট বউমা কোম্পানিকে ইতিমধ্যেই একটা চিঠি দিয়েছে, তাকে তার স্বামীর স্থলাভিষিক্ত করা হোক, আর তাকে রিপ্রেজেন্ট করবে তার দাদা গৌতম ঘোষাল। এ সবই ঘটছে গৌতমের বুদ্ধিতে। ছোট বউমার চিঠি আমাদের সলিসিটরদের কাছে পাঠিয়েছি। আমার স্ত্রী তো দেখছি ভীষণ হোস্টাইল হয়ে উঠেছে।'

অশোক অন্যমনস্কভাবে বলল, 'তাই নাকি!' মনে মনে ভাবল, রুমা রায়চৌধুরিকে তার নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতেই হবে, এটা স্বাভাবিক। তার জন্য বড় গিন্নির হোস্টাইল হয়ে ওঠার কারণ কী? ও বলল, 'মিঃ রায়চৌধুরি, আমি তা হলে কাজ শুরু করি। আপনার সঙ্গে, দরকার হলে আমি পরে কথা বলব। আগে আমি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা সেরে নিই।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' দিলীপ উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি দীপ্তিকে ডেকে দিচ্ছি। আপনার জন্য কী দিতে বলব? এনি হট অর কোল্ড সফট অর হার্ড ড্রিঙ্কস?'

অশোক হাসল, 'এক কাপ চা। আর শুনুন, আপনার স্ত্রীকে যখন ডাকবেন, তখন আপনার ছোট বউমা যেন না জানতে পারেন, আমি এসেছি।'

দিলীপবাবু হাত তুলে সম্মতি জানিয়ে, দোতলার সিঁড়ির দিকে চলে গেলেন। এত বড় বিশাল ঘরটার মধ্যে একলা বসে থাকতে অশোকের যেন অস্বস্তি হল। মাঝখানের ঝাড় লণ্ঠনটাই কেবল জ্বলছে। বাকিগুলো অপ্রয়োজনে জ্বালানো হয়নি। সমস্ত ঘরটার চারপাশে একটা আবছা অন্ধকার ছড়িয়ে আছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। দূরে আবছায়াতে, পিয়ানোটাকে তার ছায়াসহ দেখাচ্ছে যেন অতিকায় উজ্জ্বল আঁশবহুল কোনও জন্তু। যেদিকটায় লাইব্রেরি কর্নার, সেখানে রিভলভিং বইয়ের লম্বা র‍্যাকটার মাথায় একটা গ্লোব। আবছায়াতে যেন অতিমানবিক অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তা দেখতে দেখতেই, অশোকের ষষ্ঠেন্দ্রিয় চকিতে সজাগ হয়ে উঠল। সামনের ঘরটার মোটা পরদার সামান্য ফাঁকে একটি চোখ কি ওকে দেখছে?

অশোক স্বাভাবিকভাবে বাঁ হাতে গাল ঠেকিয়ে, ডানদিকে বাইরের দরজার দিকে তাকাল। ওর দুই চোখের ওপরে ছায়া পড়ল, আর চোখের কোণ দিয়ে ও লক্ষ করল পরদার দিকে। চোখ! জীবন্ত মানুষের দেড়খানি চোখ, স্পষ্ট ওকে দেখছে। নিথর পরদার ফাঁকে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সামনের ঘরটায় আলো জ্বাললে হয়তো দেখা যেত। কিন্তু ঘরটা অন্ধকার। পুরুষের, না রমণীর চোখ? বোঝবার উপায় নেই!

অশোক হঠাৎ গাল থেকে হাত নামিয়ে পরদার মুখোমুখি চোখ তুলে তাকাল। দেড়খানি চোখ তৎক্ষণাৎ সরে গেল। সিঁড়ির দিকে পায়ের শব্দ হল। অশোক দেখল দিলীপ আসছেন, সঙ্গে একজন মহিলা। দুজনে কাছে আসতে অশোক উঠে দাঁড়াল।

দিলীপ তাঁর স্ত্রী দীপ্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনারা কথা বলুন, আমি চলি।' তিনি সিঁড়ির দিকেই ফিরে গেলেন।

অশোক দীপ্তিকে বলল, 'বসুন।'

দীপ্তি বসলেন। বয়স চল্লিশোর্ধ্বে, দেখায় আরও কম। পোশাক বা অলংকারের তেমন কোনও বাহুল্য নেই। ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাননি, কিন্তু পানের পিকে লাল। চোখের কোলে গভীর ছায়া, যাকে ঠিক কালি পড়া বলা যায় না, ফলে তাঁর চোখের দৃষ্টিকে উজ্জ্বলতর করেছে। তিনি কি কোনওরকম নেশা করেন? অশোক সংকোচবশত হাসল, 'আপনার কী ধারণা মিসেস রায়চৌধুরি? প্রদীপবাবুকে কে বা কারা এমনভাবে বিষ দিয়ে মারতে পারে?'

'দেখুন, এ বিষয়ে আমি এখনও কোনও ধারণা করতে পারছি না।' দীপ্তি বললেন, 'আপনাকে এটুকু বলতে পারি, আমার ধারণা বাইরের কোনও ঘটনাই এর মূলে আছে। আমাদের পারিবারিক বা কোম্পানির ব্যাপারে কিছুই ঘটেনি।'

অশোক হাসল, 'এটা আপনার ধারণা। কিন্তু এতটা নিশ্চিত হলেন কেমন করে?'

'হলাম, তার কারণ, কোথাও কোনও গোলমাল দেখছি না!' দীপ্তি বললেন।

অশোক বলল, 'ঠিক তাই কি? আমি শুনলাম, আপনার ছোট জা তাঁর যে সব অধিকারগুলো দাবি করছেন, সে সব বিষয়ে আপনার খুবই আপত্তি, র‍্যাদার, আপনি হোস্টাইল।'

'ঠিকই শুনেছেন।' দীপ্তির মুখ শক্ত হল, 'হয়তো আমার স্বামীর মুখ থেকেই এ কথা শুনেছেন। কিন্তু রুমাকে আমি ওর কোনও অধিকার থেকেই বঞ্চিত করতে চাই না, পারিও না। তবে ওর সব অধিকারই ওকে এ বাড়িতে থেকে ভোগ করতে হবে। ওকে আমি আলাদা হতে দিতে চাই না।'

অশোক দীপ্তির চোখের দিকে তাকাল, 'হয়তো উনি আপনাদের বিশ্বাস করতে পারছেন না।'

'এত দিন তো করেছিল।'

'এত দিন ওর স্বামী ছিলেন।'

'স্বামী!' দীপ্তির ঠোঁট রক্তরেখায় বেঁকে উঠল, স্ফীত হল নাসারন্ধ্র, 'স্বামীর ভরসায় ও এতকাল এ বাড়িতে কাটিয়েছে? স্বামীর সঙ্গে ওর কী সম্পর্কই বা ছিল?' কথাটা বলেই দীপ্তির মুখ লাল হয়ে উঠল।

অশোক বলল, 'সে কথা শুনেছি। কিন্তু আপনার জা-কে তাঁর স্বামী তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন, তাঁকে ডিরেকটর হতে দেননি। তখন তিনি জানতেন, তাঁর স্বামীই সবকিছু করছেন।'

'এখন আমরাই রুমাকে ডিরেকটর করতে চাই।' দীপ্তি বললেন, 'কিন্তু এ বাড়ির

বউ হয়ে, আর সি আই এম-এর ডিরেকটর হয়ে অন্যত্র আলাদা হয়ে থাকা আমি মোটেই ভাল চোখে দেখছি না।'

অশোক বলল, 'শুনেছি রুমা দেবীর দাদা গৌতমবাবু নাকি ভাবেন, এখানে থাকলে রুমা দেবীও খুন হয়ে যেতে পারেন।'

'ওই অভদ্র ইতর ছেলেটাকে এ বাড়িতে ঢুকতে দিতে ইচ্ছে করে না।' দীপ্তি ফুঁসে উঠলেন, 'রুমাকে খুন করতে হলে, অনেক আগেই তা করা যেত, আর ঠাকুরপোর ইনসিওরেন্সের মিনিমাম দু লাখ টাকা, আমার ছেলের নামে করাতে পারতাম। পারতাম না কি?'

অশোক দীপ্তির ঘাড় কাত করা মুখের দিকে তাকাল। তাঁর চোখে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'রুমা দেবী কি ইনসিওরেন্সের টাকা পেয়ে গেছেন?'

'এখনও পায়নি, তবে শিগগিরই পেয়ে যাবে। আর সেই টাকায় বড়লোকি করবে ওই গৌতম আর ওর অন্যান্য ভাইয়েরা।' দীপ্তি তাকালেন অশোকের চোখের দিকে।

অশোকের মনের অন্ধকারে একটা জিজ্ঞাসা জাগল। জাগল, আবার ডুব দিল। ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের এই দু পাশের ঘরগুলোতে কী আছে?'

'এই ঘরগুলোতে?' দীপ্তি অবাক হলেন, এরকম একটি প্রশ্নের জন্য যেন প্রস্তুত ছিলেন না, 'ঘবগুলো মানে, দু পাশে চারটে বেডরুম আছে, অ্যাটাচড্ বাথ। কেন বলুন তো? আপনি দেখবেন?'

অশোক হাসল, 'না না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম। কেউ বোধহয় থাকেন না?'

'না, কে আর থাকবে বলুন।' দীপ্তি হাসলেন, 'আমাদের ওপরেই অনেকগুলো ঘর আছে। নিজেদের আত্মীয়স্বজনের সে রকম ভিড় হলে ওপরেই ধরে যায়। বাইরের গেস্ট কেউ এলে, নীচের এসব ঘরে অথবা বাংলো বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়।'

অশোক মাথা ঝাঁকাল, 'বুঝেছি। মিসেস রায়চৌধুরি, আপনাকে আমি আর একটিমাত্র কথা জিজ্ঞেস করব। আপনার ছোট জা রুমা দেবীকে আপনার কেমন লাগে—মানে, ছোট জা হিসেবে।'

'একেবারে ছেলেমানুষ।' দীপ্তি বললেন, 'বোকা ঠিক বলব না। কিন্তু ওর যেন বুদ্ধিটুদ্ধি তেমন পাকেনি। সাংসারিক বুদ্ধির বেশ অভাব। অবিশ্যি সংসারের বিষয় ওকে ভাবতেও হয় না। তবু আমি বলব, ঠাকুরপো তার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটা আর একটু ভাল রাখতে পারত। এটা আমার ফিলিংস, আমি মনে করি, ঠাকুরপো রুমাকে প্র্যাকটিক্যালি অবহেলাই করত।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ঠাকুরপোকে এ নিয়ে কখনও কিছু বলেননি?'

'বলিনি আবার?' দীপ্তি চোখ ঈষৎ বড় করলেন, 'অনেক বার অনেকভাবে বলেছি। তা হলে আপনাকে সত্যি বলতে হয়, স্বামী-নিন্দা বলে ধরবেন না, এ বাড়ির পুরুষরা

তাদের নিজেদের ইচ্ছেটাকেই সবথেকে বেশি মূল্য দেয়। অন্তত পারিবারিক ব্যাপারে। ব্যবসার ব্যাপারে অনেকের উপদেশ এরা মেনে নেয়, সেখানে বরং নিজেদের ইচ্ছে বা জেদ খাটায় না। কিন্তু বাড়ির ব্যাপার আলাদা। এ নিয়ে আমি কী ভাবি, তা যেন দয়া করে জিজ্ঞেস করবেন না।'

অশোক হাসল, দীপ্তির দীপ্ত চোখে চোখ রাখল, 'না, জিজ্ঞেস করব না। আর কিছুই জিজ্ঞেস করব না। আপনি এবার আসুন। আপনার ছোট জা-কে দয়া করে—।'

কথা শেষ হবার আগেই, বাইরের দরজা দিয়ে খটখট শব্দ তুলে গৌতম ঢুকল এবং কোনও দিকে না তাকিয়ে নির্বিকার মুখে হলের শেষ প্রান্তের বাঁয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল। দীপ্তি তাকালেন অশোকের দিকে, বললেন, 'এ হল রুমার দাদা।'

'গৌতমবাবু।' অশোক বলল, 'উনি যখন একটু আগে বেরোচ্ছিলেন, তখন দিলীপবাবু আমাকে বলেছেন।'

'পরিচয় হয়েছে?'

'না। দরকারই বা কী?' অশোক হাসল, 'আপনি বরং তাড়াতাড়ি রুমা দেবীকে একটু পাঠিয়ে দিন।'

'নিশ্চয়ই।' দীপ্তি চলে গেলেন।

বাড়ির ভৃত্য এল ট্রে হাতে। চায়ের কাপ ডিস চামচ, পট, দুধের এবং সুগার কিউবের পাত্র, দু রকমের বিস্কুট, প্যাটিজ। সসম্ভ্রমে বলল, 'স্যার, চা কি আমি ঢেলে দেব?'

'না, আমিই ঢেলে নিচ্ছি।' অশোক নিজেই টেবিলের সামনে ঝুঁকে পড়ল। পায়জামা পাঞ্জাবি পরা ভৃত্যকে ভৃত্য বলে চেনার উপায় নেই। কথা বলতে হলে 'আপনি' সম্বোধন করতে হয়। কিন্তু চা করতে করতে অশোকের চোখের সামনে গৌতমের চেহারা ভাসছে। লোকটি দাম্ভিক না বিরক্ত, ঠিক বোঝা গেল না। প্রথমবারে অশোকের দিকে তাকিয়েছিল, দৃষ্টিতে তেমন কৌতূহল ছিল না। এখনও গেল, নির্বিকার মুখে, একবারও না তাকিয়ে। যে কোনও নতুন মানুষের সামনে, আর একজন নতুন মানুষের এইরকম আচরণ কিছুটা অস্বাভাবিক। গৌতমের বিষয়ে দীপ্তির কথাগুলো মনে পড়ছে। এর আগেও গৌতমের কথা ও শুনেছে, এবং গৌতম তার ভগ্নিপতিকে চরিত্রহীন লম্পট ছাড়া কিছু নাকি ভাবত না। এখন তার ভয়, বোন রুমাকেও কেউ খুন করতে পারে। ভয়টা একেবারে অমূলক নাও হতে পারে কিন্তু এ বাড়িতে কি সেই সম্ভাবনা আছে?

না থাকার বিষয়েও নিশ্চিত হবার কোনও কারণ নেই। প্রদীপের মৃত্যুর পরে তার নিঃসন্তান স্ত্রীর মৃত্যু ঘটানো, বিশাল সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিষ্কণ্টক হওয়া। সেইজন্যই

গৌতমের ভয়ের যেমন যুক্তি আছে, তেমনই ছোট বোনের স্বার্থচিন্তাও আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু সামনের ঘরের ওই পরদায় কার চোখ দেখা যাচ্ছিল? গৌতমের নাকি? সে হয়তো অশোকের ভূমিকা এবং আগমনের কারণ আঁচ করতেও পারে। এতক্ষণ সে কোথায় ছিল? হয়তো অসম্ভব না, দু পাশের কোনও অন্ধকার ঘর থেকে সে অশোক আর দীপ্তির কথাবার্তা শুনছিল।

অশোকের একটি প্যাটিজ আর চা খাওয়া হয়ে গেল। তারপরে দীপ্তির সঙ্গে রুমা এল। একটু বেশি সময় নিয়েই এল যেন। ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল অতি দামি বিদেশি সুগন্ধির গন্ধ। নিশ্চয় রুমাই ব্যবহার করেছে। দীপ্তির বেলায় এ গন্ধ পাওয়া যায়নি। অশোক উঠে দাঁড়াল। দীপ্তি পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার ছোট জা রুমা।' রুমাকে বললেন, 'ইনি অশোক ঠাকুর, তোর সঙ্গে একটু কথা বলবেন, বোস।'

রুমা তথাপি দাঁড়িয়ে রইল। কালো ভেলভেটের পাড় জোড়া, সাদা জাপানি সিল্কের শাড়ি গায়ে। সাদা সিল্কের জামা। কপালে বা সিঁথেয় আর সিঁদুরের চিহ্ন নেই। কিন্তু গলায় একটি সোনার হার। হাতে দুটো বালা। বাঁ হাতের অনামিকায় স্পষ্টতই প্ল্যাটিনামের ওপর হিরা বসানো আংটি। সত্যি, রূপের এক মহিমময়ী পুতুল। হিরার দ্যুতির মতোই যৌবন। একবার দৃষ্টিপাতেই বোঝা যায়, এ রমণী যে কোনও পুরুষেরই কামনার ধন হতে পারে। তবু কি রুমা খুব সূক্ষ্ম করে চোখে কাজল টেনেছ? ঠোঁটের রং কি স্বাভাবিক লাল? প্রদীপ কেন স্ত্রীকে অনাদর করত? নিশ্চয়ই তার মধ্যে তা হলে বিকৃতি ছিল। কিন্তু এই রমণীকে দেখলে কি মনে হয়, মাত্র সতেরো-আঠারো দিন আগে, তার স্বামী বিষ প্রয়োগে নিহত হয়েছে? মনে হবার অবিশ্যি তেমন কোনও কারণ হয়তো নেই। স্বামীর অস্তিত্বের অনুভূতিই বা রুমার কতটুকু ছিল?

অশোক দেখল, রুমার ভ্রূকুটি কৌতূহলিত চোখে চকিত ভয় বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ও বলল, 'বসুন রুমা দেবী।'

দীপ্তি বললেন, 'তোর এত ভয়ের কিছু নেই। অশোকবাবু খুব ভাল মানুষ। বোস তুই, আমি যাচ্ছি।' তিনি চলে গেলেন।

রুমা অশোকের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বসল। অশোকও বসল, 'আমি আপনার সামনে একটা সিগারেট খেতে পারি?'

'অ্যাঁ' রুমা যেন চমকিয়ে উঠেই ঘাড় কাত করে ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে বলল, 'হ্যাঁ।'

অশোক একটি সিগারেট ধরাল, 'আপনি যে সেন্টটা মেখেছেন, এটা তো আজকাল কলকাতায় পাওয়া যায় না শুনেছি।'

'তা তো জানি না।' রুমা অবাক বালিকার মতো বলল, 'আমার এখনও এই সেন্টের আধ ডজন শিশি আছে।'

অশোক মনে মনে বলল, স্বাভাবিক! মুখে বলল, 'আপনার স্বামীর মৃত্যুর বিষয়ে আপনার কী মনে হয়?'

'কী মনে হবে?' রুমা করুণভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কিছু জানি না, বুঝিও না।'

অশোক ঘাড় ঝাঁকাল, 'আপনার কারোকে সন্দেহ হয় না? ভাবেননি, কে বা কারা আপনার স্বামীকে বিষ দিতে পারে?'

'দিলে আমার জা আর ভাশুর দিতে পারে।' রুমা দম দেওয়া পুতুলের মতো নির্বিকার স্বরে এই মর্মান্তিক কথা উচ্চারণ করল, 'আর কার কী দায় পড়েছে?'

অশোক বজ্রাহতের মতো রুমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ কোনও কথাই বলতে পারল না। এ কি বুদ্ধিহীনা রমণীর কথা? এ তো স্পষ্ট অভিযোগ! এবং অযৌক্তিকও না। ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি তা-ই বিশ্বাস করেন?'

'বিশ্বাস-টিশ্বাসের কথা জানি না।' রুমা মাথা নাড়ল, তার দুই চোখে জল টলটলিয়ে উঠল, 'আমার যা মনে এল, তাই বললাম।'

অশোক রুমার চোখের দিকে তাকাল। রুমা আঁচল তুলে চোখ চাপল। অশোক বলল, 'আপনি বুঝতে পারছেন, আপনি কী বলছেন?'

'হ্যাঁ।' রুমা ঘাড় কাত করল। তার চোখ নত।

অশোক খুব সহজে দ্রুত জিজ্ঞেস করল, 'কে শিখিয়ে দিয়েছে আপনাকে এসব কথা?'

রুমা তার আয়ত অবাক চোখ তুলে অশোকের দিকে দেখল, 'কে আবার শেখাবে? আমিই তো বলছি।' সে চোখ নামাল।

'কিন্তু যেভাবে আপনার স্বামীকে বিষ দেওয়া হয়েছে, তাতে আপনার জা বা ভাশুরকে দিয়ে তা প্রমাণ করা যায় না। ওঁরা দুজনেই তখন যেখানে যেখানে ছিলেন, সেগুলো সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে।' অশোক বলল।

রুমা বলল, 'তা আমি কী জানি। আমার যা মনে হচ্ছে তাই বলছি।'

'আপনার জা আপনাকে ভালবাসেন না?'

'বাসে বলেই তো জানি। ভেতরের কথা কী করে বলব?'

এই রমণী বুদ্ধিহীনা? দীপ্তি তাই বিশ্বাস করেন? মনের কথা প্রকাশে কোনও দ্বিধা নেই, সহজ অনায়াস, অথচ যেন সত্যি ছেলেমানুষেরই মতো। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ভাশুর তো শুনেছি, আপনাকে স্নেহ করেন।'

রুমার চোখ নত, 'করেন হয়তো।'

'আপনি কি পুলিশকে এ কথা বলেছিলেন?'

'কোন কথা?' রুমা একবার অশোকের দিকে তাকিয়েই চোখ নামাল।

'আমাকে যা বললেন, আপনার স্বামীকে বিষ দিলে, আপনার জা ভাশুরই দিতে পারেন?'

'না।'

'কেন বলেননি?'

'তখন খেয়াল হয়নি।'

'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।' অশোক গম্ভীর স্বরে বলল।

রুমা চোখ তুলল, নামাল, কোনও জবাব দিল না।

'কেন মিথ্যে কথা বলছেন? কেউ শিখিয়ে দিয়েছে?'

রুমার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। অশোক এক মুহূর্তের জন্য থমকিয়ে গেল, তারপরে বলল, 'আপনি কাঁদলেই সব কথা বলা হয়ে যায় না। কে শিখিয়ে দিয়েছে আপনাকে মিথ্যে কথা বলতে?'

রুমা কোনও জবাব দিল না। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ চাপল। অশোকের মনে বিস্ময় ঘন ঘন বিদ্যুচ্চমকের সৃষ্টি করল। অশোক নতমুখী রুমার দিকে চোখ রেখে, চুপচাপ মিনিটখানেক সিগারেট টানল। ওর চোখে গভীর অন্যমনস্কতা। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আপনার স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হতে চেয়ে চিঠি দিয়েছেন?'

'দিয়েছি।'

'কিন্তু আপনি তো কিছুই বোঝেন না, কী করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন?'

'আমার দাদা আমার হয়ে সব দেখবে।'

'আপনার দাদারই বা কী অভিজ্ঞতা আছে যে, তিনি প্রদীপবাবুর কাজকর্ম দেখাশোনা করবেন?'

'একদিনেই কি হবে? আস্তে আস্তে বুঝে নেবে।'

'এ সব কি আপনার দাদাই আপনাকে শিখিয়েছে?'

'দাদা কেন শেখাতে যাবে?'

অশোকের মন থেকে দু দিনের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা সন্দেহ সিদ্ধান্তগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে লাগল। ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনার স্বামী বেঁচে থাকতে, আপনি কেন দীপ্তি দেবীর মতো আপনার অধিকার বুঝে নেননি?'

'আমাকে কি সে মানুষ বলে গণ্য করত? আমার সামনেই সে অন্য মেয়েদের নিয়ে র‍্যালা করত।'

'আপনি বাধা দিতেন না?'

'বাধা দিলে কী হত? শুনত? আরও বেশি অপমান করত।'

'প্রদীপবাবুকে আপনি মনে মনে খুব ঘৃণা করতেন, না?'

রুমা নত মুখে চুপ করে রইল, জবাব দিল না।

'আপনার ভাসুরঝির তো বিয়ে হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'সে কী রকম মেয়ে? মানে—'

'এ বাড়ির মেয়ের যে রকম হওয়া উচিত। রোজ পার্টিতে যায় আর মদ খেয়ে বেড়ায়।'

'আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনার সঙ্গে তার রিলেশন কী রকম?'

'সে আমাকে বিশেষ পছন্দ করে না।'

'আর দিলীপবাবুর ছেলে, সে কী করে?'

'সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ে।'

'আপনার সঙ্গে কী রকম সম্পর্ক?'

'কথাবার্তা বলে।'

অশোক বুঝতে পারছে, রুমা কথা বলতে অনিচ্ছুক। ও নতমুখী রুমার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। রুমা তার ভেলভেট পাড়ের আঁচল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। অশোক ইচ্ছে করেই নিশ্চুপ অপলক চোখে রুমাকে দেখতে লাগল। রুমার আঁচল নিয়ে নাড়াচাড়া দ্রুত হল। তারপরে যেন সম্মোহিতের মতো অশোকের চোখের দিকে তাকাল। কিন্তু চোখে চোখ রাখতে পারল না, দ্রুত চোখের পাতা নত করল। অশোকের ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির ঝিলিক দেখা দিল, বলল, 'আচ্ছা আপনি এখন আসুন।'

রুমা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল, খাঁচা থেকে মুক্ত পাখির মতো দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। অশোকের দিকে আর ফিরেও তাকাল না। অশোকের ভুরু কুঁচকে উঠল, চোখে গভীর অন্যমনস্কতা। ও অনুভব করছে, ওর ভিতরে গাঢ় অন্ধকারে, বিন্দুবৎ এক একটা জোনাকির ঝিলিক জ্বলছে, নিভছে। কিন্তু স্থির আলো জ্বলছে না।

দিলীপ রায়চৌধুরি এলেন, 'সরি, আপনাকে অনেকক্ষণ একলা বসিয়ে রেখেছি।'

'কিছুমাত্র না।' অশোক তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, 'আমাকে এখুনি একটা টেলিফোন করতে হবে।'

দিলীপ বললেন, 'এই তো, আপনার বাঁ দিকের ওপাশেই—।'

'না না।' অশোক বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'এখান থেকে টেলিফোন করব না।'

'বাংলো বাড়ি থেকে করবেন?'

'হ্যাঁ, সেটাই ভাল। একটু তাড়াতাড়ি।'

দিলীপবাবুর আগে, অশোক প্রায় ছুটে চলল। দিলীপবাবুও দৌড় লাগালেন। বাংলো বাড়িতে ঢুকে, টেলিফোনটা দেখিয়ে দিলেন। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'রুমা দেবী এখন যে গাড়িটা ব্যবহার করছেন, তার নাম্বার কত?'

দিলীপবাবু অবাক চোখে তাকিয়ে গাড়ির নাম্বার বললেন। অশোক রিসিভার তুলে, ডায়াল করতে করতে বলল, 'আপনি পাশের ঘরে যান, আমি আসছি।'

দিলীপবাবু চলে যেতেই, ওপার থেকে ফটিকের স্বর ভেসে এল, 'ইয়েস!'

'শোন ফটিক, তুই রায়চৌধুরিদের বাড়িটা চিনিস তো?'

জবাব এল, 'হ্যাঁ, দেখে রেখেছি।'

'এখুনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে আয়।' রুমার গাড়ির নাম্বার বলে বলল, 'রুমা আর তার দাদা গৌতম এখুনি এ বাড়ি থেকে, ওই নাম্বারের গাড়িতে বেরোবে। দৌড়ে নেমে আয়, ওদের ফলো কর।'

'ঠিক আছে।' ফটিক লাইন কেটে দিল।

অশোক পাশের ঘরে এল। দিলীপ সেখানে ছিলেন না। অশোক মুখ ফিরিয়ে দেখল, উনি, পর পর তিনটি ঘরের বাইরে, বাংলোর বারান্দায় কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অশোক এগিয়ে গেল, 'কী ভাবছেন দিলীপবাবু?'

'অশান্তির কথা ভাবছি।' দিলীপ বললেন, 'ছোট বউমাকে ওর দাদা গৌতম আপনার সঙ্গে কথা বলতে দিতে চাইছিল না। আমার আর দীপ্তির মুখের ওপর এতক্ষণ যা খুশি তাই বলছিল। আগে জানলে নাকি গৌতম ছোট বউমাকে নিয়ে আসত না। ছেলেটার কথাবার্তা শুনলে মাথা ঠিক রাখা কঠিন।'

অশোক হাসল, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলল, 'আপনাদের কোম্পানির বিজ্ঞাপনটা দেখলাম। ভেবেছিলাম, আজ থেকে সাতদিন বাদে আপনাদের অফিসে যাব। কিন্তু এতটা দেরি করতে চাই না। কাল আর পরশু, এই দুটো দিন বাদ দিয়েই, আপনি আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দিন। পরশুর পরদিন আমি জয়েন করব।'

'আপনি যেরকম বলবেন।' দিলীপ বললেন, 'আপনি পরশুর পরদিন জয়েন করুন, আমি আগামীকালই আপনার কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

অশোক মাথা ঝাঁকাল, কবজি উলটে ঘড়ি দেখল, 'সেই ভাল। আপনার ছোট বউমা কি এখনই বেরোবেন?'

'কী জানি।' দিলীপ বললেন, 'এক নতুন অশান্তির পালা চলেছে। ছোট বউমা কী সব জিনিসপত্র নাকি আজই তার আলমারি থেকে নিয়ে যাবে।'

'তাতে অসুবিধেটা কী? উনি তো ওঁর জিনিসই নেবেন।'

দিলীপ হাসলেন, 'তা নেবে। কিন্তু হঠাৎ এরকম ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ করেছে, এটা ঠিক কারোরই ভাল লাগছে না। মেয়েদের বিশেষ করে—মানে, আমার স্ত্রীর কথা বলছি। ছোট বউমার এই হঠাৎ পরিবর্তনে ও রেগে যাচ্ছে, অবাক হচ্ছে। আমিও অবাক হচ্ছি। ছোট বউমা যে দীপ্তির মুখের ওপর চড়া কথা বলতে পারে, এই প্রথম শুনলাম। অবিশ্যি আমি মনে করি, এ সবই ছোট বউমার বাপের বাড়ি

থেকে উসকানো ব্যাপার।'

অশোক একটা সিগারেট ধরাল, 'আমি এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করব না। আমি বরং চলি।'

'আপনাকে আমি লিফট দেব?' দিলীপ ব্যগ্রভাবে বললেন।

অশোক বলল, 'কোনও দরকার নেই। আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটার বিষয়ে ভুলবেন না।' ও বারান্দা থেকে নামল। দিলীপবাবু অশোককে গেট অবধি পৌঁছে দিলেন।

অশোক বাইরে বেরিয়ে দেখল, একটু দূরেই তিনটি ট্যাক্সি পর পর দাঁড়িয়ে আছে। তিনটি ট্যাক্সিরই মিটার ফ্ল্যাগ খাড়া করা। অশোক আস্তে আস্তে সেইদিকে পা বাড়াতেই, ওর পিছনে তীব্র আলো জ্বলল, সঙ্গে তীক্ষ্ণ হর্নের শব্দ। ও রাস্তার ধারে সরে গিয়ে গাড়িটার দিকে তাকাল। ক্রিম রঙের ভকসওয়াগন। চকিতেই নাম্বারটা দেখে নিল। রুমার গাড়ি। গাড়িটা ওকে ছাড়িয়ে যাবার মুহূর্তেই, সেই বিখ্যাত বিদেশি সুগন্ধির গন্ধ ভেসে এল। মনে হল, গৌতম মুখ ফিরিয়ে ওকে একবার দেখল। যে তিনটি মিটার ফ্ল্যাগ উঁচু ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল, তার মধ্যে সবথেকে পিছনের ট্যাক্সিটা দ্রুত বেরিয়ে গেল। ফটিক? কিন্তু ট্যাক্সির মিটার ফ্ল্যাগ দাঁড় করানো ছিল। ফটিক কি তা হলে ভকসওয়াগনটার পিছু নিতে পারল না?

অশোক চিন্তিতভাবে, একটা ট্যাক্সিতে উঠে, ফ্ল্যাটের ঠিকানা বলল।

রামজনম দরজা খুলতেই, অশোক জিজ্ঞেস করল, 'ফটিকবাবু কখন বেরিয়েছেন?'

'আপনার টেলিফোন ছোড়কেই, দৌড় লাগিয়েছেন।' রামজনম বলল।

অশোক মাথা ঝাঁকিয়ে একটা সোফার ওপর এলিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যেই, প্রদীপ হত্যার বিষয় প্রথম থেকে, নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করল। নিহত প্রদীপকে নিয়ে, এ পর্যন্ত দ্বাদশ ব্যক্তির সন্ধান মিলেছে। মেলেনি ত্রয়োদশ ব্যক্তি ভগৎ বোটানিকে। অশোক এগারো জনের সঙ্গে কথা বলেছে। এরা সবাই বাইরের লোক। পরিবারের লোকের মধ্যে তিনজন। দিলীপ, দীপ্তি, রুমা। সকলের সব কথাই ও মনে করবার চেষ্টা করল। কেউ-ই ওকে খুব একটা অবাক করেনি। যে ধারণা নিয়ে ও রুমার মুখোমুখি হয়েছিল, তাতে অবাক হবার কথা। কারণ তার সম্পর্কে যা শুনেছিল, কথাবার্তায় সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে, এ পরিবর্তনটা লক্ষণীয় হলেও অসাধারণ ব্যাপার কিছু না। ভয়, ঘৃণা, ক্রোধ, স্বার্থ সব মিলিয়েই এটা ঘটতে পারে। গৌতমের ইন্ধন থাকাও খুবই স্বাভাবিক অথবা পিত্রালয়ের সকলেরই। অভাবগ্রস্ত পরিবারের কাছে, এটা একটা পরম সুযোগ হঠাৎ এসে পড়েছে। অন্তত এখনও পর্যন্ত এ ছাড়া, অন্য কিছু ভাববার মতো কোনও সূত্র নেই। বরং রুমার অভিযোগ সম্পর্কে ভাবা দরকার।

শোবার ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। অশোক ওঠবার আগেই, রামজনম দৌড়ে গেল, এবং কয়েক সেকেণ্ড বাদেই বেরিয়ে এসে বলল, 'স্যার আপনার টেলিফোন, ফটিকবাবু।'

অশোক লাফিয়ে উঠে, ঘরে গিয়ে রিসিভার তুলল, 'কী রে ফটিক, পাত্তা করতে পেরেছিস?'

'পারব না কেন?' ফটিকের স্বর ভেসে এল, 'আমি তো ট্যাক্সিতেই বসে ছিলাম। তোকেও বেরোতে দেখেছি।'

অশোক অবাক হল, 'কিন্তু কোনও ট্যাক্সির মিটার ডাউন ছিল না তো?'

'গুরু তুই অবাক করলি।' ফটিক হাসল, 'তাই আবার আমি রাখি নাকি? আমি তো ড্রাইভারের সঙ্গী, পাশে বসে, প্যাসেঞ্জারের অপেক্ষা করছিলাম। মোটা টাকা অবিশ্যি স্বীকার করতে হয়েছে।'

অশোকের দু চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'চমৎকার। ফটিক তুই-ই গুরু। খবর কী?'

'খবর হল, দুজনেই প্রথমে গেল একটা চৌরঙ্গিপাড়ার ফাইভ স্টার হোটেলে। বেরিয়ে এল একটু পরেই। এখন গিয়ে ঢুকল, একটা ইংরেজি ছবির লাস্ট শো দেখতে। ছবিটার প্রতিটি দৃশ্যেই নাকি সেনসর কাঁচি চালিয়েছে, এতই সেক্স। আমি তো শালা এই ভাই বোনের ব্যাপার কিছু বুঝতেই পারছি না।'

অশোকের ভুরু কুঁচকে উঠল, 'তাই তো, বুঝতে তো আমিও পারছি না। ফাইভ স্টার হোটেল, তারপরে ওরকম একটা সিনেমায় দুজনে। তুই কী করছিস?'

'একটা রেস্তোরাঁ থেকে টেলিফোন করছি।'

'ট্যাক্সিটা?'

'ছেড়ে দিয়েছি। কী হবে মিছিমিছি আটকে রেখে।'

'খুব ভাল করেছিস। পকেটে টাকা কী রকম আছে?'

'আছে মোটামুটি।'

'তা হলে, সিনেমা ভাঙার আগে, কিছু খেয়ে নে। তারপরে সিনেমা থেকে বেরিয়ে ওরা কোথায় যায়, সেটা দ্যাখ। দেখে ফিরে আয়। রামজনমজি তোর জন্য জেগে থাকবে। আমি আজ ভীষণ ক্লান্ত, এখুনি খেয়ে শুয়ে পড়ব। কাল সকালে কথা হবে।'

'ঠিক আছে।'

অশোক রিসিভার নামিয়ে রাখল। রামজনমজির কাছে খাবার চেয়ে খেয়ে নিয়ে, ফটিকের জন্য অপেক্ষা করতে বলল। শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। মস্তিষ্কেরও বিশ্রাম দরকার, যদিও প্রায় তা অসম্ভব। অতএব ঘুমের ওষুধ খেতে ভুলল না।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে দেখল, ফটিক ওর পাশে শুয়ে আছে। অশোক নড়ে উঠতেই ফটিক পাশ ফিরল, আর কিছুটা জড়ানো স্বরে বলল, 'সিনেমা দেখে ভাই বোন শ্যামবাজারের গৌর ঘোষাল লেনের একটা বাড়িতে ঢুকেছিল। গাড়িটা গলির বাইরে, একটা গ্যারেজে রাখা হয়েছে।'

'গাড়ি চালাচ্ছিল কে?' অশোক চোখ তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

ফটিক বলল, 'একজন ড্রাইভার। তবে দাদা বোনের চেয়ে, ওদের প্রেমিক প্রেমিকাই বেশি মনে হচ্ছিল।'

অশোক কম্বলটা গায়ে ভাল করে টেনে নিয়ে বলল, 'রুমা স্পষ্ট বলছে, ওর ভাশুর ভাজই স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী।'

'তুই বিশ্বাস করিস?' ফটিক জিজ্ঞেস করল।

অশোক বলল, 'ভাববার বিষয়। কেস দাঁড় করাতে পুলিশ আর বেশি সময় নেবে না। কেস উঠলে রুমা আমাকে যা বলেছে, কোর্টেও তাই বলবে। প্রমাণ করার প্রশ্ন অবিশ্যি আছে। এদিকে, আমাকে কাজে লাগিয়েছেন দিলীপবাবু। গৌতম রুমা ফাইভ স্টার হোটেলে গেছল কেন, এটাও একটা চিন্তার বিষয়। তা ছাড়া, আমার মাথায় বিঁধে আছে ভগৎ বোটানি।'

কথা শেষ হতে না হতেই টেলিফোন বেজে উঠল। অশোক কাত হয়ে রিসিভার কানে নিল, 'হ্যালো।'

'কাল রাত্রি দশটায় টেলিফোনের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম।' ওপার থেকে কাঞ্চনের স্বর ভেসে এল, 'ঘুমটা ভাঙালাম বোধহয়?' অশোক অপ্রস্তুত মুখে হাসল, 'না, ঘুমটা আগেই ভেঙেছে। গতকাল টেলিফোন করতে একদম ভুলে গেছলাম। সারাদিন একটানা ঘোরাঘুরি করেছি।'

'কাজ হল কিছু?' কাঞ্চনের জিজ্ঞাসা ভেসে এল।

অশোক বলল, 'কিছুই না।' ও মোটামুটি ঘটনা বলল। দীপ্তি রুমা গৌতমের কথাও বলতে ভুলল না।

'আমার তো শুনে মনে হচ্ছে, কিছু কাজ হয়েছে।' কাঞ্চনের স্বর ভেসে এল, 'গৌতম রুমা ভাই বোনকে নিয়ে আর একটু ঘাঁটাঘাঁটি করে দ্যাখো না। আর ওই কী নাম বললে, ভগৎ বোটানি, ওকে খুঁজে বের করো।'

অশোক হাসল, 'ভগৎ বোটানি। ফটিক বলছিল, গৌতম রুমাকে দেখে ভাই বোনের চেয়ে নাকি প্রেমিক প্রেমিকাই বেশি মনে হয়।'

'সাতসকালে ঘুম ভেঙে মড়ার গন্ধ পাও, পাপের গন্ধ পাও না?' কাঞ্চনের স্বরে রহস্য।

অশোক হঠাৎ উঠে বসল, 'কী বললে?'

'ছাড়লাম। আমার স্বামীর মুখ ধোয়াতে হবে।' কাঞ্চন ওপার থেকে লাইন কেটে দিল।

অশোক হতভম্বের মতো রিসিভারটার দিকে তাকাল। ফটিক বলল, 'মনে হচ্ছে রিসিভারে কারোর মুখ দেখছিস?'

'তোর মুণ্ডু।' অশোক রিসিভার নামিয়ে রাখল।

ফটিক হাসল। অশোক বললে, 'তৈরি হয়ে নে। জলখাবার খেয়ে একবার গৌর ঘোষাল লেনে ঘুরে আসি।'

অশোক আর ফটিককে নিয়ে ট্যাক্সি যখন গৌর ঘোষাল লেনের মোড়ে পৌঁছল, তখন সকাল সাড়ে নটা। ভাড়া মিটিয়ে দুজনেই নামল। ফটিক একটা বন্ধ গ্যারাজের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গাড়িটা তো রয়েছে দেখছি।'

'তুই এদিকেই থাক। আমি একলা যাচ্ছি।' অশোক বলল, 'কোন বাড়িটা বল তো?'

ফটিক বলল, 'গলির ভেতরে ঢুকে, ডান দিকের থার্ড বাড়ি।'

অশোক হেঁটে গেল। পুরনো দোতলা বাড়ি। বড় দরজার সামনে শানবাঁধানো বসবার জায়গা। খোলা দরজা দিয়ে ভিতরের উঠোন, দুধারে সব দেখা যায়। ও ভিতরে ঢুকল। বাঁদিকে একটি ঘর, দরজা খোলা। ভিতরে সামান্য আসবাবপত্র। গোটা কয়েক চেয়ার, একটা টেবিল। একটি বিশ-বাইশ বছরের তরুণ চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। অশোককে দেখে চোখ তুলল, 'কে? কাকে চাই?'

'গৌতম ঘোষাল আছেন?' অশোক জিজ্ঞেস করল।

পালটা জিজ্ঞাসা এল, 'আপনার নাম?'

'অশোক ঠাকুর।'

তরুণের মুখের কোনও ভাবান্তর হল না। খবরের কাগজ রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখছি।' অশোককে বসতে না বলেই অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। এক মুহূর্ত পরেই, ডান দিকে পায়ের শব্দে, অশোক ফিরে তাকিয়ে দেখল, উঠোনের ওপারে ছাদ ঢাকা বারান্দায় গৌতম দাঁড়িয়ে। প্রথম দর্শনে, তার মুখ শক্ত, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তারপরেই ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি, বিরক্তি গোপনের কোনও চেষ্টা নেই, 'আপনি! এখানে কী মনে করে? রুমার সঙ্গে কথা বলবেন?'

'না।' অশোক যেন খুবই বিব্রত আর লজ্জিত, এমনভাবে হাসল, 'আপনার সময় থাকলে, আপনার সঙ্গেই দু-একটা কথা বলতে চাইছিলাম। গতকাল দিলীপবাবু পরিচয়টা করিয়ে দিলে, আজ সকালে আর আপনাকে কষ্ট দিতাম না।'

গৌতম কয়েক পলক স্থির চোখে অশোকের মুখের দিকে দেখল। তার পায়ের জুতো থেকে পোশাক-আশাক দেখলেই বোঝা যায়, সে বাইরে বোরোবার জন্য

প্রস্তুত হচ্ছিল। বলল, 'বসুন, আসছি।' সে ভিতরে চলে গেল।

অশোক ঘরের ভিতরে ঢুকল। সামনেই যে চেয়ারটা পেল, তাতেই বসল। নড়বড়ে চেয়ার। নোনা লাগা দেওয়ালে গোটা কয়েক ফটো, ইংরেজি বাংলা দুটো ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার। পুরনো বিবর্ণ মেঝে, ঘরটা রীতিমতো ঠাণ্ডা। গৌতম ঢুকল, যে দরজা দিয়ে তরুণটি বেরিয়ে গিয়েছিল। অশোকের কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল, এবং প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি দিলীপ রায়চৌধুরির পক্ষ থেকে প্রদীপের মৃত্যুর তদন্ত করছেন?'

'ঠিক তাই।' অশোক সিগারেটের প্যাকেট বের করে, গৌতমকে অফার করল।

গৌতম বোধহয় এক মুহূর্ত দ্বিধা করল, তারপরে সিগারেট নিল, অশোক দেশলাই জ্বেলে, দুজনের সিগারেটেই ধরিয়ে নিল। অশোক বলল, 'আপনার সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আমার শোনা হয়ে গেছে।'

'আমার সম্পর্কে?' গৌতম চমকাল, ভুরু কুঁচকে উঠল, 'কী শুনেছেন আমার সম্পর্কে?

অশোক অমায়িক হাসল, 'খারাপ কিছু নয়। আপনি ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন। এম-কম-এ ভাল রেজাল্ট করেছেন, ল' পাশ করেছেন, এখন সি-এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

'কিন্তু একটা সামান্য ইস্কুল মাস্টারের চাকরিও জোটাতে পারছি না।' গৌতম হেসে ধোঁয়া ছাড়ল, 'আমরা সমাজবাদের পথে চলেছি। ব্রিলিয়ান্স-এর কথা বলবেন না। তার চেয়ে হিসাব করে দেখেছেন কি, ভারতবর্ষের দশটি পরিবারের কত হাজার কোটি টাকার অ্যাসেট, বছরে কতটা করে বাড়ছে?'

অশোক মনে মনে বিস্মিত কিন্তু অপ্রস্তুত হেসে বলল, 'না, আপনার মতো এতটা গভীরভাবে এ সব আমি ভাবিনি।'

'গভীরভাবে ভাববার দরকার হয় না।' গৌতমের শক্ত মুখে ধারালো হাসি, 'সাধারণভাবে ভাবলেই বোঝা যায়, বিদ্যা বুদ্ধি ব্রিলিয়ান্স-এর কানাকড়ি মূল্যও নেই, অথচ ও সব ছাড়াই অনেকে সোনার চামচে করে খাচ্ছে। তা আমার কথা আপনি কার কাছে শুনলেন? দিলীপবাবুর কাছে?'

অশোক ঘাড় ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কার কাছে শুনব বলুন? ওঁরা আপনাদের আত্মীয়—।'

'আত্মীয়!' গৌতমের ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল, 'তা ঠিক। কিন্তু তাঁরা আমার সম্পর্কে আপনার কাছে কেবল প্রশংসাই করলেন?'

অশোক যেন খুবই লজ্জিত হয়ে উঠল, 'ঠিক তা নয়। দেখলাম, আপনার ওপর ওঁরা যেন কিছুটা বিরক্তই।'

'তার কারণও পরিষ্কার।' গৌতম বলল, 'আমি আমার বোনের স্বার্থ দেখতে

চাইছি। সত্যি কথা বলতে কী, আমি যদি জানতাম, রুমাকে ফারদার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে, তা হলে গতকাল ওকে আমি যেতে বারণ করতাম। ও আর যাবেও না। গতকালই রুমা ওর অরনামেন্টস-এর ভল্ট-এর চাবি নিয়ে এসেছে। ওঁরা চান, রুমা এখানে না থেকে, ওঁদের ওখানে থাকবে, ওঁদের ইচ্ছে মতোই চলবে। প্রদীপের মৃত্যুর পরে, আমরা আর তা হতে দিতে চাই না।'

অশোক সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল, 'সে কথাও মোটামুটি শুনেছি। আপনার বোন বোধহয় তাঁর স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হতে চেয়ে চিঠি দিয়েছেন, আর আপনিই বোনের প্রতিনিধিত্ব করবেন।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'রুমা দেবী আমাকে প্রায় স্পষ্টই বলেছেন, তাঁর ভাশুর আর জা-ই তাঁর স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী।'

'সেটাই ওর ধারণা।'

'কিন্তু পুলিশকে উনি তা বলেননি।'

'বোধহয় সময় হলেই বলবে।'

অশোকের সঙ্গে গৌতমের দৃষ্টি বিনিময় হল। অশোক গৌতমের চোখে চোখ রেখে বলল, 'এটা একটু আশ্চর্যের, পুলিশের কাছে যেন অভিযোগ এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।—তাই না?'

গৌতম বলল, 'সেইরকমই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে আপনাকে আমি কিছু বলতে পারব না।'

'আপনিও এড়িয়ে যাচ্ছেন।' অশোক হাসল।

গৌতমের দৃষ্টি পলকের জন্য কঠিন হল, তারপরেই শান্তভাবে বলল, 'আমি আপনাকে যা বলেছি, এ বিষয়ে তার চেয়ে বেশি কিছু বলবার নেই। পুলিশ তার নিজের কাজ করুক।'

'কিন্তু রুমা দেবীর উচিত, পুলিশকে সাহায্য করা।'

'রুমা ঠিক সময়েই তা করবে।' গৌতম মেঝের ওপর সিগারেট ফেলে, জুতো দিয়ে চেপে দিল, আপনি আমাকে কী জিজ্ঞেস করতে এসেছেন, তাই বলুন।'

'আপনার অভিমত, প্রদীপবাবুর মৃত্যুর সম্পর্কে।'

গৌতম হাসল, 'কিছুই বলতে পারব না। ভারতবর্ষের দশটি পরিবারের কথা আমি আপনাকে বলছিলাম। আর সি আই এম বোধহয় সেই তুলনায়, দুশো পরিবারের একটি হবে। প্রতি বছর এদের ব্যক্তিগত মালিকানার ঐশ্বর্য বাড়ছে, আর আমরা, আজকের ছেলেরা সমাজবাদের বলি হচ্ছি। এরা কেন মরে, এরা কাদেরকে মারছে, তা আমার মতো লোকের জানবার কথা না।'

'ঠিকই হয়তো। কিন্তু প্রদীপবাবু আপনার ভগ্নিপতি ছিলেন বলেই আপনার মতামত জানতে চেয়েছি।'

'সম্পর্কেই ভগ্নিপতি, কিন্তু সে আমার থেকে অনেক দূরের মানুষ ছিল। আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের লোক।'

'আপনার বোনের তাঁর ভাশুর আর জা সম্পর্কে ধারণাকে আপনি কী মনে করেন?'

'আমার বোন সাবালিকা।' গৌতম হাসল, 'মানুষের নিজের অস্তিত্ব রক্ষা থেকেই তার ধারণার জন্ম হয়, তাই না? আমার বোন তার থেকে কিছু একসেপ্শন নয়।'

অশোক ঘাড় ঝাঁকিয়ে হাসল, মনে মনে চমৎকৃত হল। গৌতমের চিন্তাভাবনা, অনেকটাই আজকের যুগের অ্যাংরি ইয়াংম্যানদের মতো। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গতকাল সে বোনকে নিয়ে ফাইভ স্টার হোটেলে কেন গিয়েছিল? যৌন আবেদনে ঠাসা ছবিই বা কেন দেখতে গিয়েছিল? যদিও সে কথা জিজ্ঞেস না করেই ও উঠে দাঁড়াল, 'কিছু মনে করবেন না গৌতমবাবু, আপনার সময় খানিকটা নষ্ট করলাম।'

'কিছুমাত্র না।' গৌতম উঠে দাঁড়াল।

অশোক দরজার দিকে পা বাড়িয়ে ফিরে তাকাল, 'একটা কথা গৌতমবাবু। প্রদীপবাবু যে রাতে মারা যান, সে রাতে সন্ধে সাতটা থেকে রাত্রি দশটা অবধি আপনি কোথায় ছিলেন, মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে।' গৌতম দৃঢ় স্বরে বলল, 'আমি এ বাড়িতেই ছিলাম। আমার কোনও নাইট লাইফ নেই। আপনি কি আমার মা ভাইদের এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবেন?'

অশোক মনে মনে বলল, 'অর্থহীন।' মুখে বলল ব্যগ্রভাবে, 'না না, নেহাত জিজ্ঞাসার জন্যই জিজ্ঞাসা। চলি নমস্কার।'

'নমস্কার।'

অশোক ঘর থেকে বেরিয়ে, ডান দিকে ঘোরবার আগেই, বাঁ দিকের বারান্দা থেকে, রুমাকে দ্রুত সরে যেতে দেখল। সোনালি পাড়ের নীল উজ্জ্বল সিল্কের পোশাক তার গায়ে। সেই সুগন্ধির গন্ধ ভেসে এল।

আর সি আই এম-এর এইটথ ফ্লোর বিল্ডিং। এই বিল্ডিং-এর ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফ্লোর অন্যান্য কোম্পানিকে ভাড়া দেওয়া আছে। গ্রাউন্ড ফ্লোর আর সি আই এম-এর নিজস্ব রিসেপশন। শো রুম, টেলিফোন পি বি একস রুম। তা ছাড়া গ্যারেজ, আলাদা ভেহিকলস্ ডিপার্টমেন্টও আছে। ফিফথ থেকে সেভেনথ ফ্লোর আর সি আই এম-এর বিভিন্ন বিভাগীয় অফিস। সেভেনথ আর এইটথ ফ্লোর সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। সেভেনথ ফ্লোর ডিরেকটর, ম্যানেজিং ডিরেকটর, পাবলিক

রিলেশনস, ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল রিলেশনস, বিভাগীয় ম্যানেজার এবং অফিসারদের ঘর। এইটথ ফ্লোর নামে যদিও এসেন্সিয়াল পারসন্স রেসিডেন্সেস, আসলে অফিসের গেস্ট হাউস। একটি ক্লাব বিশেষ। বার রুম, ড্যান্স ফ্লোর আছে। আছে বেশ কয়েকটি বিলাসবহুল কক্ষ, যা পাঁচ তারকা হোটেলের সুইটকেও হার মানায়।

সেভেনথ ফ্লোরে, ডিরেকটর দিলীপ রায়চৌধুরির বিশাল ঘরে, তাঁর অর্ধগোলাকার টেবিলের চারপাশে একটি ছোটখাটো সমাবেশ চলছিল। আসলে নতুন নিয়োজিত ডেভলপমেন্ট অফিসার ইন্দ্র ভট্টাচার্যের (অশোক ঠাকুর) সঙ্গে, দিলীপ রায়চৌধুরি, বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। অশোক কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ করছিল, সকলের চোখেই একটি তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা, কৌতূহল, বিস্ময়। কেউ কেউ গম্ভীর, তাঁদের অসন্তুষ্টি গোপন থাকছিল না। দু-একজন ব্যতিক্রম ছিল।

পরিচয় পর্বের পরে, অশোক উঠে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে বলল, 'আমি মনে করি, আর সি আই এম-এর ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক ভালভাবেই চলছে। তবু আপনাদের জানাচ্ছি, দু সপ্তাহ পরে আমি আমার অভিজ্ঞতার একটি রিপোর্ট পেশ করব। অবিশ্যি সেজন্য আপনাদের সাহায্য সহানুভূতিই আমার একমাত্র সম্বল হবে। প্রার্থনা করব, আপনারা অকৃপণভাবে আমাকে তা দেবেন। সম্ভব হলে, আমার নতুন কোনও পরিকল্পনা থাকলে, তাও আমার রিপোর্টের অঙ্গীভূত হবে। আমি আপনাদের অনেকের থেকেই হয়তো বয়ঃকনিষ্ঠ। আপনাদের অভিজ্ঞতাকে আমি আমার সহায় করতে চাই।'...

অতঃপর কফি পানের পর্ব। সেই ফাঁকে কারোর কারোর কিছু কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা, যার জবাবে, অনায়াসে মিথ্যা জবাব দিয়ে চলেছে, ও কোন বছরের ইউকে-তে ছিল, কোন বছরে স্টেটস-এ। সবাই বিদায় নেবার পূর্ব মুহূর্তে, দিলীপ কেবল পি আর ও মিঃ পাকড়াশিকে একটু অপেক্ষা করে যেতে বললেন।

সবাই চলে গেলেন, মিঃ পাকড়াশি আর অশোক ছাড়া। দিলীপ বললেন, 'মিঃ পাকড়াশি, আপনি মিঃ ভট্টাচার্যকে (অশোককে) আপনাদের জুনিয়র ডিরেকটরের কামরায় নিয়ে যাবেন। যোগানন্দর কাছে চাবি আছে, আমি তাকে প্রদীপের ঘর খুলে দিতে বলছি। মিঃ ভট্টাচার্যকে আপনি প্রদীপের সমস্ত কাগজপত্র, ফাইল, সিক্রেট ফাইলও দেখতে সাহায্য করবেন।'

মিঃ পাকড়াশি তাঁর চোখে মুখে বিস্ময় গোপন করতে পারলেন না, কিন্তু বললেন, 'নিশ্চয় করব স্যার।'

দিলীপের সঙ্গে অশোকের দৃষ্টি বিনিময় হল। তিনি বললেন, 'আপনি যান মিঃ ভট্টাচার্য, আপনার কাজকর্ম দেখে নিন।'

'ইয়েস স্যার।' অশোক সসম্ভ্রমে ঘাড় ঝাঁকিয়ে মিঃ পাকড়াশির সঙ্গে, দিলীপবাবুর

ঘর থেকে, আলোকিত লম্বা করিডরে বেরিয়ে এল।

মিঃ পাকড়াশি করিডরের শেষ প্রান্তে একজনকে দেখে থমকিয়ে দাঁড়ালেন, স্বর চড়িয়ে ডাকলেন, 'মিঃ ঘোষাল।'

অশোক ফিরে তাকাল। গৌতম ঘোষাল। গৌতম এদিকেই ফিরে তাকিয়েছিল। দূর থেকে অশোকের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। মিঃ পাকড়াশি গৌতমকে ডাকলেন, 'স্যার আসুন, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—।'

পাকড়াশির কথা শেষ হবার আগেই, গৌতম চকিতে পিছনে ফিরে, বিপরীত দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকড়াশি বলে উঠলেন, 'ছোকরার মাথাটা খারাপ হয়ে গেল। আসুন মিঃ ভট্টাচার্য, আমার ঘরে বসে একটু সিগারেট খাবেন।'

'ভদ্রলোক কে?' অশোক পাকড়াশিকে অনুসরণ করল।

পাকড়াশি নিজের ঘরের দরজা ঠেলে ধরে অশোককে বললেন, 'আসুন, বলছি।'

অশোক ভিতরে ঢুকে বসল। পাকড়াশি দরজা বন্ধ করে, কিং সাইজ সিগারেটের প্যাকেট টেবিলে রেখে নিজের চেয়ারে বসে বললেন, 'ভদ্রলোক মানে ছেলেটি হল গৌতম ঘোষাল, প্রদীপ রায়চৌধুরির সম্বন্ধী।' প্যাকেট থেকে সিগারেট এগিয়ে দিলেন অশোকের দিকে।

অশোক মনে মনে অবাক হচ্ছিল। গৌতম যে এই অফিসেও আসে, এ কথা দিলীপবাবু ওকে একবারও বলেননি। ও জিজ্ঞেস করল, 'উনি কি এখানে কোনও সার্ভিসে আছেন নাকি?'

'না না মশাই। ভগ্নিপতির জমিদারিতে রোজই একবার ঘুরে যায়। হয়তো আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা শুনেছিল, তাই দেখতে এসেছিল।'

'কিন্তু এলেন না তো?'

'ছোকরার মাথা খারাপ', পাকড়াশি এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন, 'অবিশ্যি মানতে হবে, খুবই ইনটেলিজেন্ট ছেলে। সত্যি কথা বলতে কী, ওকে আমি পারভারটেড জিনিয়স বলে মনে করি।'

'বাহ্, কথাটা তো ভাল, পারভারটেড জিনিয়স। তা আপনি গৌতমবাবুকে এতটা জানলেন কী করে?'

পাকড়াশি বিজ্ঞের হাসি হাসলেন, 'ওর যে মশাই সবই আমার কাছে—মানে, আমাদের জুনিয়র ডিরেকটর বেঁচে থাকতে, গৌতমের মদটদ খাওয়ার খরচা বলুন, আর কিছু ক্যাশ-ট্যাশ, যাই বলুন, সব আমার হাত দিয়েই হত।'

অশোক ওর ভিতরের সমস্ত বিস্ময়কে মাত্র একটি নির্বিকার শব্দের দ্বারা প্রকাশ করল, 'অ! প্রদীপবাবু বুঝি শালাকে সাহায্য করতেন?'

'সাহায্য না ছাই। গৌতমের নিজের ভাষাতেই, কুকুরকে রুটি ছুড়ে দেওয়া।

বুঝলেন না?'

'তবু তাঁর টাকাতেই মদ খেতেন কেন?'

'কেন আবার, নেশা! তা ছাড়া ছোকরা ফাস্ট্রেটেড। আমাকেও জ্বালিয়ে খেত। জুনিয়র সাহেব তো একটা বাঁধাধরা খরচ দিতেন, গৌতম আমার পকেটও কাটত। আমাকেও খরচ করতে হত।'

'হত বলছেন, এখন আর হয় না।'

'এখন কেমন যেন হাওয়া বদলেছে। শুনছি তো শ্রীমান গোলমাল পাকাবার তালে আছে।'

'কী রকম?'

'বোনকে নিয়ে নিজেদের বাড়ি চলে এসেছে। জুনিয়র ডিরেকটরের অধিকার চেয়ে চিঠিও পাঠিয়েছে। এখন বোনের গাড়ি চেপে বেড়াচ্ছে। ইনসিওরেন্সের দু লাখ টাকা তো হাতে এল বলে।'

'তাতে গৌতমবাবুর লাভ?'

পাকড়াশি চোখ ঘুরিয়ে হাসলেন, 'গৌতমেরই তো সব। তা হলে আপনাকে কিছু মজার কথা বলব। ম্যাকবেথের কথা।'

'ম্যাকবেথ!'

'হ্যাঁ, গৌতমের মুখেই শুনেছিলাম। আজ সন্ধে সাতটা নাগাদ আমাদের এইটথ ফ্লোরে আসুন না। ড্রিঙ্কস চলে তো?'

'তেমন না।'

'যেমন তেমন হলেই হবে। একটু বসা তো যাবে। সিনিয়র ডিরেকটর ইদানীং এইটথ ফ্লোরে রাত্রের দিকে আসেন না। ক্লাবে যাওয়ার থেকে, আমাদের গেস্ট রুমে বসাই ভাল।'

'কিন্তু ম্যাকবেথের কথাটা ঠিক বুঝলাম না।'

'সবুর করুন না মশাই, সন্ধেয় মালের টেবিলে বলব। আমি একদিন একটা কথা বলেছিলাম, তার জবাবে গৌতম ম্যাকবেথের উইচেসদের কথা বলেছিল। আমি মশাই ঝামেলায় জড়াতে চাই না বলে, মুখ খুলিনি। আশা করি আপনিও মুখ খুলবেন না।'

'না, না, আমার কী দরকার? আমি আপনার মতোই চাকরি করতে এসেছি।'

'গুড।'

'আপনি কোন ক্লাবের কথা বলছিলেন?'

'আমার ক্লাবের কথা—মানে, আমি রেগুলার যে ক্লাবে যাই। তা বলে ভাববেন না যে, জুনিয়র ডিরেকটর যে ক্লাবে যেতেন, ওরকম এরিস্টোক্র্যাট ক্লাবে আমি যাই।

তবে একেবারে ছা-পোষা ক্লাব নায়, মাঝারি দরের।'

অশোক মনে মনে উচ্চারণ করল, 'ম্যাকবেথ।...উইচেসদের কথা।'...ওর মনে যত বিস্ময়ের ঝংকার, ততই যেন পাকড়াশি চরিত্রটিকে ভাল লাগতে লাগল।

এই সময়ে দরজা খুলে গেল। সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি পরা, মাঝবয়সি নিরীহ একটি লোক দেখা দিল, পাকড়াশিকে বলল, 'স্যার, জুনিয়র সাহেবের ঘরের চাবি এনেছি।'

'এই যে যোগানন্দ, দাও, চাবি আমাকে দাও।' পাকড়াশি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেন।

যোগানন্দ একবার অশোকের দিকে তাকাল, দু হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'নমস্কার স্যার।' বলে পাকড়াশির হাতে চাবি দিয়ে দিল।

অশোক প্রতিনমস্কার করল। পাকড়াশি জিজ্ঞেস করলেন, 'যোগানন্দ, গৌতমবাবুকে দেখ'লে নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, লিফটের কাছে দেখলাম।' যোগানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাকড়াশি বললেন, 'চলুন, জুনিয়র সাহেবের ঘঁরে একবার উঁকি দেবেন। কাগজপত্র নিয়ে এখুনি বসবেন নাকি?'

'না। আপাতত প্রদীপবাবুর ঘরটাই একবার দেখি।' অশোক পাকড়াশির সঙ্গে ঘর থেকে বেরোল। আবার সেই আলোকিত সুদীর্ঘ করিডর। বেয়ারা পিয়নরা যাতায়াত করছে।

পাকড়াশি বলল, 'আপনি মশাই খুব লাকি। ঝপ করে চাকরি পেয়ে গেলেন। একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না?'

'বলুন না। আপনাকে আমার বেশ ভালই লেগেছে।'

'থ্যাঙ্কু মিঃ ভট্টাচার্য! আচ্ছা, আপনি কি রায়চৌধুরি পরিবারের আত্মীয়?'

'কেন বলুন তো?' অশোক ঠোঁট টিপে হাসল।

'তা না হলে, এমন ঝপ করে তো এখানে কারোর চাকরি হয় না!'

অশোক হাসল, 'সময় এলে আপনাকে সত্যি কথা বলব।'

পাকড়াশি কবিডরের একটি চার মোড়ে এসে, বাঁদিকে গিয়ে, একটা বন্ধ দরজায় চাবি লাগিয়ে খুললেন। আলো জ্বাললেন। প্রায় দিলীপবাবুর ঘরের মতোই, কিন্তু এখানে পাশাপাশি দুটো ঘর। মাঝখানে আর একটি দরজা আছে। পাকড়াশি চাবি দিয়ে সেই দরজাটি খুলে বললেন, 'জুনিয়র ডিরেকটর দু ঘরেই বসতেন। এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার একটা দরজা আছে, অ্যাটাচড বাথরুমের ভেতর দিয়ে। একটা ডিকেনটারও আছে।' পাকড়াশি সেটা খুলে দেখিয়ে দিলেন, 'আর এই চারপাশের কাঠের দরজাগুলোতে ফাইল ঠাসা আছে।'

অশোকের মনে এখন অন্য চিন্তা। বলল, 'ঠিক আছে। আপাতত এখনই আমি কোনও ফাইলে হাত দেব না। এখন আমি আর একবার মিঃ রায়চৌধুরির সঙ্গে দেখা করব।'

'এখুনি আবার?' পাকড়াশি যেন চমকিয়ে উঠলেন, 'কেন মশাই। আমার সঙ্গে যেসব কথা হয়েছে, তা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবেন না।'

অশোক পাকড়াশিকে আশ্বাস দিয়ে হাসল, 'আমাকে এতটা হীন ভাববেন না। আমি আপনি কর্মচারী, আমাদের দুজনের কথা আলাদা। মালিকের সঙ্গে আলাদা কথা।'

'গুড!' পাকড়াশি অশোকের ঘাড় চাপড়ে দিলেন।

কিন্তু অশোক মনে মনে অধৈর্য হলেও, কী কারণে গৌতম ম্যাকবেথের উইচেসদের কথা বলেছিল, তা জিজ্ঞেস করতে পারল না। প্রদীপের ঘর থেকে বেরিয়ে, পাকড়াশির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ও দিলীপ রায়চৌধুরির ঘরে গেল। বলল, 'আপনাকে একটু ডিসটার্ব করতে এলাম। গৌতম যে এই অফিসে আসে, তা তো আপনি আমাকে আগে বলেননি?'

দিলীপ অবাক হয়ে বললেন, 'ও, সেটা তো আমার মনে আসেনি যে, এ খবরটা আপনাকে দেওয়া দরকার?'

'দরকার ছিল।' অশোক বলল, 'তা হলে আমি মোটামুটি অন্যরকমের মেকআপ নিয়ে আসতাম। গৌতম আমাকে এই অফিসে একটু আগেই দেখেছে।'

দিলীপ অস্বস্তি ও উদ্বেগে বললেন, 'তা হলে এখন কী করা যায়?'

'কিছুই না।' অশোক হাসল, 'আমার মনে হয়, গৌতম এখানে কারোর কাছে আমার পরিচয় দেবে না, তবে ও আমাকে খুবই লক্ষ্য রাখবে। তাতে আমি কিছুটা অসুবিধে বোধ করব, কিন্তু সেটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করব। আপনার ঘরের ডাইরেক্ট টেলিফোন লাইন থেকে আমি একটু টেলিফোন করব।'

'নিশ্চয়ই।' দিলীপ ব্যস্তভাবে তাঁর বাঁদিকে সারি সারি টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াতে গেলেন।

অশোক এগিয়ে বলল, 'থাক, আপনি বসুন, আমি দেখছি।'

'আমি বাইরেও যেতে পারি।'

'কোনও দরকার নেই।' অশোক ডাইরেক্ট লাইনের রিসিভার তুলে, ফ্ল্যাটের নাম্বার ডায়াল করল। ওপার থেকে ফটিকের স্বর ভেসে এল, 'হ্যালো।'

'অশোক বলছি।'

'বল।'

'খবর কী আজ সকালের?'

'রামজনম টেলিফোন করেছিল। রুমাকে নিয়ে গৌতম আজ সকালেও হোটেলে গেছে। রামজনম লাউঞ্জে বসে দেখেছে। পনেরো মিনিট পরে গৌতম বেরিয়ে গেছে, রুমা ঘরেই রয়েছে।'

'সেই তিনশো ছাব্বিশ নম্বরেই।'

'হ্যাঁ। ওরা কেন সারাদিন হোটেলে থাকছে, সেটা এখনও রহস্যজনক। তবে গতকাল তোকে যা বলেছিলাম, বোধহয় তাই, ওরা গৌর ঘোষাল লেনের বাড়ি থেকে আলাদা থাকবার জন্যই হোটেলে থাকছে। আমি এখনই তোর কথা মতো গৌর ঘোষাল লেনে যাব, চেষ্টা করব গৌতমের মায়ের সঙ্গে কথা বলতে। তোর সঙ্গে কখন দেখা হচ্ছে?'

'পাঁচটা নাগাদ আমি ফিরব।'

'ঠিক আছে। আমি গৌর ঘোষাল লেন থেকে হোটেলে গিয়ে রামজনমকে ছেড়ে দেব। ওকে পাঁচটায় আবার হোটেলে ফিরে আসতে বলে, আমি ফ্ল্যাটে ফিরে যাব। তখন কথা হবে।'

'মনে রাখিস, এখন থেকে গৌতমকে প্রতিটি মুহূর্তে চোখে চোখে রাখা দরকার। ও জেনে গেছে, আমি আর সি আই এম-এর অফিসে এসেছি। ও বোধহয় এখনও এই অফিসেই কোথাও আছে, ছাড়লাম।' অশোক রিসিভার নামিয়ে দিল। দিলীপের দিকে ফিরে বলল, 'এবার আমি আমার কামরায় গিয়ে একটু বসি। আপনাকে বলে রাখছি, যে কোনও মুহূর্তেই, আমি অফিসের বাইরে যেতে পারি।'

দিলীপের চোখে অজস্র কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা। কিন্তু তিনি কোনও কথা জিজ্ঞেস করলেন না। কেবল ঘাড় ঝাঁকালেন। অশোক নিজের ঘরে এসে বসল। ভিতর থেকে লক করে দিয়ে, গদিমোড়া রিভলভিং চেয়ারে চোখ বুজে বসে খানিকক্ষণ ভাবল। গত দুদিনে জানা গেছে, গৌতম আর রুমা নিয়মিত হোটেলে সারাদিন, এবং রাত্রি দশটা অবধি থাকে। কিন্তু রোজই রাত্রে বাড়ি ফিরে যায়। হোটেলে তারা নাম ভাঁড়িয়ে, স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে আছে। রহস্যটা কী? কাঞ্চনের কথা মনে পড়ে যায়, 'পাপের গন্ধ।' ভাই বোনে? উদ্দেশ্য?

অশোকের চোখ দুটো বিদ্যুৎ চমকের মতো খুলে গেল। যেন ভয়ংকর কোনও নারকীয় দৃশ্য দেখছে, ওর চোখের তারা দুটো এমনি বিস্মিত ঘৃণায় ঝকঝকিয়ে উঠল। ঠোঁট নেড়ে বলল, 'এও কি সম্ভব?'

ফ্ল্যাটে, বিকেল পাঁচটা। শীতের বিকেল এখন সন্ধ্যার ঘোর-নামা অন্ধকারে ঢাকা। দুই সোফায় মুখোমুখি অশোক আর ফটিক। ফটিক বলল, 'আমি যখন গৌতমের বাড়ি গেলাম, তখন ওর মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাতে আমার সুবিধেই হয়।

আমি নাম বদলে গৌতমের বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছি। জানিয়েছি একসঙ্গে সি এ পড়ি। কথাটা একেবারে মিথ্যেও না। যাই হোক, দেখলাম, ওর মা কথাবার্তায় খুবই সাবধান, কিন্তু বুড়ি বেশ অশান্তিতে আছেন। গৌতম কোথায় গেছে কিছুই বলতে পারলেন না, বা বললেন না। আমার অবিশ্যি মনে হল, গৌতমের হোটেলে থাকার কথা উনি জানেন না। আমি যখন কথায় কথায় তাঁর জামাইয়ের কথা তুললাম, তখন অস্বস্তিতে বললেন, গৌতম নাকি সে সব নিয়েই ঘোরাঘুরি করছে, যা তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। কারণ, তিনি চান না, গৌতম এ সব নিয়ে জড়িয়ে পড়ুক। কিন্তু রুমা যে বাড়িতে রাত্রিবাস করে, গৌতমের সঙ্গে সকালে বেরিয়ে যায়, বুড়ি একবারও তা বললেন না। বরং বললেন, গৌতম রোজই আলিপুরে রুমার কাছে যায়। এটা একেবারেই মিথ্যে কথা। তবে বড়লোকদের সঙ্গে লড়ালড়ি করাটা ঠিক না, এ কথাও বললেন, আর একবার অন্যমনস্কভাবে বললেন, সবই মহাপাপ! আমি পরে আসব, এই বলে চলে এসেছি।'

অশোক অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকাল, হাতের ঘড়ি দেখল, ছটা বেজে পাঁচ মিনিট। ও বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, এগারোটা লোককেই আবার জিজ্ঞাসাবাদ করব কি না? কারণ, গৌতমের পেছনে আমরা যতই ছুটি, ওর অ্যালিবাই কড়া। ওর মা আর ভাইয়েরা সাক্ষী, মিথ্যা হলেও, তা প্রমাণ করা কঠিন। অতএব, গৌতমকে আমরা সেই রাত্রে ক্লাবে পাচ্ছি না। ভগৎ বোটানি একদম তলিয়ে গেছে, তাকে ছুঁতেই পাচ্ছি না। তা হলে, রুকনুদ্দিনসহ এগারো জনের মধ্যে কি কেউ মিথ্যে বলছে? অবিশ্যি গৌতমকে আমরা এখনই অ্যারেস্ট করাতে পারি। সে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে, বোনকে নিয়ে হোটেলে আছে। কিন্তু এটা তো হাতের পাঁচ, যখন খুশি পারা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত রহস্যটা না জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ এ নিয়ে আমি ঘাঁটাতে চাই না।' অশোক একটা সিগারেট ধরিয়ে, সোফায় গা এলিয়ে দিল। চোখ বুজল।

ফটিক উঠে বলল, 'আমি বাথরুমে যাচ্ছি।'

অশোকের মাথায় কয়েকটি কথা ঘুরছে। যথা, গৌতম: 'নিজের অস্তিত্ব রক্ষা থেকেই ধারণার জন্ম হয়।' পাকড়াশি: 'আমার একটা কথা শুনে, গৌতম ম্যাকবেথের উইচেসদের কথা বলছিল...', গৌতমের মা: 'মহাপাপ!' কাঞ্চন: 'পাপের গন্ধ। ...'

শোবার ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। অশোক উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল, 'হ্যালো।'

'আমি স্যার রামজনম বলছি।' ওপার থেকে রীতিমতো চাপা উত্তেজিত স্বর ভেসে এল, 'আপনি ঠাকুরবাবু বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'স্যার এইমাত্র হোটেলের লিফট থেকে নেমে একটা লোক বেরিয়ে গেল, যার

চেহারা বিলকুল আপনার সেই বানানো পিকচারের মাফিক!' রামজনমের স্বর যেন উত্তেজনায় কাঁপছে।

কাঁপুনিটা লেগে গেল অশোকের বুকেও। ও প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'আপনার কাছে যন্ত্রটা (রিভলভার) আছে তো?'

'আছে।'

'আপনি এখুনি লিফট-এ উঠে তিনশো ছাব্বিশ নম্বর রুমে চলে যান। যে জেনানাকে আগে দেখেছেন, সে দরজা খুলে দিলেই, আপনি জোর করে ভেতরে ঢুকে, দরজা বন্ধ করে দেবেন, বুঝেছেন?'

'জি হাঁ।'

'জেনানা চিল্লালে, তার মুখ হাত পা বেঁধে ফেলুন। আমি যাবার আগে কেউ যদি সেই ঘরে নক করে, তবে তাকে ঢুকিয়ে নিয়ে, যন্ত্রের মুখে চুপ করিয়ে বসিয়ে রাখবেন। একদম নড়তে দেবেন না। পারবেন?'

'জরুর।'

'এখুনি চলে যান, আর আখেরিতক আমার জন্য অপেক্ষা করুন।'

'জি।'

লাইন কেটে গেল। অশোক কবজির ঘড়িতে দেখল, ছটা বেজে চল্লিশ। ফটিক ইতিমধ্যে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে। অশোক বলল, 'এক মুহূর্ত সময় নেই। এই ফ্ল্যাটে আর থাকিস না। তুই আমার সঙ্গে ট্যাক্সিতে চল। আমাকে আর সি আই এম বিল্ডিং-এ নামিয়ে দিয়ে, এখুনি হোটেলের লাউঞ্জে চলে যা।'

কথা মতোই কাজ হল। ফটিক অশোককে আর সি আই এম-এর সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। অশোক লিফটে উঠতে উঠতে কবজির ঘড়ি দেখল। সাতটা বাজতে তিন মিনিট। ও সোজা এইটথ ফ্লোরে উঠল। গেস্ট হলে ঢুকে, বার-বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল, 'পাকড়াশি সাব কোন ঘরে?'

'পাঁচ নম্বর মে।'

অশোক পাঁচ নম্বর ঘরের দরজায় গিয়ে আস্তে করাঘাত করল। কোনও জবাব পেল না। দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। ভিতর অন্ধকার। অশোক ডাইনে বাঁয়ে হাতড়ে, সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। ডাবল বেডেড রুম। কার্পেট পাতা মেঝের মাঝখানে একটি সোফায় পাকড়াশি মাথা এলিয়ে পড়ে আছে। মুখ হাঁ করা, ঠোঁটের কষে রক্ত, চোখ আধ বোজা। গলায় রেশমি ফাঁস জড়ানো। অশোক পাকড়াশির এলিয়ে পড়া হাতের পাঞ্জা স্পর্শ করল। এখনও গরম, কিন্তু সে মৃত। সেন্টার টেবিলে হুইস্কির গেলাসে এখনও হুইস্কি পড়ে রয়েছে। ও কেবল উচ্চারণ করল, 'এটাই সন্দেহ করেছিলাম। ম্যাকবেথ পালা! এটা বোধহয় ব্যাঙ্কোর হত্যা। ব্যাঙ্কোই একমাত্র

ডাকিনীদের কথা শুনেছিল।'

অশোক বাইরে বেরিয়ে এল। গেস্ট ফ্লোর খাঁখাঁ করছে। বার-বেয়ারা ছাড়া, কেউই নেই। দরকার হলে অন্য বেয়ারারা আসবে। ও বার-বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল, 'পাকড়াশি সাহেবের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল?'

'জি হাঁ।' বেয়ারা হিন্দিতে বলল, 'আপনি আসবার পাঁচ মিনিট আগে, পাকড়াশি সাহেবের সঙ্গে কী কথা বলে বেরিয়ে গেল।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম দেখতে সেই লোকটি?'

'লম্বা চুল, টেহরা মোচ, ছোকরা আদমি।'

অশোক ছুটে গেল লিফটের কাছে। এখন একটা লিফটই কাজ করছে। পাঁচ মিনিট আগে, অর্থাৎ অশোক যে লিফটে উঠেছিল, সেই লিফটেই পাকড়াশির আততায়ী নেমে গিয়েছে। ব্যবধান ছিল বোধহয় দু মিনিটের। ও আসবার পরে, লিফট এইটথ ফ্লোরেই দাঁড়িয়ে ছিল। লিফটম্যান টুলে বসে খৈনি টিপছিল। ও লিফটে ঢুকে বলল, 'গ্রাউন্ড ফ্লোর।' তারপরে জিজ্ঞেস করল 'একটু আগে কেউ এসেছিল কি না।'

লিফটম্যান, বার-বেয়ারার মতো একই জবাব দিল। অশোক মনে মনে উচ্চারণ করল, 'ভগৎ বোটানি। ...ম্যাকবেথ?'...লিফটে নেমে বাইরে এসে, একটা ট্যাক্সি নিয়ে এল সেই হোটেলে। ভাড়া মিটিয়ে, রিসেপশন পেরিয়ে লাউঞ্জে এসে দেখল, ফটিক একপাশে বসে কোকাকোলা খাচ্ছে। অশোক আঙুলের ইশারায় ওকে ডেকে, লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। লিফট সেই মুহূর্তেই নামল। বেরিয়ে এলেন দুজন পুরুষ একজন মহিলা। অশোক ফটিককে নিয়ে লিফটের খাঁচায় ঢুকে, লিফটম্যানকে বলল, 'থার্ড ফ্লোর।'

থার্ড ফ্লোরে এসে, করিডর ধরে, বাঁয়ে গিয়ে তিনশো ছাব্বিশ নম্বর ঘরের দরজায় মৃদু করাঘাত করল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই দরজা খুলে গেল। রামজনম পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে, হাতে রিভলভার, তার কয়েক হাত দূরে, সেই স্কেচের মূর্তি, ভগৎ বোটানি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

অশোক ফটিককে নিয়ে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। রামজনমের পাশে দাঁড়িয়ে দেখল, সুইটের বাইরের ঘরের একটা সোফার ওপরে রুমা হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় এখনও ছটফট করছে! দিনের বেলাও তার গায়ে কাচ-স্বচ্ছ নাইটি। অশোক ভগৎ বোটানিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ কখন এসে ঢুকল রামজনমজি?'

'পাঁচ মিনিট হবে।' রামজনম শক্ত নিচু স্বরে বলল, 'ভিতরে ঘুসে, আমাকে দেখেই মোচ টেনে খুলতে চেয়েছিল, আমি হাতে মেরেছি। ওই পাঞ্জাটা ওব পাঁচদিন কাজ করবে না।'

অশোক হাসল, 'গৌতমবাবু, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার বাঁ দিকের

সোফায় চুপ করে বসুন। রামজনমজির রিভলভারের গুলিতে আপনার প্রাণ যাবে না, কিন্তু যে কোনও অঙ্গ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

ভগৎ বোটানির বেশে, ছদ্মবেশী গৌতম সোফায় বসল। অশোক রামজনমজির দিকে ফিরল, 'নজর রাখুন। মোচ আর চুল খোলবার চেষ্টা করলে, আর একটা হাতও জখম করে দেবেন। ফটিক তুই দরজার কাছে দাঁড়া।'

অশোক রুমার দিকে একবার দেখে, টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেল। জিরো ডায়াল করে, বাইরের লাইনে, মিঃ মিত্রকে টেলিফোন করে হোটেলের নাম জানিয়ে বলল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আপনি, ও সি তালুকদার, মিঃ রুকনুদ্দিন আর দিলীপবাবুকে নিয়ে, রুম নাম্বার তিনশো ছাব্বিশে চলে আসুন। আসবার সময় একজন ফটোগ্রাফারকে অবিশ্যিই আনবেন। আর লালবাজারকে জানিয়ে দিন, আর সি আই এম-এর এইটথ ফ্লোরে, পাঁচ নম্বর ঘরে, পি আর ও—মিঃ পাকড়াশির ডেডবডি পড়ে রয়েছে! খুনির পায়ের ছাপ ছাড়া, ঘরের কার্পেটে কিছুই আর চিহ্ন পাবেন না। খুনি আমার সামনেই আছে। এইটথ ফ্লোরের বার-ব্যায়রাকে যেন লালবাজারের অফিসার হোটেলের এ ঘরেই নিয়ে আসেন।...আপনি এলেই সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন।'

অশোক টেলিফোন নামিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। গৌতমের শার্দুল চোখের দিকে দেখল। আবার টেলিফোন তুলে, জিরো ডায়াল করে, প্রদীপের ক্লাবের নাম্বারে ডায়াল করল। কয়েক সেকেণ্ড পরে, ওপার থেকে জবাব পেয়ে বলল, 'অফিস সেক্রেটারি মিঃ মজুমদারকে দিন।' আধ মিনিটের মধ্যেই মিঃ মজুমদারের স্বর শোনা গেল। অশোক বলল, 'আমি অশোক ঠাকুর বলছি।' হোটেলের নাম করে বলল, 'আপনি দয়া করে, ব্যায়রা বসিরকে নিয়ে তিনশো ছাব্বিশ নম্বর রুমে ইমেডিয়েটলি চলে আসুন।'

টেলিফোন রেখে অশোক রামজনমের পাশে এসে দাঁড়াল। তাকাল গৌতমের জ্বলন্ত চোখের দিকে, হাসল, 'মিঃ পাকড়াশিকে আপনি ঠগিদের মতোই রেশমি সুতো দিয়ে ফাঁস দিয়েছেন। বেচারি বোধহয় তখন ব্যাঙ্কোর মতোই বলে উঠেছিল 'ওহ ট্রেচারি!'...একজন অচেনা যুবককে দেখে ভদ্রলোক ভাবতেই পারেনি, তার শমন এসে গেছে! হয়তো অবাক চোখে আপনার দিকে তাকিয়েছিল, কিছু জিজ্ঞেস করবে ভাবছিল, আর আপনি মুহূর্তে ফাঁস গলিয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।'

'এ সবই প্রমাণের অপেক্ষা রাখে।' গৌতম প্রায় গোঙানো স্বরে বলল, 'দেয়ার ইজ ল।'

অশোক আবার হাসল, 'যদিও সময় বিশেষে ল ইজ অ্যান অ্যাগ, আপনি আমার থেকে ভালই জানেন, তবু নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি সব প্রমাণ করে দেব। আপনি খুব

সাবধানী, তাই আমি বোধহয় ভুল বলছি না, আপনার পকেটে আর একটা রেশমি ফাঁস আছে। দরকার হলে, আর একটা ব্যবহার করার জন্য—উঁহুঁ, পকেটে হাত দেবার চেষ্টা করবেন না।'

রামজনম এক পা এগিয়ে থমকিয়ে গেল। গৌতম অপলক কিন্তু এখন বিভ্রান্ত চোখে অশোকের দিকে তাকাল। অশোক বলল, 'আপনার কথার মধ্যে অনেক সত্যি আছে। ভারতবর্ষের দুশো পরিবার, যাদের কোনও আদর্শ নেই, নীতি নেই, একমাত্র টাকা উপায় করা ছাড়া, তারা আপনার মতো হাজার হাজার শিক্ষিত যুবকের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাচ্ছে। ঘৃণা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ভুল রাস্তা নিয়েছিলেন। তা ছাড়া, একটি জঘন্য পাপও আপনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, স্বয়ং ম্যাকবেথও বোধহয় সেটা পারত না। অগ্রজ হয়ে সহোদরার নারীত্বের সর্বনাশ করেছেন।'

'কখনওই না।'

'চুপ।' অশোক গৌতমের কথার মুখে ঝাপটা দিয়ে উঠল, ওর দুই চোখ জ্বলছে, 'আর কেন তা করছেন, তাও আমি বলে দিতে পারি। পাছে রুমা তাঁর সমস্ত অর্থ বিত্ত নিয়ে অন্য কারোর সঙ্গে কেটে পড়েন, তাই আপনি তাঁকে গর্ভবতী করতে চেয়েছিলেন, প্রমাণ রেখে দেবার জন্য যে প্রদীপের স্ত্রীর অধিকার আর তাঁর থাকবে না। রুমাকে আপনি আপনার স্বার্থের জন্য একটা ভীরু হাতের পুতুল করে রাখতে চেয়েছিলেন।'...

এই সময়ে রুমা গোঁ গোঁ করে উঠল। ছটফটিয়ে কাত হয়ে পড়ল। তাঁর চোখের দৃষ্টি অশোকের দিকে।

'আপনি কিছু বলতে চান?' অশোক জিজ্ঞেস করল।

রুমা ঘাড় ঝাঁকাল। তার দুই চোখে আতঙ্ক আর বিস্ময়। অশোক বলল, 'ফটিক, তুই রুমা দেবীর মুখের বাঁধন খুলে দে।'

ফটিক এগিয়ে গিয়ে রুমার মুখের বাঁধন খুলে দিল। রুমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, 'আপনি একটুও মিথ্যে বলেননি, আমি মহা পাপ করেছি।'

অশোক কিছু বলবার আগেই, দরজায় করাঘাত হল। অশোক নিজে গিয়ে দরজা খুলে দিল। মিঃ মিত্র সদলবলে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনও শব্দ নেই। এক অভূতপূর্ব নৈঃশব্দ্যের মধ্যে, কেবল রুমার ফোঁপানির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

একে একে ক্লাবের বেয়ারা বসির, আর সি এম আই-এর গেস্ট হাউস-এর বার-বেয়ারা এসে গেল। মিঃ রুকনুদ্দিন বলে উঠলেন, 'এই তো ভগৎ বোটানি।'

বসির বলল, 'হ্যাঁ, এই সাব ওহি রাত কা পার্টিমে থা।'

বারম্যান বলল, 'থোড়া পহলে এহি সাব পাকড়াশি সাবকো সাথ মিলনে গয়া থা।'

অশোক ফটোগ্রাফারকে বলল, 'আপনি ফটো তুলে নিন।'

ফটোগ্রাফার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে গৌতমের ফটো তুলল। অশোক বলল, 'মিঃ মিত্র, আপনার চোখে এখনও সন্দেহ! আপনি নিজে গিয়ে, গৌতমবাবুর গোঁফ আর চুল খুলে নিন।'

মিঃ মিত্র এগিয়ে গিয়ে, যন্ত্রচালিতের মতো অশোকের নির্দেশ পালন করলেন। তাঁর হাতে উঠে এল বাবরি চুলের উইগ, আর তুঘলকি গোঁফ। বেরিয়ে এল, আদি ও অকৃত্রিম গৌতম ঘোষাল।

অশোক আবার বলল, 'দেখুন তো গৌতমবাবুর পকেটে একটা রেশমি সুতোর ফাঁস আছে নাকি?'

মিঃ মিত্র গৌতমের কোটের দু পকেটে হাত ঢোকালেন। বাঁ পকেট থেকে বের করলেন চিকচিকে সরু একটি লাল রেশমি ফাঁস-তৈরি সুতো।

রুমা তখনও ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। অশোক নিজে এগিয়ে গেল তার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিতে।

হ্রেষাধ্বনি

জন্মদাতা

অশোক ঠাকুর, ওর এই বয়সে, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি হত্যাপরাধের রহস্য উদ্ঘাটন করেছে। কলকাতা থেকে পঁচিশ-তিরিশ মাইল দূরে, মফস্বল শহরে থাকলেও, অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে, অশোক একটি বিশিষ্ট নাম। চব্বিশ পরগণার প্রশাসনের অনেক হোমরাচোমরা ওর নাম জানে। যদিও স্থানীয় থানার অফিসার ইনচার্জ শ্যামাপদ কিছুতেই ওকে যেন প্রাণ ধরে বিশ্বাস করতে পারে না। বরং তার ধারণা, অশোক একটি রকবাজ ফচকে ছেলে। পোশাকে আচরণে মাস্তান বিশেষ মনে করে। তথাপি, একথাও সত্যি, বড় রকমের জটিল কোনো অপরাধ ঘটলেই, শ্যামাপদ ওর কাছেই ছুটে আসে। অশোককে সে কোনো রকমেই অস্বীকার করতে পারে না। বোধহয়, তার বাহ্যিক আচরণ বাদ দিলে, সে মনে মনে অশোককে তারিফ করে এবং একটু ভালোবাসে।

অশোক এ পর্যন্ত বিবিধ ধরনের অপরাধের সত্য উদ্ঘাটন করেছে। কিন্তু গতকাল যে ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের অনুরোধ ওর কাছে এসেছে, তাকে ঠিক অপরাধ বলা যায় কী না, ওর ধারণা নেই। এরকম একটা ঘটনা যে কেউ ওর কাছে ব্যক্ত করবে, কোনোদিন ভাবতে পারে নি। এত অবাকও কখনো হয় নি। এবং মানুষের জীবন বা চরিত্র যে এত বিচিত্র আর জটিল হতে পারে, আগে কখনো মনে হয় নি।

অশোকের নিজের একটা থিওরি আছে। সেটা কতখানি ওর নিজস্ব, তা ও নিজেও বলতে পারে না। হয়তো অনেক অপরাধতত্ত্ববিদেরা এই থিওরিতে কাজ করেন। অশোক কোনো অপরাধের কথা শুনলে, আগে নিজেকে অপরাধী চিন্তা করে নেয়, তারপরে নিজের মধ্যেই, মোটিভের সন্ধান করে নেয়। মোটিভের সন্ধান পেলে, তারপরে অ্যাকশনের ফরমূলা, নিজের কাছ থেকে বের করে নেয়। অতি নিপুণভাবে, সকলের চোখে ধুলো দিয়ে, কীভাবে অপরাধটা করা যায়, ও নিজেকে দিয়ে আগে সেটা ভাবে। অপরাধতত্ত্বের শ্রেণীবিভাগে, এ ক্ষেত্রে ওর নিজের মানসিকতার কী বিচার হতে পারে, ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু গতকাল যে ঘটনার সত্য উদ্ধারের অনুরোধ ওর কাছে এসেছে, সেই ঘটনার মধ্যে, ও নিজেকে দিয়ে, কিছুই

চিন্তা করতে পারছে না।

গতকাল বিকেলে, সুবিমলদা এসেছিলেন। সুবিমল দাশগুপ্ত। সুবিমল এ শহরের আদি বাসিন্দা নন। এক পুরুষের বাস। আদি বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে, বরিশালে। এখন এ শহরে বাড়ি করেছেন। অবস্থাও বেশ ভালো। কলকাতা আর এ শহরে দুটো বাস-সার্ভিস আছে। একটি পেট্রোল-পাম্প আছে। ওঁর এক দাদা আছেন। তিনি কলকাতায় থাকেন। তিনিও ব্যবসায়ী, সুবিমলের ব্যবসার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। বাসের ব্যবসা সুবিমলের বাবার ছিল। তিনিই ছোটছেলেকে দিয়ে গিয়েছেন। পেট্রোল-পাম্পটা সুবিমল নিজে করেছেন। বাবা, মা, দুজনেই মারা গিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রীর সচ্ছল সংসার সুখী দম্পতি বলেই, শহরের লোকে ওঁদের জানে। সুবিমলের একটি ছোট গাড়ি আছে, নিজেই চালান। ড্রাইভার রাখেন নি।

সুবিমলের স্ত্রীকে ঠিক আধুনিক বলা যায় না। বাইরে তাঁকে বিশেষ দেখা যায় না। বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে বা নিমন্ত্রণের বাড়িতে বা সিনেমায় দেখা গেলেও, একলা কখনো দেখা যায় না, সুবিমল সঙ্গে থাকেন। বিভা, সুবিমলের স্ত্রীকে অশোক কয়েকবার দেখেছে। কথাবার্তা হয় নি, কারণ সুবিমল কখনো ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে, মুখোমুখি পরিচয় করিয়ে দেন নি। আজকাল সামাজিকতা বলতে যা বোঝায়, সেদিক থেকে, সুবিমল হয়তো কিছুটা রক্ষণশীল। অথবা ওঁর স্ত্রী বিভাই হয়তো, বাইরের লোকজনদের সঙ্গে, তেমন কথাবার্তা বলতে, বা মেলামেশা করতে পারেন না। অথচ অশোক শুনেছে, বিভা দাশগুপ্ত শিক্ষিতা। ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে নাকি পাস করেছেন। বয়স অনুমান তিরিশ-বত্রিশ হতে পারে।

সুবিমল নিজে স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। বয়স চল্লিশ প্রায়। ওঁর পাশে, বিভা আরো সুন্দর। রূপসী তাঁকে বলতেই হবে, এবং স্বাস্থ্যবতীও বটে। অশোক কয়েকবার যা দেখেছে, মনে হয়েছে, মহিলা বেশ বুদ্ধিমতী, এবং অমায়িক হাসি-খুশি। প্রায় আট বছর বিয়ে হয়েছে। অভাব একটি মাত্র, কোনো সন্তানাদি হয় নি। অনেকেই অনুমান করে, আর বোধহয় হবে না! যার দোষেই হোক।

সুবিমল এক সময়ে, শহরের অ্যাথলেটিক ক্লাব, থিয়েটার ইত্যাদি নিয়ে খুব মাতামাতি করতেন। পারলে এখনো করেন। সেজন্য, অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের কাছেই, তিনি সুবিমলদা। তিনিও বেশ হাসিখুশি লোক, সকলের সঙ্গেই মেলামেশা করেন, কথাবার্তা বলেন। কিন্তু গতকাল সুবিমল অশোককে অবাক করে দিয়েছেন। গতকাল বিকালে অশোক সবেমাত্র দোতলা থেকে নেমে, ওদের মন্দিরের রকে গিয়ে বসেছে। সুবিমল ওঁর ছোট গাড়িটা নিয়ে তখন এলেন। মুখখানি শুকনো, একটু গম্ভীর, যদিও অশোকের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'গোয়েন্দা ঠাকুর, তোমার কাছে একটু এলাম।'

অশোক তাড়াতাড়ি রক থেকে নেমে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী ব্যাপার সুবিমলদা? একটা খবর দিলে, আমি নিজেই যেতাম।'

সুবিমল গাড়ি থেকে নেমে বলেছিলেন, 'তাতে সুবিধা হত না। তোমার সঙ্গে একটু বিশেষ কথা আছে। খুবই গোপন, তুমি আমি ছাড়া, কেউ জানবে না। আমার বাড়িতে বসে বলার অসুবিধা আছে বলেই তোমার কাছে চলে এলাম।'

অশোক অবাক অনুসন্ধিৎসু চোখে সুবিমলের দিকে তাকিয়েছিল। দেখেছিল, ওঁর মুখে সেই স্বভাবসিদ্ধ হাসি নেই। চোখের কোল বসা, কিন্তু দৃষ্টিতে কেমন একটা চঞ্চলতা। মুখ গম্ভীর। অশোক বলেছিল, 'তাই নাকি? আসুন, ঘরে গিয়ে বসি।'

অশোক ওর বসবার ঘরে সুবিমলকে নিয়ে বসিয়েছিল। ওর বসবার ঘরজোড়া তক্তাপোশ, তার ওপরে শতরঞ্জি পাতা। গুটি কয়েক তাকিয়া। তাস দাবা ইত্যাদি খেলা, বা নিছক আড্ডা ছাড়া, ওর ঘরে আর কিছু হয় না। সুবিমল কোঁচা তুলে বসে, অন্যমনস্ক মুখে একটি সিগারেট ধরিয়েছিলেন। খানিকক্ষণ কোনো কথা বলেন নি। অশোক ওঁর কাছেই বসেছিল। বেশ খানিকক্ষণ পরে, সুবিমল যেন নিজের থেকেই চমকে উঠে বলেছিলেন, 'ওহ্, হ্যাঁ, কথাটা বলি। তোমার কাছে একটা অনুরোধ, কথাটা পাঁচ-কান ক'রো না।'

অশোক বলেছিল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

সুবিমল বলেছিলেন, 'সেই ভরসাতেই, তোমার কাছে আগে এসেছি।'

অশোক তখনো কিছুই বুঝতে পারছিল না, কোনো অনুমানই না। সুবিমল আবার একটু চুপ করে থেকে, বলেছিলেন, 'তুমি তো জানই, আমার কোনো ছেলেমেয়ে নেই। সেজন্য তোমার বৌদির আর আমার মনে একটা কষ্ট বরাবরই খচ্‌খচ্ করে। কিন্তু মন তো মানে না, আশাও যায় না। তাই বহু জায়গায় বহু পুজো দিয়েছি, নানান থানে গিয়ে হত্যে দিয়েছি। তোমার বৌদি, এমন কি আমিও, বহু তাবিজ মাদুলি ধারণ করেছি। সবই বিফলে গেছে, কিছুই হয় নি। মন দুর্বল হলে, মানুষ কী না করে। এসব বিষয়ে, আগে কখনো বিশ্বাস ছিল না, তবু করেছি, বিশ্বাস করেই করেছি, যদি কিছু হয়ে যায়। হয় নি।'

সুবিমল একটি নিশ্বাস ফেলে নতুন আর একটি সিগারেট ধরিয়েছিলেন। অশোক লক্ষ্য করেছিল ওঁর আঙুল কাঁপছে। মনে হয়েছিল, নার্ভ টেনশনের ব্যাপার। সুবিমল আবার বলেছিলেন, 'প্রায় বছর দেড়েক আগে, এসব পুজো হত্যে মাদুলি তাবিজ নেওয়া, আমি প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। তার কারণও আছে। আমি কলকাতায় বিশেষজ্ঞকে দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করিয়েছি। তাতে জানা গেছে, আমার বীর্য থাকলেও, স্পার্মোটা—মানে, শুক্রকীট মৃত। মৃতও বলা যায় না। আমার কোনো স্পার্মোটা সৃষ্টি হয় না। তার জন্য নরম্যাল সেক্‌স্ লাইফের কোনো অসুবিধা হয় না, কিন্তু মানুষের

জন্মের যা মূল, সেই শুক্রকীট না থাকার দরুন, আমার ঔরসে কখনোই কোনো সন্তান হবে না। কথাটা দুঃখের হলেও, নির্মম সত্য। বিশেষজ্ঞ একবার পরীক্ষায় এ রায় দেন নি, দুবার পরীক্ষা করেছিলেন। জানিয়েছেন, আমার ভেতরে, স্পার্মোটা সৃষ্টি করাও সম্ভব না। সাধারণত অল্প বয়সে কোনো ভারি রোগ হলে, অনেকসময় এরকম ঘটে। আমার কোনো ভারি অসুখ কখনো করে নি। আমার জন্মই শুক্রকীটহীন জীবন নিয়ে।'

অশোক অবাক হয়ে, সুবিমলের দুঃখের কাহিনী শুনেছিল। মানুষের শরীরের বিষয়ে, এ ধরনের কোনো ব্যাপার ওর জানা ছিল না। সুবিমলের চোখ-মুখ যেন আরো শুকিয়ে উঠছিল, অথচ একটা উত্তেজনাও লক্ষণীয় ছিল। দ্বিতীয় সিগারেট শেষ না হতেই, কম্পিত হাতে তৃতীয় সিগারেট ধরিয়ে বলেছিলেন, 'এর পরে, আর তোমার বৌদিকে পরীক্ষা করবার কোনো প্রশ্নই ছিল না। গলদ কোথায়, তা আমার জানা হয়ে গেছিল। কিন্তু তোমার বৌদির কাছে, কথাটা আমি বলতে পারি নি। পারি নি তার কারণ, সেটাও একটা ইটারনাল কারণ বলতে পারো। পুরুষের রক্তের মধ্যেই বোধহয় এ দুর্বলতা মিশে থাকে। স্ত্রীর কাছে স্বামী তার পৌরুষের গর্বের কথা বলতে পারে। কিন্তু সামান্য দুর্বলতার কথাও বলতে পারে না।'

এই পর্যন্ত বলে সুবিমল থেমেছিলেন। অশোক দেখেছিল, সুবিমল সিগারেটটা আঙুলের চাপে, দুমড়ে ফেলছিলেন। যা বলতে চাইছিলেন, তা উচ্চারণ করতে যেন কষ্ট হচ্ছিল। অশোক তখনো ব্যাপারটা অনুমান করতে পারছিল না, সুবিমলের একটি আত্মিক কষ্ট ছাড়া। ও ওঁর মুখের দিকে অপলক তাকিয়েছিল।

সুবিমল সিগারেটটা ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে, হঠাৎ একটু যেন হাসবার চেষ্টা করে বলেছিলেন, 'দিন সাতেক আগে, তোমার বৌদি বললেন, তিনি সন্তান-সম্ভবা।'

বলেই তিনি আর একটি সিগারেট ধরিয়েছিলেন। অশোক সহসা যেন কথাটার সূত্র ধরতে পারছিল না। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎ-ঝিলিকের মতো, কথাটা ওর মস্তিষ্কে বিঁধেছিল। বুঝতে পেরেছিল। সুবিমল কেন এত বিচলিত হয়েছেন। কিন্তু এমন একটা দাম্পত্য বা পারিবারিক বিষয়, সুবিমল ওকে কেন বলতে এসেছেন, বুঝতে পারে নি। তবু ও একটু দ্বিধার সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিল, 'সেটা কি নিতান্তই অসম্ভব?'

সুবিমল শক্ত মুখে বলেছিলেন, 'যদি অসম্ভব বলে না মনে করি, তা হলে, পৌরাণিক কাহিনীর বা রূপকথার দেবতার বরকে বিশ্বাস করতে হয়। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব না। নিজের বিষয়ে, আমার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই। যে বিশেষজ্ঞ আমার সিমেন্স পরীক্ষা করেছিলেন, তাঁর পরীক্ষাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। আমি নিশ্চিত, বিভার পেটে যে সন্তান এসেছে, তার জন্মদাতা আমি নই।'

সুবিমলের দৃঢ়তা দেখে, অশোক কয়েক মিনিট কথা বলতে পারে নি। তারপরে

বলেছিল, 'তবু আপনি বৌদিকে একবার পরীক্ষা করিয়ে দেখতে পারেন। অনেক সময় স্যুডো প্রেগনেন্সি—–।'

সুবিমল বলে উঠেছিলেন, 'করিয়েছি। একথা প্রথমে আমার মনে হয়েছিল। হয়তো এটা ফলস্ প্রেগনেন্সি। আমাদের রীতা মিত্রের মাদার্স হোমে নিয়ে গেছলাম। পরীক্ষায় জানা গেছে, বিভার প্রেগনেন্সি জেনুইন। এখন সে তিন মাসের গর্ভবতী।'

অশোক আবার চুপ করে গিয়েছিল। কী বলা উচিত, বুঝতে পারছিল না। তারপরে, হঠাৎ মনে হতেই জিজ্ঞেস করেছিল, 'বৌদির সঙ্গে এ বিষয়ে আপনার কোনো কথা হয়েছে?'

'কোন্ বিষয়ে?'

'আপনার বিষয়ে। বৌদিকে সব ভেঙে বলেছেন?'

'না। তা কেমন করে বলব? তা হলেই যে প্রশ্ন উঠে পড়বে, তার মুখোমুখি দাঁড়াব কেমন করে, সেটাই সমস্যা। আর দাঁড়ানো মানেই তুমি বুঝতে পারছ, হয় এদিক, না হয় ওদিক।'

সুবিমলের কথা শুনে, অশোক বুঝছিল, তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত। নিজেকে অপমানিত ভাবছেন তো বটেই, একটা তীব্র যন্ত্রণাও ভোগ করছেন। হয়তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এ বিষয়ে করণীয় বা কী থাকতে পারে? বিশেষ করে, অশোকের? ও জিজ্ঞেস করেছিল, 'তা এখন কী করবেন ভাবছেন?'

সুবিমল বলেছিলেন, 'সাত দিন ধরে, দিন-রাত্র সেই কথাই ভাবছি। ভেতরে ভেতরে এ যন্ত্রণা পুষে রাখা কঠিন, তবু আমি কিছুই বলতে পারছি না। সর্বাগ্রে আমার জানা দরকার, কে সে? বিভা কার সঙ্গে যুক্ত?'

অশোক বলেছিল, 'সে কথা তো আপনি বাড়ির অন্য লোকদের কাছেই জানতে পারেন।'

সুবিমল বলেছিলেন, 'অন্য লোক বলতে দীপালি, যে মেয়েটি আমার বাড়িতে সর্বক্ষণ থাকে। ঠিকা ঝি দুবেলা কাজ করে দিয়ে চলে যায়। বিভা রান্নাটা নিজেই করে। বাদবাকী সংসারের যা কিছু, সবই দীপালি দেখাশোনা করে। দীপালিকে আমি নানান ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। এমন কি প্রচুর টাকার লোভও দেখিয়েছি। অবিশ্যি বিভাকে লুকিয়েই এসব করেছি। আমি জানি, দীপালি কিছুই জানে না। সে গরীবের ঘরের স্বামী-পরিত্যক্তা, তিন কূলে কেউ নেই। এক হাজার টাকা তার কাছে অনেকখানি। তা ছাড়া, আমি ওর চোখ-মুখ দেখেই বুঝেছি, ওর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য। জীবনে এত অবাক ও কখনো হয় নি। ছলনা করলে আমি বুঝতে পারতাম।'

অশোক বলেছিল, 'দীপালিকে ফাঁকি দিয়ে, বাড়ির মধ্যে কারুর সঙ্গে মেলামেশা করা কি সম্ভব?'

সুবিমল বলেছিল, 'সেটা আমারও প্রশ্ন, কিন্তু কোনো জবাব পাচ্ছি না।'

'বৌদি কি এর মধ্যে বাপের বাড়ি বা অন্য কোথাও গেছলেন?'

'কোথাও না। ছ' মাস আগে, আমার সঙ্গে সাউথ ইণ্ডিয়াতে বেড়াতে গেছল, তা ছাড়া আর কোথাও ও যায় নি।'

'এ শহরে, কারোর বাড়িতে বৌদির নিয়মিত যাতায়াত আছে?'

'কোনো বাড়িতেই না। বিভাকে সেজন্য অনেকে দেমাকী ভাবে। আমার সঙ্গে ছাড়া, বাড়ি থেকেও কোথাও বেরোয় না।'

অশোক আবার চুপ করেছিল খানিকক্ষণ। তারপরে বলেছিল, 'কিন্তু সুবিমলদা, এ বিষয়ে আমি কী করতে পারি?'

সুবিমল বলেছিলেন, 'তুমি শুধু সেই লোকটিকে খুঁজে বের করে দাও। কে সে, যে বিভার সন্তানের জন্মদাতা?'

অশোক বলেছিল, 'তা জেনেই বা আপনার কী হবে? আমার তো মনে হয়, এ বিষয়ে বৌদির সঙ্গে কথা বলে, যা হোক একটা ফয়সালা করে নেওয়াই ভালো।'

সুবিমল হতাশভাবে হাত মেলে দিয়ে বলেছিলেন, 'বিভার সঙ্গে কী ফয়সালা আমি করব, কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমাকেও বুঝিয়ে বলতে পারছি না। এ এমন একটা ব্যাপার—আমি জানি না, তুমি ফীল করতে পারছ কী না। এত ডেলিকেট, অথচ—অথচ—।'

সুবিমল কথা শেষ করতে পারেন নি, একটা অসহায় যন্ত্রণা আর উত্তেজনায়, কথা হারিয়ে ফেলেছিলেন। অশোক বুঝতে পারছিল, সুবিমলদার এ অবস্থাটা ভালো না। এর পরিণতি, ওঁর শরীর বা স্নায়ুর পক্ষে গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে পারে। ওঁর অবস্থা দেখে, অনুমান করা যাচ্ছিল, বঞ্চনা এবং অপমানটাই সব না, সম্ভবত উনি স্ত্রীকে ভালোবাসেন। তা না হলে, রাগে এবং ঘৃণায়, সরাসরি একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। রীতিমতো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ওঁর হাতে আছে। তাতে, ওঁর স্ত্রী দ্বিচারিণী, এটা প্রমাণ করা কিছুমাত্র অসুবিধার বিষয় না। বিচ্ছেদ অনায়াসেই হতে পারে। কিন্তু সেরকম কোনো ফয়সালার কথাও সুবিমল ভাবতে পারছিলেন না।

সুবিমল আবার নিজেই বলে উঠেছিলেন, 'এমন কি, আমার এ কথাও মনে হয়েছিল, সাময়িকভাবে হয়তো আমার স্পার্মটা জন্ম নিতে পারে। মনে হতেই, আমি কলকাতায় সেই বিশেষজ্ঞকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এরকম কিছু ঘটতে পারে কী না? জবাবে তিনি বলেছেন, অসম্ভব। আমার সবকিছু তিনি যে ভাবে পরীক্ষা করেছেন, বাস্তব ক্ষেত্রে তা কখনো সম্ভব না। এর পরে—এর পরে—'

বলতে বলতে সুবিমল যেন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, ওঁর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছিল, বলেছিলেন, 'এর পরে, আমি কী ব্যবস্থা করব জানি না, কিন্তু আমাকে

জানতেই হবে, সে কে? কার সঙ্গে বিভার, কী ব্যাপার আছে? কী ভাবে সেই যোগাযোগ ঘটাচ্ছে? বিভাকে আমি সে কথা জিজ্ঞেস করতে পারছি না, পারব না, কিন্তু না জানলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

অশোক সুবিমলের মনের অবস্থা কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিল। আট বছরের বিবাহিত জীবনে, যাকে উনি কখনো কোনো কারণে অবিশ্বাস করতে পারেন নি, দাম্পত্য-জীবনের একটি চরম বিপর্যয়ে, একদিকে যেমন সমস্ত বিশ্বাস ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছে, তেমনি পৌরুষেও প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। মনের ভারসাম্য এখনো আছে, ভেঙে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র না। অশোকের মনে হয়েছিল, এ থেকে আর একটি ভয়ঙ্কর-বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে, তা হল হত্যা। হয় বিভা হত্যা, অথবা, ইতিমধ্যেই যে অপরিচিতকে সুবিমল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে আরম্ভ করেছেন, তার নিধন। প্রবাদ, যুদ্ধ আর প্রেমে, মানুষ কোনো নীতি আদর্শকেই মানতে চায় না। মহাভারতও সেই সাক্ষী দেয়।

অশোক আরো ভেবেছিল, সুবিমল তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে, তথাকথিত ভদ্রলোকের মতো কোনো ফয়সালা করতে পারবেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মানুষের মনে ঘৃণা যত তীব্র কৌতূহলও ততখানিই তীব্র। মেঘনাদের মতো কেউ মেঘের আড়াল থেকে তীর নিক্ষেপ করে যাবে, এটা অসহনীয়। তাকে দেখতে এবং জানতে হবে।

সুবিমল আবার সিগারেট ধরিয়েছিলেন। অশোক জিজ্ঞেস করেছিল, 'গত সাত দিন ধরে বৌদির আচরণে নতুন কিছু লক্ষ্য করেছেন?'

সুবিমল একটু ভেবে বলেছিলেন. 'তেমন একটা কিছু মনে করতে পারছি না।'

'মা হতে যাচ্ছেন বলে একটা খুশি খুশি ভাব।'

'না, সেরকম কিছু দেখি নি। শরীরটাও বিশেষ ভালো নেই। প্রেগনেন্সির নানান উপসর্গগুলো দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। আমি ইচ্ছা করেই কয়েকদিন একটু বেশি রাত্রে শুতে যাই যাতে বিভার সঙ্গে আমাকে বেশি কথা বলতে না হয়। কথা বলতে গেলে, কী বলতে কী বলে ফেলব, সেই ভয়ে দেরি করি। বিভা ঘুমিয়ে পড়ে। সেটাই যা রক্ষে।'

অশোক বুঝতে পেরেছিল, বিভার ঘুমিয়ে পড়া মানেই সে নিশ্চিন্ত আছে। তবুও সুবিমলকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিন্তু আপনার মধ্যে তো বেশ পরিবর্তন হয়েছে, সেটা কি বৌদির চোখে পড়ছে না?'

সুবিমল বলেছিল, 'অন্তত বিভার আচরণ কথাবার্তা থেকে তা বোঝা যায় না। অবিশ্যি, আমি ওর সামনে বিশেষ যাচ্ছি না।'

অশোক তথাপি, এ বিষয়ে ওর করণীয় স্থির করতে পারে নি। খুনের রহস্য উদ্ঘাটনের থেকেও, ব্যাপারটা ওর কাছে বেশি জটিল মনে হয়েছিল। তা ছাড়া,

এ-রকম বিষয়ের মধ্যে, ওর যেতে ইচ্ছা করছিল না। একটু সংকোচ করে বলেছিল, 'সুবিমলদা, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আমার পক্ষে এটা ঠিক হয়ে উঠবে না।'

সুবিমল অশোকের হাত চেপে ধরে, ব্যগ্রভাবে বলেছিলেন, 'অশোক, এ বিষয় নিয়ে, আমি কারোর কাছে যেতে পারব না। এটা তো দশজনের কাছে খোলাখুলি বলে বেড়াবার কথা না। তোমার ওপরে আমার আস্থা আছে, তুমিই একমাত্র পারো এটা বের করতে। এটুকুন করে, তুমি আমাকে বাঁচাও।'

সুবিমলের ব্যাকুলতা দেখে, অশোক হঠাৎ কিছু বলতে পারে নি। সুবিমল আবার বলেছিলেন, 'টাকা-পয়সাব কথা তোমাকে আর কী বলব। তুমি যা বলবে—'

অশোক বাধা দিয়ে বলেছিল, 'আরে ছি ছি সুবিমলদা, টাকা-পয়সার কথা কী বলছেন!'

সুবিমল বলেছিলেন, 'জানি ভাই, খাওয়া-পরার অভাব তোমাদের বাপ-পিতামহ রেখে যান নি। কিন্তু তুমি আমাকে রিফিউজ করতে পারবে না। আমি জানি, তুমি এটা পারো, তোমাকে আমার জন্য করতেই হবে।'

অশোক একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'বেশ, আমি চেষ্টা করছি। তবে আপনাকে কিন্তু মনে রাখতেই হবে সুবিমলদা, যে লোকের সঙ্গে বৌদি তাঁর নিজের ইচ্ছায় কিছু করেছেন, তার কোনো ক্ষতি করা আপনার উচিত হবে না। আর মনে যত কষ্টই পান, কিন্তু উত্তেজনার মাথায় বৌদিকে হঠাৎ কিছু করে বসবেন না।'

'হঠাৎ কিছু করে বসা বলতে কী বলছ?'

'অনেক কিছুই হতে পারে। হয়তো মারধোর করবেন?'

সুবিমল একটু ভেবে বলেছিলেন, 'এখনও পর্যন্ত সেরকম কিছু মনে হয় নি।'

অশোক বলেছিল, 'আর একটা কাজও আপনি করতে পারেন। ইমিডিয়েটলি কোনো ক্লিনিকে গিয়ে, অ্যাবরশন করিয়ে নিতে পারেন! অবিশ্যি যদি বৌদির ইচ্ছা থাকে!'

সুবিমল বলেছিলেন, 'তুমি কি বলতে চাও, তোমার বৌদির ইচ্ছাই সব? আমার মেনে নেবার কোনো প্রশ্নই নেই?'

অশোক তাড়াতাড়ি বলেছিল, 'হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই। আপনি মেনে না নিলে কিছুই হতে পারে না।'

'কিন্তু আমি সে-সব কথা এখনো কিছু ভাবিই নি। আগে আমি কেবল জানতে চাই, সে কে?'

অশোক মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'ঠিক আছে। আমি পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। হয়তো আপনার বাড়িতে আমাকে যেতে হতে পারে। আর চেষ্টা

করবেন, বৌদির সামনে স্বাভাবিক থাকতে, ওঁর মনে যেন কোনো সন্দেহের উদ্রেক না হয়।'

সুবিমল বলেছিল, 'সে চেষ্টা আমি করে যাচ্ছি।'

সুবিমল চলে যাবার পরে, অশোক অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ভেবেছিল। অবাস্তব না, কিন্তু এরকম একটা অদ্ভুত ব্যাপার নিয়ে ওর কাছে কেউ কখনো আসে নি। সুবিমলের কথা থেকে, এটা নিশ্চিত বোঝা গিয়েছিল, ঘটনাটি নিশ্ছিদ্র সমস্ত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা; এটা প্রমাণিত, বিভা গর্ভবতী, এবং সুবিমলের দ্বারা তা সঞ্চারিত না। সন্তানের জন্ম কোনো অলৌকিক ঘটনাও হতে পারে না, অতএব জন্মদাতাও নিশ্চতই কেউ আছে। কে সে? যোগাযোগ কী করে সম্ভব? দীপালি নামে ঝিকে সুবিমল অবিশ্বাস করেন না। তার অর্থ দাঁড়ায়, বাড়িতে সর্বক্ষণ একজন থাকা সত্ত্বেও, সে কিছুই জানতে পারে নি। বিভা একলা বাইরে বেরোন না। একলা কোনো বাড়িতে যাতায়াত নেই। বাড়িতে কোনো আত্মীয়-স্বজন কেউ আসে নি। কোনো পুরুষের পক্ষে বাড়ির অন্দর-মহলে যাওয়া সম্ভব না।

সুবিমল প্রায়ই কলকাতা যান। সকালে যান, বিকালে আসেন, অন্যান্য দিন দুপুরেও বাড়িতেই থাকেন। রাত্রে তাঁর বাইরে থাকার কোনো প্রশ্নই নেই। অতএব, প্রশ্ন জাগে, বিভা দীপালিকে নিয়ে, সুবিমলের অবর্তমানে যখন দুপুরে বাড়িতে থাকেন, তখন দীপালি কোথায় থাকে, বিভা কোথায় থাকেন? সম্ভবত এর জবাব, বিভা ওপরে শোবার ঘরে শুতে যান। দীপালি নিচে বা ওপরেই বারান্দায় কোথাও থাকে। দীপালির যদি দিনে ঘুমোনো অভ্যাস থাকে, তবে সে সময়টা বিভা কাজে লাগাতে পারেন। আবার একথাও ভাবতে হয়, বিভা স্বভাব-দ্বিচারিণী নন। তা যদি হতেন, তা হলে, সুবিমলের অভিজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষার আগেই, তিনি মা হতে পারতেন। সুবিমল কোনোদিন কিছুই বুঝতে পারতেন না। দেড় বছর আগে পরীক্ষা করিয়েছিলেন বলেই, এখন বুঝতে পারছেন। গত দেড় বছরের, এক বছরের মধ্যেও, বিভা নিশ্চয়ই কিছু করেন নি। গর্ভধারণে তিনি সক্ষম, কিছু করলে, আরো আগেই গর্ভবতী হতেন। এখন তিনি তিন মাসের গর্ভবতী। ধরা যেতে পারে, গত চার মাস থেকে ছ'মাসের মধ্যে, তাঁর সঙ্গে কোনো পুরুষের যোগাযোগ হয়েছে।

ছ'মাস আগে, বিভাকে নিয়ে সুবিমল দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সম্ভবত মাসখানেক বেড়িয়েছেন। সেই সময়ের মধ্যে যদি কিছু ঘটে থাকত, তাহলে গর্ভকাল আরো বেশি হত। প্রায় চার পাঁচ মাস। অতএব বাইরে কিছু ঘটে নি। তা হলে? অশোকের চোখের সামনে, সুবিমলের দোতলা বাড়িটার ছবি ভেসে উঠেছিল। রাস্তার ওপরে, ছোট দোতলা বাড়ি, পুব-মুখো। পিছনে পশ্চিম দিকে একটি ছোট বাগান আছে। পাঁচিল-ঘেরা বাগানের আশেপাশে আরো বাড়ি আছে। প্রতিবেশী কোনো

পুরুষের ব্যাপার যদি হয়, দিনের বেলা পাঁচিল টপকে, সুবিমলের বাগানে ঢোকা কঠিন। লোকের চোখে পড়বেই। তাহলে?

গতকাল বিকালে তখনো অশোকের সান্ধ্য আড্ডার বন্ধুরা এসে জোটে নি। ও বাড়ির ভিতরে গিয়ে, খিড়কি দরজা খুলে, ছোট গলির অন্যদিকের মুখে, কাঞ্চন বৌদির বাড়ি গিয়েছিল। বিকলাঙ্গ জ্ঞাতি দাদা গোবিন্দের স্ত্রী কাঞ্চন বৌদি, নিঃসন্তান যুবতী, অশোকের বন্ধু। বাড়ির ভিতর ঢুকে দেখেছিল, গা ধুয়ে চুল বেঁধে, ধোয়া শাড়ি পরে, কাঞ্চন উঠোনের ধারে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে, পাথরবাটি থেকে তুলে কিছু খাচ্ছিল। অশোককে দেখতে পায় নি। ও পা টিপে টিপে, কাছে গিয়ে দেখেছিল, কাঞ্চন তেঁতুলের আচারে একেবারে মজে আছে। বিকালে অশোককে কাঞ্চন চা খাইয়ে এসেছিল। তারপরে আচার নিয়ে একলা বসেছিল নিশ্চয়। ও ঠোঁট টিপে হেসে বলে উঠেছিল. এ সুখবরটা ঘণ্টাখানেক আগেও তো দাও নি?'

বাঞ্চন চমকে উঠে বলেছিল: 'কে রে?'

মুখ ফিরিয়ে অশোককে দেখেই, ভেজা ঠোঁট ফুলিয়ে, ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'অসভ্য। এমন চমকে দিয়েছে, বাব্বা!'

অশোক বলেছিল, 'তা না হয় হল, কিন্তু সুখবরটা চেপে গেছ কেন?'

কাঞ্চন অবাক মুখে বলেছিল, 'কিসের সুখবর?'

'এই যে রসিয়ে রসিয়ে তেঁতুলের আচার গিলছ, তার তো একটাই কারণ।'

'সেটা কী?'

অশোক ভুরু তুলে, গম্ভীর মুখে বলেছিল, 'শুনেছি বিবাহিতা মেয়েরা এক সময়ে খুব আচার টাচার খায়, মুখের রুচি নাকি নষ্ট হয়ে যায়।'

কাঞ্চন লাফ দিয়ে উঠে, অশোককে কিল মারতে উদ্যত হয়েছিল। অশোক ছিটকে সরে গিয়েছিল। কাঞ্চন ফুঁসে উঠে বলেছিল, 'পাজী কোথাকার! মুখে কিছু আটকায় না, না?'

বলেই কাঞ্চন অভিমানে মুখ ভার করে, আবার বলেছিল, 'এ জন্মে কোনোদিন মা হতে পারব না জেনেই, এরকম ঠাট্টা করতে পারলে।'

অশোক তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হয়ে, হাতজোড় করে বলেছিল, 'দোহাই কাঞ্চন বৌদি, সিরিয়াসলি নিও না। একটু তোমার পেছনে লাগছিলাম।'

কাঞ্চন যতক্ষণ না হেসেছে, ততক্ষণ অশোক হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, 'ক্ষমা তো?'

কাঞ্চন বলেছিল, 'ফাজিল কোথাকার! তা এ সময়ে আড্ডা ছেড়ে বাড়ির ভেতর কেন?'

'এক কাণ্ড ঘটেছে, তোমাকে বলতে এলাম।'

বলে অশোক সুবিমলের আর বিভার ঘটনা বলেছিল। অশোকের যা কিছু গোপন কথা সবই কাঞ্চন জানে। ওর সব আলোচনাই কাঞ্চনের সঙ্গে হয়। কাঞ্চনের স্বাভাবিক সাংসারিক বুদ্ধি, অনেক সময়, আশ্চর্য রকমের সূত্র ধরে দেয়। কাঞ্চন সব ঘটনা শুনে, হেসে উঠে বলেছিল, 'এ যে তোমার সেই, চিট্‌ঠি মে লেড়কা হওয়ার মতো। সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ, এ সব কথা কখনো মিথ্যা করে বলা যায়?'

কাঞ্চন নিবিষ্টভাবে খানিকক্ষণ ভেবে বলেছিল, 'দেখ বাপু, আমার মনে হয়, ঘটনাটা হঠাৎ ঘটে গেছে। এটা কোনো নিয়মিত মেলামেশার ব্যপার নয়।'

অশোক বলেছিল, 'সেটা আমার মনে হয়েছে। বিভা দাশগুপ্ত দুশ্চরিত্রা নয়, অ্যাকসিডেন্টাল কিছু ঘটে গেছে, যা মানুষ সব সময়ে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু সেই অ্যাকসিডেন্টটা ঘটতে পারে কার সঙ্গে?'

কাঞ্চন বলেছিল, 'এমন কারোর সঙ্গে, যাকে কিছুতেই সন্দেহের মধ্যে আনা যায় না।'

'সেরকম কারোকে তো খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না।'

কাঞ্চন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল, 'নিশ্চয়ই যাবে, যেতেই হবে। সে হয়তো সামনেই রয়েছে, কিন্তু তাকে চেনা যাচ্ছে না। ভালো করে খোঁজো, ঠিক পাবে।'

অশোক গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল।

বেলা প্রায় সাড়ে চারটে। অশোক এসে দাঁড়াল, সুবিমলের বাড়ির বিপরীত দিকে। নিচের দরজা-জানালা সবই বন্ধ। ওপরের ব্যালকনি ফাঁকা, সেখানে কেউ নেই। গ্যারেজের কোলাপসিবল গেট তালা-বন্ধ, গাড়ি নেই। সুবিমল কোথাও গিয়েছেন। অশোক ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, দরজা বন্ধ, জানালাগুলো খোলা। বিভা হয়তো এখন উপরেই আছেন। দীপালি কি নিচে কাজ করছে? সম্ভবত।

সুবিমলের বাড়ির পাশ দিয়ে, পশ্চিম দিকে একটা রাস্তা গিয়েছে সেদিক থেকে একটা কোলাহল ভেসে আসছে। অশোক সেদিকে গেল। সুবিমলের বাগানে পাঁচিলের পাশ দিয়ে গেল। পাঁচিল শেষ হতেই, বাঁদিকে বেশ খানিকটা পোড়ো জায়গা, মাঠ বলা যায়। সেখানে কিছু ছেলে ফুটবল খেলছে। কোলাহলটা ওদেরই চিৎকার-চেঁচামেচি। মাঠের গায়েই সুবিমলের বাগানের পাঁচিলের সীমানা। অশোক ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখল, বাড়ির পশ্চিম দিকেও দোতলায় রেলিং ঘেরা বারান্দা রয়েছে। এদিকটায় দরজা-জানালা সবই খোলা, কিন্তু কারোকে দেখা যাচ্ছে না।

অশোক ছেলেদের খেলা দেখতে দেখতে খানিকটা এগিয়ে গেল। এ পাড়ায় ওর জানাশোনা দু তিনজন বন্ধু আছে। সকলেই চাকরি করে, এখনো ফেরে নি। অশোক

আবার ফিরল, আর তখনই এক জনের শট লেগে, বলটা সুবিমলের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগানে গিয়ে পড়ল। পাঁচিল তেমন উঁচু না। সঙ্গে সঙ্গে দু তিনটে ছেলে, লাফিয়ে পাঁচিলে ওঠার চেষ্টা করল। বিভাকে দেখা গেল, রেলিংয়ের ধারে এসে দাঁড়ালেন। মাথার ঘোমটা নেই, আলুলায়িত কেশ। সত্যি রূপসী। বলে উঠলেন, 'তোদের আসতে হবে না, নিমু যাচ্ছে।'

অশোক দাঁড়াল না, কিন্তু খুব মন্থরভাবে এগোল। পাঁচিলের ওপর ছেলেরা বাগানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই নিমু, ওই যে, আমগাছের গোড়ায় বলটা পড়েছে।'

অর্থাৎ নিমু নামে কেউ বাগানে এসেছে, অশোক দেখতে পাচ্ছে না। দু তিন সেকেণ্ড পরেই, শট করার আওয়াজ হল, বলটা মাঠে এসে পড়ল। ছেলেরা পাঁচিল থেকে নেমে মাঠে দৌড়ুল। আবার দু সেকেণ্ডের মধ্যেই, বাগানের ভিতর থেকে, পাঁচিলের ওপর একটি ছেলে লাফিয়ে উঠল। তেরো-চৌদ্দ বছরের ফরসা ছেলে, হাফ-প্যান্ট আর গেঞ্জি গায়ে, পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে, প্যান্টের পকেট থেকে সে একটা ডাঁসা পেয়ারা বের করে, কামড় বসিয়ে, বিভার দিকে তাকাল। বিভা হাসলেন, বললেন, 'পড়ে যাবে নিমু, নেমে পড়ো।'

নিমু লাফ দিয়ে পাঁচিল থেকে নামল, নেমেই মাঠের দিকে দৌড় দিল। বিভা একটু হেসে, ভিতরে চলে গেলেন। অশোক মাঠের দিকে তাকাল। সবাই প্রায় একই বয়সের কিশোর, পাড়ার ছেলে। অশোক না দাঁড়িয়ে চলতে লাগল। সুবিমলের বাড়ির সামনের দিকে এসে, আশেপাশের দিকে তাকাল। কয়েকটা ছোটখাটো দোকান। মুদিখানা, মিষ্টির দোকান, চায়ের দোকান, নিতান্ত পাড়ার মধ্যে যা থাকে। অশোক আবার বাড়িটার দিকে দেখল। দক্ষিণে লাগোয়া একটি একতলা বাড়ি, শ্রীশ মোক্তারের বাড়ি। অশোক যত দূর জানে, শ্রীশ মোক্তারের কোনো যুবক পুত্র নেই, একাধিক যুবতী কন্যা আছে। মোক্তার-কন্যাদের শহরে একটু দুর্নামও আছে। কারোর বিয়ে হয় নি, ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। কিন্তু অশোকের কোনো কাজ হবে না তাতে। মোক্তারের মেয়েরা জন্মদাতা হতে পারে না। ও চিন্তিত মুখে, এগিয়ে চলল। বড়রাস্তায় গিয়ে, একটা সাইকেল-রিকশা নিয়ে, মাইল খানেক দূরে, সুবিমলের পেট্রোল-পাম্পে গেল। সুবিমল ছিলেন, অশোককে ডেকে ভিতরে নিয়ে বসালেন। অশোক বলল, 'আপনার বাড়ির আশেপাশে একটু ঘুরে এলাম।'

সুবিমল কৌতূহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু জানতে পারলে?'

অশোক বলল, 'না। আশপাশটা একটু দেখে এলাম। আপনার বাগানের পিছন দিকে গেছলাম, যেখানে পাড়ার ছেলেরা খেলা করে।'

সুবিমল বললেন, 'হ্যাঁ, ওখানে বাচ্চা ছেলেরা খেলা করে।'

'বৌদিকেও দেখলাম বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। বলটা বাগানে গিয়ে পড়েছিল,

নিমু বলে একটি ছেলে বোধহয় বাড়ির মধ্যেই ছিল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুকুমারদার ছেলে, সুকুমার ব্যানার্জী, ডানলপে চাকরি করেন। বল-টল পড়লে, বা এমনিও নিমু কখনো যায়। বাগানের দিকটায় কি তোমার সন্দেহজনক কিছু মনে হল।'

অশোক মাথা নাড়ল, 'না। আমি আজ যাই, দু একদিন পরে দেখা করব।'

সন্ধ্যাবেলা। অশোক ওর নিজের দোতলার ঘরে, খাটে বসে আছে। কাঞ্চন আর ও দুজনেই চোখে চোখে তাকিয়ে আছে। অশোকের চোখে নিবিড় জিজ্ঞাসা। কাঞ্চনের চোখে একটি অর্থপূর্ণ সংকেত। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নিজের চোখে দেখেছ?'

কাঞ্চন বলল, 'নিজের চোখে। তা বলে, ইচ্ছা করে কি দেখেছি? চোখে পড়ে গেছল, তাই দেখেছি। কেন, তোমার নিজের কোনো অভিজ্ঞতা নেই?'

বলতে বলতেই কাঞ্চনের মুখ লাল হয়ে উঠল, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। অশোক যেন গভীর চিন্তা থেকে জেগে উঠে বলল, 'আছে, তবে, অভিজ্ঞতাটা একটু ভিন্ন রকম। কিন্তু পাখিটাকে ধরব কেমন করে বলো তো?'

কাঞ্চন হেসে বলল, 'ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাও কোনো ফাঁকা জায়গায়, তারপরে—'

কাঞ্চন কথা শেষ করল না, অশোকের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। অশোক ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'হুঁ। পাখিটা বেশি সজাগ হলেই মুশকিল।'

কাঞ্চন বলল, 'তাহলে আর তুমি কেমন শিকারী?'

'তা বটে। আচ্ছা, তুমিও তো এভাবে মা হতে পারো।'

কাঞ্চন ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে, তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, তারপরে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'সে আমি যখন খুশি হতে পারি, নিজেই ভালো জানো!'

বলেই সে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

পরের দিন অশোককে দেখা গেল, বিকালবেলা গঙ্গার ধারের মুণ্ডেশ্বরীর নিরালা ঘাটে বসে থাকতে। এদিকে কেউ বেড়াতে আসে না। ও রাস্তার দিকে উদ্‌গ্রীব চোখে তাকিয়েছিল। প্রায় মিনিট দশেক পরে, ও রবিকে দেখতে পেল। রবির সঙ্গে নিমু, একই বয়সী দুজনে। দুজনেই কথা বলতে বলতে ঘাটের কাছে এল। রবি অশোকের দিকে তাকাল। বাড়ির ছেলে, রবিকেই অশোক পাঠিয়েছিল, নিমুকে ভুলিয়ে নিয়ে আসতে। অশোক এগিয়ে, খপ্ করে নিমুর হাত কঠিন মুঠিতে চেপে ধরে, রবিকে বলল, 'তুই দৌড়ে চলে যা।'

রবি দৌড় দিল। নিমু হঠাৎ অবাক চোখে তাকিয়ে, প্রতিবাদ করে, হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বলল, 'বারে, আপনি আমাকে ধরলেন কেন?'

অশোক কঠিন মুখে, জলন্ত চোখে নিমুর দিকে তাকাল। এক ঝটকায় নিমুকে আরো কাছে টেনে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'চুপ! এক থাপ্পড়ে তোমার বদন বিগড়ে দেব, অসভ্য বদমায়েস নোংরা ছেলে! আমি জানি না, তুমি কী করেছ?'

নিমুর চোখে ভয় ফুটল, বলল, 'কী করেছি?'

'কী করেছ? মায়ের বয়সী মহিলার সঙ্গে—'

অশোক পুরো বাক্য শেষ না করে, বলে উঠল, 'ক্লাস এইটে পড়তেই এসব বিদ্যে? নাক টিপলে দুধ বেরোয়, তোমার গলা টিপে আজ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব। বলো, সুবিমলদার বৌয়ের সঙ্গে কী হয়েছে?'

নিমু মুহূর্তের মধ্যে কেবল চুপসে গেল না, ওর দুচোখে অন্ধকার দেখা দিল। প্রায় কাঁদতে লাগল বলল, 'আমার—আমার কী দোষ? কাকীমা নিজেই তো—'

নিমু চুপ করে গেল। অশোক ধমকে উঠল, 'কী, কাকীমা কী করেছেন? কাকীমা কি তোমাকে জোর করে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করেছিলেন?'

নিমু মাথা নেড়ে বলল, 'না, জোর করেন নি। প্রথম দিন দুপুরবেলা কাকীমা আমাকে তাঁর গা হাত পা টিপে দিতে বলেছিলেন, তারপর—'

নিমুর কথা আটকে গেল। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'দুপুরে কেন গেছলে?'

'পাঁচিল টপকে বাগানের কাঁচা আম পাড়তে। তখন কাকীমা দেখতে পেয়ে ওপরে ডেকেছিলেন।'

'দীপালি তখন কোথায় ছিল?'

'নিচে ঘুমোচ্ছিল।'

'দুপুরে আর ক'দিন ওরকম গেছ?'

'তিন দিন।'

অশোক দেখল, স্বাস্থ্যবান সুন্দর কিশোর, এখনো গোঁফের রেখাও স্পষ্ট হয় নি। বয়স তেরো-চৌদ্দর বেশি না, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। বিভা নিজের সর্বনাশ করেছেন, না এই কিশোরের? সে বিচারে অশোক যেতে চায় না, জীবন রহস্যই ওকে অবাক করেছে। জিজ্ঞেস করল, 'কাকীমা তোমাকে দুপুরে আর যেতে বলেন না?'

'না।'

'অন্য সময়?'

'অন্য সময় যাই।'

'তখন কাকীমা কী বলেন?'

'এমনি আদর করে কিছু খেতে দেন।'

অশোক নিমুর ভীরু চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বুঝল, 'বুঝেছ তো, আমি সবই জানতে পেরেছি! খবরদার, একথা বা আমার কথা যদি কারোকে

বল, তাহলে তোমার বাবা-মাকে আমি সব কথা বলে দেব।'

নিমু মাথা নেড়ে বলল, 'কারোকে বলব না।'

'তোমার কাকীমাকেও না।'

'কারোকে না।'

অশোক নিমুকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'যাও, ভালো ছেলের মতো লেখাপড়া কর, খেলাধুলো কর, ওসবে আর যেও না।'

নিমু ঘাড় কাত করে, চলে গেল। অশোক এখনো অবাক চোখে নিমুকে দেখতে লাগল। সত্যি, বিচিত্র মানুষের জীবন! কিন্তু সুবিমল তাঁর স্ত্রীর গর্ভের সন্তানের জন্মদাতাকে কী চোখে দেখবেন, বা বিভার সঙ্গে কী ফয়সালা করবেন, অশোকের আর তা জানবার দরকার নেই।

নয়া ঠগী

বিকালের পড়ন্ত বেলা। অশোক এখনো ওর খাটের বিছানা ছাড়ে নি। বৈকালের চায়ের পাট মিটে গিয়েছে বেশ খানিকক্ষণ আগেই। পড়ন্ত বেলার হৈমন্তিক স্বর্ণাভায় ছায়া নামতে শুরু করেছে। ঘরের মধ্যে আলোর আভাস অল্প। বাতি জ্বালবার সময় হয়ে এল। কিন্তু অশোক একাগ্রভাবে ক্রিমিনোলজির ওপরে লেখা একটি ইংরেজি বই নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়ে যাচ্ছে। প্রধানত অপরাধের মনস্তত্ত্বের ওপরেই, লেখক নানা দিক থেকে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। দিন কয়েক আগে, সংবাদপত্রে একটি অদ্ভুত খুনের ঘটনা ছাপা হয়েছিল, যার কোনো কূলকিনারা পুলিস করতে পারে নি। খুনী কোন চিহ্নই রেখে যায় নি। অথচ ঘটনাটা যে খুন, তা নিহতের শরীরে স্পষ্ট চিহ্নিত ছিল। একটি লোহার শিক গরম করে, খুনী একজন মহিলার গলায় ঠিক মাঝখানে আমূল বিঁধিয়ে দিয়েছিল। সেই লোহার শিকটি পাওয়া গিয়েছে নিহতের দেহের কাছেই, অথচ শিকের গায়ে কোনো হাতের ছাপ ধরা পড়ে নি। ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে। শিকটি এতই গরম ছিল, তা অনায়াসেই নিহত মহিলার গলার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল, বলতে গেলে রক্তপাত হয় নি।

সংবাদপত্রের সংবাদে, পরিবেশ এবং তথ্য যতটুকু জানা গিয়েছে, তা হল, মহিলাটির সংসারে, তাঁর বারো বছরের নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র ছাড়া কেউ নেই। বাড়ির মালিক মহিলা নিজেই। তিনি সধবা ছিলেন, যে কোনো কারণেই হোক, তাঁর স্বামী দীর্ঘকাল নিখোঁজ, এবং মহিলার নিজের কোনো সন্তান ছিল না। বয়স অনুমান পঞ্চাশের কাছাকাছি। ভ্রাতুষ্পুত্রটি পিতৃমাতৃহীন, পিসীমার কাছেই বলতে গেলে মানুষ। খুনের ঘটনাটি ঘটেছে বেলা এগারোটা নাগাদ। রান্নাঘরে কয়লার উনোন জ্বলছিল।

মহিলা রান্নাও শুরু করেছিলেন, দু-একটি ব্যঞ্জনাদি দেখে তা বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু তিনি নিহত হয়েছেন তাঁর শোবার ঘরে। দোতলার একটি অংশে তিনি থাকতেন। একতলায় পুরোটা এবং দোতলার অংশবিশেষ ভাড়া দেওয়া ছিল। ভাড়াটেরা কেউ কোনো আর্তনাদ বা চিৎকার শুনতে পায় নি। বাইরের থেকে, বাড়ির মধ্যে কারোকে ঢুকতে দেখে নি, কেন না কারোর কোনো লক্ষ্য করার কথা মনে হয় নি। ভ্রাতুষ্পুত্রটি যে ইস্কুলে পড়ে, তার দূরত্ব সামান্য। সে দুপুরে, টিফিনের সময়, অন্যান্য দিনের মতো খেতে এসে, পিসীমাকে মৃত দেখতে পেয়ে, চিৎকার করে ওঠে। সেই চিৎকারেই সবাই ছুটে আসে, এবং পুলিসে সংবাদ দেয়।

অশোক ঘটনাটা কাগজে পড়ার পর, বইটা আরো বিশেষ করে পড়ছে। হত্যার ধরনটা খুবই অদ্ভুত, এবং নৃশংস তো বটেই। এই মফস্বল শহরের, গঙ্গার ধারে, মিল কোম্পানীর ধাঙড়-মেথরদের বস্তিতে অশোক যে ভাবে শূকর নিধন করতে দেখেছে, বেলেঘাটার খুনের ঘটনাটা যেন অবিকল সেই রকম। মাংসের জন্য যখন শূকর হত্যা করা হয়, তখন শূকরের দেহ থেকে এককোঁটাও রক্তপাত হয় না। অশোক নিজের চোখেই দেখেছে, হাত-পা বাঁধা শূকরের শরীরের মধ্যে, আগুনে পোড়ানো লাল টকটকে লোহার শিক গভীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে শূকরটি মরে ধীরে ধীরে, চিৎকার করে পরিত্রাহি, এবং আস্তে আস্তে চিৎকার থেমে আসে। কিন্তু বেলেঘাটার মহিলার কোনো চিৎকার কেউ শুনতে পায় নি। কেন? এ রকম মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ক। যন্ত্রণায় চিৎকার করা স্বাভাবিক। এবং শূকর হত্যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে, এভাবে হত্যায়, মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে পারে না। আবার পারেও, বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে। তপ্ত লোহার শিক যদি শ্বাসনালি ভেদ করে যায়, তাহলে, মৃত্যু ঘটতে দেরি হবার কথা না। শূকরকে শ্বাসনালিতে তপ্ত শিক বিদ্ধ করা হয় না, তার গুহ্যদেশে বিদ্ধ করা হয়। অশোক একটি ইংরেজি ছবি দেখেছিল। তাতে শ্বেত শূকরকে হাত-পা বেঁধে ফুটন্ত জলে ডোবাতে দেখেছিল। তারপরে তুলে, ছুরি দিয়ে লোম চেঁছে নেওয়া হয়েছিল। কোনটা কম নৃশংস, অশোক বুঝতে পারে না। তবে ভারতীয় রীতিটা বেশি নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল কারণ পশুটিকে মৃত্যুযন্ত্রণা অনেকক্ষণ বেশি সহ্য করতে হয়। স্লটার হাউসে কী ভাবে শূকর হত্যা করা হয়, অশোকের জানা নেই। বিশেষ করে, রক্তপাত না ঘটিয়ে।

কোনো হত্যার বিষয়েই দূর থেকে, অনুমান এবং কল্পনা করে কিছু বলা যায় না। অথচ হত্যার ধরনটা অশোককে ভাবিয়েছে বলেই, ও ক্রিমিনোলজির বইটা নিয়ে পড়েছে। হত্যার সাইকোলজি থেকে অনেক সময়, একটা অনুমানে আসা যায়।

'তুমি প্যাঁচা না বাদুড়?'

অশোক কাঞ্চনবৌদির ধমক শুনে, চোখের সামনে থেকে বইটা সরিয়ে, মুখ

ফিরিয়ে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

কাঞ্চন সুইচে হাত দিয়ে আলো জ্বালিয়ে বলল, 'তার মানে, আমি জানতাম, একমাত্র প্যাঁচা আর বাদুড়েরাই অন্ধকারে দেখতে পায়।'

অশোক বলল, 'ভুল করলে। অন্ধকারে কেবল প্যাঁচা আর বাদুড়েরা দেখতে পায় না। বাঘেরাও দেখতে পায়।'

কাঞ্চনের হাতে খোসা-ছাড়ানো বাদামের ঠোঙা। সে তুলে তুলে মুখে দিচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, সে গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, ধোয়া শাড়ি-জামা পরে এসেছে। পায়ের আলতার ঔজ্জ্বল্য প্রমাণ করছে, একটু আগেই পরেছে। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে, কিন্তু কপালে টিপ পরে নি। বাদাম চিবোতে চিবোতে বলল, 'আর সেই বাঘ হল এই ঠাকুরবাড়ির অশোক ঠাকুর।'

অশোক গম্ভীরভাবে বলল, 'তা বলতে পার।'

কাঞ্চন ঠোঁট উল্টে বলল, 'ছুঁচো ইঁদুরেরাও অন্ধকারে দেখতে পায়।'

অশোক বলল, 'আবার বেড়ালও দেখতে পায়, ইঁদুরের যম। তা তুমি সিঁদুরের টিপ পর নি কেন?'

কাঞ্চন বলল, 'আমার ইচ্ছে।'

'ওহ, বুঝেছি।'

কাঞ্চন ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী বুঝলে?'

অশোক এক মুহূর্ত কাঞ্চনের চোখের দিকে দেখল, তারপর কাঞ্চনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে, আবার চোখে চোখ রাখল। কাঞ্চনের মুখ হঠাৎ লাল হয়ে উঠল, এবং খানিকটা ক্ষুব্ধ লজ্জাতেই যেন অশোককে মারতে উদ্যত হয়ে বলে উঠল, 'অসভ্য।'

অশোক শুয়েছিল, ঝটিতি খাটের আর একপাশে চলে গেল। বলল, 'না, না, ভুল বলেছি। তাহলে তুমি আলতা পরতে না, সিঁথিতেও সিঁদুর দিতে না! মনেই ছিল না।'

'ফের এসব বাজে বাজে কথা?'

কাঞ্চন খাটের অন্যদিকে গিয়ে, অশোককে আক্রমণের চেষ্টা করল। অশোক প্রায় ডিগবাজি খেয়ে, আর একদিকে চলে গেল! বলল, 'আচ্ছা, আর বলব না, এক কাপ চা খাওয়াও তো!'

'কাঁচকলা খাওয়াব। খালি অসভ্য অসভ্য কথা বলবে, আর ওকে আমি চা খাওয়াব। পরের বৌয়ের পেছনে না লেগে, এবার নিজে একটি বিয়ে করো। বয়স তো কম হল না!'

অশোক অবাক হবার ভান করে বলল, 'পরের বৌ মানে?'

কাঞ্চন সত্যি সত্যি অবাক হয়ে বলল, 'পরের বৌ না তো কী?'

অশোক বলল, 'তুমি পরের বৌ হতে যাবে কোন্ দুঃখে? তুমি আমার জ্ঞাতি সম্পর্কের দাদার বৌ। পরের বৌ মোটেই নয়।'

কাঞ্চন ভুরু কুঁচকে ধমক দিতে গিয়ে হেসে উঠে বলল, 'ফাজিল।'

বলে বাদাম মুখে দিল। কাঞ্চন পাশের বাড়িতে থাকে, অশোকের এক বিকলাঙ্গ ধনী জ্ঞাতি-ভাইয়ের স্ত্রী। অশোকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব তো আছেই, সম্পর্কের মধ্যে হয়তো আরো কোনো গভীরতা আছে যার মধ্যে কোনো অন্যায়ের ছায়া নেই বলে, ওদের মনে কোনো পাপ স্পর্শ করে নি।

অশোক বইটা মুড়ে রাখতে রাখতে বলল, 'তাহলে চা খাওয়াচ্ছ?'

কাঞ্চন বলল, 'কেন, আজ কি বন্ধুদের সঙ্গে রকের আড্ডায় বসা হবে না? সেখানে তো দোকান থেকে মাটির ভাঁড়ে চা আসবে।'

'সে তো রাত্রি দশটা অবধি আছেই। আচ্ছা, নিচে বড়দার গলা সাধার শব্দ শুনতে পাচ্ছি না কেন বলতো?'

কাঞ্চন বলল, 'বট্ঠাকুরপোর কথা জানো না? গলায় তো ব্যাঙ্ আটকেছে।'

'ব্যাঙ?'

'হ্যাঁ। পিসীমা পাচন করে দিয়েছেন, বারে বারে তাই খাচ্ছে, আর নুন গরমজল কুলি করছে, গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না।'

অশোকের বড়দা সকাল-সন্ধ্যায় নিচের বৈঠকখানা বাড়িতে, চিৎকার করে ধ্রুপদ সাধনা করে। ও বলল, 'যাক, দুচার দিন তা হলে গানের হাত থেকে বাঁচা গেল। কিন্তু মেজদার ঘর থেকেও তো রাহু কেতু মঙ্গল বৃহস্পতির অবস্থান নিয়ে কোনো চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে না।'

নিচের বৈঠকখানার আর এক ঘরে, অশোকের মেজদা তার বন্ধুদের সঙ্গে জ্যোতিষী চর্চা করে। বিয়ে করে নি কেউ। কাঞ্চন বলল, 'শোনা যাচ্ছিল ঠিকই, এখন বোধহয় কোনো কোষ্ঠি পড়া হচ্ছে। দাদাদের বেলায় তো খুব ফুট কাটা হচ্ছে, নিজে যে মন্দিরের রকে বসে সব সময় খুনখারাপি নিয়ে গ্যাঁজাও, তার বেলা?'

অশোক বলল, 'মিথ্যে কথা বলো না বৌদি। অপরাধ-তত্ত্ব নিয়ে আমি গ্যাঁজাই না। আমি অপরাধের সত্য আর তথ্য সন্ধানী। অপরাধের মূল আর অপরাধীকে খুঁজে বের করা আমার কাজ। ওটা রকে বসে হয় না।'

কাঞ্চন বলল, 'ওই হল। তোমরা তিন ভাই-ই বাতিকগ্রস্ত। ঘরের খেয়ে সবাই বনের মোষ তাড়াচ্ছ।'

অশোক বলল, 'তা বাপ-পিতামহ রেখে গেলে, খাবো না তো কী করব। তা তুমি এখন দয়া করে এক কাপ চা খাওয়াবে, না কি এই সব বাতেলা দেবে?'

'বাতেলা মানে কী?'

'কোনোদিন রকে বসলে না, জানবে কী করে?'

'হ্যাঁ, মরতে এখন রকে বসাটা বাকী আছে।'

বলে সে ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অশোক বলল, 'চা দেবে না?'

কাঞ্চন মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'পারব না।'

বলে চলে গেল। অশোক হাসতে হাসতে খাট থেকে নামল। জানে, বৌদি চা করে আনতেই গেল। ও ঘরের বাইরে, পুরনো আমলের থামওয়ালা বারান্দা দিয়ে গিয়ে, বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখে জল দিয়ে এল। মুখ মোছা হতে না হতেই, ওদের বাড়িতে কাজকর্ম করে যে লোকটি, সে এসে বলল, 'ছোড়দা, থানার বড় দারোগাবাবু এসেছেন, গাড়িতে বসে আছেন, আপনাকে ডাকছেন।'

অশোক মুখটা বিকৃত করে বলল, 'জ্বালালে। যাও, যাচ্ছি।'

লোকটি চলে গেল। অশোক পায়জামা ছেড়ে, ট্রাউজার আর শার্ট পরে, চুলটা আঁচড়ে নিয়ে নেমে গেল। বাড়ির উঁচু রকের সামনে, রাস্তায়, জীপের ওপর শ্যামাপদ, থানার ও.সি., বসে আছে। অশোককে দেখে বলে উঠল, 'এই যে অশোক, বাড়িতেই ছিলে?'

অশোক বলল, 'আপনি কি ভেবেছিলেন, ওয়াগন লুঠ করতে বেরিয়েছি?'

শ্যামাপদর মুখ দেখলেই বোঝা যায়, সে বিশেষ চিন্তিত। তার হাঁড়ির মতো তুমবো মুখখানি গম্ভীর, কিন্তু অন্যসময় সে এরকম কথা শুনলে যেমন চটে যায়, এখন তা গেল না। তার মানে, অশোক বুঝতে পারল, শ্যামাপদ কোনো সমস্যায় পড়েছে। বলল, 'সব সময় ফাজলামি করো না। এ সময় তো তোমার রকে বসে আড্ডা মারার কথা। না দেখে ভাবলাম, কোথাও বেরিয়ে গেলে কী না।'

অশোক বলল, 'তার জন্য না। আপনার তো সব সময় ধারণা, আমি কোনো অপরাধ করে বেড়াচ্ছি, আর সেই জন্যেই আপনি আমাকে খোঁজেন।'

শ্যামাপদ বলল, 'ধারণাটা একদিন ফললেই বুঝতে পারবে। তা এখন তোমার একটু সময় হবে? একটা জরুরী দরকার ছিল।'

অশোক বলল, আসুন, বসুন বাইরের ঘরে।'

'বসবার সময় নেই। শহরের ঘটনা কিছু শুনেছ?'

'না তো? বাঙালী বিহারি দাঙ্গা লেগেছে নাকি?'

'আরে না! সে হলে তো কারফিউ দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিতাম। মেহেন্দিপাড়ায় দিন-দুপুরে একটা খুন হয়ে বসে আছে।'

'মেহেন্দিপাড়ায়? কে?'

'শশীনাথ দত্ত। মেহেন্দিপাড়ার দত্তবাড়ির—'

অশোক বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'বুঝেছি। কনফার্মড ব্যাচেলর শশী দত্ত, তার

ওপরে টাকার কুমীর। তা ব্যাপারটা কী?'

শ্যামাপদ এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'তা ব্যাপারটা কি এ ভাবে রক থেকে গাড়িতে বসে বলাবলি করে চলে? দয়া করে একটু নেমে এসে, গাড়িতে ওঠ। থানার পার্টি চলে গেছে দত্তবাড়িতে। আমি একবার দেখে, তোমাকে ডাকতে এসেছি।'

অশোক বলল, 'কিন্তু আমি যে চা করতে বলেছি।'

'তোমাকে আমি একশো কাপ চা খাওয়াব, এখন এস তো?'

অশোক মুখটা বিকৃত করে বলল, 'ওই জন্যই বৌদি বলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি। চলুন যাই।'

শ্যামাপদ নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করছিল। অশোক তার পাশে উঠে বসে, সিগারেট ধরাল। আসলে, অশোকের মস্তিষ্কে তখন শশী দত্তর খুনের চিন্তা বিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সম্ভাব্য নানান চিন্তা তার মাথায় জট পাকাতে আরম্ভ করেছে। সোজা কথায়, হু ডান ইট অ্যাণ্ড হোয়াই।

শ্যামাপদ গাড়ি স্টার্ট করে বলল, 'থানায় খবর আসে চারটে নাগাদ। গিয়ে দেখি, শশী দত্ত তার বাইরের ঘরে, একটা চেয়ারে বসে আছে। নাক আর মুখ দিয়ে সামান্য ব্লিডিং ছাড়া, আর কোনো কিছু নেই। গলায় একটা দাগ আছে, আমার ভালো করে দেখা হয় নি।'

অশোক শুনল, কোনো জবাব দিল না। ও তখন শশী দত্তর বিষয় ভাবছে, এবং শশী দত্তর বাড়ির অন্যান্যদের কথা। দত্ত এক সময়ে চাকরি করতেন। চাকরি করার তাঁর কোনো দরকার ছিল না। পিতৃপুরুষের ধনসম্পত্তি পেয়েছিল অগাধ। বিয়ে করেন নি। তাঁরা দুই ভাই। ছোট ভাই নিশিকান্ত। বিবাহিত, চারটি ছেলে-মেয়ে আছে। বড়ছেলেটি শহরের মস্তান হিসাবে নাম করেছে। কোনো চাকরি-বাকরি করে না। দেখতে সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, মেয়েদের সঙ্গে মেশবার ঝোঁক আছে। মদ্যপানও করে থাকে। অশোকের সঙ্গে পরিচয় আছে, মেলামেশা নেই। নিশিকান্ত ইস্টার্ন রেলের একজন অফিসার, কর্মস্থল কলকাতা, ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন। বয়স বোধহয় আটচল্লিশ। শশীকান্ত পঞ্চাশ। শহরের সবাই জানে, দু ভাইয়ের মধ্যে সদ্ভাব নেই। না থাকার মূলেও সম্পত্তি। শশীকান্তর কেউ না থাকা সত্ত্বেও, বিশাল বাড়িটিকে তিনি চুলচেরা করে দু ভাগে ভাগ করেছেন। নিশিকান্তর পরিবারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন না। তাঁর বিশাল সম্পত্তি এবং টাকা নিশিকান্তর ছেলেমেয়েরা যে পাবে না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিশিকান্তর বড়ছেলে রবি প্রায়ই তার জ্যাঠামশাইকে নানাভাবে শাসাত। দু একবার নাকি মারধোরও করতে গিয়েছে।

গোটা মেহেন্দিপাড়াটা বলতে গেলে দত্তপাড়া। দত্তদের আরো বহু জ্ঞাতিগোষ্ঠী গোটা পাড়ায়, গায়ে গায়ে ছড়ানো। শশীকান্তকে সকলেই খুশি করতে চাইত, কিন্তু

শশীকান্ত খুশি হবার পাত্র ছিলেন না। মনে মনে সকলেরই রাগ ছিল।

শশীকান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। এম. এ. পাস করেছিলেন, পুরাতত্ত্বের ওপর মাঝে-মধ্যে কাগজে লিখতেন। লেখা পড়লে বোঝা যায়, পড়াশোনা করতেন। কিছুদিনের জন্য কলকাতার একটি কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিজের পড়াশোনা নিয়েই থাকতেন। একটু দুর্নাম ছিল, নারীঘটিত। চিরকুমারের সেটা বোধহয় বয়সকালীন বিকার। আসলে লোকে তাঁকে চশমখোর বলেই জানত। একটি পয়সা তার হাত দিয়ে গলত না।

এ হেন শশীকান্ত দত্তকে কে, কেন খুন করতে পারে?

অশোক চলন্ত জীপে বসে ভাবতে ভাবতে, নিজেই মনে মনে নিজেকে জবাব দিল, 'অনেকগুলো কেন থাকতে পারে, কিন্তু কে? অবিশ্যি 'কেন'-র মধ্যেই 'কে' বিরাজ করছে।'

অশোক ভাবছে, শ্যামাপদ গাড়ি চালাতে চালাতে, মাঝে মাঝে ওর মুখের দিকে দেখছে। মেহেন্দিপাড়ায় ঢোকবার মুখে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু আন্দাজ করতে পারছ নাকি?'

অশোক বলল, 'না, সে রকম কোনো ম্যাজিক আমার জানা নেই, কিছু না দেখে বা জেনেই, আন্দাজ করে ফেলব।'

শ্যামাপদ রেগে উঠে বলল, 'কথাবার্তা একটু ভালোভাবে বলতে শেখো।'

'কেন, পুলিসের লোকের থেকে কি খারাপ ভাবে কথা বলি?'

'মনে রেখো। এই পুলিসের কাছেই তোমাকে একদিন মাথা নোয়াতে হবে।'

'তা যা বলেছেন।' অশোক হাসল।

গাড়ি এসে দাঁড়াল শশীকান্ত দত্তর বাড়ির সীমানায়, গেটের সামনে। পাড়ার লোকের ভিড় সেখানে। শ্যামাপদর গাড়ি দেখে, সবাই একটু এদিক ওদিকে সরে গেল। গেট ছেড়ে দিল। অশোক শ্যামাপদর সঙ্গে জীপ থেকে নামল। শ্যামাপদ তার স্বভাবসুলভ গলায় হুঙ্কার ছাড়ল, 'কী ব্যাপার! এখানে এত ভিড় কিসের? আমি কোনো ঝামেলা চাই না, সবসুদ্ধ ভ্যানে তুলে নেব।'

ভিড় অনেকটা পাতলা হয়ে গেল। একটা ভ্যানও সামনে দাঁড়িয়েছিল। শ্যামাপদর হুঙ্কার শুনেই একজন সেপাই কর্তব্য করতে ছুটে এল, 'এই ভাগো ভাগো।'

অশোক শ্যামাপদর সঙ্গে গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে, ভিতরের রেলিংয়ে ঘেরার মধ্যে, ডান দিকে শিবমন্দির দেখতে পেল। আগেও দেখেছে। শিবমন্দিরের পাশে পাঁচিল। তেমন উঁচু না। পাঁচিলের ও-পাশে বাগান এবং পুকুর। সেইসব শশীকান্ত চুলচেরা ভাগ করে, বাগানেও পাঁচিল বসিয়েছেন। পুকুরের অর্ধেক অংশ নিশিকান্তকে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছেন। বাগান পুকুরের ওপাশে মুখুজ্যেপাড়া। তার

রাস্তা অন্যদিকে। ডানদিকে মন্দির, সংলগ্ন ঠাকুরদালান। অনেকখানি খোলা চত্বর. সামনেই দক্ষিণখোলা শশীকান্তর বসবার ঘর। ঘরের দরজায় পুলিস পাহারা। শশীকান্ত বাইরের এই বসবার ঘরেই খুন হয়েছেন।

শ্যামাপদর সঙ্গে অশোক ঘরের মধ্যে ঢুকল। বেশ বড় ঘর। ঘরের মধ্যে গুটি তিনেক কাঠের আলমারি, কাঁচের পাল্লা, ঠাসা বই। বড় টেবিল, ঘিরে কয়েকটি চেয়ার। চেয়ারগুলো সেকালের, প্রশস্ত গদী-মোড়া। এরকমই একটি চেয়ারে শশীকান্ত আধশোয়া অবস্থায় পড়ে আছেন। হাত দুটো হাতলের ওপর দুদিকে লুটিয়ে পড়ে আছে। গায়ে গেঞ্জি, পরনে সিল্কের লুঙ্গি। টেবিলের সামনে একটি বই খোলা।

অশোক সামনে এগিয়ে গেল। কমলালয় স্টুডিওর ফটোগ্রাফার ফটো তুলছিল। সে সরে গেল। খালিগায়ে একটি মাঝবয়সী লোক ঘরের একপাশে বসে আছে। পাশে একজন সেপাই। এস. আই. ঘরের চারপাশে দেখছে, নোট করছে। শ্যামাপদ জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারবাবু আসেন নি?'

এস. আই. বলল, 'খবর দিয়েছেন, এখুনি আসছেন।'

অশোক শশীকান্তর খুব সামনে গিয়ে দেখল, চেয়ারের ডানদিকে, মেঝেতে চশমা পড়ে রয়েছে। স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, শশীকান্ত বই পড়ছিলেন। অশোক বইটার দিকে তাকিয়ে দেখল, খোলা বইয়ের পাতার ওপরে লেখা রয়েছে, সাংখ্যদর্শন। পুরনো চটি বই, নিউজ প্রিন্টে ছাপা। অশোক শশীকান্তর মুখের দিকে তাকাল। খোলা উদ্দীপ্ত চোখের তারা পাথরের মতো স্থির। নাকের সামনে, আর ঠোঁটের কষে রক্ত গড়িয়ে এসে, শুকিয়ে গিয়েছে। গলায় স্পষ্ট দাগ, খানিকটা রক্তের চিহ্নও ফুটে উঠেছে। মনে হয়, শক্ত সরু দড়ির মতো কিছু দিয়ে, গলায় ফাঁস লাগানো হয়েছিল, এবং সম্ভবত পিছন দিক থেকে আচমকা। হাতের থাবায় আঁচড়ে ধরার ভঙ্গি। শশীকান্ত বেশ দশাসই চেহারার লোক ছিলেন, সুপুরুষ বলা যায়। পা দুটো টেবিলের অনেকখানি নিচে চলে গিয়েছে। এক পাটি চটি টেবিলের নিচে ডানদিকে চলে গিয়েছে। আর একপাটি টেবিলের তলা পেরিয়ে একবারে দেওয়ালের কাছে গিয়ে পড়েছে। বোধহয় পা ছুঁড়েছিলেন। ফাঁসটা টেনে খোলবারও চেষ্টা করেছিলেন বোধহয়, এবং আততায়ীকে পিছনে হাত দিয়ে ধরতে চেয়েছিলেন, পারেন নি। কারণ চেয়ারের পিছনের হেলান দেবার জায়গাটি বেশ উঁচু। তারপরে বোধহয়, চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরে, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। পারেন নি। এলিয়ে বসে পড়েছিলেন। তখনই হয়তো, চোখ থেকে চশমাটা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, চশমার কাঁচ ভাঙে নি। সম্ভবত ধীরে ধীরে শরীরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল।

অশোক নিচু হয়ে, গলার দিকে তীক্ষ্ণচোখে আবার দেখল। মনে হয়, নাইলনের দড়ি দিয়ে, ফাঁস দেওয়া হয়েছিল, এবং অত্যন্ত মোক্ষমভাবে। তথাপি অবাক লাগে,

ফাঁসটা খুনী খুলে নিয়েছে কী ভাবে? সে কি, শশীকান্তর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত, হাত দিয়ে ফাঁসটা চেপে রেখেছিল? তাহলে তো শশীকান্ত খুনীর হাত ধরতে পারতেন। অশোক নিচু হয়ে, শশীকান্তর দুটো হাতের আঙুল আর নখ দেখল। না, কোনো রক্ত বা মাংস লেগে নেই। থাকলে বোঝা যেত, খুনীর হাত উনি খামচে ধরেছিলেন। ও বলে উঠল, 'এ তো যেন পাক্কা ঠগীর কাজ দেখছি।'

শ্যামাপদ বলে উঠল 'ঠগী'?

অশোক বলল, 'হ্যাঁ, এরকম মোক্ষম ফাঁস দিয়ে মারা দেখলে, ঠগীদের কথাই মনে পড়ে যায়। তারা রেশমের সরু দড়ি দিয়ে মিনিটের মধ্যে কাজ সারতে পারত। কিন্তু ঠগীদের যুগ অনেককাল আগে চলে গেছে।'

শ্যামাপদ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হচ্ছে, ফাঁস দিয়ে মারা হয়েছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

এই সময় ডাক্তার এলেন। শ্যামাপদ বলল, 'আসুন ডাক্তারবাবু, দেখুন কাণ্ড।'

ডাক্তার রাজেন চ্যাটার্জি, মধ্যবয়স্ক। বললেন, 'তাই তো দেখছি।'

ডাক্তার চ্যাটার্জি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালে সকালে দু ঘণ্টা বসেন। বাকী অন্যান্য সময় নিজের চেম্বারে। পুলিসের ব্যাপার হলে, তাঁরই ডাক পড়ে। তিনি শশীকান্তকে পরীক্ষা করলেন। বললেন, 'মনে হয়, তিনটে থেকে চারটের মধ্যে মারা গেছে। শ্বাস বন্ধ করে মারা হয়েছে। গলায় দাগ দেখেও তাই মনে হচ্ছে। মনে হয়, ফাঁস লাগানোর এক মিনিটের মধ্যে মারা গেছে। পোস্টমর্টেমে পাঠালেই সঠিক জানা যাবে।'

অশোক তখন ঘরের মেঝে এবং দরজার কাছে নিরীক্ষণ করে দেখছিল। রাস্তার দিকের জানালা সবই বন্ধ। পাশের ঘরে যাবার দরজা ভেজানো। অশোক শ্যামাপদকে জিজ্ঞেস করল, 'ওদিকে দেখেছেন নাকি?'

'না। দেখবে?'

'দেখা দরকার। শশী দত্তর দেখা-শোনা করত কে?'

ঘরের একপাশে বসে থাকা, খালি-গা মাঝবয়সী লোকটিকে দেখিয়ে শ্যামাপদ বলল 'এই লোক। এর নাম শ্যাম।'

অশোক ঠোঁট টিপে হাসল, শ্যামাপদর দিকে একবার তাকাল শ্যামাপদ হাসির কারণটা বুঝে, মুখ গম্ভীর করল। চাকর আর তার একই নাম। অশোক ডাকল, 'এস তো শ্যাম, ঘরদোর একটু দেখাও।'

শ্যাম উঠে এল। তাকে ভীত এবং বিমর্ষ দেখাচ্ছে। তার কোমরে একটা বড় চাবির গোছা ঝুলছে। তাকে নিয়ে অশোক আর শ্যামাপদ পাশের ঘরে ঢুকল। খাট, আয়না-লাগানো আলমারি, পাশে ছোট একটি টেবিলে চুলের ব্রাশ, চিরুনি, পাউডার, স্নো, আফটার শেভিং লোশন, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, দামী গন্ধ তেলের শিশি, একটি

নেল-কাটার। কৃপণ হলেও, শশীকান্ত নিতান্ত অশৌখীন লোক ছিলেন না। অশোকের মনে আছে, পোশাকের ব্যাপারেও শশীকান্ত বেশ সচেতন আর রুচিশীল ছিলেন।

অশোক শ্যামকে জিজ্ঞেস করল, 'উনি কি এ ঘরে শুতেন?'

শ্যাম বলল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি কোথায় থাকো, শোও?'

শ্যাম একদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই দালানে।'

শোবার ঘর থেকে দালানে যাবার দরজাটা খোলা। অশোক দালানে গেল। বিরাট দালান, যেমন চওড়া, তেমনি লম্বা। সেকালের বাড়ির যেরকম ধরন ছিল, সেই রকম। দালানের পশ্চিম প্রান্তে, দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'ওপরে কে থাকে?' শ্যাম বলল, 'কেউ না বাবু। ওপরে তালা-বন্ধ থাকে। সব ঘরেই তালা-বন্ধ করে রাখা হয়। কেবল এই দালান, বাবুর শোবার বসবার ঘর, আর রান্না'ঘর খোলা থাকে।'

অশোক তা দেখল, দালান-সংলগ্ন বাকী ঘরগুলোতে তালা ঝুলছে। ও দালানের বাইরে রকে গেল। চওড়া বড় উঠোন। উঠোনের একদিকে রান্নাঘর, শূন্য গোয়ালঘর, পাঁচিল, পাঁচিলের ওপাশে সেই বাগান। রকের পশ্চিমে পায়খানা, দেওয়াল ঘেরা জলঘর, স্নানের জায়গা। এদিক থেকে দালান শোবার ঘর পেরিয়ে বসবার ঘরে গিয়ে কেউ শশীকান্তকে হত্যা করেছে বলে মনে হয় না। অবিশ্যি যদি বাড়ির কেউ খুন না করে থাকে, এবং বাড়ির কেউ বলতে একমাত্র শ্যামকেই বোঝায়। সে-ই একমাত্র লোক, যে এ বাড়িতে থাকে, শশীকান্তর দেখাশোনা করত। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'রান্নাবান্নাও তুমি করতে নাকি?'

শ্যাম বলল, 'না। দুপুরে একবেলা বাড়িতে খেতেন, আর সকালবেলার জলখাবার। রান্না করে পাঁচুঠাকুরের মা।'

'সে কে?'

'ওই মুকুজ্যে পাড়ায় থাকে। রেঁধেবেড়ে বাবুকে খাইয়ে, নিজের খাবার নিয়ে দুপুরে চলে যায়। বাবুর বিকেলের চা আমি নিজেই করে দিই।'

'বাবু রাত্রে খেতেন না?'

'বাড়িতে খেতেন না।'

'কোথায় খেতেন?'

শ্যাম চুপ করে রইল। শ্যামাপদ ধমক দিয়ে উঠল, 'কথা বল, চুপ করে থেকো না।'

শ্যাম মুখ নিচু করে বলল, 'মুকুজ্যে বাড়ির সেজঠাকরুণের বাড়িতে রাত্রে খেতেন।'

অশোক শ্যামাপদর সঙ্গে চোখাচোখি করল। অশোক চিনতে পারল, মুখুজ্যেদের

সেজঠাকরুণ মানে, নীলমাধব মুখুজ্যের বিধবা। মহিলার বয়স অনুমান চল্লিশ। অশোক তাঁকে দেখেছে। মহিলার রূপ-যৌবন এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে। একটি ছেলে আছে। অনেকদিন ছেলেটিকে অশোক দেখতে পায় নি। শশীকান্তর সঙ্গে মহিলার ঘটনা, শহরের অনেকেই কম বেশী জানে। কিন্তু অশোক এতটা জানত না, শশীকান্ত প্রত্যহ রাত্রে সে বাড়িতেই খেতেন। অসম্ভব কিছু না, মহিলা একলা একটি বাড়িতে থাকেন। নিচের তলা ভাড়া দেওয়া আছে। ওপরে নিজে থাকেন। অবস্থা খারাপ না। তাছাড়া শশীকান্ত তো ছিলেনই।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'সে কথা তুমি জানতে কী করে?'

শ্যাম বলল, 'আমি বাজার-টাজার পৌঁছে দিয়ে আসি। দরকার পড়লে বাবু আমাকে ও বাড়িতে পাঠাতেন, সেজঠাকরুণও ডেকে পাঠাতেন। তাইতেই জানি।'

শ্যামাপদ বলে উঠল, 'যত্তো সব চরিত্রহীনের ব্যাপার। তা তোমার বাবু রাত্রেও সেখানে থাকত নাকি?'

'না বাবু, রাত্রে বাড়িতে এসে শুতেন।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'প্রথম কে শশীবাবুকে ওই অবস্থায় দেখেছে?'

শ্যাম বলল, 'আমি বাবু, আমিই দেখেছি। সাড়ে তিনটে থেকে পৌনে চারটেয় বাবু চা খেতেন। আমি চা নিয়ে গিয়ে, ব্যাপার দেখে তাড়াতাড়ি লোকজন ডাকি।'

'তখন কি বসবার ঘরে ঢোকবার বাইরের দরজা খোলা ছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, খোলা ছিল।'

অশোক শ্যামের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কতদিন এখানে কাজ করছ?'

'তা একুশ-বাইশ বছর হয়ে গেল।'

'তোমার বউ-ছেলে-মেয়ে নেই?'

'আছে বাবু, গাঁয়ের বাড়িতে আছে। বছরে একবার সেখানে যাই।'

'তোমার কারোকে সন্দেহ হয়?'

'কিসের বাবু?'

শ্যামাপদ খেঁকিয়ে উঠল, 'খুনের, আবার কিসের? ন্যাকা! তুমি কী জান তা বল। কে খুন করেছে?'

শ্যাম জোড়হাত করে, কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল, 'আমি কিছুই জানি না বাবু।'

অশোক হাত তুলে, শ্যামাপদকে নিরস্ত করে, শ্যামকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জান, তা বলছি না। তোমার কি কারোকে সন্দেহ হয়? তোমার বাবুকে খুন করতে পারে, এরকম কেউ থাকতে পারে?'

শ্যাম একটু চুপ করে বলল, 'তা বাবু, কী বলব, আমার বাবুর আপন জনেরা তো

কত কথাই বলত। ছোটবাবুর বড়ছেলে রবি তো আমাকে কতদিন বলেছে, লাঠি মেরে সে নাকি একদিন বাবুর মাথাটা দু-ফাঁক করে দেবে।'

শ্যামাপদ বলে উঠল, 'ওটাকে আমি আজই অ্যারেস্ট করে চালান দেব। আর কে এরকম কথা বলত?'

শ্যাম বলল, 'ওই রবিই বেশি বলত। আর আর যারা, তারা এতটা না হলেও বাবুর নামে খারাপ কথা বলতে ছাড়ত না।'

অশোক তখন পার্টিশনের উঁচু দেওয়ালটা দেখছিল। ওই দেওয়াল টপকে, নিশিকান্তর বাড়ি থেকে কারোর আসা সম্ভব না। বাইরের দিক থেকে কেউ এসে মেরে থাকলে, সেই আততায়ী বাইরের দরজা দিয়েই এসেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যথায়—অশোক শ্যামের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবু কেমন লোক ছিলেন বলে, তোমার মনে হয়?'

অশোকের চোখ, শ্যামের চোখের ওপর নিবদ্ধ। শ্যাম বলল, 'লোকেরা অনেকে অনেক কথা বলত, কিন্তু আমার কাছে, আমার বাবু ভালো লোক ছিলেন।'

'তোমাকে বিশ্বাস করতেন?'

শ্যাম কোমর থেকে চাবির গোছা খুলে নিয়ে দেখিয়ে বলল, 'এই দেখেন বাবু, গোটা বাড়ি-ঘরের সব চাবি আমার কাছে। আমি না চাইতে বাবুর কাছে সব পেতাম। পুজোর সময় আমার বৌ-ছেলে মেয়ে সকলের জন্য জামা-কাপড় কিনে দিতেন।'

বলতে বলতে শ্যামের গলা ধরে এল, চোখে জল দেখা দিল। শ্যামাপদ হুমকে উঠতে যাচ্ছিল। অশোক ইশারায় বারণ করল। শ্যাম চোখ মুছে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, 'আমারই কপাল ভাঙল বাবু। বিশ্বাসের কথা বলছেন বাবু? আমি ছাড়া বাবুর কে ছিল? বাজার দোকান থেকে শুরু করে, সব আমি করতাম। বাবু পয়সা দিয়ে খালাস। কোনোদিন বলেন নি, শ্যাম এ হিসেবটা মেলে নি। অমন পাপ কাজ আমি কোনোদিন করি নি।'

অশোক কথাগুলো শুনল. শ্যামাপদকে ইশারা করে, আবার বাইরের ঘরে ফিরে এল। শ্যামাপদ জিজ্ঞেস করল, 'চাকরটাকে অ্যারেস্ট করব তো?'

অশোক বলল, 'আমার মনে হয় না, কোনো দরকার আছে। তবে ওর ওপর নজর রাখা দরকার। রবিকে আপনি থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। বেলা তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত ও কোথায় ছিল, কোনো প্রমাণ আছে কী না, জানতে চেষ্টা করবেন। এখন লাশ পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে দিন। পরে আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

শ্যামাপদ এস. আই-কে যথাবিহিত নির্দেশ দিয়ে, অশোককে আবার জিজ্ঞেস করল, 'রবিকে কিন্তু আমি ছাড়ছি না।'

অশোক একটু হেসে বললে, 'তা না ছাড়ুন, তবে একেবারে চালান করে দেবেন না। ওর বিরুদ্ধে মার্ডার কেস দেবার আগে, আপনাকে শ্যুর হতে হবে। নিশিকান্ত দত্ত, রবির বাবার ক্ষমতাও কিছু কম নেই, উনি লড়ে যাবেন।'

'ওসব আমি পরোয়া করি না। ওকে আমি যে-কোনো সময়েই অ্যারেস্ট করতে পারি। ওর বিরুদ্ধে অনেক অ্যালিগেশন আছে।'

'তা থাকতে পারে। আমি এই খুনের ব্যাপারে বলছি। চলুন, এবার যাওয়া যাক।'

বলতে বলতে অশোক বাইরে এল। খোলা চত্বর, ঠাকুরদালান, শিবমন্দিরের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে দেখল। মন্দিরের পিছনে গিয়ে, বাগানের পাঁচিলের কাছে দাঁড়াল। শ্যাওলাধরা পাঁচিল। অশোক ঠাকুরদালানের পিছনে গেল। এই পাঁচিল টপকানো, যে-কোনো লোকের পক্ষেই সম্ভব। তবে, তার কি কোনো দরকার ছিল? আততায়ী খোলা গেট দিয়ে অনায়াসেই এসেছিল হয়তো। মেহেন্দিপাড়া মোটামুটি নিরিবিলি, অনেক ফাঁকা পোড়ো জমি, বুনো ঝোপ, মজা পুকুর আশেপাশে ছড়ানো। স্টেশন-কেন্দ্রিক শহর, বাজারও সেদিকে। মেহেন্দিপাড়া স্টেশন থেকে অনেকটা দূরে। লোকজনের চলাচল কম। সকালে সন্ধ্যেয় যা একটু লোকের আসাযাওয়া। কেউ কলকাতায় যাবার জন্য স্টেশনে যায়, এবং আসে। সকালে বাজারে যাওয়া আছে। আর বাদবাকীরা চলাফেরা করে কলে-কারখানায়। ছেলেমেয়েরা স্কুলে। বেলা তিনটে থেকে চারটে, বেশ নিরিবিলি থাকবার কথা। আততায়ী নিশ্চয় জানত, শশীকান্ত এই সময়ে পড়াশোনা করে।

অশোক ঠাকুরদালানের পিছনে দাঁড়িয়ে ভাবল, তবু পাঁচিলটাকেও অবহেলা করার কিছু নেই। আততায়ী এদিক থেকেও আসতে পারে। অশোক পাঁচিল আর ঠাকুরদালানের তিন ফুট ফাঁকে, দুদিকে পা দিয়ে উঠল, বাগানের দিকে দেখল। বাগান বলতে আম নারকেল গাছ আর পুকুর। পুকুরের ওপারেও নারকেল গাছ, সীমানার পাঁচিল ঘেঁষে কিছু মানকচুর গাছ। নোনাধরা ইঁটের পাঁচিল, উচ্চতায় এই পাঁচিলের মতোই। পাঁচিলের ওপারে পর পর কয়েকটি বাড়ির পিছন দিক দেখা যাচ্ছে: ওটা মুখুজ্যে পাড়ার পিছন দিক। মাধব মুখুজ্যের বাড়ি কোন্‌টা? সব বাড়িগুলোই পুরনো, দু-একটা হালের তৈরি। কিন্তু ওদিক থেকে কে আসতে পারে? যদি শশীকান্তর জ্ঞাতি আত্মীয়দের কেউ খুনী হয়, সে বাগানের ভিতর দিয়ে, পাঁচিল টপকে আসতে পারে। এক্ষেত্রে তাকে আসতে হয়েছে পুবদিক থেকে। দত্তদের সেকালের পুরনো বাড়ি ওদিকেই ছড়ানো, এবং অংশে অংশে ভাগে ভাগে, সেখানেই অনেকে থাকে। এমন কি রবিও যদি খুনী হয়, ওকেও বাগানের পুবদিক থেকেই আসতে হয়েছে। কিন্তু অশোকের মনে রবি যেন তেমন দাগ কাটছে না। যদিও রবিকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখা যায় না। রাখা যায় না শ্যামকেও। আপাত দৃষ্টিতে যদিও

তাকে নির্ভেজাল মনে হচ্ছে। সে অস্বীকার করে নি, বাড়িতে ছিল না বলে। তার অ্যালিবাইয়ের কোনো প্রশ্নই আসছে না। সে খুনের সময় বাড়িতে ছিল। চা তৈরি করছিল। চা দিতে এসে নিহত শশীকান্তকে দেখতে পায়।

অশোক পাঁচিল থেকে নেমেই, শ্যামাপদর চড়া গলা শুনতে পেল, 'লোকটা কি হাওয়ায় উড়ে গেল? তুমি গেটে দাঁড়িয়ে আছ, অথচ দেখতে পেলে না?'

অশোক হাসল, বুঝল, শ্যামাপদ গেটের সিপাইকে ধমকাচ্ছে, ওকে খুঁজে না পেয়ে। ও মন্দিরের পিছন থেকে সামনে এসে দাঁড়াল। শ্যামাপদ বলে উঠল, 'এই যে, কোথায় গেছলে তুমি?'

অশোক বলল, 'পেছন দিকে।'

'আর আমি এদিকে খুঁজে মরছি।'

অশোক চত্বরের দূর্বাঘাসের দিকে নিরীক্ষণ করে দেখল, দেখতে দেখতে শশীকান্তর বসবার ঘরের বারান্দা পেরিয়ে, দরজার ভিতর দিকে তাকাল। শশীকান্তর চেয়ারটি একেবারে দরজার বরাবর। অশোকের ভুরু কোঁচকাল। ঠোঁট ওল্টাল। গেটের সামনে গেল। রাস্তার দিকে তাকাল। তারপরে শ্যামাপদর দিকে ফিরে, বলল, 'চলুন যাই।'

বলে ও আগে আগে গিয়ে জীপে উঠল। শ্যামাপদ এস. আই-কে আরো কিছু নির্দেশ দিয়ে, জীপে এসে উঠল। গাড়ি স্টার্ট করল। জিজ্ঞেস করল, 'কী বুঝলে?'

অশোক বলল, 'কিছুই না। এখন একটু চা চাই।' বলে সিগারেট ধরাল অশোক।

শ্যামাপদ বলল, 'আমার মনে হয়, এটা নির্ঘাত রবির কাজ।'

অশোক বলল, 'নাও হতে পারে। টাকার আর সম্পত্তির ব্যাপার হলে, আগে জানা দরকার, শশী দত্ত কোনো উইল করেছিলেন কী না। তাঁর ইনসিওরেন্সের নমিনি কে। টাকা পয়সা সম্পত্তির ব্যাপারে, হতাশায় আর রাগে, রবি বা জ্ঞাতিদের মধ্যে কারোর কিছু করা অসম্ভব না। কিন্তু অন্য ব্যাপারেও শশী দত্তর দুর্বলতা ছিল।'

'মানে তুমি মেয়েছেলের কথা বলছ?'

'ওই আর কি, নারীঘটিত। মাধব মুখুজ্যের বিধবা ছাড়া, আর কারোর আবির্ভাব হয়েছিল কী না, সেটা জানতে হবে। আর সেটা বোধহয় রবিই ভালো বলতে পারবে।'

'আমি রবিকে থানায় নিয়ে আসতে বলেছি।'

অশোক বলল, 'রবিকে কিন্তু যা জিজ্ঞাসাবাদ করার, আপনিই করবেন। একটু মাথা ঠাণ্ডা করে করবেন, যেন আপনি খুনীর খোঁজখবর জানতে চাইছেন, ওকে খুনী বলে আগেই চার্জ করে বসবেন না।'

'তুমি জিজ্ঞাসাবাদ করলে কী হবে?'

'রবির কমপ্লেকস্-এ লাগবে। আফটার অল্, আমি পুলিসের লোক না, ওরই সমবয়সী শহরের ছেলে! রেগে যাবে, কথা বলবে না।'

'আমি জুতিয়ে ওকে কথা বলাব।'

'ওটা করতে যাবেন না, লাভ হবে না। আমি ঘরের মধ্যে থাকতে পারি, এই পর্যন্ত।'

গাড়ি থানার কমপাউণ্ডে ঢুকল। শ্যামাপদ থানার বারান্দার সামনে জীপ দাঁড় করাল। অশোককে নিয়ে তার নিজের ঘরে গিয়ে, আগে চায়ের অর্ডার দিল। তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'আজ পর্যন্ত একটাও ভালো লোককে খুন হতে দেখেছ?'

অশোক হেসে উঠে বলল, 'কেন দেখব না? অনেক ভালো মানুষকেই খুন হতে দেখেছি। এই সেদিনও, ঘোড়দৌড়ের জন্য একটা নিরীহ বাচ্চা মেয়েকে মরতে হল, ভুলে গেলেন?'

শ্যামাপদ ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তা ঠিক। কিন্তু এই শশী দত্ত লোকটা মোটেই ভালো ছিল না।'

'খারাপই বা কী? বিধবার সঙ্গে প্রেম করতেন। তাতে কারোর কোনো ক্ষতি হচ্ছিল না।'

শ্যামাপদ খেঁকিয়ে উঠল, 'থাক. তোমার কাছ থেকে আমি ওসব শুনতে চাই না। পরের বিধবার সঙ্গে বদমাইসি করবে, তাকে আমি ভালো বলব, না?'

এ সময়ে চা এল। অশোক চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'লোকটা কিন্তু পণ্ডিত ছিল।'

'দরকার নেই অমন পাণ্ডিত্যে।'

'তাহলে আর খুনীকে খুঁজে কী লাভ। শশী দত্ত মরেছে, আপদ গেছে। ছেড়ে দিন না।'

শ্যামাপদ কয়েক সেকেণ্ড অসহায় ক্রুদ্ধ চোখে অশোকের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপরে বলল. 'ন্যাকা।'

অশোক হাসল। একজন সিপাই এসে বলল, 'রবি এসেছে।'

শ্যামাপদর সঙ্গে অশোকের দৃষ্টি বিনিময় হল। শ্যামাপদ সিপাইকে বলল, 'আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও।'

সিপাই চলে গেল। অশোক ওর চায়ের কাপ নিয়ে, তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে দূরে, কোণের একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। রবি ঢুকল। ড্রেনপাইপ ট্রাউজার, হাওয়াই শার্ট। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, রীতিমতো শক্ত পেশিবহুল চেহারা। মাথার চুল ছোট করে কাটা, ডান হাতের কবজিতে ঘড়ি। ঢুকে বলল, 'আমাকে ডেকেছেন?'

শ্যামাপদ গম্ভীর মুখে বলল, 'হ্যাঁ, বসো।'

রবি বসতে গিয়ে, অশোককে দেখতে পেল। চকিতের জন্য থমকে গেলেও মুখ ফিরিয়ে, শ্যামাপদর মুখোমুখি চেয়ারে বসল।

শ্যামাপদ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার জ্যাঠার খুনের খবর পেয়েছ?'

‘পেয়েছি।’

‘কোথায় পেলে?’

‘বাড়িতে বসেই।’

‘তখন বাড়িতেই ছিলে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কে যেন বলল, তোমাকে বাইরে দেখেছে?’

‘কখন?’

‘যখন তোমার জ্যাঠা খুন হয়েছে?’

রবি মুখের একটা ভঙ্গি করে বলল, ‘জ্যাঠার চাকর শ্যাম দেখেছে বোধহয়?’

‘তাও দেখতে পারে।’

‘ও তো তাই দেখবে। ও কোথায় ছিল জিজ্ঞেস করেছেন?’

শ্যামাপদ ধমকে উঠল, ‘ভালোভাবে কথা বল। আমি কী করেছি না করেছি, তার কৈফিয়ত তোমাকে দেব না।’

অশোক একটু নড়ে-চড়ে বসল। শ্যামাপদ ওর দিকে দেখল। তার শক্ত মুখ একটু নরম হল। রবির দিকে ফিরে বলল, ‘তোমার কথা বল। তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে?’

রবি বলল, ‘বললাম তো, বাড়িতেই ছিলাম। বিশ্বাস না হয়, বাড়ির লোকেদের জিজ্ঞেস করে দেখবেন। থানার লোক গিয়ে, আমাকে বাড়িতেই দেখেছে।’

শ্যামাপদ একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, ‘কে মারতে পারে বলে, তোমার মনে হয়?’

রবি বলল, ‘তা কী করে জানব।’

‘তুমি তো অনেক সময় শাসাতে, শশী দত্তর মাথায় লাঠি মেরে দু ফাঁক করে দেবে!’

রবি চুপ করে রইল। শ্যামাপদ বলল, ‘চুপ করে রইলে কেন? শাসাতে না?’

রবি একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলল, ‘শাসাবার কিছু নেই। জ্যাঠা লোকটি তো ভালো ছিল না, তাই হয়তো রাগের মাথায় কিছু বলেছি।’

‘কিসের রাগ? তোমাদের কি ঠকিয়েছে?’

‘ঠকায় নি। তা বলে নিজের জ্যাঠা তার সবকিছু অন্য মেয়েমানুষকে দেবে, ভাইপোরা তা সহ্য করতে পারে না।’

‘কাকে দিত?’

‘মাধব মুখুজ্যের বিধবাকে, সবাই জানে।’

‘আর কারুকে দিত না?’

'তাও দিতে পারে। যা চরিত্রের লোক!'

'তুমি ঠিক কী জান, আর কারোকে দিত?'

'টের পাই নি।'

'মাধব মুখুজ্যের একটি ছেলে আছে না?'

'আছে। তাকে তো জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে?'

'জেলে?'

'হ্যাঁ। নিজেদের লীলাখেলার অসুবিধা হচ্ছিল বলে, ছেলেটাকে কোন জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

শ্যামাপদ এবার অবাক। অশোকের দিকে তাকাল। অশোক গভীর চিন্তায় মগ্ন, মাথা নিচু করে শুনে যাচ্ছে। শ্যামাপদ রবির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, তা হলে তোমার জ্যাঠার খুনের বিষয় তুমি কিছুই বলবে না?'

রবি বলল, 'না জানলে কী করে বলব। কাঠ খেলে আংরা হাগতে হবে এতো জানা কথা। দেখুন গে, কোথায় কী কীর্তি করে বসে আছে।'

শ্যামাপদ বলল, 'সে সব আমরা দেখব। তবে তোমাকেও আমি সহজে ছাড়ছি না। এখন যাও। কিন্তু ডাকলেই যেন পাই। শহর ছেড়ে কোথাও যাবে না। তোমার বাবা কখন ফিরবেন?'

রবি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সাতটায়।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

রবি বেরিয়ে যাবার আগে, অশোকের দিকে আর একবার দেখল। শ্যামাপদ অশোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম বুঝলে?'

অশোক ওর জায়গা থেকেই বলল, 'রবি বেশ শক্ত আছে। বিশেষ মুখ খোলে নি। তবে এই খুনে ও খুশিই হয়েছে।'

'তার মানে, ও-ই খুন করেছে?'

'তা ঠিক বলা যায় না। ও যদি খুন না করে থাকে, বা খুনীকে চিনতে পারে, তবে তাকে ও বাঁচাবার চেষ্টা করবে।'

'তা হলে রবিই কারুকে দিয়ে খুন করাতে পারে?'

'অসম্ভব না।'

অশোক একটি সিগারেট ধরিয়ে, হাতের ঘড়ি দেখল। বলল, 'মনে আছে, বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

শ্যামাপদ বলল, 'হ্যাঁ তখন বলেছিলে বটে। কী কথা বল তো।'

অশোক বলল, 'এখন ছ'টা বাজে। চলুন একবার মাধব মুখুজ্যের বৌয়ের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।'

শ্যামাপদ একটু দ্বিধা করে বলল, 'কোনো লাভ আছে? খুনের পিছনে, তার কী মোটিভ থাকতে পারে?'

অশোক বলল, 'কেঁচো খুঁড়তে আপত্তি কী?'

'সাপ বেরোবে বলে আমার মনে হয় না। তবু বলছ যখন চল।'

শ্যামাপদর জীপে, অশোক আর শ্যামাপদ মুখুজ্যেপাড়ায় এল। মাধব মুখুজ্যের পুরোনো সেকেলে ধরনের বাড়ি। দরজা খোলা, সামনে উঠোন, বারান্দা, সংলগ্ন দালান। একজন মাঝবয়সী লোক, শ্যামাপদকে দেখে এগিয়ে এসে হাত তুলে নমস্কার করে বলল, 'কী ব্যাপার বড়বাবু?'

শ্যামাপদ বলল, 'আপনাদের বাড়ির মালিকের সঙ্গে একবার দেখা করব।'

লোকটি বারান্দার পূর্ব প্রান্তে সিঁড়ি দেখিয়ে বলল, 'ওপরে চলে যান, উনি বাড়িতেই আছেন।'

শ্যামাপদ বলল, 'চলুন না একটু ডেকে দেবেন।'

লোকটি ঘাড় কাত করে বলল, 'আসুন।'

লোকটির সঙ্গে অশোক আর শ্যামাপদ উঠোন পেরিয়ে, বারান্দায় উঠে, সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠল। দোতলার দরজা বন্ধ। লোকটি কড়া নেড়ে শব্দ করল। দরজা খুলে সামনে যে দাঁড়াল, তাকে ঝি বলে মনে হল। লোকটি বলল, 'সেজ-ঠাকরুণকে খবর দাও, থানার বড়বাবু দেখা করতে এসেছেন।'

ঝি-টি ভীত চোখে তাকিয়ে প্রায় দৌড়ে চলে গেল দালানের ভিতর দিয়ে। একটু পরেই মাধব মুখুজ্যের বিধবা এলেন। কালো ভেলভেট পাড়ের শাড়ি পরা, সাদা ব্লাউজ গায়ে, ফরসা নাতিদীর্ঘ স্বাস্থ্যবতী একজন মহিলা। মাথায় অল্প ঘোমটা টানা, সামনে ঘন কালো চুল দেখা যাচ্ছে। চেহারাটিতে লাবণ্যের থেকে, একটি ঝলকের তীব্রতাই যেন বেশি। ঠোঁটে পান খাওয়ার লাল দাগ। একটি সুগন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে গেল। মহিলা হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, 'আমার কাছে এসেছেন?'

শ্যামাপদ বলল, 'হ্যাঁ।'

মহিলা ডাকলেন, 'আসুন।'

শ্যামাপদ অশোককে নিয়ে ঢুকল। লোকটি নিচে নেমে গেল। দালানেই একপাশে টেবিল এবং কয়েকটি চেয়ার রয়েছে। টেবিলের ঢাকনাটি পরিষ্কার, এমব্রয়ডারি করা। সবই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মহিলা বললেন, 'বসুন।'

শ্যামাপদ বসে, অশোককে বলল, 'বসো।'

অশোক মহিলাকে বলল, 'আপনি বসুন।'

মহিলা অশোকের দিকে তাকালেন। অশোককে চেনেন বলে মনে হল না। তিনি

বসলেন। অশোক বসল। শ্যামাপদ জিজ্ঞেস করল, 'শশীবাবু খুন হয়েছেন, শুনেছেন নিশ্চয়ই?'

মহিলা মুখ নামিয়ে বললেন, 'শুনেছি। কে যে এমন সর্বনাশ করল, কে জানে।'

শ্যামাপদ জিজ্ঞেস করল, 'উনি কি আপনার এখানে আসতেন।'

মহিলা এক মুহূর্ত থেমে বললেন, 'আসতেন।'

'নিয়মিত?'

'হ্যাঁ।' মহিলা স্পষ্টভাবেই বললেন, 'রোজই সন্ধ্যের দিকে আসতেন। নিজের জ্ঞাতি-আত্মীয়দের সঙ্গে বনিবনা ছিল না। আমার হাতে খেতে ভালোবাসতেন, রাত্রে এখানেই খেতেন। আমার স্বামীরও খুব বন্ধু ছিলেন।'

শ্যামাপদ অশোকের দিকে তাকাল। অশোক বলল, 'আপনার তো একটি ছেলে আছে।'

মহিলা অশোকের দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'আছে। ও এখানে নেই।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় আছে?'

মহিলা একটু চুপ করে রইলেন। তারপরে বললেন, 'মোহন, মানে আমার ছেলে, খারাপ পথ ধরেছিল। রোজই টাকা-পয়সা সরাচ্ছিল, কিছুতেই সামলাতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত ওকে রিফরমেটারি জেলে পাঠিয়ে দিয়েছি, ছোট ছোট ছেলেদের যেখানে সংশোধন করা হয়।'

শ্যামাপদ বলে উঠল, 'তাই নাকি? তার মানে ফরস্টল রিফরমেটারি জেলে? কোথায় আছে এখন?'

'বাঁকুড়ায়।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'মোহনের বয়স কত?'

মহিলা বললেন, 'এই তো সবে পনেরোয় পড়েছে।'

অশোক আবার জিজ্ঞেস করল, 'রিফরমেটারিতে কতদিন গেছে?'

'এক বছর হল। ও এখন আগের থেকে অনেক ভাল হয়ে গেছে।'

'আপনি দেখতে গেছিলেন নাকি?'

মহিলা হঠাৎ যেন একটু থতিয়ে গেলেন, কিছু বলতে গিয়েও থমকে গেলেন। তারপরে বললেন, 'না, মানে ওখান থেকে রিপোর্ট পাঠিয়েছে, তাতেই জেনেছি। আর মাস ছয়েক বাদেই ওকে ছেড়ে দেবে।'

অশোক এমন গভীর চিন্তায় ডুবে গেল, শ্যামাপদ বিরক্ত বোধ করল। মহিলাকে আর কী জিজ্ঞেস করার আছে, বুঝতে পারছে না। মহিলাও চুপচাপ বসে আছেন। নিঃশব্দ সময় বহে চলেছে। বেশ কয়েক মিনিট পরে, শ্যামাপদ অশোকের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে? ওঁকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে?'

অশোক সুপ্তোত্থিতের মতো চমকে উঠে বলল, 'অ্যাঁ? না, আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই, চলুন যাওয়া যাক।'

বলে ও উঠে দাঁড়াল। মহিলাকে নমস্কার জানিয়ে, দুজনেই বেরিয়ে এল। অশোক জীপে উঠে বলল, 'এবার আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যান।'

শ্যামাপদ বলল, 'কিন্তু, কী বুঝলে?'

অশোক বলল, 'আর একটু ভাবি। কোথায় একটা গোলমাল হচ্ছে, এখনো ধরতে পারছি না। মোহন ছেলেটা সত্যি কতটা খারাপ ছিল, এটা জানা দরকার।'

'এর মধ্যে আবার জানাজানির কী আছে? চোর ছেলেকে সামলাতে পারছিল না, রিফরমেটারিতে পাঠিয়ে দিয়েছে, বেশ করেছে। সব বাপ-মা এরকম হলে, ভালো হত।'

অশোক একথার কোনো জবাব দিল না।

•

পরের দিন অশোককে দেখা গেল শহরের হাই ইস্কুলে। সেখান থেকে মুখুজ্যে পাড়ায়। মুখুজ্যেপাড়া থেকে মেহেন্দিপাড়ায়। বিকালে নিজেই থানায় গেল। শ্যামাপদর সঙ্গে দেখা করে বলল, 'আপনি তো ভালো ড্রাইভ করতে পারেন।'

শ্যামাপদ অবাক হয়ে বলল, 'সে তো তুমিও পারো।'

'পারি, কিন্তু আপনার লেফ্‌ট-হ্যাণ্ডার ল্যাটা জীপ চালাতে পারি না।'

'ওসব ভণিতা রেখে বল তো, এখন কী করতে হবে?'

'চলুন এখনই বেরিয়ে পড়ি, বাঁকুড়ায় বেড়িয়ে আসি।'

শ্যামাপদ কয়েক সেকেণ্ড হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুমি কি রসিকতা করছ নাকি? এখন যাব বাঁকুড়ায় বেড়াতে?'

'রসিকতা করব কেন? আপনি সঙ্গে না গেলে, ফরস্টল জেলে আমাকে ঢুকতে দেবে না। গেলে মনে হয়, আপনার শশী দত্তর খুনের সঠিক সংবাদটা জানা যাবে।'

শ্যামাপদ কয়েক সেকেণ্ড অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক বলছ?'

'আজ অবধি বেঠিক কিছু বলেছি বলে তো মনে হয় না। কাজটা হয়তো আমাকে নিজেকে একলাই করতে হত, কিন্তু আপনি যখন আমার সাহায্য চেয়েছেন, আপনিও আমাকে একটু সাহায্য করুন।'

শ্যামাপদ দৃঢ়স্বরে বলল, 'নিশ্চয় করব। আধঘণ্টার মধ্যে আমি তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। তুমি কি এই এক পোশাকেই যাবে?'

অশোক বলল, 'একটা রাত্রের তো মামলা। কাল সকালেই তো আবার আমরা বাঁকুড়া থেকে বেরিয়ে পড়ব।'

'তা হলে থানার ড্রাইভার নিয়ে যেতে হবে। সারারাত্রি গাড়ি চালিয়ে, আবার সকালেই আমি ড্রাইভ করতে পারব না।'

অশোক বলল, 'ঠিক আছে, ফেরবার সময় আপনার ল্যাটা স্টিয়ারিং আমিই ধরব।'

শ্যামাপদ তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এস. আই-কে ডেকে কাজকর্ম সব বুঝিয়ে দিয়ে, তার বাঁকুড়া যাবার কথা জানাল। তারপরে টেলিফোন করল সার্কল ইনস্পেকটরকে। থানা ছেড়ে যাওয়া এবং বাঁকুড়ার কথা জানাল। কথামতো, ঠিক আধঘণ্টার মধ্যেই সে প্রস্তুত হল এবং অশোকের মতোই একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়ল।

পাঁচটায় বেরিয়ে. দুর্গাপুর পৌঁছতে দশটা বেজে গেল। সেখানে থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে, আবার বাঁকুড়ার পথে। অশোক কেবল এইটুকু শ্যামাপদকে বলেছে, মোহন ইস্কুলের পড়াশোনায় কখনো ফাঁকি দিত না। পরীক্ষার রেজাল্ট বরাবরই ভালো করত। গত বছর সে ক্লাস নাইনে উঠেছিল। মোহনের বন্ধুরা কেউ-ই, তাকে চোর বলে বিশ্বাস করে না। তবে সে ভীষণ একরোখা আর জেদী।

বারোটার মধ্যেই বাঁকুড়ায় এসে গেল। রাত্রিটা একটা হোটেলে কাটাতে হল। পরের দিন সকালেই, বাঁকুড়া জেলের সামনেই, ফরস্টল জেলে গিয়ে দুজনে উপস্থিত হল। শ্যামাপদ নিজের আইডেন্টিটি দেখিয়ে, জেলারের সঙ্গে দেখা করল। অশোক আগেই বলে রেখেছিল, মোহনকে আলাদা ঘরে বসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তবে জেলারকে কারণটা জানাতে হবে। কিন্তু মোহন যা বলবে, সব কথা জেলারকে জানানো চলবে না। শ্যামাপদ অশোকের কথা মেনে নিয়েছে।

জেলার আপত্তি করলেন না, বললেন, 'মোহন তো পরশুই ওর মায়ের সঙ্গে প্যারোলে দেখা করতে গেছল। কিন্তু এই খুনের সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক থাকতে পারে?'

শ্যামাপদ যেন বজ্রাহত হল, মোহনের পরশু দিন প্যারোলে বাড়ি যাবার কথা শুনে। সে অশোকের দিকে তাকাল। অশোক অবিকৃত মুখে, চুপ করে রইল। জেলার মোহনকে ডেকে দিতে বললেন।

কিছুক্ষণ পরেই মোহন এল। বেশ স্বাস্থ্যবান চেহারার ছেলে। এই বয়সেই বেশ লম্বায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ও শ্যামাপদ আর অশোককে দেখল। অবাক হল না, কিন্তু চিনতে পেরেছে, বোঝা গেল। জেলার বললেন, 'এঁরা তোমার দেশের লোক, তোমাদের থানার ও.সি। চেনো?'

মোহন ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো। জেলার বললেন, 'ওঁরা তোমার সঙ্গে একটু কথা বলবেন। ওঁদের সঙ্গে পাশের ঘরে যাও।'

মোহনের মুখ কচি কিন্তু এখানে থাকার দরুন কী না কে জানে, ওকে একটু উগ্র দেখাচ্ছে। ও শ্যামাপদ আর অশোকের সঙ্গে পাশের ঘরে গেল। একটা টেবিল আর

খানকয়েক চেয়ার ছাড়া কিছু নেই। শ্যামাপদ আর অশোক বসল, অশোক বলল, 'মোহন, বসো।'

মোহন বলল, 'আমার বসার দরকার নেই। আপনারা কী জন্য এসেছেন, জানি। শশী দত্তর খুনের ব্যাপার তো?'

অশোক বলল, 'হ্যাঁ, তুমি কিছু জানো নাকি?'

মোহন বলল, 'জানি মানে, আমি নিজের হাতেই শশী দত্তকে মেরেছি।'

শ্যামাপদ লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, অশোক নিরস্ত করে বলল, 'আচ্ছা, আমি যা যা জিজ্ঞেস করছি, তুমি তার জবাব দাও! তুমি প্যারোলে মাকে দেখতে গিয়েছিলে, শশী দত্তকে খুন করার মতলব নিয়েই, না?'

'হ্যাঁ। ওই শয়তানটার মতলবেই মা আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে জেলে পাঠিয়েছে। আমি কখনো চুরি করি নি।'

'জানি, তুমি পাইখানায় যাবার নাম করে, পৌনে তিনটের সময় শশী দত্তর বাগানের পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকেছিলে, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি জানতে, শশী দত্ত সেই সময় বাইরের ঘরে পড়াশোনা করে।'

'জানতাম। আমি ভগবানকে ডেকেছিলাম, যেন লোকটাকে ঠিকমতো পাই।'

'তাই পেয়েছিলে। কী দিয়ে, কী ভাবে ফাঁস দিয়েছিলে?'

'আমার আণ্ডারওয়ারের ইলাস্টিক ফিতের দড়ি দিয়ে। পিছন থেকে ফাঁসটা পরিয়ে দিয়েই, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে গিঁট দিয়ে টেনেছিলাম।'

'শশী দত্ত কোনো শব্দ করে নি?'

'একটু না।'

'দড়িটা খুলে নিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, যখন দেখেছিলাম, শশী দত্ত এলিয়ে পড়েছে, তখন খুলে নিয়ে আবার দৌড়ে চলে এসেছিলাম।'

'তার মানে, যেতে আসতে আর কাজটা করতে তোমার সময় লেগেছিল পাঁচ থেকে ছ' মিনিট?'

'ওই রকম।'

'কেউ জানতে বা দেখতে বা বুঝতে পারে নি?'

'কেউ না। আমি ঠিক চারটের সময়, এখানকার জেলের পুলিসের সঙ্গে, গাড়িতে করে চলে এসেছি।'

অশোক উঠে দাঁড়াল। আবার জিজ্ঞেস করল, 'কেন মারলে?'

মোহন বলল, 'আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। একদিন না একদিন ওকে মারতামই।'

অশোক শ্যামাপদকে বলল, 'চলুন, যাওয়া যাক।'

শ্যামাপদ বলল, 'তার মানে?'

অশোক বলল, 'তার মানে, আপনি সব জানলেন। এর পরে আপনাকে কোর্টে প্রমাণ করতে হবে, যদি আপনি ওকে ধরেন। এই স্বীকারোক্তিটা কিছুই না, যতক্ষণ না কোর্টে স্বীকারোক্তি দিচ্ছে। এখন ফিরে চলুন, তারপর যা ব্যবস্থা করতে হয় করবেন।'

শ্যামাপদ যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। কী বলবে, কিছু ভেবে পাচ্ছে না। বলল, 'তার মানে তুমি বলতে চাও, ওকে ছেড়ে দেব?'

অশোক বলল, 'ছাড়বেন কেন। আপনি সবই জানলেন। কিন্তু এখন এখানে কিছু বলবার দরকার নেই। ও তো এখানেই রয়েছে। আপনি অপরাধীকে শাস্তি দেবার সব সুযোগ পাবেন। কিন্তু আমাকে যা কথা দিয়েছেন, তা করুন। এখন এখানে কিছু না বলে, আমরা রওনা হব।'

শ্যামাপদ উঠে দাঁড়াল। মোহন বলল, 'আমি কিছুই অস্বীকার করব না।'

অশোক মোহনের দিকে দেখল। তারপর ঘরের বাইরে চলে গেল। ওরা যখন জীপ নিয়ে রাস্তায় বেরোল, অশোক বলল, 'খুন নিশ্চয়ই অপরাধ। কিন্তু কোনো অপরাধই নির্বিচারে চালিয়ে যাওয়া যায় না। ছেলেটার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে।'

শ্যামাপদ গম্ভীর মুখে গাড়ি চালাতে লাগল।

প্রিয়তম সে

অশোক সকালবেলা রকে বসেছিল ওর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে, যেমন অন্যান্য দিনও বসে থাকে। কলকাতা থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে, ছোট মফস্বল শহরে, অশোকদের বাড়ি ঠাকুরবাড়ি বলেই পরিচিত; এবং মন্দির-সংলগ্ন এ ঠাকুরবাড়ির রকে, একশো বছর আগেও আড্ডা বসত। তবে সে-সব আড্ডা ছিল ন্যায়তীর্থ, তর্কচূড়ামণি স্মৃতিশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের। ঠাকুববাড়ির বর্তমান বংশে, এখন আর সে-রকম কোনো পণ্ডিত নেই।

অশোক এক বংশধর। ট্রাউজার-শার্ট পরে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারে, দামী সিগারেট খায়। ওর দুই দাদা, বাইরের দিকে দুই ঘরে, ধ্রুপদ সংগীত চর্চা আর জ্যোতিষী শাস্ত্র চর্চা করে এবং তা এতই সোচ্চার, দরজা-বন্ধ ঘর থেকেও তার প্রবল চিৎকার ভেসে আসছে!

অশোকদের আড্ডায় ইতিমধ্যেই, রাস্তার মোড় থেকে কয়েক প্রস্থ মাটির ভাঁড়ে চা এসেছে। খাওয়া পরার দিক থেকে, তিন ভাইয়েরই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবন। পূর্বপুরুষেরা যা রেখে গিয়েছেন, অবিবাহিত তিন ভাইয়ের পক্ষে তা শেষ করা সম্ভব

হবে না, কারণ কারোর বাতিকই এমন ধরনের না যাতে প্রচুর অর্থব্যয়ের দরকার করে।

অশোকদের আড্ডায় এখন শহরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চলছে। এই সময়ে, অশোকদেরই বয়সী, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি যুবক রকের সামনে এসে দাঁড়াল। চোখে চশমা, উস্কোখুস্কো চুল, সাধারণ ট্রাইজার-শার্ট পরা। চোখে-মুখে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য আছে, দৃষ্টিতে গভীরতা। তার দিকে এক সেকেণ্ড তাকিয়েই অশোক অবাক হয়ে বলে উঠল, 'এ কি করে চিত্ত, তুই কোথা থেকে?'

চিত্ত যার নাম, সে একটু হেসে বলল, 'কোথা থেকে আবার কলকাতা থেকেই এবং তোর কাছেই।'

অশোকের চোখে বিস্মিত জিজ্ঞাসা। ও বন্ধুকে অভ্যর্থনা করল, 'উঠে আয়। এখানেই বসবি, না ঘরে যাব?'

অশোক বলল, 'সে-রকম জরুরী দরকার থাকলে কলকাতা থেকে একটা টেলিফোন করতে পারতিস!'

চিত্ত রকে উঠে বাঁধানো পরিচ্ছন্ন শানে বসে বলল, 'তা পারতাম। একবার ভেবেছিলাম, তাই করব। কিন্তু ভেবে দেখলাম, আমার কথা জরুরী হলেও, টেলিফোনে বলা সম্ভব না। অবিশ্যি একথাও ভেবেছিলাম, টেলিফোন করে তোকে কলকাতায় ডাকি। পরে মনে হল, কী অবস্থায় আছিস না আছিস—'

অশোক হেসে বলল, 'আমি আবার কী অবস্থায় থাকব। খাচ্ছিদাচ্ছি কাঁসি বাজাচ্ছি।'

কথাটা বলেও, অশোক চিত্তর দিকে তাকিয়ে ঠিক নিশ্চিন্ত বোধ করল না। চিন্তিত অনুসন্ধিৎসু চোখে, চিত্তর দিকে একবার দেখে, ও বলল, 'আমরা তো এমনি আড্ডা দিচ্ছি। এরা বাড়ি চলে যাক, আমি বরং তোর কথাই আগে শুনি!'

চিত্ত একটু বিব্রত অস্বস্তিতে অশোকের পাড়ার বন্ধুদের দিকে তাকাল। বন্ধুরা সবাই বলে উঠল, 'তাকে কী হয়েছে? আমরা এখন চলি।'

সকলেই চলে গেল।

অশোক যখন কলকাতার কলেজে পড়ত, চিত্ত তখন ওর সহপাঠী ছিল। অশোক কলেজ ছেড়ে এলেও, চিত্তর সঙ্গে যোগাযোগটা বরাবরই রয়েছে। টেলিফোনে মাঝে মাঝে কথাবার্তা হয়। অশোক কলকাতায় গেলে, চিত্তদের বাড়িতে যায়। বর্তমানে চিত্ত একটি বেসরকারী অফিসে চাকরি করছে এবং আইন ও সি.এ. পড়ছে, অশোক তাও জানে।

অশোক বলল, 'চল, বাড়ির ভেতরে যাই।'

চিত্ত বলল, 'তার কি দরকার। এখন তো আমরা এখানেই কথা বলতে পারি।'

অশোক বলল, 'তা হলে আমি পিসিমাকে তোর খাওয়ার কথা বলে আসি।'

চিত্ত বাধা দিয়ে বলল, 'তার কোনো দরকার নেই অশোক, আমি তাড়াতাড়ি ফিরে

যেতে চাই, আর তোকে নিয়েই ফিরে যেতে চাই। তাব আগে কিছু কথা সেরে নেওয়া দরকার।'

অশোক বলল, 'কথা সারতে সারতেও তো সময় লাগবে। তারপর একটু খেয়ে নিয়ে কলকাতায় যাওয়া যাবে। তুই বোস, আমি পিসিমাকে বলে আসছি।'

অশোক চিত্তর আর কোনো কথা না শুনে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। পিসিমাকে জানিয়েই, আবার ফিরে এল। কিন্তু অশোক কিছুমাত্র অনুমান করতে পারছে না, চিত্ত কী কারণে আসতে পারে। সেজন্য কৌতূহলবশত আগেই জিজ্ঞেস করল, 'এবার বল তো কী ব্যাপার? তোদের বাড়ির সবাই ভালো তো?'

চিত্ত চিন্তিত এবং একটু গম্ভীর। বলল, 'আমাদের বাড়ির সবাই মোটামুটি ভালো। তবে পরশু রাত্রে আমার ছোটপিসিমা মারা গেছেন, সেই নিয়ে সকলেরই মন খারাপ।'

অশোক ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'তোর ছোটপিসিমা? তাঁকে কখনো দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না তো?'

চিত্ত বলল, 'তুই ছোটপিসিমাকে কখনো দেখিস নি। উনি আলাদা থাকতেন, মাঝে-মধ্যে আমাদের বাড়িতে আসতেন। তাঁর কথা বোধহয় তোকে আমি বলেছি, তোর মনে নেই।'

অশোক এক মুহূর্ত মনে করবার চেষ্টা করল, তারপরেই বলে উঠল, 'ও, তোর যে পিসিমা সন্ন্যাসিনী ছিলেন?'

চিত্ত ওর দুঃখের মধ্যেও একটু হেসে বলল, 'ঠিক সন্ন্যাসিনী ছিলেন না, তবে চিরকুমারী এবং খুব ধর্মপ্রাণা ছিলেন। একলা থাকতেন, একটা ভালো চাকরি করতেন।'

অশোক বলল, 'মনে পড়েছে। তোর মুখ থেকেই শুনেছি, উনি কোন আশ্রমে যেতেন, আর তা থেকেই আমার সন্ন্যাসিনীর কথা মনে হয়েছে। আসলে তোর ছোটপিসিমাকে আমি মনে মনে সন্ন্যাসিনীই ভাবতাম। তা কী হয়েছিল, হঠাৎ মারা গেল?'

চিত্ত বলল, 'সে কথা বলতেই তোর কাছে এসেছি।'

অশোক সব কথা না শুনেই, এবার চিত্তর আগমনের হেতু অনুমান করতে পারল, এবং মনে মনে অস্বস্তি ও বিব্রত বোধ করল। চিত্ত বলল, 'তুই যেন কেমন গুটিয়ে যাচ্ছিস মনে হচ্ছে?'

অশোক একটি সিগারেট ধরাল। চিত্তকে দিল না, জানে চিত্ত ধূমপান করে না। বলল, 'এর জন্য আবার আমার কাছে এলি কেন? আমার অস্বস্তি হচ্ছে। সে-রকম গুরুতর কিছুই আমি সমাধান করতে পারি না।'

চিত্ত বলল, 'তা বললে হয় না, তোর রিসেন্ট জিনা তরফদার মার্ডারের রহস্য উদ্ঘাটন রীতিমতো একটা আলোড়ন। তোর কথাই আমার আগে মনে পড়ল। অবিশ্যি কিছুই করার নেই হয়তো, তবু আমি তোকে সব কথা বলতে চাই।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'তোর ছোটপিসিমা কি খুন হয়েছেন?'

চিত্ত বলল, 'সে কথা কেউ বলে নি। পুলিসের মনে যা-ও বা একটু সাস্‌পিশন ছিল, আত্মীয়-স্বজনরা কেউ-ই সে-সব ঝামেলায় যেতে চান নি। তা ছাড়া খুনের কোনো কারণও নেই, ঘর থেকে কিছু খোয়াও যায় নি। অথচ এটাও ঠিক, আত্মীয়রা ঝামেলা এড়াতে চাইলেও, সকলের মনেই কেমন যেন একটা কাঁটা বিঁধে আছে, সেটা আমি জানি।'

অশোক একটু হেসে বলল, 'অন্তত আর কারোর মনে না থাকুক, তোর মনে যে বিঁধে আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

চিত্ত স্বীকার করল, 'যথার্থ বলেছিস।'

অশোক জিজ্ঞেস করল. 'পোস্টমর্টেম হয়েছিল?'

'না, সে-সব কিছুই হয় নি। পুলিশ আমার বাবার আর মেজ পিসেমশায়ের কথার ওপরে নির্ভর করেই, ঘাটাঘাটি করে নি। সকলেই একবাক্যে বলেছেন, ছোটপিসিমার কোনো শত্রু থাকতেই পারে না, ছিলও না, এবং তাঁর খুন হবার কোনো কারণই নেই, তিনি নিশ্চয়ই হার্টফেল করে মারা গেছেন। পরশু রাত্রে মারা গেছেন, গতকাল দুপুরেই কেওড়াতলায় দাহ হয়েছে?'

অশোক বলল, 'তবে আর কি, সব তো মিটেই গেল। তোর কি সন্দেহ আছে নাকি, ছোটপিসিমার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়?'

'স্বাভাবিক যে নয় তার প্রথম প্রমাণ, পুলিস এল কেন? হার্টফেল করে মরলেই পুলিস আসে না, তাদের খবর দিতে হয়। পুলিসকে খবর দেওয়া হয়েছিল। ছোটপিসিমার ঘরের দরজা খোলা ছিল, তাকে মৃত অবস্থায় তাঁর খাটের নিচে ঘরের মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখা যায়, এবং আরো দু'একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মতো ছিল।'

'যথা?'

'যথা—', চিত্ত একটু ভাবল, তারপরে বলল, 'ছোটপিসিমার ব্লাউজটা গায়ের থেকে, গলার কাছে গোটানো ছিল, গলার কাছে ঘষটানো দাগ ছিল, তাতে যেন ছাল উঠে গিয়ে, একটু রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল। ঠোঁটের বাইরে কোনোরকম রক্ত না দেখা গেলেও, দাঁতে মাড়িতে জিভে রক্তের দাগ ছিল।'

অশোক ভুরু কুঁচকে অন্যমনস্ক হল, কিন্তু একটু পরেই আবার বলল, 'কিন্তু সত্যি যদি ওঁর কোনো শত্রু না থেকে থাকে—'

চিত্ত বাধা দিয়ে বলল, 'কেউ তা জানত না, আমিও জানি না, কিন্তু তা থেকেই কি প্রমাণ হয় তাঁকে কেউ খুন করতে পারে না?'

'না, তা প্রমাণ হয় না। খুনের বিষয়ে এরকম কিছুই স্থির করে বলা যায় না।'

বলে একটু থেমে, আবার জিজ্ঞেস করল, 'উনি কি একলা একটা বাড়িতে থাকতেন?'

'না, উনি যে বাড়িতে থাকতেন, সেটা একটা মহিলাদের হোস্টেল বলা যায়। ওঁর মতো চাকুরিজীবী মহিলা যাঁরা চিরকুমারী বা নিঃসন্তান বিধবা, তাঁরাই ও বাড়িতে থাকতেন। আমি সেখানে অনেকবার গেছি।'

'মহিলাদের সংখ্যা?'

'তা প্রায় বারো-চোদ্দজন হবেন। সকলেরই আলাদা আলাদা ঘর। কমন বাথরুম, দোতলা বাড়ি।'

'তার মানে, তুই বলতে চাইছিস, সেইসব মহিলারা কেউ কিছু করে থাকতে পারেন?'

'সেটা আমি জোর দিয়ে কিছুই বলতে পারছি না। আমার একমাত্র সন্দেহ, ছোটপিসিমার মৃত্যু স্বাভাবিক না।'

'কেন? দরজা খোলা ছিল বলে?'

'এবং মেঝেয় পড়ে ছিলেন, গায়ের জামা গলার কাছে গোটানো, ঘষটানো দাগের সঙ্গে রক্তের—'

অশোক বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু ঘর থেকে কিছুই খোয়া যায় নি!'

চিত্ত একটু থতিয়ে গিয়ে বলল, 'না, তা অবিশ্যি যায় নি।'

'কী কী ছিল ঘরে, মানে মূল্যবান জিনিসপত্র।'

চিত্ত একটু ভেবে বলল, 'যা কিছু সবই দেওয়াল-আলমারিতেই ছিল। প্রায় শ' তিনেক টাকার নতুন জামাকাপড়, প্রেজেন্টেশনের জন্য কিনেছিলেন। আটশো টাকার মতো ক্যাশ, ব্যাঙ্কের পাস-বই, দুটো চেক-বই, আর ছোট একটা স্টীলের ক্যাশ-বাক্স, কুড়ি-একুশ ভরি সোনার গহনা।'

'সে-সবে কোনোরকম হাত পড়ে নি?'

'না।'

'আলমারি চাবি-বন্ধ ছিল?'

'চাবি-বন্ধ ছিল, কিন্তু চাবির ছিদ্রেই চাবি লাগানো অবস্থায় ছিল।'

অশোক কপাল কুঁচকে একটু ভাবল, জিজ্ঞেস করল, 'উনি তো শুনেছি মোটেই সাজগোজ করতেন না, সাধারণভাবে থাকতেন, চাকরি আর ধর্ম, আশ্রম ইত্যাদি নিয়ে থাকতেন। কিন্তু এত গহনা গড়িয়েছিলেন কেন?'

'সে-সব গড়িয়েছিলেন অনেক আগে। একুশ বছর বয়সে চাকরিতে ঢোকেন, মারা গেলেন একচল্লিশ বছর বয়সে। প্রথম দিকে কিছু শখ-টখ ছিল। তা ছাড়া, টাকাকে সোনা করে রাখা আমাদের সমাজে সংসারে একটা চালু ব্যাপার।'

অশোক বলল, 'তা ঠিক। উনি বিয়ে করেন নি কেন?'

চিত্ত বলল, 'শুনেছি কী অসুখ-বিসুখ ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে সে-রকম কিছু বোঝা যেত না।'

'দেখতে কেমন ছিলেন?'

'মোটামুটি। সুন্দরী বলা যায় না কোনোরকমেই। গায়ের রং ময়লাই বলতে হবে। তার মধ্যেই একরকম দেখতে ছিলেন, হত-কুচ্ছিৎ বলা চলে না।'

অশোক তথাপি জিজ্ঞাসা করল, 'তবু, আর একটু পরিস্কার করে বল।'

চিত্ত অশোকের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। কী বুঝল, কে জানে, বলল, 'চোখ-মুখ ভালো ছিল, শার্প বলতে যা বোঝায়, শরীরের কাঠামো ভালোই ছিল, যেটা আগেই বললাম, বাইরে থেকে দেখতে ছোটপিসিমার কোনো অসুখ ছিল বলে মনে হত না।'

অশোক চুপ করে খানিকক্ষণ ভাবল। তারপরে বলল, 'কোনো মূল্যবান জিনিস যখন খোয়া যায় নি, মনে হয়, কোনো চোরের কাজ এটা নয়; যদি আমরা ধরে নিই, উনি খুন হয়েছেন, বয়স বলছিস একচল্লিশ হয়েছিল। তার ওপরে উনি ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলা। প্রেম-সংক্রান্ত ব্যাপারে, তিনি কারোর রাইভাল হতে পারেন না, বা কোনো পুরুষের বিরাগভাজন হবারও সম্ভাবনা নেই।'

চিত্ত মাথা নেড়ে বলল, 'আমার মনে হয় না, ছোটপিসিমার জীবনে ওসব ছিল। একটা মানুষকে দেখলে তো বোঝা যায়।'

অশোক বলল, 'ভাবতে গেলে অনেক কিছুই ভেবে নেওয়া যায়। হয়তো ব্ল্যাকমেল করতেন, অথবা কোনো একটা বিশেষ চক্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন—সে চক্র হয়তো ওঁর ধর্মীয় ব্যাপারের মধ্যেই হতে পারে। কিন্তু অন্ধের মতো সে-সব হাতড়ে কোনো লাভ নেই। আপাতত খুনের মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে না। তবু জোর করে বলা যায় না, তিনি খুন হয়েছিলেন বা হন নি। ওঁর ব্যাঙ্কে কত টাকা ছিল, শুনেছিস কিছু?'

চিত্ত বলল, 'তা প্রায় বারো-তেরো হাজার টাকা, সবই সেভিংস অ্যাকাউন্ট।'

'বাড়িতে টাকা-পয়সা দিতেন?'

'কোনো প্রয়োজন ছিল না। নর্থ বেঙ্গলে আমাদের বাড়ির অবস্থা খুবই ভালো। তবে মেজপিসিমাকে মাঝে-মধ্যে সাহায্য করতেন।'

'কেন?'

'মেজপিসিমার অবস্থা ভালো না। তাঁর চারটি ছেলেমেয়ে, পিসেমশাইয়ের চাকরিটা খুবই সাধারণ।'

'তা হলে তোর একজন বড়পিসিমাও আছেন?'

'হ্যাঁ, এবং তিনিও ছোটপিসিমার মতোই চিরকুমারী, ধর্মপ্রাণা। থাকেন নর্থ বেঙ্গলেই, আমাদের বাড়িতে।'

অশোক আবার একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। তিন বোনের মধ্যে একজন বিবাহিতা। বাকী দু'জনের জীবন প্রায় একরকম, তফাত কেবল ছোটপিসিমা চাকরি করতেন, কলকাতায় একটা মহিলা আবাসিক ভবনে বাস করতেন। যদিও আপাত ঘটনার

সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। কেবল একটা কথা অনুমান করা যায়, একই পরিবারে দুই কন্যারই বিবাহে অনিচ্ছা এবং ধর্ম নিয়ে থাকায় বেশ মিল আছে। ব্যাধির কথা যদি সত্যি হয়, দুই বোনেরই কি একই ব্যাধি?

অশোক জিজ্ঞাসা করল, 'তোর মেজপিসিমা কি সুখী? মানে বিবাহিত জীবনে সুখী?'

চিত্ত বলল, 'সেটা বলা ভাই মুশকিল। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। তবে প্রায়ই অসুস্থ থাকে, আর খিটখিটে মেজাজের মানুষ।'

অশোক আবার জিজ্ঞেস করল, 'তোর কেন সন্দেহ হচ্ছে, তার ছোটপিসিমা খুন হয়েছেন? যা বললি, শুধু সেই কারণেই?'

'হ্যাঁ।'

'কারোকে তুই সন্দেহ করিস?'

চিত্ত একটু ভেবে বলল, 'একটা ছেলেকে আমার যেন কেমন সন্দেহ হয়।'

'যথা? সেই ছেলেটি কে?'

'একটি ছেলে ছোটপিসিমার কাজকর্ম করত, হাতে-পায়ে তেল মালিশ করে দিত।'

'কত বয়স তার?'

'কত আর, বারো-তেরো বছর। তবে ছেলেটা খুন করেছে বলে আমি মনে করি না। হয়তো কিছু জানতে পারে। কিন্তু ও পুলিসকে বলেছে. রোজকার মতোই ও রাত্রি ন'টায় নিজেদের বাড়ি চলে গিয়েছিল। মা, অর্থাৎ ছোটপিসিমা তখন বেশ ভালোই ছিলেন।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'ঘরের মেঝেয় মৃত অবস্থায় তুই ওঁকে দেখেছিলি?'

'দেখেছি।'

'কী অবস্থায় পড়েছিলেন?'

'চিত হয়ে, কিন্তু কোমরের কাছ থেকে একটু বাঁ পাশে কাত ফেরানো।'

'নিচের দিকে কাপড়-চোপড় ঠিকই ছিল?'

'হ্যাঁ, ছিল।'

অশোক বলল, 'আর একটি কথা জিজ্ঞেস করি, তোর ছোটপিসিমা মারা গেলে, তাঁর নগদ টাকাকড়ি সোনা কে পাবে? কোনো লেখাপড়া আছে কিছু?'

চিত্ত বলল, 'সে বিষয়ে কিছু জানি না।'

ওঁর আলমারিতে কোনো কাগজপত্র বা দলিল, কিছু পাওয়া যায় নি?'

'না। থাকলেও তা চোখে পড়ে নি।'

'কেন, পুলিসের সামনেই তো সে-সব দেখা উচিত ছিল।'

'টাকা-পয়সা গহনা ইত্যাদি দেখা হয়েছিল, যাতে বোঝা যায়, কিছুই খোয়া যায়

নি। দলিল-দস্তাবেজ কিছু ঘেঁটে দেখা হয় নি?'

'দেখা উচিত ছিল। আলমারির চাবি এখন কার কাছে?'

'বাবার কাছে। কিন্তু আলমারিতে এখন কিছুই নেই। এতক্ষণে বোধহয় সবই আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। সে-রকমই কথা ছিল, আজ সকালে ছোট-পিসিমার যাবতীয় আসবাব এবং জিনিসপত্র আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসা হবে।'

অশোক খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'সেই ছেলেটার সঙ্গে দেখা করা যায়?'

চিত্ত বলল, 'কেন যাবে না?'

'আর উনি যে হোস্টেলে থাকতেন, সেখানকার মহিলারা আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন?'

'আশা করি দেবেন। ওঁরা অনেকেই আমাকে খুব স্নেহ করেন।'

'তবে চল, খেয়ে-দেয়ে কলকাতায় যাই। তোর মনে যখন একটা কাঁটা বিঁধেই আছে, দেখা যাক সেটা সত্যি, না তোর মন-গড়া।'

চিত্ত বলল, 'তা হলেই আমি খুশি।'

অশোক চিত্তর সঙ্গে কলকাতায় এসে, আগে গেল সেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে। উত্তর কলকাতায় একটি বস্তিবাড়িতে ছেলেটি থাকে। আবাসিক ভবনটিও উত্তর কলকাতাতেই, বস্তি থেকে বেশি দূরে না। ছেলেটিকে বাড়িতেই পাওয়া গেল।

ছেলেটির চেহারা সত্যি সুন্দর। একমাথা কালো চুল, শ্যামবর্ণ, ডাগর চোখ, চোখা নাক, কমনীয় আর মিষ্টি। চাহনি নিষ্পাপ, ময়লা হাফপ্যান্ট আর বুক-খোলা জামা গায়ে। চিত্ত তাকে নিয়ে চলে এল গলির মোড়ে, একটা চায়ের দোকানে। বলে দিল অশোক তার বন্ধু, যা জিজ্ঞেস করবে, সে যেন তার জবাব ঠিক ঠিক মতো দেয়। তার কোনো ভয়ের কিছু নেই।

অশোক প্রথমে ছেলেটির নাম জেনে নিল। নাম মাখন। চিত্তর ছোটপিসিমাকে মাখন মা বলে ডাকত। প্রায় দু'বছর কাজ করেছে। সকালে গিয়ে ঘর-দোর পরিষ্কার করা, বিছানা ঝাড়া, পাট করা, অল্প দু'একটি কাপ-ডিশ ধোয়া সেরে চলে আসত। উনি রান্না করে খেতেন না। সকলের জন্য ঠাকুর রান্না করত, ঝি বাসন মাজত। মাখন শুধু একজনের কাজ করত। আবার যেত সন্ধ্যেবেলায়, উনি যখন অফিস থেকে আসতেন। টুকিটাকি সামান্য কাজের মধ্যে, বিশেষ কাজ ছিল হাতে পায়ে, কোনো কোনো সময় বুকেও, রসুনতেল মালিশ করে দেওয়া। তারপরে মাখনের ছুটি। পরশুদিন রাত্রেও মাখন রসুনতেল মালিশ করে দিয়েছিল। তখন অন্যান্য দিনের মতোই ভালো ছিলেন।

অশোক, 'মা তোমাকে ভালোবাসতেন?'

মাখন, 'তা আমি জানতাম না।'

অশোক, 'তোমাকে আদর টাদর করতেন না?'

মাখন একটু অবাক হয়ে বলল, 'না তো।'

অশোক বলল, 'পরশু যখন তেল মালিশ করেছিলে, তখন কি মা জামা খুলেছিলেন?'

মাখন, 'হ্যাঁ, তা না হলে জামায় তেল লেগে যাবে যে।'

অশোক, 'তুমি জানতে, মায়ের আলমারিতে টাকা-পয়সা থাকত?'

মাখন, 'জানতাম।'

অশোক, 'তুমি কখনো আলমারি খুলতে?'

মাখন, 'মা বললে খুলতাম।'

অশোক, 'খুলতে বলতেন?'

মাখন, 'হ্যাঁ, এটা সেটা বের করে দিতে বলতেন।'

অশোক মাখনের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে রইল, তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি পরশু রাত্রে যখন চলে আসো, তখন মা কোথায় শুয়েছিলেন?'

মাখন, 'খাটের বিছানায়।'

অশোক, 'তখন কি তুমি তাঁর গলায় কোনো দাগ দেখেছিলে?'

মাখন যেন চুপ করে ভাবতে লাগল। তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'কিসের দাগ বলুন তো?'

চিত্ত বলে উঠল, 'ঘষটানোর দাগ আর একটু রক্ত, খুব ছাল উঠে গেলে যেমন হয়।'

মাখন বল, 'না। আমি ভেবেছিলাম তেলের দাগের কথা বলছেন।'

চিত্ত অশোকের দিকে তাকাল। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যখন চলে আসো, তখন কি দরজা খোলা ছিল?'

মাখন, 'হ্যাঁ। আমি ভেজিয়ে দিয়ে এসেছিলাম।'

অশোক, 'রোজই কি তাই করতে?'

মাখন, 'না। কোনো কোনো দিন, আমি বেরিয়ে গেলেই মা দরজা বন্ধ করে দিতেন।'

অশোক, 'মা তোমাকে কখনো বুকের ব্যথার কথা বলতেন?'

মাখন, 'হ্যাঁ, প্রায়ই মা-র বুকে ব্যথা হত। আমি হাত বুলিয়ে দিতাম।'

অশোক বলল, 'আচ্ছা মাখন, একটু ভেবে বলো তো, তোমার মা যে বাড়িতে থাকতেন, সে বাড়ির কারোর সঙ্গে কি তাঁর ঝগড়া-বিবাদ ছিল?'

মাখন একটু ভেবে বলল, 'বেলামাসীমা ছাড়া কারোর সঙ্গে মায়ের ঝগড়া ছিল না।'

অশোক একবার চিত্তর দিকে তাকাল। আবার মাখনকে জিজ্ঞেস করল, 'কী নিয়ে ঝগড়া ছিল জানো?'

মাখন মাথা নেড়ে বলল, 'না, তা জানি না। মা আর বেলামাসীমা কথা বলতেন না, দু'জনে খাবার ঘরে একসঙ্গে খেতে বসতেন না। দু'জনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল।'

অশোক চুপ করে একটু ভেবে, আবার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মায়ের কাছে কারা আসতেন, তুমি দেখেছ?'

মাখন ঘাড় কাত করে, চিত্তকে দেখিয়ে বলল, 'দেখেছি। এই দাদা আসতেন। দাদার বাবা, বড়মামা আর মামীমা আসতেন। মেসোমশাইও মাঝে মাঝে আসতেন, আর নূপুর-ঝুমুরেরা কখনো কখনো আসত।'

অশোক চিত্তর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। চিত্ত বলল, 'মেজপিসেমশায়ের কথা বলছে। মেয়েদের নাম নূপুর-ঝুমুর।'

অশোক ঘাড় নেড়ে বলল, 'মাসীমা আসতেন না?'

মাখন বলল, 'খুব কম, দু'একবার দেখেছি।'

চিত্ত বলল, 'মেজপিসির শরীর তো ভালো থাকে না, কোথাও বেরোয় না। আমাদের বাড়িতেই আসেন না।'

অশোক মাখনের চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'মা মরে গেছে বলে তুমি খুব কষ্ট পেয়েছ, না?'

মাখন কোনো জবাব না দিয়ে, চুপ করে রইল। তার মুখের অভিব্যক্তিতে দুঃখ-আনন্দ কিছুই বোঝা যায় না। সে যেন গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন।

অশোক আবার কিছুক্ষণ মাখনের মুখের দিকে চোখ রেখে, শব্দ করল, 'হুম্। চল্ চিত্ত, মাখনকে আর আমার কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই।'

সন্ধ্যে ছ'টায় অশোক আর চিত্ত এল সেই আবাসিক ভবনে। মহিলারা সকলেই চাকুরীজীবী, তাই এই সময়টাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এ সময়েই সকলের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা। এ আবাসের সব মহিলাই চিত্তর পিসিমা, যেহেতু সকলেই ওর পিসিমার বন্ধু। ইতিমধ্যে অশোক চিত্তর কাছে জেনে নিয়েছে, বেলা ধর নাম্নী মহিলার সঙ্গে এক সময়ে ওর ছোটপিসিমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। পরে কী কারণে তাঁদের বিবাদ হয়, চিত্ত তা জানে না। কেবল ওর ছোটপিসির মুখে শুনেছে, 'বেলা ধরের মতো বাজে মেয়ের সঙ্গে আমার কথা বলতে প্রবৃত্তি হয় না।' এর বেশি চিত্ত জানে না, কিছু জিজ্ঞেসও করে নি। বেলা ধর, চিত্তর সঙ্গে দেখা হলে, শুকনোভাবে কেবল জিজ্ঞেস করেন, 'ভালো তো?' এর বেশি না।

চিত্ত অশোককে নিয়ে প্রথম যাঁর ঘরে এল, তাঁর নাম মায়া দাস। নিঃসন্তান বিধবা,

বয়স প্রায় পঞ্চাশ, এবং এ আবাসের তিনিই সব থেকে বয়স্কা আবাসিক। চিত্তকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। মহিলা প্রসন্নমুখী, পান-জরদা খান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকুরে। চিত্ত ওঁকে সমস্ত কথা বলল। উনি মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে, কয়েকবারই অশোককে তাকিয়ে দেখলেন। সব শুনে অশোককে বললেন, 'এই বয়সেই তুমি বেশ গুণী ছেলে দেখছি।'

অশোক লজ্জিত হেসে বলল, 'না না, সে-রকম কিছু না। কিন্তু পিসিমা, একটা কথা বলি, কোনো পিসিমার যদি একটুও আপত্তি থাকে, তা হলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে দরকার নেই। কেউ যেন রাগ না করেন, বা ভুল না বোঝেন। এটা হচ্ছে চিত্তর একটা বিশেষ কৌতূহল। ওর ছোটপিসিমার মৃত্যু ও কিছুতেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারছে না। আমি অবিশ্যি সে-রকম কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। আপনি সব পিসিমাদের বুঝিয়ে বলবেন, এর সঙ্গে পুলিসের কোনো ব্যাপারই নেই। কেবল ছোটপিসিমার বিষয়ে একটু বিশদভাবে জানা।'

মায়া দাস বললেন, 'আমি তো বাবা এর মধ্যে কোনো অন্যায় কিছু দেখছি না। আমার ভালোই লাগছে, তোমাদের এই উৎসাহ খুবই ভালো। তা ছাড়া, আমি শুধু তোমাদের কথা শুনে বলছি না, সুধার মৃত্যুকে আমিও যেন স্বাভাবিকভাবে নিতে পারি নি। তোমরা বলেই এ কথা বলছি। পুলিসকে আমি তা বলি নি।'

সুধা ছোটপিসির নাম। চিত্তর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। সে অশোকের দিকে তাকাল। অশোকের চোখে-মুখে সে-রকম কোনো অভিব্যক্তি নই। মায়া দাসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন মায়া পিসিমা, আপনার কী মনে হয়েছে বলুন তো?'

মায়া বললেন, 'মনে বাবা আমার সে-রকম কিছুই হয় নি। কিন্তু সুধার হার্টফেল হবার কোনো কারণ ছিল না। সুধার একটু অসুখ-বিসুখের বাতিক ছিল। বুকে সামান্য ব্যথা হলে ও কার্ডিওগ্রাফ করতে ছুটত। সামান্য মাথা ঘুরলেই, সঙ্গে সঙ্গে প্রেসার মাপত। সে-সব থেকেই জানতাম, ওর হার্ট বেশ ভালোই ছিল। আজ পর্যন্ত প্রায় বার পাঁচ-ছয়েক ই-সি-জি করিয়েছে, প্রত্যেকবারই রিপোর্ট ভালো আর এক ছিল। প্রেসার একটু লো-এর দিকে ঝোঁক ছিল, তেমন মারাত্মক কিছুই না। তবে হ্যাঁ ওর যেটা আসল রোগ ছিল, সেটা একটা ব্রংকিয়াল প্যাচ, আর বাত। সর্দি-কাশি লেগেই থাকত।'

মায়া দাস কথা থামিয়ে একটু হাসলেন, আবার বললেন, 'তা তোমাদের আর কী বলব, এত বয়সের অবিবাহিতা মেয়েদের একটা রোগ-টোগ থাকেই, না থাকলেও তৈরি করে নিতে হয়। কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো।'

অশোক হাসি হাসি মুখে, মনে গভীর চিন্তার জট নিয়ে মায়া দাসের কথাগুলো শুনল, চিন্তা করল। 'রোগ তৈরি করে নিতে হয়' কথাটা ওর কাছে বিচিত্র অর্থবহ মনে হল। জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু মায়াপিসিমা, ছোটপিসিমার মৃত্যুটা কেন আপনার

অস্বাভাবিক মনে হয়েছে?'

মায়া দাস বললেন, 'আমারও অনেকটা চিত্তর মতোই মনে হয়েছে। গলায় ও-রকম দাগ কেন? যেন সুধার গলার কাছে ঠেকে থাকা ব্লাউজটা জোরে জোরে ওর গলায় ঘষেছে, তাতে ছাল উঠে গিয়ে রক্ত ফুটে বেরিয়েছে। সবাই বলেছে, কোনো একটা যন্ত্রণায় সুধা নিজেই ব্লাউজটা টানা-হ্যাঁচড়া করেছে। কী জানি, আমার যেন কেমন মন মানে না। তা ছাড়া ওর মুখেই বা রক্ত ছিল কেন? মুখের মধ্যে বেশ রক্ত ছিল। দরজা খোলা, সুধা মেঝেয় পড়েছিল, এসব আমার ভালো লাগে নি।'

অশোক বলল, 'কিন্তু কী মনে হয় আপনার? ছোটপিসিমাকে কেউ যদি খুন করেই থাকে, সে কে হতে পারে?'

মায়া দাস একটু ভেবে বললেন, 'কিছু মাথায় আসছে না। মাখনকে সন্দেহ হয় না। ও যদি সুধাকে মারতই, তা হলে টাকাগয়নার জন্যই মারত কিন্তু সে-সব কিছুই খোয়া যায় নি।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'পরশু রাত্রে মাখন চলে যাবার পরে, আর কেউ এসেছিল?'

মায়া দাস বললেন, 'এলেও দেখি নি, জানতেও পারি নি।'

অশোক ওর ডাগর চোখে, সরলভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এরকম কেউ আসত কি? রাত্রি ন'টার পরে?'

মায়া দাস বললেন, 'হঠাৎ কেউ হয়তো এসে পড়তেন, সুধার আত্মীয়-স্বজনরা। চিত্তও তো অনেক সময় রাত্রি ন'টার পরে হঠাৎ এসেছে। অথবা শচীশবাবুও আসতেন।'

'শচীশবাবু কে?'

চিত্ত জবাব দিল, 'মেজোপিসেমশাই।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'আর কেউ?'

মায়া দাস একটু ভেবে বললেন, 'আর তো কা'রোকে মনে করতে পারছি না।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'ছোটপিসিমার কোনো শত্রু ছিল বলে মনে হয়?'

মায়া বললেন, 'না, সুধার কোনো শত্রু ছিল বলে শুনি নি।'

'বিশেষ কোনো মিত্র?'

মায়া দাস জিজ্ঞেস করলেন, 'সেটা কী রকম?'

অশোক বলল, 'বিশেষ বন্ধু, যাঁর সঙ্গ তাঁর খুব ভালো লাগত?'

মায়া দাস একটু ঠোঁট টিপে হাসলেন, চিত্তকে একবার দেখলেন, বললেন, 'সে-রকম বলতে ওর ভগ্নীপতি শচীশবাবুর সঙ্গেই যা একটু ছিল। শালী-ভগ্নীপতি বলতে যে-রকম বোঝায়।'

অশোক মায়া দাসের চোখের দিকে চেয়ে রইল। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

অশোকের মনে হল, শচীশবাবুর কথা বলতে গিয়ে মায়া দাস যেন স্বচ্ছ হলেন না। কিন্তু ও আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। অতঃপর তাঁকে অনুরোধ করা হল, বাকি মহিলাদের অনুরোধ জানাতে, এবং যাঁরা কথা বলতে চান, তাঁরা যেন এ ঘরেই আসেন।

মায়া দাস তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার দু' মিনিট পরেই এক এক জন মহিলা এসে উঁকি মেরে দেখে যেতে লাগলেন। একজন হেসে বলেই গেলেন, 'কী রে চিত্ত, তুই আবার ডিটেকটিভ হলি কবে থেকে?'

তেরো জন মহিলার মধ্যে ন জনই একে একে এলেন। তিন জন এখনো ফেরেন নি। একজন—বেলা ধর, ঘরেই আছেন, আসবার অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সকলেরই বয়স পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। ন'জনের মধ্যে দুজন ছাড়া সকলেরই অভিমত, সুধার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। বাকি দু জন মায়া দাসের মতোই সন্দেহ পোষণ করেন, যদিও কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে শচীশবাবুর নামটা প্রত্যেকেই করলেন, যা থেকে মনে হয়, সুধার অন্য সব আত্মীয়দের তুলনায় তিনি বেশি আসতেন, গল্পগুজব করতেন। এবং শচীশবাবুর নামোল্লেখের সময় সকলেরই ঠোঁটে যেন একটু হাসি ফুটে উঠল।

শেষ পর্যন্ত বেলা ধর এলেন। বললেন, 'সুধা আমাদের ছেড়ে গেল। ভাবলাম, আর ওসব ভেবে কী হবে। তাই এলাম, আমার দ্বারা তোমাদের যদি কোনো উপকার হয়।'

অশোক বলল, 'আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আচ্ছা ছোটপিসিমার সঙ্গে কি আপনার মনোমালিন্য হয়েছিল?'

বেলা বললেন, 'তা হয়েছিল।'

'কতদিন আগে?'

'তা প্রায় বছরখানেক।'

'কেন?'

বেলা একটু থমকালেন, ওঁর মুখটা একটু গম্ভীর হল, তারপরে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমি ভণ্ডামি একদম সহ্য করতে পারি না।'

বেলা ধরের সঙ্গে অশোকের চোখে চোখ মিলল। কয়েক সেকেণ্ড দু'জনেই চুপ। তারপরে অশোক বলল, 'আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই।'

বেলা ধরের বয়স বোধহয় চল্লিশের নিচেই। তাঁর সাজগোজও একটু বেশি। হেসে বললেন, 'আর কিছু না?'

অশোক হেসে বলল, 'আপনার নিজের যদি কিছু বলার থাকে, বলতে পারেন।'

বেলা ধর একটু ভাবলেন, তারপরে হঠাৎ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'না, আর কী-ই বা বলব।'

বলে তিনি উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। অশোক হঠাৎ জিজ্ঞেস করল,

‘ছোটপিসিমা মারা গেলে তাঁর টাকাকড়ি কে পাবে, আপনি কিছু জানতেন?’

বেলা ধর ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আমার সঙ্গে ঝগড়ার আগে, বছরখানেক আগে একবার বলেছিল, সবই ওর মেজোবোনের ছেলে মেয়েদের দেবে।’

অশোক বলল, ‘ও! আচ্ছা, ঠিক আছে, বেলাপিসিমা, আপনি যান।’

অশোক চেয়ার ছেড়ে উঠল। ঘড়িতে দেখল, সাড়ে আটটা বেজেছে। মায়া দাসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা বাইরে এল।

চিত্ত জিজ্ঞেস করল, ‘কী বুঝলি?’

অশোক বলল, ‘একটা জায়গাতেই খটকা লাগছে। উচিত হচ্ছে, তোদের বাড়ি গিয়ে, ছোটপিসির কাগজপত্র সব দেখা। কিন্তু আজ আর সময় হবে না। আমাকে ফিরতে হবে। চল, বরং তোর মেজপিসেমশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। দরকার হলে কাল আবার আসব।’

চিত্ত বলল, ‘তুই আজকের রাতটা থেকেই যা না।’

অশোক একটু দ্বিধা করে বলল, ‘বলছিস? তা হলে বাড়িতে একটা ফোন করে জানিয়ে দিতে হবে। বলে আসি নি তো।’

চিত্ত বলল, ‘তাই দিবি। তবে চল এখন বাড়িতেই যাই। সারাদিন অনেক ঘোরা হয়েছে, কথা হয়েছে।’

অশোক বলল, ‘না, তোর মেজপিসেমশাই সকালবেলাই তো কাজে চলে যাবেন। আজ রাত্রেই ওঁর সঙ্গে কথা বলে আসি।’

চিত্ত বলল, ‘তবে চল।’

শচীশ মজুমদারের বাড়িতে ওরা যখন এল, তখন রাত্রি প্রায় ন’টা। তিনি চিত্তর কথা শুনে, অশোককে দেখে খুব হাসলেন, বললেন, ‘ভেরি গুড, যাকে বলে, একেবারে খাঁটি ডিটেকটিভ কাহিনী।’

অশোক প্রথম থেকেই খুব লজ্জিতভাবে হাসছে আর শচীশবাবুকে দেখছে। শচীশবাবুর বয়স পঞ্চাশের মধ্যেই। বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা, দাঁত পড়ে নি, চুলে সামান্য পাক ধরেছে। প্রথমে হাসলেও, পরে গম্ভীর হলেন, বললেন, ‘সুধাটা যে এমন করে চলে যাবে, বুঝতে পারি নি।’

অশোকও একটু গম্ভীর হল, তারপরে খুব সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, ‘পিসেমশাই, ছোটপিসিমা কি তাঁর টাকাকাড়ি ইত্যাদির ব্যাপারে কোনো দলিল করেছিলেন?’

শচীশবাবু ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে বললেন, ‘বোধহয় করেছে, আমাকে তো বলছিল মাসখানেক আগে, শরীরটা নাকি খারাপ হয়ে পড়ছিল, তাই তাড়াতাড়ি কিছু করতে চাইছিল।’

অশোক বলল, ‘কাকে দেবেন, কিছু বলেছিলেন নাকি?’

'না, আমাকে সে-রকম কিছু বলে নি।'

অশোক শচীশবাবুকে দেখল। উনি টেবিলের ওপর হাতের তাল ঠুকে, পা নাচিয়ে কথা বলছিলেন। অশোক খুব লজ্জিতভাবে হেসে বলল, 'আপনার সঙ্গে ছোটপিসিমার সম্পর্ক কেমন ছিল?'

বলেই অশোক যেন লজ্জায় একেবারে মাথা নিচু করে ফেলল, কিন্তু চোরা দৃষ্টি ও হাসি গোপন করল না। ওর ভাবভঙ্গি রীতিমতো আপত্তিকর, ইঙ্গিতমূলক।

শচীশবাবুর দু'চোখ জ্বলে উঠল, ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'কী বলতে চাও তুমি? ছোটলোকের মতো কথা বলবার চেষ্টা ক'রো না, আর এসব নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি, তোমার কাছে আমি আশা করি না।'

অশোক যেন সেকথা শুনতেই পেল না, শচীশের চোখের দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বলল, 'পরশুদিন রাত্রে আপনি কখন বাড়ি ফিরেছেন?'

শচীশ প্রায় ধমকে উঠে বললেন, 'তার মানে?'

অশোক বলল, 'তার মানে, আমি জানতে চাইছি। আমার মনে হয় আপনি রাত্রি দশটা থেকে সাড়ে দশটায় পরশু বাড়ি ফিরেছেন।'

শচীশ আরো জোরে ধমকে উঠলেন, 'এর দ্বারা তুমি কী বোঝাতে চাও?'

চিৎকার শুনে মেজোপিসিমা ছুটে এসে বললেন, 'কী হয়েছে?'

অশোক তড়িৎগতিতে সেদিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'পিসিমা, পরশু দিন রাত্রে পিসেমশায় কত রাত্রে বাড়ি ফিরেছেন?'

মেজপিসিমা হঠাৎ থমকে গেলেন। স্বামীর দিকে একবার দেখলেন। তারপরে শান্তভাবে বললেন, 'ও যে রাত্রে কখন বাড়ি ফেরে, আমি জানতে পারি না। আমার শরীর খারাপ, ওর ফিরতে দেরি হয়। আমি ওর খাবার ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ি।'

মেজপিসিমা ফিরতে উদ্যত হলেন। অশোক আবার জিজ্ঞেস করল, 'ওঁকে রাত্রে দরজা খুলে দেয় কে?'

মেজপিসিমা বললেন, 'আমিই। দরজা খুলে দিয়েই আমি শুতে চলে যাই। ঘড়ি দেখি না।'

অশোক শচীশের দিকে তাকিয়ে দেখল, উনি অপলক দৃষ্টিতে ওঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছেন। ওঁর চোখে বিস্ময়ের ঝিলিক। মেজিপিসিমা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। শচীশবাবু চমকে অশোকের দিকে তাকালেন। সামান্য সময়ের মধ্যেই তাঁর মুখের রং বদলে গিয়েছে।

চিত্ত উত্তেজিত রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, 'তা হলে—'

অশোক হাত তুলে, চিত্তকে নিরস্ত করে শচীশকে জিজ্ঞেস করল, 'ছোটোপিসিমা যে দলিল করেছেন, সেটা কোথায় আছে, আপনি জানেন?'

শচীশের দৃষ্টি অন্যদিকে, নিষ্প্রভগলায় বললেন, 'সুধার আলমারিতে অন্যান্য

জিনিসপত্রের মধ্যেই ছিল দেখেছিলাম।'

অশোক আবার জিজ্ঞেস করল, 'কতদিন আগে সেই দলিল সইসাবুদ হয়েছিল।'

শচীশ একবার অশোকের দিকে তাকালেন, কিন্তু চিত্তর দিকে না। বললেন, 'সাত-আট দিন আগে।'

অশোক শান্ত গম্ভীর অথচ ব্যথিত স্বরে বলল, 'ছোটপিসিমার কপালে ওই দলিলের সঙ্গেই মৃত্যু লেখা ছিল। অথচ, পিসেমশাই আপনি জানতেন, আপনি চাইলে ছোটপিসিমা আপনাকে সবই দিতে পারতেন। আপনার ছেলেমেয়েদের থেকে, আপনি তাঁর অনেক প্রিয়—প্রিয়তম ছিলেন।'

শচীশ মজুমদার সহসা শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে, দু'হাতে মুখ ঢাকলেন।

অশোক বিভ্রান্ত বিস্মিত চিত্তর হাত ধরে টেনে বলল, 'চল্।'

চিত্ত আচ্ছন্নের মতো অশোকের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল। কয়েক পা চলবার পরেই, চিত্ত দু'হাতে অশোকের হাত চেপে ধরে বলে উঠল, 'অশোক, আমি যে এখনো স্পষ্ট কিছুই বুঝতে পারছি না। তুই আমাকে সব বুঝিয়ে বল। তা হলে আমি যে ভেবেছিলাম ছোটপিসিমার মৃত্যু স্বাভাবিক না, তাই সত্যি?'

অশোক সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে, চিত্তর হাত টেনে বলল, 'চল্, আমরা কোথাও বসে একটু চা খাই। খেতে খেতে তোকে ব্যাপারটা বলি।'

শ্যামবাজারের মোড়ে একটা রেস্তোরাঁয় এক কোণের একটি টেবিলে কফির কাপ নিয়ে অশোক আর চিত্ত বসেছে। অশোক সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'তোর সন্দেহের মধ্যে যে সত্যি ছিল, আমি প্রথমে ঠিক বিশ্বাস করতে পারি নি। মাখনের সঙ্গে কথা বলেও, আমার কোনো সন্দেহ হয় নি, যদিও নিজের মনে আমি অনেক আঁক কষাকষি করছিলাম। যদি খুন হয়, তবে মোটিভটার কথা আগে ভাবতে হয়, এবং এক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত একটি মাত্র মোটিভই আমার মনে স্থির হয়ে উঠছিল, তা হল ছোটপিসিমার টাকাকড়ি গহনা ইত্যাদি কে পাবে, এবং কোনো লেখাপড়া হয়ে গিয়েছে কী না।

আর একটা কথাও আমার মনে জেগেছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণা, আশ্রম-টাশ্রমে যেতেন, সে-সব ভেবে, অন্য দিকটা ভাবি নি। ভাবতে হল মায়া দাসের কথা শুনে। মায়া দাসের কথা থেকেই প্রথম জানা গেল, ছোটপিসিমা মেজপিসেমশাইকে ভালোবাসতেন; দু'জনের মধ্যে বলতে গেলে সবরকমের সম্পর্ক ছিল। এ ব্যাপার হোস্টেলের সব মহিলারাই জানতেন। কিন্তু ছোটপিসিমা সেটা কখনো স্বীকার করতে চাইতেন না, যে কারণে বেলা ধরের সঙ্গে তাঁর বিবাদ। বেলা ধর এক কথাতেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি 'ভণ্ডামি' পছন্দ করেন না, বিশেষ করে যাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক।'

অশোক কফির পাত্রে চুমুক দিল। চিত্ত মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে। অশোক আবার বলতে লাগল, 'তুই সন্দেহ করে বলছিলি, কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি মায়া

দাস শুধু সন্দেহ করেন নি, স্থির জানতেন ছোটপিসিমার মৃত্যু স্বাভাবিক না। সম্ভবত তিনি নিজের চোখে শচীশবাবুকে পরশু রাত্রে ছোটপিসিমার ঘরে ঢুকতে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি এসব কেলেঙ্কারির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চান নি বলে, কিছুই বলেন নি।

হোস্টেলের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে, দুটো ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এক, ছোটপিসিমা মেজপিসেমশাই, প্রেমিক-প্রেমিকা, গোপনে দু'জন দু'জনকে ভালোবাসেন। দুই, শচীশবাবুর সন্তানেরাই ছোটপিসিমার নগদ টাকাকড়ি এবং সোনাদানা যা কিছু সব পাবে।

তারপরেই আমার মনে প্রশ্ন জাগল, দলিল তৈরি হয়েছিল কী? সেটা সঠিক জানবার আগেই, আমরা গেলাম শচীশবাবুর কাছে। ওঁর সঙ্গে আমি কী ভাবে কথা বলব, সেটা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। দলিলের কথাটা উনি খুব নির্বিকারভাবে বললেও, মুহূর্তেই বুঝে নিলাম, দলিল হয়ে গিয়েছে। আমার পরবর্তী প্রশ্নেই উনি রেগে উঠলেন। ওঠবারই কথা, সেই ভাবেই আমি কথাটা বলেছিলাম। ওঁর চেঁচামেচিতে মেজপিসিমা ছুটে এলেন। এবং আমার প্রশ্ন শুনেই থমকে, শান্ত হয়ে গেলেন। তাঁর কথা শুনে, তাঁর স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে, আমি শুধু এইটুকুই বুঝি নি তিনি মিথ্যে কথা বলছেন, এও বুঝেছি, তিনি তাঁর ভগ্নীর এবং স্বামীর গোপন প্রেমের কথা জানতেন, এবং তাঁর ভগ্নী যে স্বামীর দ্বারাই নিহত হয়েছেন, তাও বুঝেছিলেন। শচীশবাবু সেই জন্যই তাঁর স্ত্রীর দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিলেন, তাঁর মনের শক্তি তৎক্ষণাৎ ভেঙে পড়েছিল।'

অশোক আবার কফির পাত্রে চুমুক দিয়ে বলল, 'গরীব মানুষের অভাব একরকম, কিন্তু অভাবগ্রস্ত ভদ্রলোকের চরিত্র আলাদা। লোভ তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকৃত করে দেয়। তা না হলে শচীশবাবু এরকম হঠকারিতা করতেন না।'

চিত্তর চোখ-মুখ এখন জ্বলছে। জিজ্ঞেস করল, 'হঠকারিতাটা কী?'

অশোক বলল, 'ক্লিন কিলিং।'

'কীভাবে?'

'সেটা ঠিকমতো বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব না। তবে আমার ধারণা, ছোটপিসিমার সঙ্গে শচীশবাবুর নিয়মিত দৈহিক সম্পর্কও ছিল। কিন্তু ছোটপিসিমা বোধহয় শুচিবায়ুগ্রস্ত, শোবার বিছানায় প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হতেন না। মেঝেয় শুতেন। পরশু রাত্রে তাঁরা বোধহয় মিলিতও হয়েছিলেন, এবং তারপরে—'

চিত্ত রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

'সুখে ক্লান্ত আচ্ছন্ন প্রেমিকাকে অল্পায়াসেই মারা যায়, বিশেষত যাঁর ব্রংকিয়াল প্যাচ্ আছে, নিশ্বাসের কষ্ট আছে, সেই অবস্থায় তাঁর বুকের ওপর চেপে থেকে, গলায় অল্প মর্দনেই—'

অশোক কথাটা শেষ করল না। চিত্ত উত্তেজনায় কথা বলতে পারছে না। অশোক

আবার বলল, 'তবু ছোটপিসিমার বুক খোলা রেখে, শচীশবাবু মাখনের ওপর দোষ চাপাবার একটা চেষ্টা করেছিলেন, যেন তেল মালিশ করতে করতেই. একটা কিছু ঘটে গিয়েছে।'

চিত্ত ফুঁসে উঠে বলল, 'শচীশ মজুমদারকে আমি ফাঁসিকাঠে তুলব।'

অশোক একটু হেসে বলল, 'সে সুযোগ ছোটপিসিমার দাহ হবার সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া, আমার মনে হয়, মেজপিসিমা বা পিসেমশাই, দু'জনের কেউ হয়তো আত্মহত্যা করতে পারেন।'

চিত্ত চমকে উঠে শব্দ করল, 'অ্যাঁ!'

অশোক বলল, 'হ্যাঁ, পাপের প্রতিক্রিয়ার এই তো সবে শুরু।'

চিত্ত অশোকের মুখের দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

হ্রেষা ধ্বনি

শনিবারের সকালবেলা। বেলা এখন সাড়ে দশটা প্রায়। একটু একটু করে গরম পড়তে আরম্ভ করেছে। ফাল্গুন মাস। আবার রাত্রের দিকে একটু ঠাণ্ডাও পড়ে। ভোরবেলা ঘাসে এবং গাছের পাতায় এখনো শিশিরবিন্দু চিকচিক করে। রোদ উঠতে না উঠতেই উবে যায়।

কলকাতার পঁচিশ মাইলের উপকণ্ঠে, এই শহরে, রাত্রি পোহায় অন্ধকার থাকতেই। শিল্পাঞ্চল, কারখানার বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক কর্মচারিদের সাড়া জাগে। শহর জেগে ওঠে। দোকানপাটও তাই তাড়াতাড়ি খোলে। তারপরে আর এক শ্রেণীর লোকের কাজের তাড়া পড়ে যায়। যারা এখান থেকে কলকাতায় দৈনিক যাত্রী, চাকরি করতে যায়, তারা তাড়াহুড়ো করে বাজার দোকান করে। কোনোরকমে স্নান-খাওয়া সেরে ইস্টিশনের দিকে দৌড়।

তারপরে শহরের নিজের সঙ্গে, নিজের যতটুকু লেন-দেন, ততোটুকুই চলে। সেই সন্ধ্যের দিকে, শহর আবার সরগরম হয়। কাবখানার লোকজনদের চলাচল কেনাকাটা বাড়ে। কলকাতার যাত্রীরাও ফিরে আসতে থাকে।

এখন বেলা সাড়ে দশটায়, শহরে কোনো চঞ্চলতা নেই। খানিকটা নিঝুম ভাব। বিশেষ করে, বাজার দোকান-পাট সীমানার বাইরে, পাড়া ঘরে। প্রাচীন ঠাকুরবাড়িতে প্রত্যহ যা ঘটে, তা-ই ঘটছে। অশোক ওর বন্ধুদের সঙ্গে, মন্দির সংলগ্ন বাইরের রোয়াকে বসে আড্ডা দিচ্ছে। ওদের প্রাচীন বাড়ির বাইরের মহলে অনেকগুলো ঘর। এক সময়ে এই ঠাকুরবাড়ি রীতিমতো জমজমাট ছিল। তথাকথিত আমোদ-প্রমোদ না; বহুতর ধর্মসভা, নানা পাণ্ডিত্যের আলোচনা বিতর্ক চলত। ন্যায় স্মৃতি, নানান দার্শনিক কূট তর্কে যোগদান করার জন্য এ ঠাকুরবাড়িতে নানা দেশের পণ্ডিতেরাও

এক সময়ে থাকতেন মাসের পর মাস। সে হিসাবে এ বাড়ি জমজমাট ছিল, নাম ছিল।

এখন এ বাড়ির তিন বংশধর অবশিষ্ট। শহরের লোক বলে তিন পাগলের বাড়ি। তিন ভাই, অশোক তার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। ওর বড় দাদা প্রায় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়স। বিয়ে-থা করে নি। করবেও না কোনো দিন। এখন শোনা যাচ্ছে, বাইরের কোনো এক ঘরে, তারস্বরে সে ধ্রুপদ সাধনা করছে। তানপুরা বাজছে, তার সঙ্গে হারু মুচি পাখোয়াজ সঙ্গত করছে।

আর একটি ঘরে যে প্রচণ্ড চেঁচামেচি চলেছে, অনেকে একসঙ্গে কথা বলছে, তা মোটেই ঝগড়া-বিবাদ না। একটু কান পাতলেই শোনা যাবে সেখানে রাহু এবং মঙ্গলের অবস্থিতি, শুক্রের গতি, শনির দৃষ্টি, পঞ্চমে বৃহস্পতি, কেতুর আগমন ইত্যাদি নানাবিধ কথা এবং তার সঙ্গে যাবতীয় রাশি লগ্নের নাম ঘন ঘন উচ্চারিত। অর্থাৎ ও ঘরে চলছে জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা। অশোকের মেজদা হল প্রধান। বয়স তিরিশের ঊর্ধ্বে। বিয়ে করে নি, করবেও না কোনো দিন।

এই সংগীত জ্যোতিষী বাদ দিলে, অশোককে তেমন বাতিকগ্রস্ত মনে হয় না। ট্রাউজার শার্ট পরে, দামী সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে, বেকার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে। অন্তঃপুরে এক দূর সম্পর্কের প্রৌঢ়া আত্মীয়া, তিনি রান্নাবান্না করেন। সেখানে ঘন ঘন চা চেয়ে পাঠানো যায় না। অতএব চায়ের দরকার হলে, রাস্তার মোড়েই চায়ের দোকানে খবর দেওয়া হয়, একটা ছেলে এসে মাটির ভাঁড়ে চা দিয়ে যায়। ইতিমধ্যেই বার দুয়েক তা এসে গিয়েছে। দুপুর পর্যন্ত চলবে।

কিন্তু অশোকের দাদাদের যদি বেকার না বলা যায়, অশোককেও যাবে না। এ শহরে, ইতিমধ্যেই জানাজানি আছে, কোথাও কোনো হত্যা খুন বা বড় রকমের জালিয়াতি হলে, অশোক সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে ওঠে। তখন ও প্রায় কুকুরের মতোই শুঁকে শুঁকে অপরাধের সূত্র এবং অপরাধীকে খোঁজে। এ শহর এবং তার আশে পাশে কয়েকটি খুনের ঘটনায় অপরাধীকে খুঁজে বের করতে পুলিস ওর সাহায্য পেয়েছে বেশি। সেজন্য ডি. এম., এস. ডি. ও. এবং ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ওকে যথেষ্ট খাতির করে, চিঠি দিয়েও ওকে সম্মানিত করা হয়েছে। যদিও এখানকার থানার ও.সি. শ্যামাপদর ধারণা, অশোক একটি ধাপ্পাবাজ, প্রাচীন ধনী বাড়ির বেকার, সিগারেট ফুঁকে, দামী পোশাক পরে, দশটা ক্লাব নিয়ে মেতে থাকে। সে মনে করে, অশোক নিজেই একজন অপরাধী—সেইজন্যই সে অপরাধের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। অশোক নিজেই বলেছে, নিজেকে অপরাধী ভেবেই ও অপরাধের সূত্র খোঁজে। অতএব শ্যামাপদর ধারণা, অশোক নিজেও একজন অপরাধী, নিজেকে বাঁচাবার জন্যই ও আগে থেকে ইনভেস্টিগেট শুরু করে দেয়। অথচ, এ শহরের অন্তত তিনটি মারাত্মক খুনের ঘটনায় খুনী আসামীদের সন্ধান ও-ই দিয়েছে, খুনের কারণ খুঁজে বের করেছে। শ্যামাপদ মুখে যা বলে মনে মনে নিজে তা কতখানি বিশ্বাস করে কে

জানে। তবে বড় রকমের কোনো ঘটনা ঘটলেই, সে আগে অশোকের সন্ধান করে। কখনো কখনো মনে হয়, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের অশোকের প্রতি বোধহয় তার কিঞ্চিৎ স্নেহ-ভালোবাসাও আছে। তবে তা ধরা খুবই মুশকিল। অশোককে সে ধমকে ছাড়া কথা বলে না। অশোক মিটি মিটি হাসে। শ্যামাপদ চল্লিশ ছাড়িয়েছে। আজও বিয়ে করে নি, চা সিগারেট কিছুই খায় না, সাত্ত্বিক ধরনের এবং রক্ষণশীল দারোগা। চেহারাটা জবরদস্ত। সেই তুলনায় অশোক একটি ছিপছিপে, লম্বা রোমান্টিক ছেলে।

বেলা সাড়ে দশটায়, ঠাকুরবাড়ি যখন ধ্রুপদে পাখোয়াজে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের আদ্যশ্রাদ্ধতে এবং লীগের খেলা ও রাজনীতি আলোচনায় ঘর ও রোয়াক সরগরম, তখনই শ্যামাপদর জীপ এসে দাঁড়াল বাইরের রোয়াক ঘেঁষে, একেবারে অশোকদের আড্ডার সামনে। ড্রাইভারের সীটে স্বয়ং শ্যামাপদ। আর কেউ নেই।

অশোক ডেকে বলল, 'আরে দারোগাবাবু যে। আসুন।'

অশোক জানে, ওর মুখে 'দারোগাবাবু' শুনলেই শ্যামাপদ চটে যায়। শ্যামাপদ গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করে, তার ঈষদারক্ত চোখে একবার অশোককে দেখল, তারপরে ওর বন্ধুদের প্রতি। বেকার দেখলেই শ্যামাপদ খাপ্পা। তার ওপরে তাদের যদি আবার রকে বসে আড্ডা দিতে দেখে, তবে তো কথাই নেই। শ্যামাপদ গাড়ি থেকে নেমে বলল, 'রকবাজি বেশ ভালোই চলছে দেখছি। তা ক'টি মেয়েকে দেখে শিস্ দেওয়া আর টিজ্ করা হল?'

অশোক বলল, 'যে মহিলাকে দেখে আমরা হিড়িক দিই, তিনি তো সন্ধ্যের আগে সেজে-গুজে বেরোন না। ওই সময়েই তো উনি রিফ্যুজি মেয়েদের উদ্ধার করতে বেরোন।'

অশোকের বন্ধুরা হেসে উঠল। শ্যামাপদ ধমকে উঠল, 'থাক্, তোমার মুখ থেকে আমি ওসব কথা শুনতে চাই না। এখন দিলালী গল্প আর বন্ধুদের ছেড়ে আমার সঙ্গে একটু যেতে পারবে?'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়? থানায় নাকি?'

শ্যামাপদ বলল, 'না, রেললাইনের ধারে, মালীপাড়ায়।'

'সেখানে কী ব্যাপার?'

শ্যামাপদর ভ্রূকুটি চোখে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা। বলল, 'শোন নি কিছু?'

অশোক বলল, 'না তো।'

শ্যামাপদ অশোকের বন্ধুদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'তোমার এসব বেকার বন্ধুরাও কিছু বলে নি?'

অশোক বলল, 'ওরা বোধহয় জানে না।'

শ্যামাপদ তার মোটা ঠোঁট উল্টে, একটু হাসির ভাব করে বলল, 'কিংবা ইচ্ছে

করেই বলে নি, কারণ নিজেরাই কেউ হয়তো অপরাধ করে এসেছে।'

অশোক হেসে উঠে, সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দারোগাবাবু, সিগারেট খান। আপনি কি রকে বসে একটু চা খাবেন?'

শ্যামাপদ হুমকে বলল, 'আমি ওসব কিছুই খাই না।'

'তা হলে আমার বন্ধুদের খাওয়াই।'

বলে ও ওর বন্ধুদের সিগারেট বাড়িয়ে দিল। ওর বন্ধুরাও নীরবে হাসছে। হুমকানো দারোগা শ্যামাপদকে ওরাও খানিকটা চেনে। জানে, অশোক আর শ্যামাপদর মধ্যে এখন মান সম্মানের লড়াই চলছে। সকলেই সিগারেট ধরালো।

শ্যামাপদ আবার হাঁকল, 'কী তুমি যাবে কি যাবে না?'

অশোক সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার কিছুই তো বললেন না। মালীপাড়ায় কী হয়েছে?'

'ওহ্, না শুনলে বুঝি যাওয়া যায় না? গাড়িতে যেতে যেতে শুনলে হবে না?'

অশোক বলল, 'আপনি যদি তা-ই বলেন, হবে না কেন? তবে আপনি আমার বন্ধুদের দোষারোপ করতে চাইছিলেন, তাই ঘটনাটা শুনতে চাইছিলাম।'

শ্যামাপদ আবার সকলের দিকে একবার ভ্রূকুটি চোখে দেখে নিয়ে বলল, 'মালীপাড়ার পান্না গোয়ালার পাঁচ বছরের মেয়েকে কে বা কারা খুন করে, একটা ভাঙা শিবমন্দিরে ফেলে রেখেছে।'

অশোক ভুরু কুঁচকে উচ্চারণ করল, 'পাঁচ বছরের মেয়ে?'

ওর বন্ধুরাও অবাক হয়ে শ্যামাপদর দিকে তাকালো। শ্যামাপদ বলল, 'হ্যাঁ, আধঘণ্টা আগে থানায় খবর দিয়েছে। সকাল সাড়ে সাতটা আটটা থেকে মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পাড়ার কোন্ বুড়ি সেই ভাঙা মন্দিরের গায়ে ঘুঁটে দেয়, তার চোখেই প্রথম পড়ে। সে দেখতে পায়, পান্না গোয়ালার মেয়ে, মন্দিরের ভেতরে, দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে। গলায় দড়ি বাঁধা। এখনো সেই অবস্থায় আছে। আমি এখন যাচ্ছি। ভাবলাম তোমাকে ডেকে নিয়ে যাই। কারণ তোমার কারবার তো সব ক্রিমিনালদের সঙ্গেই।'

অশোক আবার হাসল, বলল, 'আর আপনার কারবার তো শহরের যতো পুণ্যিবানদের সঙ্গে, যাদের বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন। চলুন যাওয়া যাক।'

অশোকের বন্ধুরা হেসে উঠল। শ্যামাপদ ধমক দিল, 'খুব হাসি পাচ্ছে, না? যেদিন সব কটাকে শ্রীঘর পাঠিয়ে দেব—'

অশোক রোয়াক থেকে নেমে বলল, 'সে তো আপনি সব সময়েই পারেন। চলুন এখন যাই।'

অশোক বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হেসে, বিদায় নিল। শ্যামাপদর পাশের সীটে

গিয়ে বসল। শ্যামাপদ গাড়িতে উঠে, গাড়ি স্টার্ট করে, শহরের ভিতরের আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা দিয়ে চলল। খানিকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করল, 'এরকম একটা খুন, তোমার কী মনে হয় বল তো?'

অশোক বলল, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না। চলুন গিয়ে দেখা যাক জ্ঞাতি বিবাদে এরকম কিছু ঘটতে পারে কী না, বুঝতে পারছি না। অনেক সময় প্রতিবেশীদের ঝগড়া আর রেষারেষিতে নিরপরাধী শিশুর প্রাণ যেতে পারে। তবে এরকম ঘটনা বিহারের গ্রামের অঞ্চলেই বেশি হয়। আমাদের দেশে বিশেষ দেখা যায় না।'

শ্যামাপদর মুখ চিন্তিত দেখালো। অশোকের কথার ওপরেই সে ভাবতে আরম্ভ করেছে। দশ মিনিটের মধ্যেই ওরা সেই ভাঙা মন্দিরের সামনে এসে থামল। মালীপাড়াটা রেল লাইন ঘেঁষে। রেল লাইনের দিকে পাঁচিল তোলা, লাইন দেখা যায় না। মন্দিরটা মালীপাড়ার প্রায় শেষে। মালীপাড়াকে গরীবদের পাড়া বলা চলে। তবে কিছু কিছু নতুন বড়লোকেরাও এখানে ভাড়া বাড়ি বা বস্তি কিনে, নতুন বাড়ি তুলেছে। তাদের বাদ দিলে অধিকাংশই গরীব। তবে পান্না-গোয়ালাকে খুব গরীব বলা চলে না। তার দুধের এবং ছানার ব্যবসা খারাপ না। পুরনো টালির ঘরের পাশে, দু'কামরার একটি পাকা বাড়িও সে তুলেছে।

পান্নার স্ত্রী মন্দিরের কাছে পড়ে, চিৎকার করে মাথা ঠুকে ঠুকে কাঁদছে। 'ওরে আমার এমন সব্বোনাশ কে করলে রে, আমার এই দুধের শিশু কার কী করেছে গো।'.....

পান্না গোয়ালাকে দেখা গেল, কয়েকজন ধরে রেখেছে। সে-ও কাঁদছে। পাড়ার লোকেরা ভিড় করেছে। ইতিমধ্যেই থানা থেকে একজন এস.আই. ও কয়েকজন সেপাই এসে গিয়েছে। কালো পুলিশভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। তারা সবাই মন্দিরটাকে প্রায় ঘিরে আছে। শ্যামাপদর সঙ্গে অশোকও জীপ থেকে নামল। এগিয়ে গেল মন্দিরের দিকে। সবাই ওদের পথ ছেড়ে দিল। অশোক দেখল, মালীপাড়ার এ মন্দিরটা একটা সরু গলির মুখে, যে-গলিটা মালীপাড়ার মূল রাস্তা থেকে একটা নামহীন গলি দিয়ে (ঠিক নামহীন নয়, এ গলিকে 'মন্দিরের গলি' বলা হয়।) ভরদ্বাজ পাড়ার দিকে গিয়েছে। মন্দিরের গলিটা এক দিক থেকে বেশ নিরিবিলি, অনেকগুলো বাড়ির পিছন দিক। সদরের মুখ অন্যদিকে, লোক চলাচলও সেই দিকে। আশেপাশে কয়েকটা গাছও আছে, সবই গৃহস্থের আম, জাম, জামরুলের গাছ। জায়গাটাকে নিরিবিলি বলা যায়।

মন্দিরের ভাঙা দাওয়ায় শ্যামাপদর সঙ্গে উঠে, অশোক মন্দিরের ভাঙা দরজার কাছে গেল। দরজার পাল্লা বলে কিছু নেই। এমন কি শিবলিঙ্গের বিগ্রহও নেই। ভিতরের দিকে, দিনের আলো থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকালে, হঠাৎ একটু অন্ধকার মনে হয়। কয়েক সেকেণ্ড পরেই মন্দিরের ভিতর সবকিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অশোক শ্যামাপদকে জিজ্ঞেস করল, 'ভেতরে ঢুকবো?'

শ্যামাপদ বলল, 'চল দুজনেই ঢুকি।'

তবু ঢোকবার আগে, অশোক সামনের এস. আই-কে জিজ্ঞেস করল, 'ভিতরে এর আগে কেউ ঢুকেছিল?'

এস. আই. বলল, 'আমি আসার পরে আর কেউ ঢোকে নি। এসেও কারোকে ভেতরে দেখি নি, সবাই বাইরে থেকেই উঁকি মেরে দেখছিল।'

অশোক বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখল। দেখা যায় মন্দিরের ভিতরে প্রায় একটা কোণ ঘেঁষে, যেখানে অন্ধকার একটু বেশি, সেখানে দেওয়ালের গায়ে প্রায় তিনফুট লম্বা খালি গা একটি মেয়ের দেহ ঝুলছে। চুলগুলো খোলা, পরনে একটি ইজের। এর বেশি বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। অশোক শ্যামাপদকে বলল, 'চলুন ভেতরে যাই।' তবে বাড়িটার মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে, ভেতরে গিয়ে, পাশে দাঁড়িয়ে আমরা দেখব।'

শ্যামাপদ ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

অশোক বলল, 'মন্দিরের ভেতর মেঝের পাকা শান নষ্ট হয়ে গেছে। কেবল ধুলো। বডিটা যে বা যারা ওভাবে ঝুলিয়ে রেখেছে, তাদের পায়ের ছাপ থাকতে পারে। সেটা নষ্ট করা ঠিক হবে না।'

কথাটা শ্যামাপদর মনঃপুত হল বলে মনে হল না। তবু ভিতরে ঢুকে, ওরা দেওয়ালে ঝোলানো পান্না গোয়ালার মেয়ের মুখোমুখি না গিয়ে পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। দেখা গেল, একটা বড় লোহার গজাল দেওয়ালে গাঁথা রয়েছে। সেই গজালের সঙ্গে মেয়েটির গলায় ফাঁস দেওয়া, দড়ি দিয়ে ঝোলানো। দৃশ্যটা রীতিমতো বীভৎস। পাঁচ বছরের একটি মেয়ে। দড়ির ফাঁস দিয়েই হোক, বা আগে গলা টিপে খুন করেই হোক, তারপর গজালের সঙ্গে ঝোলানো হয়েছে। চোখ খোলা, উদ্দীপ্ত, স্থির দুটো কালো তারা। এখনো যেন বাঁচবার আর্তি ফুটে রয়েছে। মুখ-গহ্বর একটু হাঁ করা। জিভটা বেরিয়ে আসে নি, মুখের মধ্যেই যেন দলা পাকিয়ে রয়েছে। ঠোঁটের কোষে জমাট রক্ত, চিবুক পর্যন্ত বেয়ে এসেছে।

অশোক পাশ ঘেঁষে আরো কাছে এগিয়ে গেল। বোঝা যায়, ছেলেমানুষ মেয়েটির গায়ে কোনো জামা ছিল না। গলার কাছে দৃষ্টি হেনে বুঝতে পারল, দড়ির বাঁধন ছাড়া আর কোনো দাগ নেই। তার মানে, খুনী অতীত দিনের ঠগীদের মতো দড়ির ফাঁস পরিয়ে, এক টানেই হত্যা করেছে। তারপরে অবশিষ্ট দড়ি দিয়ে, গজালের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে। সম্ভবত গলার পিছনে দড়ির দুটো গিঁট আছে। একটা গিঁট খুন করার সময়, দ্বিতীয় গিঁট ঝোলাবার সময়। খুনী সামনে থেকে ফাঁস দেয় নি, কেন না, গলার সামনে কোনো গিঁট দেখা যাচ্ছে না। বোধহয়, আচমকা পিছন থেকে ফাঁস পরিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু কেন?

এই প্রশ্নটাই সর্বাগ্রে জাগে। পাঁচ বছরের একটি মেয়ে, সে কারোর শত্রু হতে পারে না। তার কাছে কী স্বার্থই বা থাকতে পারে? মানুষ যখন পাশবিকতায় মাতে, তখন তার পশু উন্মত্ততাকে মাপা যায় না। তাই অশোক খুব ভালোভাবে মেয়েটিকে নিরীক্ষণ করে দেখল। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায়, মেয়েটির ইজের নিয়ে কোনোরকম টানাটানি করা হয় নি, খোলাও হয় নি। শরীরের কোথাও কোনো দাগ চোখে পড়ে না। অবিশ্যি বাইরে আলোয় হয়তো আরো কিছু চোখে পড়তে পারে। সেটা দেখতে হবে।

অশোক নিচের দিকে তাকালো। না পরিষ্কার কোনো পায়ের ছাপ নেই। এবড়ো-খেবড়ো ধুলোর মধ্যে নানান রকমের পায়ের ছাপ, তাও এলোমেলো। স্পষ্ট কিছুই না। অশোক বলল, 'ফটো তুলবেন নাকি?'

শ্যামাপদ বলল, 'তার দরকার হবে কী? বল তো তোলাতে পারি।'

মফস্বল শহরে অনেক কিছুই হয়ে ওঠে না। এখন আবার পেশাদার ফটোগ্রাফারকে ডাকতে যেতে হবে। থানায় কোনো ব্যবস্থা নেই। অশোক বলল, 'তা হলে এস. আই-কে নিখুঁতভাবে একটা বিবরণ লিখতে বলুন, তারপর ডেড বডি গজালসুদ্ধ খুলে বাইরে নিয়ে চলুন।

অশোক মন্দিরের ভিতরে চারপাশে নিরীক্ষণ করে দেখল। বিশেষ কিছুই চোখে পড়ে না। একপাশে কিছু মাটি, একটা গোবর মাখা ভাঙা চ্যাঙাড়ি। একটা গোবর মাখা ছোট কাঠের পাটাতন। ছাগলের নাদি ছড়ানো রয়েছে। বোধহয় কুকুরেরাও কখনো কখনো আশ্রয় নেয়।

অশোক বাইরে বেরিয়ে এল। মনে এক প্রশ্ন, কেন? এরকম একটি শিশুকে খুনের কারণ কী? ও কি কারোর গোপন কথা শুনে ফেলেছিল? যে কথা কারোর পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর? জানাজানি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে? অথবা, এমন কোনো ঘটনা কি ওর চোখে পড়েছিল, যে-ঘটনার কোনো সাক্ষী থাকা মানেই সর্বনাশ? জানাজানির ভয়ে, আগেই হয়তো মেয়েটিকে মেরে ফেলার প্রয়োজন হয়েছিল। এবং সে ঘটনাই বা কী হতে পারে? কোনো খুনের সাক্ষী ছিল কি পান্না গোয়ালার মেয়ে? প্রাথমিকভাবে এ চিন্তাই মস্তিষ্ক জুড়ে থাকতে চাইছে। আরো গুরুতর বিষয় ভাববার আছে। একটু কথাবার্তা না বললে বোঝা যাচ্ছে না। বিশেষ করে, পান্না এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে। অশোক বাইরে এসে দেখল, পান্নার স্ত্রীকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পান্না তখনো কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছছে। তাকে কয়েকজন ঘিরে রয়েছে।

শ্যামাপদ অশোকের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী বুঝছো বল তো? কোনো সেক্স্ ম্যানিয়াকের কাণ্ড?'

অশোক বলল, 'দেখে তো সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না। তবে মনে হচ্ছে, মেয়েটির পিছু পিছু চুপিসারে এসে কেউ হঠাৎ ফাঁস পরিয়ে মেরেছে। পান্নাকে কয়েকটা কথা

জিজ্ঞেস করবো?'

শ্যামাপদ যেন একটু থামল। তারপর বলল, 'করে দেখ।' বলেই শ্যামাপদ হাঁক দিল, 'পান্না গোয়ালা, এদিকে এসো। এখন ওসব কান্নাকাটি রাখো।'

কিছু বলবার নেই, শ্যামাপদ একেবারে আগাপাছতলা পুলিস! পান্না এগিয়ে এল, ভাঙা গলায় বলল, 'বলেন দারোগাবাবু।'

'তোমার মেয়ের নাম কি?' শ্যামাপদ নিজেই প্রশ্ন শুরু করল।

'আজ্ঞে নমিতা ঘোষ।'

'বয়স ঠিক কতো?'

'পাঁচ চলছে।'

'ইস্কুলে পড়তো?'

'আজ্ঞে না।'

'কে তোমার মেয়েকে মেরেছে, কিছু আন্দাজ করতে পারো?'

পান্না ঝরঝর করে কেঁদে উঠল। শ্যামাপদ ধমক দিল, 'বলছি এখন ওসব কান্নাকাটি রাখো। যা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব দাও।'

পান্না কান্নাভাঙা স্বরে জবাব দিল, 'সে কথা কী করে বলব দারোগাবাবু?' আমার এতটুকু মেয়েকে কেন কেউ মারবে, আমি কিচ্ছু জানি না।'

শ্যামাপদ অশোকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি জিজ্ঞাসা করতে চাও করো।'

অশোকের কাছে পান্না অপরিচিত নয়। পান্না গোয়ালাকে ও পান্নাদা বলে ডাকে। বয়সের একটা সম্মান আছে। ও জিজ্ঞেস করল, 'পান্নাদা, তোমার ছেলে-মেয়ে ক'টি?'

পান্না বলল 'দুই ছেলে আর এই একটি মেয়ে।'

'তোমার দাদা, ভাই কেউ আছে?'

'না দাদাবাবু, কেউ নেই।'

'জ্ঞাতি, আত্মীয়-স্বজন?'

'আছে, তারা এখানে কেউ থাকে না। রাণাঘাট থেকে আমার বাবা এখানে এসে ব্যবসা শুরু করেছিল, এখানেই বাড়ি করেছে। বাবার ব্যবসাই আমি চালাচ্ছি।'

অশোক বলল, 'শোনো পান্নাদা, একটু অন্যদিকে এসো, তোমাকে আলাদা একটা কথা জিজ্ঞেস করব।' শ্যামাপদকে বলল, 'আপনিও আসুন।'

পান্নাকে নিয়ে একটু সরে গিয়ে অশোক জিজ্ঞেস করল, 'পান্নাদা, ভেবে বল তো, পাড়ায়, আশেপাশে তোমার সঙ্গে কারোর কোনো ঝগড়া-বিবাদ আছে? তোমার বা তোমার বউয়ের উপর রাগ আছে কারোর?'

পান্না একটু ভেবে বলল, 'কই দাদাবাবু, তেমন তো কিছু মনে করতে পারি না। নমির মায়ের সঙ্গে পাড়ায় কারোর কখনো ঝগড়া হতে দেখি নি। আমিও সাতে-

পাঁচে বড় একটা থাকি না। সারাদিন আমার দুধ ছানা নিয়েই কেটে যায়। ছেলেরা দুধ বিলি করতে বেরিয়ে যায়, ফেরে দুপুরে। আমি আর বৌ ছানা তৈরি করি। তার মধ্যেই রান্নাবান্না হয়। দুপুরে খেয়ে, ছানা নিয়ে দোকানে চলে যাই। বাজার করে সন্ধ্যার পর ফিরি। তারপরে তো গরুর জাব তোয়ের করা, খাওয়ানো...।'

অশোক বাধা দিয়ে বলল, 'বুঝেছি। এমনিতে তোমার সঙ্গে কারোর ঝগড়া নেই। শান্তিতেই আছো। তোমার কি সুদী কারবার আছে?

পান্না যেন একটু চমকে উঠল। শ্যামাপদর দিকে একবার দেখে বলল, 'কারবার কিছু নেই দাদাবাবু। চেনাশোনা বিশ্বাসী কেউ অভাবে পড়লে, চাইলে ধার দিই, তবে সুদ নিই। কিন্তু বেশি না।'

'তাদের নাম বলতে পারো?'

'পারি।' বলে কয়েকজনের নাম বলল। সব ক'টিই প্রায় স্ত্রীলোকের নাম। তবু অশোক টুকে রাখল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বৌ কোথায়?'

'তাকে বাড়ি নিয়ে গেছে।'

'চল, তাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করে আসি।'

শ্যামাপদ নীরস স্বরে বলে উঠল, 'তাতে কী লাভ হবে. এক কথাই তো শুনতে হবে।'

অশোক বলল, 'তবু জিজ্ঞেস করা উচিত।'

শ্যামাপদ অশোকের সঙ্গে চলতে চলতে বলল, এদের আমি একদম বিশ্বাস করি না। হয়তো অনেক কিছু জানে, বলবে না। ভাবে, যে-কোনো রকমে পুলিসের হাত থেকে ছাড়া পেলেই বাঁচি।'

অশোক সে কথার কোনো জবাব দিল না। পান্নার বাড়িতে এল। নতুন দালানের বারান্দার পাশে স্ত্রী বসেছিল। তার কাছে আরো কয়েকজন স্ত্রীলোক। সকলেই মাথায় ঘোমটা টেনে সরে গেল। অশোক পান্নার স্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। পান্নার স্ত্রী চোখ মুছতে মুছতে, ঘোমটা টানল। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'সকালবেলা মেয়ে বেরিয়েছিল কখন? মনে আছে?'

পান্নার স্ত্রী ঘাড় নেড়ে বলল, 'সময় তো বলতে পারি না বাবা। তখন উঠোনে রোদ এসে পড়েছে। নমির বাবার সঙ্গে তখন ছানা করছি, দেখলাম ঘর থেকে এক মুঠো গম নিয়ে ছড়িয়ে দিল। কোথা থেকে কতগুলান পায়রা উড়ে গেল। নমি পায়রা ধরবার জন্য ছুটো-ছুটি করছে।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'সেই কি শেষ দেখা?'

পান্নার স্ত্রী মাথা ঝাঁকিয়ে, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে, কেঁদে উঠল। শ্যামাপদ ধমক দিতে যাচ্ছিল। অশোক হাত তুলে নিরস্ত করল। জিজ্ঞেস করল, 'কতক্ষণ বাদে খোঁজ পড়ল?'

পান্নার স্ত্রীর কান্না একটু প্রশমিত হলে বলল, 'খোঁজ তো সব সময়েই করেছিলাম বাবা। হাতে কাজ, এটা ওটা দরকার হলে ওকেই তো ডাকি, অ নমি কোথায় গেলি, এটা দে, ওটা দে। সব থেকে ছোট কিনা.....।'

পান্নার স্ত্রীর গলা আবার বুজে এল। তার মধ্যেই গলা-খাঁকারি দিয়ে, পরিষ্কার করে বলল, 'কখনো তেমন বকা-ঝকা করি না। একবার বাড়ি ঢোকে, আবার ছুটে বেরিয়ে যায়, এমনি হয়। আজ যে সেই পায়রাদের গম খাইয়ে বেরিয়েছিল, তারপরে আর ফেরে নি। ওর বাবা রেগে খোঁজ করতে বেরিয়েছিল। পাড়ার কারোর বাড়িতে যায় নি। এমনটা হয় না। তখন একটা চিন্তা হল, মেয়ে কোথায় যেতে পারে। তারপরেই তো মাতি বুড়ি ঘুঁটে দিতে গিয়ে দেখতে পেয়ে ভিরমি গেল।'

অশোক ভুরু কুঁচকে চুপ করে ভাবল। চকিতে ওর মুখে একটা নতুন চিন্তার ঝিলিক দেখা গেল। জিজ্ঞেস করল, 'ওর গায়ে কি সোনা রূপো কিছু ছিল?'

পান্নার স্ত্রী বলল, 'ছিল বাবা। কানে ছিল বড় বড় মটরদানার বল লাগানো সোনার দুল। হাতে চারগাছি চুড়ি, ব্রোঞ্জের উপর সোনা দিয়ে গড়া।'

অশোকের চোখ উজ্জ্বল হল, এবং মনে মনে ভাবল, সব থেকে সহজ ব্যাপারটা কতো অসহজ পথে চিন্তা করছিল। পরিষ্কার মেয়েটির মৃতদেহের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। মেয়েটির গায়ে কোথাও সোনার চিহ্ন ছিল না। ও শ্যামাপদকে বলল, 'চলুন, আর একবার ডেডবডিটা দেখি। এতক্ষণে বোধহয় বাইরে নিয়ে এসেছে।'

অশোক পারলে যেন ছোটে। তাড়াতাড়ি এল মন্দিরের কাছে। নমিতার দেহ বাইরে আনা হয়েছে। কাছে গিয়ে, ও প্রথমেই দেখল কান আর হাত, কোথাও একটু আঁচড়ের দাগও নেই। যার অর্থ দাঁড়ায়, মেয়েটিকে মারার পরে, কানের দুল আর হাতের চুড়ি খুলে নেওয়া হয়েছে, খুনী কোনো বাধা পায় নি।

পান্নাও সঙ্গে এসেছে। অশোক তাকে জিজ্ঞেস করল, 'পান্নাদা সব মিলিয়ে কত আন্দাজ সোনা ছিল?'

পান্না বলল, 'সে আমার মনে আছে দাদাবাবু। চুড়ি চারগাছা ছিল আধ ভরি, দুল জোড়া সাড়ে ছ'আনা।'

সাড়ে চৌদ্দ আনা সোনা। অশোকের তৎক্ষণাৎ মনে হল, খুনী খুব নিষ্ঠুর সন্দেহ নেই, কিন্তু বড় ধরনের দাঁও মারার মতো লোক না। এদিক থেকে খুনী ছিঁচকে। মাত্র সাড়ে চৌদ্দ আনা সোনার জন্য একটি শিশুকে সে হত্যা করতে পারে। মোটামুটি মোটিভ পাওয়া গেল, এবং খুনীর সামাজিক শ্রেণীর চেহারাটাও যেন অস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে।

শ্যামাপদ এই পর্যন্ত শুনেই হুম্‌কে উঠল, 'এ পাড়ার সব বেকার ছোঁড়াদের আমি ধরে নিয়ে যাবো। একটাকেও ছাড়বো না। রুলসই করে কথা আদায় করবো।'

বলেই সে তার নিজের কাজে লেগে গেল। তার মূর্তি দেখেই, কৌতূহলী জনতা

সরে পড়তে লাগল। পাড়ার কিছু জোয়ান ছেলের কপালে দুর্গতি আছে, বিশেষত যাদের কাজকর্ম নেই, নানান ফিকিরে ঘোরে। ওদের মধ্যে মস্তান ধরনের ছেলেও কিছু কিছু আছে, যারা নানা অসদুপায়ের ধান্দায় ঘোরে। অবিশ্যি তাদের মধ্যে কেউ এ কাজ করে নি তা একেবারে নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

পুলিসী তৎপরতা শুরু হতেই অশোক সরে পড়ল। প্রথমেই দেখা করল মাতি বুড়ির সঙ্গে, যে মন্দিরে প্রথম মৃতদেহ দেখতে পেয়েছিল। সে কথার মধ্যে কেবল গোঙালো, কিছু বলতেই পারলো না। তবে এটা জানা গেল, মৃতদেহ স্পর্শ করার সাহস তার ছিল না। কাছে গিয়ে দেখে নি, এবং ঘুঁটে দিতে যাবার সময় আশেপাশে কারোকে দেখতে পায় নি।

তারপর অশোক, চেনা-মুখ বেকার ছেলেদের খুঁজে বেড়ালো। বিশেষ করে যারা, একটু মস্তান ধরনের, ওয়াগন ভাঙা বা লরি লুট করার দলে থাকে। এরা অধিকাংশই অশিক্ষিত বস্তিবাসী। ভদ্রলোকের ছেলেরা আজকাল যে রকম মস্তান হয়, সে রকম না। কিন্তু কারোর সঙ্গে কথা বলেই, সেরকম কোনো ফল পাওয়া গেল না। অনেককে পাওয়াই গেল না, পাড়ার ঘটনা শুনেই গা-ঢাকা দিয়েছে। না দিয়েও উপায় নেই। তারা সত্যি কথা বললেও, শ্যামাপদ ওদের ছাড়বে না। আগে হাজতে নিয়ে গিয়ে পুরবে।

বাড়ির পথে ফিরতে ফিরতে প্রথম যে কথা অশোকের মনে এল তা হচ্ছে, খুনীর টাকার খুব জরুরী প্রয়োজন, তার জন্য যে-কোনো অপরাধ করতে তার দ্বিধা ছিল না। অতএব দুল আর চুড়ি হয়তো সে ইতিমধ্যেই বিক্রি করেছে। এ শহরে স্বর্ণকারের সংখ্যা কম না। সব জায়গায় হানা দিয়ে জানাও বোধহয় সম্ভব না। বিশেষত এই খুনের ঘটনা জানার পরে, কোনো স্বর্ণকার বা স্বর্ণ-ব্যবসায়ী যদি সেই চুড়ি-দুল কিনেও থাকে, এখন আর স্বীকার করবে না। তার পক্ষে দুটো পথ খোলা। খুনের ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে পুলিসকে সব জানিয়ে দেওয়া অথবা একেবারে মুখে কুলুপ আঁটা। এমন কি খুনী ধরা পড়ে যদি স্বীকারও করে, তখনো সে স্বীকার করবে না। চুড়ি দুলের কোনো পাত্তাই পাওয়া যাবে না। ব্যবসায়ীর ঘরে সেই চুড়িদুল যায় নি। পাড়ার কাছে-পিঠেই কেউ অল্প টাকায় সোনা কিনে নিয়েছে। শহরে সে রকম লোকের অভাব নেই।

বাড়ি ফিরে আসার পথে, অশোকের সঙ্গে হারাণ ভট্টাচার্যের দেখা হল। বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন। বেশ ধোপদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, পান চিবোতে চিবোতে, হন হন করে হেঁটে চলেছে। অশোককে জিজ্ঞেস করল, 'কী হে অশোক, এত বেলায় কোথা থেকে এলে?'

অশোক বলল, 'এই এদিকেই একটু গিয়েছিলাম। আপনি এত হনহনিয়ে কোথায় চলেছেন?'

হারাণ ভট্টাচার্য বলল, 'আজ শনিবার, তাও জান না? শালারা এত দেরি করিয়ে দিলে, এখন কোন্ ট্রেন পাবো কে জানে। কলকাতার মাঠে গিয়ে দেখবো, একটা ঘোড়াও নেই।'

অশোকের মনে পড়ে গেল, হারাণ ভট্টাচার্য একজন মস্ত রেসুড়ে। সামান্য একটি কয়লার গোলা আছে। তাতে সংসার কতটুকু চলে, কে জানে। তার গোলায়, সারাদিনই এ শহরের সমস্ত ভদ্র অভদ্র, যারা রেস খেলে তাদের ভিড় লেগে থাকে। ঘোড়ার নাড়ি-নক্ষত্র তার জানা। অনেকেই তার উপদেশে লাভবান হয়েছে। হারাণ ভট্টাচার্যের নিজেরও কিছু কিঞ্চিৎ আয় হয়।

অশোক নিজের ঘড়ি দেখে বলল, 'এখন আর একটা-পাঁচ মিনিটের আগে কোনো ট্রেন বোধহয় পাবেন না।'

হারাণ ভট্টাচার্য সরোষে বলে উঠল, 'দেখ দেখি কাণ্ডটা। শালারা একেবারে উকুনের মতো লেগে থাকে, ছাড়তে চায় না। এখন দেখ, কোনো ব্যাটা আমার জন্য বসে নেই, যে যার এতক্ষণে বোধহয় কলকাতায় পৌঁছে গেছে। হাঁদু'টা প্রত্যেক শনিবার ডেকে নিয়ে যায়, সে হতভাগাও আজ আসে নি।'

বলে হারাণ ভট্টাচার্য প্রায় দৌড়াতে লাগল। অশোক ভাবল, কী নেশা রে বাবা! একেই বোধহয় জুয়ার নেশা বলে। এখন স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যুর খবর পেলেও বোধহয় হারাণ ভট্টাচার্যকে আটকানো যাবে না। শোক করতে হলে, ফিরে এসে করবে। অশোক মনে মনে হাসল। বাড়ি এসে পৌঁছুল। বাড়ির বাইরের ঘরের গান এবং জ্যোতিষী-চক্রের আড্ডা ভেঙেছে। ও বাড়ির ভিতরে ঢুকে দোতলায় গেল। গিয়ে দেখল, কাঞ্চন বৌদি ওর ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

কাঞ্চন ওর জ্ঞাতি-সম্পর্কে দাদার স্ত্রী। পাশেই বাড়ি। বাড়ির ভিতর দিয়ে বাড়িতে আসার রাস্তা আছে। সুন্দরী কাঞ্চন অশোকেরই বয়সী প্রায়, জীবনটা খুবই অ-সুখের। অশোকের যে দাদার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, সে এক ধরনের হাবা এবং বিকলাঙ্গ। প্রচুর অর্থের মালিক, অতএব কাঞ্চনের মতো স্ত্রী ভাগ্যও আছে। কাঞ্চন অবিশ্যি তার স্বামীকে সেবা শুশ্রূষা করে। এ বাড়িতে অশোকের কাছে মাঝে মাঝে আসে, প্রতিদিন চা করে খাওয়ায়, তত্ত্ব-তল্লাস করে। দু'জনের মধ্যে একটি বন্ধুত্ব আছে, কথাবার্তায় অনুমান করা যায়।

কাঞ্চনের সিঁথেয় সদ্য সিঁদুর ছোঁয়ানো। অশোককে দেখে বলল, 'ভাবলাম বুঝি, পান্না গোয়ালার মেয়ের খুনীকে একেবারে হাজতে পুরে বাড়ি ফিরবে।'

অশোকের চোখে তখন এলেমেলো চিন্তার ছায়া, বলল, 'খবর পেয়েছ তা হলে! না, এখনো হদিস আর করতে পারলাম কোথায়। ঘটনাটা শুনেছ?'

কাঞ্চন বলল, 'আমার ঘটনা শুনে দরকার নেই। বাটিতে করে তেল রোদে দিয়েছি। মেখে নাইতে যাও। বুড়ি পিসীমা এখনও ভাত নিয়ে বসে আছেন।'

অশোক বলল, 'গরম পড়ে গেছে, এখন আর গায়ে তেল মাখতে ইচ্ছে করে না। বলছ যখন একটু মাখি!'

অশোক ঘরে ঢুকে জামা-প্যান্ট ছেড়ে, চান করবার কাপড় পরে, তেল মাখতে লাগল। কাঞ্চন বলল, 'তোমার টেলিফোন এসেছিল।'

অশোক বলল, 'নিশ্চয়ই থানা থেকে?'

'হ্যাঁ, কী বিচ্ছিরি বড় দারোগার কথাবার্তা। আমাকেই ধমক দিয়ে বলল, তুমি বাড়ি এলেই যেন ফোন করতে বলি।'

অশোক হাসল। না জানিয়ে সরে পড়বার দরুনই এত রাগ। শ্যামাপদর ভয়, পাছে অশোক আগেই সব জেনে নিয়ে খুনীকে ধরে ফেলে। সে চায় অশোক তাকে সব বলুক, সে গিয়ে খুনীকে ধরে নিয়ে আসে। বলল, 'লোকটা ওই রকম। কিন্তু সে কথা যাক ব্যাপারটা কি রকম বুঝছ বল তো?'

কাঞ্চন বলল, 'কী আর বুঝবো। ঘটনাটা কী, শুনি?'

অশোক সমস্ত ব্যাপারটা বলল। খুনের উদ্দেশ্য যে সামান্য কয়েকটি অলংকার, সে কথা জানাল। কাঞ্চন খানিকক্ষণ ভেবে বলল, 'কী জানি বাপু, বুঝতে পারছি না। তবে খুব উঞ্ছ প্রকৃতির লোক এ খুন করেছে মনে হয়।'

'উঞ্ছ মানে?'

'উঞ্ছ মানে চালচুলোহীন হতভাগা। তোমারও কি তাই মনে হচ্ছে না? ভেবে দেখ না, যেন টাকার খুবই দরকার, হাতের সামনে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে নিই। মনে হচ্ছে, যেন মেয়েটার গায়ে দু'চিলতে সোনা দেখেছে, আর এদিক ওদিক দেখে মুরগী চুরির মতো কোপ মেরেছে। যা করেছে, খুব তাড়াতাড়ি করেছে।'

অশোক তেল মাখতে মাখতে কাঞ্চনের মুখের দিকে নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে ছিল। ও জানে, কাঞ্চন বৌদি মাঝে মাঝে সহজ ভাষায়, অসাধারণ সত্য বলতে পারে। কাঞ্চনের কথা শুনে, ওর চোখের সামনে যেন একটা ছবি ভেসে উঠল। ও বলল, 'তা হলে বৌদি এ কথাও সত্যি, মেয়েটা খুনীকে চিনত?'

কাঞ্চন জোর দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই। তা না হলে খুন করবে কেন? মেয়েটা চেঁচামেচি করবে, সেই ভয়ে আগেই মেরে ফেলেছে, কারণ শেষ পর্যন্ত মারতেই হোত।'

'তা হলে বলতে চাও, লোকটা পাকা খুনী?'

কাঞ্চন বলল, 'তা আমি বুঝি না।'

অশোকের তেল মাখা বন্ধ হয়ে গেল। ভাবতে বসল। কাঞ্চন বলল, 'এখন চান করতে যাও।'

অশোক অন্যমনস্কভাবে বলল, 'তাহলে খুনী মালীপাড়া বা তার কাছাকাছির লোক। তা না হলে মেয়েটা তাকে চিনতো না। কিন্তু কার এমন টাকার দরকার

পড়তে পারে যে মেয়েটাকে মেরে ফেলল? এমন কী দরকার? সংসারের অভাব-অনটনে কি লোক এরকম কাজ করে?'

কাঞ্চন হেসে বলল, 'দেখ হয়তো কোনো মদো মাতাল চণ্ডু-চরসের নেশাখোরের কাজ।'

'নেশার জন্য খুন?'

'হতে পারে না? মা-বাপের বাক্স ভেঙে, বৌয়ের গায়ের গহনা ছিনিয়ে নিয়ে যায় অনেকে।'

অশোক যেন চিন্তায় একেবারে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেল। কাঞ্চন তাড়া দিল, 'কী হল, স্নান করতে যাও।'

অশোক সেই অবস্থায় আরো খানিকক্ষণ থেকে, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ওর চোখের সামনে এখন একটি মাত্র মূর্তিই ভাসছে। বলল, 'না, আর খাওয়া হল না।'

কাঞ্চন ধমকে বলল, 'খবরদার ঠাকুরপো, এখন তুমি নাওয়া খাওয়া ছেড়ে বেরোলে খুব অন্যায় হবে বলছি।'

অশোক স্নানের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, 'যাও, পিসীমাকে শীগগিরি ভাত বাড়তে বল, আমি এলাম বলে।'

অশোক নাকে-মুখে কোনোরকমে কিছু গুঁজেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। যাবার আগে কাঞ্চনের গালে একটা টোকা মেরে বলে গেল, 'খুনী যদি ঠিক ধরা পড়ে, তা হলে তোমারই ক্রেডিট।'

কাঞ্চন কপট রাগে ঝামটা দিল, 'তা বলে তুমি আমার গালে টোকা মারবে? ফিরে এসো, তখন দেখাব।'

অশোক ছুটল। কাঞ্চন পিছন থেকে নিঃশব্দে হাসল। তারপরে একটা নিশ্বাস ফেলল।

অশোক প্রথমে এল থানায়। শ্যামাপদ তখন থানা-সংলগ্ন তার বাড়িতে খেতে গিয়েছে। একজন এস. আই. জানাল, অশোক এলেই যেন শ্যামাপদর বাসায় চলে যায়, এ ..কম নির্দেশ আছে। অশোক তা-ই গেল। শ্যামাপদর হুমকে ওঠার আগেই ও জিজ্ঞাসা করল, 'দুল-চুড়ি বিক্রি হয়েছে কী না, খোঁজ করেছিলেন?'

শ্যামাপদ তবু ধমকে উঠল, 'তুমি বলবে, তবে তার খোঁজ করবো?'

'পেয়েছেন?'

'না।'

'আমার যতদূর মনে হচ্ছে, চুড়ি-দুল বিক্রি হয় নি এখনো, এবং খুনী বোধহয় বাড়িতেই আছে।'

শ্যামাপদ অস্থিরভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কে, কে?'

অশোক বলল, 'শুনুন, কতগুলো ঘটনা-পরম্পরায় আমি একজনকে সন্দেহ করেছি মাত্র। মন্দিরের কাছেই ভরদ্বাজ পাড়ায় আপনি নিজে একবার লোক নিয়ে যান। আপনি যথেষ্ট শক্ত মানুষ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনাকে খুব শক্ত করে ধরতে হবে। আমি যাব না। আপনার দেরি করলে হবে না। পাখি হাওয়া কাটবে না, মাল সরে যেতে পারে।'

শ্যামাপদ ছেলেমানুষের মতো হাত-পা ছুঁড়ে বলল, 'কাদের বাড়ি, লোকটার নাম বলবে তো?'

অশোক বলল, 'হাঁদু চক্কোত্তি। চেনেন তো?'

'রেসুড়ে হাঁদু?'

'হ্যাঁ।'

'সে এ রকম খুন করবে?'

'করতে পারে। হাঁদুর ঘরে ভাত নেই, আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। শুনেছি, যেদিন বাড়িতে রান্না হয়, মেঝেয় গর্ত করে পাতা পেতে ডাল রাখে। চুড়ি দুল খুঁজে বের করতে অসুবিধা হওয়া উচিত নয়, অবিশ্যি যদি ওর কাজ হয়।'

'কিন্তু আজ তো শনিবার। ও কলকাতা চলে যায় নি?'

অশোক বলল, 'বোধহয় যাওয়া হয়ে ওঠে নি। আপনি চলে যান।'

শ্যামাপদ তখন খালি গায়ে। তাড়াতাড়ি গলার পৈতাটা পিছন দিকে ঠেলে, অন্য ঘরে যেতে যেতে বলল, তুমি অফিসে গিয়ে বসো। আমি হাঁদুর বাড়ি থেকে না ফেরা পর্যন্ত যাবে না।'

অশোক চলে এল অফিসে। চক্রবর্তীদের বিরাট পুরনো ভাঙা জীর্ণ বাড়িটা ওর চোখের সামনে ভাসছে। বিপত্নীক, কয়েকটা ছেলেমেয়ে আছে। তাদের দুর্দশাও চূড়ান্ত। হাঁদু ছাড়া, তার আর সব ভাইদের অবস্থা মোটামুটি ভালো। সকলেই চাকরি-বাকরি করে। এক বাড়িতেই থাকে, আলাদা আলাদা। হাঁদুর সঙ্গে কেউ মেশে না, কথাও বলে না।

অশোক অন্ধকারে তীর ছুঁড়ে বসে আছে। এখন শিকারের আর্তনাদের অপেক্ষা, অথবা হতাশা। ও দাঁত দিয়ে নখ ছিঁড়তে লাগল।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে, হাঁদুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে থানায় নিয়ে এল। চোখের কোল ফোলা, ঠোঁটের কশে খানিকটা রক্ত। শ্যামাপদ অশোককে ডেকে নিজের খাস ঘরে নিয়ে এল। পকেট থেকে বের করে, একটা ন্যাকড়ার পুঁটুলি রাখল। খুলতে দেখা গেল তার মধ্যে চারাগাছা ছোট ছোট চুড়ি, মটরদানার দুটি দুল। অশোকের সঙ্গে শ্যামাপদর চোখাচোখি হল। অশোক বলল, 'এগুলোর সাক্ষীদের সই-সাবুদ লিখেছেন তো?'

শ্যামাপদ গম্ভীর গলায় বলল, 'সে কথা পরে, আগে আসল কথা বলো। জানলে কী করে?'

অশোক সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'যাক্, আন্দাজটা ঠিকই করেছিলাম। হাঁদু চক্কোত্তির আজ কলকাতায় রেসের মাঠে যাওয়া হয় নি। অথচ এর জন্যই একটি শিশু খুন।'

শ্যামাপদ প্রায় ছেলেমানুষের মতো চিৎকার করে উঠল, 'এখন তুমি মুখ খুলবে, না কী?'

অশোক সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'একটু চা খাবো।'

'স্টুপিড।' শ্যামাপদ চিৎকার করে চা আনতে হুকুম করল।

কথা হচ্ছিল কাঞ্চনের সঙ্গে, সন্ধ্যেবেলা। কাঞ্চন অবাক হয়ে বলল, 'নেশাখোরদের কথা বলতেই তোমার হাঁদুর কথা মনে পড়ল?'

'হ্যাঁ। তার আগে অবিশ্যি হারাণ ভট্টাচার্যকে কলকাতার রেসের ময়দানে ছুটতে দেখেছিলাম। সে বলেছিল, হাঁদু আজ তাকে ডেকে নিয়ে যায় নি। তারপরে তুমি বললে, 'বৌয়ের গায়ের গহনা ছিনিয়ে নিয়ে যায় নেশাখোরেরা, তখন মালীপাড়া বা কাছাকাছি অনেকের মুখ ভেসে উঠল। একে একে অনেকের মুখ ছেড়ে, হাঁদুর কাছে এসে থামল। ওদের বাড়ির পিছন দিকেই মন্দির। মনে পড়ল, আজ শনিবার। শনিবার সকাল হলেই, হাঁদু চক্কোত্তির মাথা খারাপ হয়ে যায়, একথা শহরের সকলেই জানে। দু'দিন না খেতে পেলেও তার এরকম হয় না।....তারপরেই মনে পড়ল, বছর দুয়েক আগে, হাঁদু বাড়ির মধ্যেই এক ছ'মাসের ভাইঝির গলা থেকে সোনার হার খুলে নিয়েছিল, ধরা পড়েছিল। মনে পড়ল, সেই দিনটাও ছিল শনিবার। গত বছরের আর একটা ঘটনা, ভরদ্বাজ পাড়ার একটি ছেলে মাত্র দু'টাকার নোট হাতে পাকাতে পাকাতে দোকানে যাচ্ছিল। হাঁদু তা কেড়ে নিয়েছিল। সেই দিনটিও শনিবার ছিল। আর আজ? আজও শনিবার। শনিবার হলেই হাঁদু চক্কোত্তি ঘোড়ার ডাক শুনতে পায়। কিন্তু সেই প্রেত ঘোড়ার ডাকটা ওর পক্ষে শুভ নয়।'

কাঞ্চন বলল, 'শুধু এর ওপর নির্ভর করেই তুমি ঠিক করে ফেললে?'

'হ্যাঁ, অনেক দিক দিয়ে মিলে গেল। হাঁদু নিজেও স্বীকার করেছে, আর তুমি যে রকম বলেছিলে, ও ঠিক সেইভাবেই মেয়েটাকে মেরেছে।'

কাঞ্চন বলে উঠল, 'আহ্, কী নেশা। ওর কী সাজা হবে?'

অশোক গম্ভীর মুখে বলল, 'আমার মতে লোকটাকে কোনো মেন্টাল অ্যাসাইলামে পাঠানো উচিত। এরা অসুস্থ, চিকিৎসা হওয়া দরকার। শোনো নি, যাকে বলে, গরীবের ঘোড়া রোগ।'

কাঞ্চন অবাক হয়ে অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

উড়াইয়া ছাই

ঘটনাটা নিয়ে, বিশেষভাবে তদন্তের আদেশ ওপর থেকেই এল, যে কারণে কলকাতার ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের, একজন বিশিষ্ট অফিসারকে, মফস্বল শহরের এই থানায় পাঠানো হয়েছে। তার ওপরেও যে একটি কারণ রয়েছে, তা হল যে-মহিলার অন্তর্ধানের জন্য এই তদন্ত, তিনি কলকাতার এক বিশিষ্ট ব্যক্তির কন্যা, যার বিয়ে হয়েছিল এই শহরেরই, একটি ধনে গুণে মানে এবং বর্ণশ্রেষ্ঠ বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তানের সঙ্গে। শ্রেষ্ঠ সন্তানই বলতে হবে। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের, বর্তমানে একমাত্র বাতিদার, চন্দ্রনাথ কেমেস্ট্রিতে এম. এ. পাশ করে, প্রথমে এ শহরেরই কলেজে চাকরি নিয়েছিল। তারপরে সে আমেরিকায় পাঁচ বছর পড়াশোনা করে, ডিগ্রি নিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু কলকাতা বা অন্য কোথাও চাকরি নেয় নি; সে এখানকার কলেজে তার প্রাক্তন পদেই আবার বহাল হয়েছিল। বছর খানেক পরেই অবিশ্যি কলেজ কমিটি তাকে কেমিস্ট্রির হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট পদে প্রমোশন দিয়েছিল। যোগ্যতার বিচার ঠিক ছিল বলে যদি ধরে নেওয়া যায় বয়সোচিত দাবিদার সে ছিল না। বয়স অনুপাতে, সেই পদে অন্যের প্রমোশন হবার কথা।

যাই হোক, বর্তমান ঘটনার সঙ্গে, চাকরির ব্যাপারটি বোধহয় আসে না, অতএব এ প্রসঙ্গ থাক। আমেরিকা থেকে ফেরার পরে, চন্দ্রনাথ বিয়ে করেছিল। তার স্ত্রী অনসূয়া, আদি হুগলী জেলা, বর্তমানে কলকাতার এক বিশিষ্ট ভরদ্বাজ গোত্রের পরিবারের মেয়ে। আজকাল আর কলকাতা এবং তার তিরিশ-চল্লিশ মাইলেব মধ্যে, আধুনিকতার বিশেষ তফাত করা যায় না। তবু কলকাতার কথা আলাদা, সেখানে প্রতিদিন, নানা বিষয়ে, নানা কারণে, বিশ্বের কোলাকুলি। এক তো পাঁচ তারকা বিশিষ্ট হোটেল, বার, রেস্তোরাঁ, ক্যাবারে ইত্যাদি আছেই, তার সঙ্গে আছে বিজ্ঞাপন জগতের চমক দেওয়া নানা অনুষ্ঠান; সুন্দরী প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে, নানা ধরনের একজিবিশন, ভ্যারাইটি শো, বিদেশী দূতাবাসগুলোর নানান অনুষ্ঠান, ডিনার পার্টি ইত্যাদি, যা বলে শেষ করা যায় না। সে-হিসাবে কলকাতা স্বতন্ত্র। কিন্তু কলকাতার সব কিছুর সঙ্গে, তার উত্তর দক্ষিণ, তিরিশ-চল্লিশ মাইলের মধ্যে বসবাসকারী আধুনিকেরা এ সব অনুষ্ঠানে নিত্য অংশগ্রহণ করে থাকে। সেদিক থেকে, এ দূরত্বের মধ্যে এখন আর তফাত বিশেষ নেই।

এই সব পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে, অনসূয়া অতি-আধুনিকা। পাঁচ বছর স্টেট্সে প্রথম জীবন কাটানো চন্দ্রনাথের পক্ষে সেটা এমন কিছু ব্যাপার না। সে নিজে দেখে-শুনেই, অনসূয়াকে পছন্দ করেছিল। নিজে দেখাশোনা ছাড়া উপায়ও ছিল না, কারণ তার চার কূলে বর্তমানে কেউ নেই। বংশে বাতি দিতে সে একলা। তা হোক, এমন একটি

অবিবাহিত ছেলের জন্য, পাত্রীর অভাব হয় না, পাত্রীপক্ষরা কাকের মুখে সংবাদ পায়।

চন্দ্রনাথ স্টেট্‌সে একটি গাড়ি কিনেছিল। নতুন গাড়ি। ফেরবার সময়, সেটি বিক্রি না করে, কলকাতা বন্দরের ঠিকানায়, জাহাজে তুলে দিয়ে, নিজে উড়োজাহাজে ফিরেছিল। সে হিসাব করে দেখেছিল, পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা ভারত সরকারকে দিতে হলেও, তার লোকসান কিছু হচ্ছে না। গাড়িটা কেবল দৃষ্টি-সুখকর না, সব দিক থেকেই সুখদায়ক। পার্টসের অভাবের একটা প্রশ্ন আছে। এত বিচার করতে গেলে, বিদেশী রাজহংস তুল্য গাড়ি ভোগ করা যায় না। তার বিয়ের তিন দিন পরে, অর্থাৎ ছ'মাস বাদে গাড়িটি এসে পৌঁছেছিল। চন্দ্রনাথের আর্থিক অবস্থা চাকরি-নির্ভর না, বংশনির্ভর। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি মিলিয়ে, বেশ ভালো। পিতৃপুরুষের গচ্ছিত টাকা অনেক। শহরে অনেকে আলোচনা করে, থৈ পায় না, কত পরিমাণ সোনা পীতু বাঁড়ুজ্যের ঘরে আছে। পীতু অর্থাৎ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা ছিলেন। তার বাবা, নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায় অল্পায়ু ছিলেন, চল্লিশ বছর বয়সে মারা গিয়েছেন।

এসব বৃত্তান্তও বর্তমান ঘটনার সঙ্গে, বিবৃত হবার প্রয়োজন নেই। ঘটনা হল, চন্দ্রনাথের সঙ্গে, অনসূয়ার বিয়ের পরিণাম সুখের হয় নি। অনসূয়ার পক্ষে কলকাতার বাইরে জীবনযাপন করা একরকম অসম্ভব ছিল। কলকাতার নানান বিলাসের মধ্যে, বিদ্যুৎগতি জীবনের সঙ্গে, তার প্রাত্যহিকতার বন্ধন। মফস্বল শহরের গঙ্গার ধারে, বাগানওয়ালা বিরাট ভবনে, চন্দ্রনাথের সঙ্গে নিরিবিলি জীবনযাপন, এবং সপ্তাহে একদিন কিংবা দুদিন মাত্র কলকাতায় যাওয়া, তার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল। সে নিজে থেকেই, তার বাবাকে বলে, চন্দ্রনাথকে আরো অনেক বড় চাকরি দিয়ে কলকাতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। চন্দ্রনাথ এ প্রস্তাবে গোড়াতেই বেঁকে বসেছিল। অনসূয়ার ইচ্ছার কাছে, নিজেকে সমর্পণ করার মতো ছেলে সে না। অতএব, একটি বছর, বিবাদ বিসম্বাদ সংঘর্ষপূর্ণ জীবন কাটিয়ে. অনসূয়া প্রথমে গিয়েছিল কলকাতায়। সেখানে কিছুকাল কাটাবার পরে, বম্বে। কেবল বম্বে না, নানান জায়গাতেই সে কাটিয়েছে প্রায় আরো একটি বছর।

অনসূয়া রূপসী তো বটেই, তার সঙ্গে ছিল, উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের উত্তাল যৌবন। চোখ-জুড়ানো লাবণ্যের থেকে, চোখে ধন্দ লাগানো দাহ ছিল বেশি। তার রূপের সঙ্গে, নগর-জীবনের বিলাস, বিদ্যুৎগতি জীবন, একটি নিখুঁত মেলবন্ধন।

এক বছর বাইরে ঘোরাঘুরির পরে, অনসূয়াকে আবার দেখা গেল এই মফস্বল শহরে। সে আবার চন্দ্রনাথের কাছে ফিরে এল। এই ঘটনার সাক্ষী অনেকেই। অনুমান, মাসখানেক সে চন্দ্রনাথের কাছে ছিল। চন্দ্রনাথের বিবৃতিও তা-ই বলে। তারপর, মাস দুয়েক ধরে, তার কোনো সন্ধান নেই। তার নিজের দুটো স্যুটকেস, যা নিয়ে সে চন্দ্রনাথের কাছে এসেছিল, সবই রয়েছে। তার ব্যবহারের প্রসাধন সামগ্রী, এখনো

ড্রেসিংটেবিলের সামনে, যেমন রাখা ছিল, তেমনি আছে, এবং চন্দ্রনাথের বিবৃতি অনুযায়ী, অনসূয়া, মাসখানেক কাটানোর পরে, একদিন সেজেগুজে, কলকাতায় যাবে বলে, একলাই বেরিয়ে যায়, তারপরে আর ফিরে আসে নি।

এই বেরিয়ে যাবার বিষয়ে, কোনো চাক্ষুষ সাক্ষী মেলে নি। অনসূয়ার বাবার সঙ্গে, শাসক মহলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। গত দু'মাসে, সারা ভারতবর্ষ তোলপাড় করে খোঁজা হয়েছে, কোথাও অনসূয়ার চিহ্ন মেলে নি। পুলিসের পক্ষ থেকে, চন্দ্রনাথের গোটা বাড়ি, বাগান, প্রতিটি ইঞ্চি অনুসন্ধান করে দেখা হয়েছে, অনসূয়ার এক গাছি চুলের চিহ্নও চোখে পড়ে নি। একটা মানুষ কী করে পৃথিবী থেকে এমনভাবে লোপাট হয়ে যেতে পারে, কেউ ভেবে স্থির করতে পারছে না। স্থানীয় থানা তো নয়-ই, এমন কি কলকাতা থেকে আগত, ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের বিশিষ্ট অফিসারও না।

থানার ও.সি. শ্যামাপদর ঘরে বসে, এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সে আজ ঠাকুরবাড়ির অশোককে ডেকে এনেছে, এবং কলকাতার অফিসার ইনভেস্টিগেটর মিঃ তরফদারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। মিঃ তরফদার মধ্যবয়স্ক. মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, দোহারা চেহারা, চোখা নাক-মুখ, চোখে শাণিত দৃষ্টি। তিনি অশোককে দেখে, মোটেই সন্তুষ্ট হন নি, মুখের অভিব্যক্তি এবং কথাবার্তা শুনলেই বোঝা যায়। অশোকের মতো তিরিশের নিচে বয়স, একটি ফচকে ছেলে, অনবরত ফুক ফুক করে সিগারেট খাচ্ছে, স্বভাবতই মিঃ তরফদারের মতো, একজন ঝানু এবং অভিজ্ঞ গোয়েন্দা অফিসারের পক্ষে, একটি গুরুতর তদন্তের ক্ষেত্রে, তাকে মোটেই মেনে নিতে পারেন না। অথচ থানার রেকর্ড থেকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন, কয়েকটি গুরুতর খুনের কিনারা, এই অশোক ঠাকুর করেছে। তাঁর পক্ষে, তথাপি যেন বিশ্বাস করা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্যামাপদর মুখের অবস্থা, অধিকতর খারাপ। দু'মাস ধরে অনসূয়ার মতো একটি মেয়ের অন্তর্ধানের কোনো কিনারা করতে পারছে না, এটা তার চাকুরি-জীবনের ক্ষেত্রে, নানারকম প্রশ্ন তুলেছে। ডি. এম. থেকে শুরু করে এস. পি., এস.ডি. ও, সবাই তাকে প্রায় ধিক্কার দিচ্ছেন। এতদিন সে অশোককে ডাকে নি। এখন তার শেষ গতি অশোক।

অশোক অবিশ্যি এতদিন নিশ্চেষ্ট বসে ছিল না। ব্যাপারটা নিয়ে, অনেক দূর ভেবেছে। কিন্তু মুখ খোলে নি। ও মিঃ তরফদারের মনোভাব বুঝেছে। বুঝেও কিছু করার নেই, ওকে কয়েকটা কথা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতেই হচ্ছে। আলোচনার প্রসঙ্গেই, ও জিজ্ঞেস করল, 'মিঃ তরফদার, আপনি একজন বয়স্ক অভিজ্ঞ অফিসার। সে তুলনায় আমার জ্ঞান বুদ্ধি কিছুই না। ব্যাপারটাকে আপনার কী মনে হয় বলুন তা? অনসূয়া ব্যানার্জীর কী হতে পারে? তিনি কি আত্মগোপন করে আছেন বলে মনে হয়, না কি অন্য কিছু ঘটেছে বলে মনে করেন?'

মিঃ তরফদার পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, 'অন্য কিছু বলতে কী বোঝাতে চাইছেন?'

অশোক মিঃ তরফদারের চোখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল, তারপরে হেসে বলল, 'আমি খুন হওয়ার কথা বলছি।'

মিঃ তরফদার হাত নেড়ে বললেন, 'অসম্ভব কিছুই না। কিন্তু খুন হলেও, তার কোনো প্রমাণ তো খুঁজে বের করতে হবে। কোনো প্রমাণ বা চিহ্নই তো কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।'

মিঃ তরফদার যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। একজন দায়িত্বশীল অফিসার হিসাবে, এটা তাঁর মানসিক অস্থিরতা ছাড়া কিছু না। নিশ্চয়ই ওপরওয়ালাদের ভ্রূকুটি-বিরক্ত মুখগুলো তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

অশোক বলল, 'হ্যাঁ, সেদিক থেকে, আপনারা তো সারা ভারতবর্ষ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন। আচ্ছা, অনসূয়া ব্যানার্জী নাকি কলকাতা যাবার নাম করে বেরিয়েছিলেন। এটা কি আদপেই সত্যি?'

মিঃ তরফদার বললেন, 'সত্যি মিথ্যা জানি না। অনসূয়াকে দু'মাস আগের সেই দিনে বা আর কখনোই, পরিচিতরা কেউ কলকাতায় দেখে নি।'

অশোক চিন্তিত হল, আবার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আপনি কি চন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে জিজ্ঞেস করেছেন, হঠাৎ অনসূয়া ব্যানার্জী কেন এসেছিলেন? মিলে-মিশে সংসার করতে, না আর কিছুর জন্য?'

মিঃ তরফদার বললেন, 'জিজ্ঞেস করেছি। উনি বলেছেন, অনসূয়া ব্যানার্জী ডিভোর্স চাইতে এসেছিল। কিন্তু মাসখানেক থাকার পরে অনসূয়া ডিভোর্সের চিন্তা আর করে নি। সে নাকি চন্দ্রনাথবাবুর সংসার করতেই চেয়েছিল।'

অশোক সিগারেট ধরিয়ে, একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল, 'চন্দ্রনাথবাবুদের বাড়ি তো বেশ বড়। বাগানও ছোটখাটো না। সব কিছু খুঁজে দেখে, আপনি স্যাটিসফায়েড?'

মিঃ তরফদার বলেন, 'হ্যাঁ, সেখানে আমি সন্দেহজনক কিছুই পাই নি। প্রতিটি ঘর চিলেকোঠা পর্যন্ত, আর বাগান, কোথাও কিছু দেখতে বাকী রাখি নি।'

'অনসূয়া ব্যানার্জীর জিনিসপত্র?'

'সব ঠিক আছে। তার দুটো স্যুটকেশ, দুটোই খোলা। তার মধ্যে জামাকাপড়ই প্রধান, কিছু অর্নামেন্টস্‌ও আছে। ব্যাঙ্কের চেকবই আর পাসবুক আর প্রায় সতেরোশো টাকা, যেমন ছিল তেমনি আছে। আমরা কিছুই এখনো সরাই নি। যেখানকার জিনিস যেমন ছিল তেমনি আছে।'

'চন্দ্রনাথবাবুর বাড়িতে আর কে আছে?'

'কেউ না। ওঁর খাবার আসে শহরেরই একটি হোটেল থেকে। উনি ব্রেকফাস্ট নিজে তৈরি করে খান।'

'যখন অনসূয়া ছিলেন?'

'সেই এক মাসও সেই হোটেল থেকেই খাবার এসেছে. আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি। একজন ঝি অবশ্যি আছে, সে সকালবেলা এসে ঘর-দোর পরিষ্কার করে দিয়ে চলে যায়। বাড়ির অধিকাংশ ঘরের দরজাই তালা-বন্ধ পড়ে থাকে। কেবল যে ক'টা ঘর উনি ব্যবহার করেন, সেই ঘর ক'টা সাফ করা হয়।'

অশোক চুপ করে রইল। একটু অস্বাভাবিক লাগছে। এত বড় বাড়ি, তার দেখাশোনার জন্য কেউ নেই, কাজের লোকের মধ্যে, একটি ঠিকে ঝি মাত্র। অবিশ্যি বাইরে থেকে খাবার এনে খাওয়াটা বিচিত্র কিছু না। যারা য়ুরোপ-আমেরিকায় কিছুকাল থেকেছে, তারা এরকম জীবনযাপনে খানিকটা অভ্যস্ত। বাড়িতে রান্নার পাট বলে কিছু রাখতে চায় না। অশোক চন্দ্রনাথকে চেনে, ছেলেবেলা থেকেই দেখেছে। কিন্তু শহরে এমন পরিবার অনেক আছে, যাদের সঙ্গে মেলামেশা বা বাক্যালাপ পর্যন্ত নেই। পীতু বাঁড়ুজ্যের পরিবার ওর কাছে সেইরকম। ও আবার জিজ্ঞেস করল, 'সেই ঠিকে ঝিকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন নাকি?'

মিঃ তরফদার ভ্রূকুটি করে বললেন, 'নিশ্চয়ই করেছি। সে অনসূয়াকে দেখেছে। কখনো স্নান করতে বাথরুমে যেতে দেখেছে, কখনো চন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে, ঘরে বসে কথা বলতে দেখেছে। কখনো বা শুয়ে শুয়ে বই পড়তেও দেখেছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনোদিন ঝগড়া হতে দেখে নি, বরং তার কথা যদি মেনে নিই, দু'একবার সে চন্দ্রনাথবাবু আর অনসূয়ার আদর সোহাগের দৃশ্য দেখে, লজ্জায় পালিয়ে গেছে।'

অশোক বলে উঠল, 'ভারি অদ্ভুত তো!'

মিঃ তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী অদ্ভুত?'

অশোক এতটা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, চমকে উঠে বলল, 'না, কিছু না। আচ্ছা, শ্যামাপদবাবু, অনসূয়া ব্যানার্জীর কোনো ফটো আছে?'

শ্যামাপদ বলল, 'আছে, দেখবে?'

বলে সে তার ড্রয়ার খুলে, ছয় বাই চার ইঞ্চি সাইজের একটি ফটো দিল। অগ্নিশিখা! অশোকের মনে হল। ভদ্রমহিলাকে ও কখনো দেখে নি। ফটোর চেহারার বয়স তেইশ-চব্বিশ। ও জিজ্ঞেস করল, 'এটা কত বছর আগের ফটো?'

শ্যামাপদ বলল, 'তিন বছর আগের।'

অশোক মনোযোগ দিয়ে ফটোটা দেখতে লাগল। তারপরে বলল, 'এটা আমার কাছে রাখতে পারি?'

শ্যামাপদ গম্ভীর মুখে বলল, 'পারো, কন্‌ডিশন, ফটোটা ফিরিয়ে দিতে হবে।'

অশোক হেসে বলল, 'পরস্ত্রীর ফটো রেখেই বা কী করব বলুন। দু' একদিনের মধ্যেই ফিরিয়ে দেব।'

মিঃ তরফদার অশোককে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কী ভাবছেন?'

অশোক মাথা নেড়ে বলল, 'কিছুই না। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। তারপরে ও

শ্যামাপদর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি যদি আমার সঙ্গে থাকেন, তাহলে, চন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর বাড়িটা আমি একবার দেখতে চাই।'

শ্যামাপদ তাকাল মিঃ তরফদারের দিকে। মিঃ তরফদার ভ্রূকুটি করে বললেন, 'নিয়ে যেতে পারেন একবার। চন্দ্রনাথবাবু এমবারাস হবেন। আফটার অল, হি ইজ এ ম্যান অফ প্রেস্টিজ।'

অশোক বুঝতে পারছে, মিঃ তরফদার, চন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সম্পর্কে মনে মনে সম্ভ্রম পোষণ করেন। না করার কিছু নেই। ও বলল, 'অবিশ্যি, আপনারা দেখেছেন, আমার আর না দেখলেও চলে। তবু যদি একবার দেখতে পারতাম, ভালো হত।'

শ্যামাপদ বলল, 'ঠিক আছে। দেখে নেওয়াই ভালো, তোমার যখন মনে হয়েছে।'

বলেই, হাতের ঘড়ি দেখে, সে টেলিফোনের রিসিভার তুলে, এক্সচেঞ্জের কাছে একটা নাম্বার চাইল। নাম্বার পেয়ে বলল, 'হ্যালো, কে প্রফেসর ব্যানার্জী বলছেন?... আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি থানার ও.সি. বলছি। আপনাকে স্যার একটু বিরক্ত করব। আপনার বাড়িটা আর একবার দেখবার দরকার আছে।...অ্যাঁ? বুঝতে পারছি, আপনার খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এবার নিয়ে তিনবার হবে। কিন্তু স্যার, আমার কোনো উপায় নেই। ...হ্যাঁ, কখন? এখনই যেতে পারি। খুব ভালো। আমরা যাচ্ছি এখুনি।'

অশোকের দিকে ফিরে বলল, 'চলো, যাওয়া যাক। মিঃ তরফদার যাবেন নাকি?'

মিঃ তরফদার বললেন, 'না, আমার আর দরকার নেই। আপনারা দেখুন।'

অশোক শ্যামাপদর সঙ্গে, চন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর গঙ্গার ধারের বাড়িতে গেল। চন্দ্রনাথ তখন খাবার ঘরে, সুন্দর সাজানো টেবিলের সামনে বসে খাচ্ছিলেন। দরজা খোলাই রেখেছিলেন। ঢুকতে কোনো অসুবিধা হল না। খাবার প্লেটের সামনেই, একগোছা চাবি ছিল। সেটা এগিয়ে দিয়ে শ্যামাপদর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিন, একতলা দোতলার যে ঘর খুশি দেখুন, আমি ততক্ষণে খেয়ে নিই।'

শ্যামাপদ দুঃখপ্রকাশ করল, এবং কথায় কথায় জানা গেল, বেলা এগারোটা পর্যন্ত চন্দ্রনাথের একটি মাত্র ক্লাস নেবার ছিল। এখন সে বাড়িতেই থাকবে। কথা বলতে বলতে, সে অশোককে কয়েকবার দেখল, কিন্তু কোনো পরিচয় জিজ্ঞেস করল না। অশোক দেখল, সুদর্শন চন্দ্রনাথ, অত্যন্ত নিশ্চিন্ত, চশমার কাঁচের মধ্যে, তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন। তার স্বাস্থ্য বলিষ্ঠ, ফরসা দোহারা চেহারা। অশোক চোখ না নামিয়ে, বেশ খানিকক্ষণ চন্দ্রনাথকে দেখল। চন্দ্রনাথ কথা বলতে বলতে, মুখে ভাতের গরাস তুলতে লাগল।

অশোক বলল, 'চলুন, আগে অনসূয়া ব্যানার্জীর নিজের ঘরটা দেখি।'

শ্যামাপদ বলল, 'চলো।'

দু'জনেই একটি ঘরে ঢুকল। মিঃ তরফদারের বর্ণনার সঙ্গে ঠিকঠাক মিলে গেল।

স্যুটকেস, প্রসাধন দ্রব্য, ড্রেসিংটেবিল, এমন কি, অনসূয়ার ছেড়ে যাওয়া শাড়িটি পর্যন্ত, খাটের ওপরে পড়ে আছে। ও চন্দ্রনাথ আর অনসূয়ার শোবার ঘরটাও দেখল। তারপরে ওর ইচ্ছা হল রান্নাঘরটা দেখবে। গিয়ে দেখা গেল, সেখানে সিমেন্ট-বাঁধানো উঁচু দুটো শূন্য উনোন। বড় মিটসেফ শূন্য। দেয়াল আলমারি খুলে খুলে দেখল, আরশোলাদের নিশ্চিন্ত নিবাস। অনেককাল যে এ ঘর অব্যবহৃত, তা বোঝা যায়। তবে মেঝেতে ধুলো পড়ে নি, বেশ পরিষ্কার। বোধহয় রোজই ঝাঁটপাট ধোয়ামোছা হয়।

অশোক সারা বাড়ি, চিলেকোঠা থেকে নিচের বাগান, গ্যারেজ গাড়ি, সবই দেখল এবং নিরাশ হয়ে, শ্যামাপদর দিকে লজ্জিত চোখে তাকাল। শ্যামাপদ রীতিমতো বিরক্ত। বেলা দুটো বেজে গিয়েছে। ও বলল, 'চলুন, আপনাকে আর বিরক্ত করব না। চন্দ্রনাথবাবু আমাকে চেনেন না। আপনি কেবল একটা কথা চন্দ্রনাথবাবুকে বলে দিন, আমি যদি কখনো ওঁর কাছে আসি, উনি যেন দয়া করে আমার কথার জবাব দেন।'

শ্যামাপদ ভুরু কুঁচকে একটু ভাবল। তারপরে বলল, 'ঠিক আছে।'

চন্দ্রনাথ তখন বাইরের ঘরে বসে পড়াশোনা করছিল। শ্যামাপদর বক্তব্য শুনে, কয়েক সেকেণ্ড অশোকের মুখের দিকে দেখে বলল, 'ঠিক আছে। যখনই আসবেন, টেলিফোন করে খবর নিয়ে আসবেন, আমি আছি কী না।'

অশোক বলল, 'নিশ্চয়ই।'

আর কোনো কথা হল না। অশোক শ্যামাপদর সঙ্গে বেরিয়ে এল। চন্দ্রনাথ পিছনে পিছনে এসে, দরজা বন্ধ করে দিল। গ্যারেজ থেকে বেরোবার আলাদা বড় গেট আছে। সেটা তালা-বন্ধ।

শ্যামাপদ জিজ্ঞেস করল, 'কী বুঝলে?'

'খুব কঠিন। তবে, চন্দ্রনাথবাবুর মোটিভ থাকতে পারে।'

'কিসের মোটিভ?'

'খুনের।'

'কী রকম?'

'নিষ্কৃতির জন্য। অনসূয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য। আমরা শুনেছি অনসূয়া ডিভোর্স চেয়েছিল। শোনা কথার কোনো মূল্য নেই। সে কেন চন্দ্রনাথের কাছে আবার ফিরে এসেছিল, এ বিষয়ে সঠিক কিছুই আমরা জানি না। সে হয়তো টাকা-পয়সা দাবি করেছিল। অবিশ্যি, অনসূয়ার রূপ এবং যা বয়স, তাতে চন্দ্রনাথবাবু জেলাস হয়েও কিছু করতে পারেন। আবার ব্যাভিচারিণী স্ত্রীর ওপর ক্ষেপে গিয়েও কিছু করতে পারেন।'

'কিন্তু তুমি তো শুনলে, এক মাস থাকবার পরে, অনসূয়া আর ডিভোর্স চায় নি,

সংসার করতেই চেয়েছিল। তা হলে আর এসব কথা আসছে কেন?'

'তা শুনেছি, কিন্তু সবই শোনা কথা। অনসূয়া যে একমাস ছিল, তার কোনো প্রমাণ পেয়েছেন?'

শ্যামাপদ রেগে, খেঁকিয়ে উঠল, 'উল্লুকের মতো কথা বোল না। আমরা পাড়ার প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে কথা বলেছি। সবাই বলেছে, রোজই চন্দ্রনাথবাবু তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে, সন্ধ্যের পরে গাড়ি নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন, আবার ঘণ্টাখানেক বা দেড়েক বাদে ফিরে আসতেন। লোকে চোখে দেখেছে, এমন কি কথা বা হাসিও একটু আধটু শুনেছে। তা ছাড়া, ঝি নিজের চোখে দেখেছে।'

'ঝি কি ফটো দেখে বলেছে, অনসূয়াকেই সে দেখেছে?'

শ্যামাপদ বলল, 'ঝি বলেছে, অত সে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নি। কাজ করতে করতে হঠাৎ দেখেছে। তার ধারণা, ফটোর মহিলাকেই সে দেখেছে।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'হোটেলের যে লোক রোজ দুবেলা খাবার দিতে আসে, তাকে জিজ্ঞেস করেছেন?'

'করা হয়েছে। সে মাত্র দু'একদিন হঠাৎ অনসূয়াকে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে দেখেছে, তার বেশি না। তারও ধারণা, ফটোর মহিলাকেই সে দেখেছে।'

অশোক চুপ করে ভাবতে লাগল। কোথায় যেন একটা গোলমাল থেকে যাচ্ছে। ঝি ধারণা করবে কেন? দেখে থাকলে সে সোজাসুজি বলবে। হোটেলের লোকটাকে না হয় বাদ দেওয়া গেল।

শ্যামাপদ ওকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাবার সময়ে বলল, 'দেখ, কিছু বের করতে পারো কী না। আমার মেজাজ আর ঠিক থাকছে না। যেখানে মেয়েমানুষ, সেখানেই ঝামেলা।'

অশোক ঠোঁট টিপে হাসল। কিছু বলল না।

ছ' মাস অতিক্রম হয়ে গিয়েছে, অনসূয়া অন্তর্ধানের কোনো সূত্রসন্ধানই মেলে নি। অশোকের মনে হল, ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। জীবনে এরকম দুর্বিপাকে ও আর কখনো পড়ে নি। ইতিমধ্যে, দু'বার ও চন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছে, নানানভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কোথাও কোনো সূত্র মেলে নি, একেবারে নিশ্ছিদ্র! কিন্তু এখন ওরও কেমন একটা নিশ্চিত ধারণা হয়েছে, অনসূয়া কলকাতায় যায় নি। সম্ভবত সে চন্দ্রনাথের বাড়ির বাইরেই কখনো যায় নি।

অশোক এতখানি পর্যন্ত ভেবেছে, অনসূয়া চন্দ্রনাথের কাছে আসার একদিন বা দু'দিন পরেই, তাকে যদি মেরে ফেলে থাকে, এবং অন্য একটি মেয়েকে অনসূয়ার ভূমিকায় কাজে লাগিয়ে থাকে, তথাপি, হত্যার সব চিহ্ন একেবারে লোপাট করা যায় কেমন করে? অশোক ঝিয়ের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছে। ঝি ওকে বলেছে,

'বড়লোকের সুন্দর বৌদের বাবা আমি আলাদা করে চিনতে পারি না। সবাইকেই একরকম মনে হয়।' কথাটা শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু অশোকের তা মনে হয় নি। ঝি মিথ্যা বলে নি। এরকম হতে পারে। হোটেলের ছেলেটাও স্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারে না, ফটোর অনসূয়াকেই সে ঠিক দেখেছিল কী না।

যাই হোক, অনসূয়া যদি খুনই হয়ে থাকে, তবে তার মৃতদেহের গতি কী হয়েছে? কীভাবে কোথায় তা পাচার হতে পারে? পাচার হলেও, কোথাও না কোথাও তার চিহ্ন মিলতই। এরকম একেবারে হাওয়া হয়ে যাবে কেমন করে? সন্দেহ নেই, অত্যন্ত সাবধানে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সন্ধান এবং তদন্ত করা হয়েছে। কিছুই মেলে নি। কিন্তু একটা মানুষ এভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না।

অশোক শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে, আবার চন্দ্রনাথের কাছে গেল। চন্দ্রনাথ ওকে ভালোভাবেই নিল, ডেকে বসাল। চা অফার করল। অশোকও শান্তভাবে বসল। বলল, 'না, চা চাই না, আপনাকে আবার কষ্ট দেওয়া হবে। চা তো আপনাকেই করতে হবে। তার চেয়ে এক কাজ করুন চন্দ্রনাথবাবু। আপনি আমাকে একবার ভালো করে সার্চ করুন।'

বলে ও উঠে দাঁড়াল। চন্দ্রনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন বলুন তো?'

অশোক বলল, 'করুন না, তারপরে বলছি।'

চন্দ্রনাথ অবাক হয়ে, অশোককে ভালোভাবে সার্চ করে দেখল। কিছুই নেই।

অশোক বলল, 'এবার আমার সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই খুলে দেখুন।'

চন্দ্রনাথ দেখল, সিগারেট আর দেশলাইয়ের কাঠি ছাড়া কিছু নেই। অশোক বসে বলল, 'এখন আপনার বিশ্বাস হল তো, আমার কাছে কোনো রকমের মিনি টেপরেকর্ডার নেই?'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস হল।'

'এবার বলুন তো, অনসূয়া দেবীকে আপনি কীভাবে একবারে নিশ্চিহ্ন করলেন? আমি জানি, আপনি যা করেছেন, আপনাকে কখনো গায়ে স্পর্শ করা যাবে না। কিন্তু আমি নিশ্চিত, অনসূয়া দেবী আপনার বাড়ি থেকে কোথাও যায় নি।'

চন্দ্রনাথ হেসে উঠে বলল, 'আপনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন দেখছি।'

অশোক বলল, 'সত্যি। এমন বিচলিত আর কখনো হই নি। আপনি আমাকে নিশ্চিন্তে বলুন।'

চন্দ্রনাথ বলল, 'আমি নিশ্চিন্তেই আছি। আপনি বসুন, আমি আপনাকে বলব।'

বলে সে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসল। তারপরে বলল, 'আপনি অনসূয়ার ব্যাপারে সবই শুনেছেন। অনুমান করতে পেরেছেন নিশ্চয়ই, আমার খুনের মোটিভ থাকা খুব স্বাভাবিক, সেই জন্যই, আপনি আমাকে ধরে বসে আছেন। ঠিকই করেছেন। অনসূয়ার মতো মেয়েকে নিয়ে আমি আর নতুন করে ঘর করতে পারি না,

কেন না, আমার প্রবৃত্তি বা উদারতা কোনোটাই সে রকম না। অথচ সে আবার আমার ঘাড়ে এসে চেপেছিল। এবং তারও মোটিভ ছিল, টাকা। আমার কাছে কিছুকাল থেকে টাকা বাগানো। ফলে, ঘাড় থেকে এই আনওয়ান্টেড বোঝা নামাতেই হল। ওকে আমি অনেক ভেবেচিন্তে মারবার প্ল্যান করে ফেললাম। তার জন্য, আমার এক বান্ধবীর সাহায্য নিতে হল, যাব নাম আমি কখনো বলব না। একমাত্র সে-ই খুনের সাক্ষী।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, আপনার বান্ধবী কি আপনাকে কোনোদিন ব্ল্যাকমেইল করবেন না।'

'না। কেন, তারও কারণ আছে। তাকে আমি বিশ্বাস করি। অনসূয়া এখানে আসার তিন দিন বাদেই, ওকে আমি গলা টিপে মারি। তারপরে ওকে সবশুদ্ধ কেটে দশ টুকরো করি। প্রতিদিন রাত্রে একটা করে টুকরো পুড়িয়েছি, ছাই ফেলে দিয়েছি, ঝাড়ুদার ঝাঁট দিয়ে নিয়ে যেত।

প্রতিদিন রাত্রে পোড়ালেও আমার সবসুদ্ধ পনেরো দিন সময় লেগেছিল। এই নিশ্চিহ্নকরণের জন্যই আমাকে দেখাতেও হচ্ছিল, আমি অনসূয়াকে নিয়েই সংসার করছি, যাতে লোকে কিছুই সন্দেহ করতে না পারে। লোক স্পষ্ট দেখতে পাবে না। অথচ জানবে, আমি বৌ নিয়ে রয়েছি, সেজন্য সন্ধ্যের পর রোজ বান্ধবীকে গাড়িতে নিয়ে বেরোতাম। ঝি আসলে কোনোদিন আমার বান্ধবীর মুখ দেখতে পায় নি। ঝি বা হোটেলের বয়ের সামনে আসলে ও অভিনয় করত, মুখটা কখনই ভুল করে দেখতে দিত না। ও সাকসেসফুল। অনসূয়ার নাভিমূলটা আমি অবিশ্যি গঙ্গাতেই ফেলেছি। আর কিছু জানতে চান?'

অশোক যেন চোখ চেয়েও, একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে ডুবেছিল। হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের মতো বলল, 'হ্যাঁ মানে, না, আর জানার নেই। আপনার তুলনাও নেই।'

চন্দ্রনাথ হেসে বলল, 'শান্তিতে বাঁচতে তো হবে।'

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'শান্তিতে আছেন?'

চন্দ্রনাথ বলল, 'খুবই। পরম শান্তিতে আছি।'

অশোক বলল, 'তা হলে আর কিছু বলার নেই।'

ও চলে যাবার উদ্যোগ করতে, চন্দ্রনাথ বলল, 'অশোকবাবু একটা কথা বলে দিই। উনোন আমি এমনভাবে পরিষ্কার করেছি মানুষ পোড়ানোর কোনো চিহ্নই রাখি নি।'

অশোক বলল, 'বুঝেছি। আপনি প্রমাণ করলেন, খুনও চাপা যায়। ওটা পুরনো কথা, যে-কোনো অপরাধেরই কোনো না কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়।

চন্দ্রনাথ হাসল। অশোক আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল।